Acc. No 110
Coll No 294.5926 X(2) ms (0)
Date 30.5.88
B. G. M.
GAUDIYA MISSION GRANTHA MANDIR
ACC No.: 120
Coll No.
Date
GAUDIYA MISSION GRANTHA MANDIR
A.C.C. No.
CALCUTTA-3

# দশমঃ স্কন্ধঃ

## চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায় গুঞ্জাবতংস-পরিপিচ্ছলসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণুলক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥ ১॥

১। **অন্বয় ঃ** [হে] ঈড্য (স্তুতিযোগ্য) অভ্রবপুষে (নবীননীরদশ্যামলবিগ্রহায়) তড়িদম্বরায় (তড়িদ্বৎ পীতাম্বরং যস্য তস্মৈ) গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায় (গুঞ্জাফলরচিতকর্ণভূষণাভ্যাং চূড়োপরি বিরাজিতৈ ময়ুর পুচ্ছৈশ্চ শোভমান বদনায়) বন্যস্রজে (বৃন্দাবনীয় পত্র পুষ্পাদিগ্রথিতমালাধারিণে) কবলবেত্রবিষাণবেণুলক্ষ্মশ্রিয়ে (দধ্যোদনগ্রাসঃ বেত্রং শৃঙ্গং ত এব অসাধারণচিহ্নানি তৈঃ অসাধারণ শোভা যস্য তস্মৈ) মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায় (নন্দাত্মজায়) তে (তুভ্যং) নৌমি।

১। **মূলানুবাদ ঃ** শ্রীব্রহ্মা শ্রীশ্রীকৃষ্ণকে স্তব করতে লাগলেন—হে জগদ্বন্দ্য! পীতাম্বর, গুঞ্জা, পুষ্প আভরণ ও ময়ুর পুচ্ছে শোভন, বৃন্দাবনীয় পত্রপুষ্প মালায় রম্য, দধিমাখা অন্নগ্রাস-বেত্রশৃঙ্গবেণু প্রভৃতি রাখালের আভরণে মধুর দর্শন, সুকোমল পদকমলে মনোহর এবং নবঘনশ্যাম শরীরধারী নন্দনন্দন আপনাকে স্তব করছি।

---

**শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** এবং যস্য রূপস্য জ্ঞাতপরমৈশ্বর্য্য মাধুর্য্যস্তদ্রূপমেব নিজপরমপুরুষার্থত্বেন স্তোতুমুপক্রমতে—নৌমীতি। হে ঈড্য ইতি ত্বমেব স্তুতিযোগ্য ইত্যর্থঃ, পরব্রহ্মণস্তবৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্যয়োরেবাস্য সর্ব্ব-প্রাপঞ্চিকাপ্রাপঞ্চিক-নির্গম-প্রবেশদর্শনাৎ। অতঃ স্তৌমি ত্বাং, কিমর্থম্? তে তুভ্যং ত্বাং প্রাপ্তুম্। 'ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্ম্মণি স্থানিনঃ' ইতি এধোভ্যো ব্রজতীতিবৎ চতুর্থী। নন্বু ব্রহ্মারূপেণ রূপান্তরেণ বা মৎপ্রাপ্তিঃ স্যাত্তত্রাহ—অপো বিভর্ত্তীত্যভ্রং নবীনশ্যামমেঘস্তদ্বৎ স্নিগ্ধং কৃষ্ণকান্তি-বপুর্যস্য, তড়িদ্বৎ পীতাম্বরং যস্য, তস্মৈ। নন্বু ঈদৃশাঃ শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরাদয়োঽপি সম্ভবন্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—গুঞ্জাবতংসেত্যাদি, পরিতঃ পিচ্ছানি যস্য তৎ পরিপিচ্ছং বর্হাপীড়ং, বন্যা বনোদ্ভবা নানাবর্ণ পত্রপুষ্পাদিময্যঃ স্রজো যস্য তস্মৈ; তত্র চ বিশেষতো বাল্যলীলয়াকৃষ্টচিত্তস্তামেবোদ্দিশতি—কবলেতি। অত্র কবলং দধ্যোদনগ্রাসো বামহস্তে বামকক্ষে বেত্রবিষাণে, জঠরপটসন্ধৌ বেণুরিতি পূর্ব্বোক্তানুসারেণ বোদ্ধব্যম্, তান্যেব লক্ষণানি অসাধারণ-লক্ষণানি; অতএব লক্ষ্মভিঃ শ্রীঃ শোভা যস্য তস্মৈ; মৃদুপদ ইতি বাল্যমেবাভিপ্রেতম্, সাক্ষাত্তদনুক্তিঃ পিতৃত্ব-

প্রভুত্ব-গুরুত্বাদিনা পরমগৌরবাৎ। অনুক্তমন্যদবৃন্দাবনবিহারিত্বং বনধাতুবিচিত্রিতাঙ্গত্বাদিকং চ সংগৃহ্নন্ সর্ব্বান্তে সর্ব্ববিশেষণাশ্রয়মভীষ্টং বিশেষণমাহ—পশুপস্য শ্রীনন্দরাজস্য অঙ্গজায় পুত্রায় তত্তৎকুমারত্বেন স্বত এব নিত্যং তত্তৎসমবেতত্বাৎ। ইত্যেতৎ শ্রীবালগোপালরূপং ত্বামত্র প্রাপ্তুং ত্বামেব নৌমীতি পরমলালসয়া প্রাগেব প্রয়োজনমুদ্দিষ্টম ॥ জী০ ১ ॥

**১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** যে রূপের পরম ঐশ্বর্য-মাধুর্য জানা হল, সেই রূপকেই নিজ পুরুষার্থরূপে স্তব করতে আরম্ভ করলেনব্রহ্মা, নৌমি ইতি। **হে ঈড্য ইতি**—একমাত্র আপনিই স্তুতিযোগ্য, কারণ পরব্রহ্ম আপনারই ঐশ্বর্য-মাধুর্যে আজ সর্ব মায়িক ও চিৎ জাগতিক সবকিছুর বহির্গমন ও প্রবেশ দেখা গেল। অতএব **তে**—'তুভ্যং' আপনাকে **নৌমি**—স্তব করছি, কেন ? উত্তর, আপনাকে পাওয়ার জন্য। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা ব্রহ্মরূপে বা ভগবানের অন্যরূপে প্রাপ্তি হউক-না। এরই উত্তরে, শ্রীবালগোপালরূপে আপনাকে এই ব্রজে পাওয়ার জন্য আপনাকেই স্তব করছি, **অভ্রবপুষে**—'অভ্র= অপঃ বিভর্তি' জলধারণকারী-নবীন শ্যাম মেঘবৎ স্নিগ্ধ কৃষ্ণকান্তি শরীর যাঁর সেই তাকে, **তড়িৎ অম্বরায়**—বিদ্যুতের মতো পীতাম্বর যাঁর সেই তাকে। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা যা বললে এরূপ তো বৈকুণ্ঠ ঈশ্বরাদিরই হতে পারে, এই প্রশ্নের আশঙ্কায় বলা হচ্ছে—**গুঞ্জাবতংস ইত্যাদি**—অর্থাৎ গুঞ্জার কর্ণভূষণ ইত্যাদি। **পরিপিচ্ছ**—চতুর্দিকে ময়ুরপুচ্ছ যাতে লাগানো আছে সেই অলঙ্কার অর্থাৎ ময়ুরপুচ্ছের কিরীট—বর্হ পীড় যাঁর মস্তকে সেই তাকে। **বন্যস্রজে**—বনোজাত নানা বর্ণ পত্র পুষ্পাদিময়ী মালা যাঁর সেই তাঁকে স্তব করছি। এর মধ্যেও আবার বিশেষভাবে বাল্যলীলায় আকৃষ্টচিত্ত আপনারই উদ্দেশ্যে স্তব করছি, **কবল ইতি**—দধিমাখা অন্নের গ্রাস বামহস্তে বামবগলে বেত ও শিঙ্গা এবং কোমরের বস্ত্র গ্রন্থিতে বেণু এইরূপে পূর্ব-উক্তি অনুসারে, ইহাই তাঁর রূপ বুঝতে হবে—এই সব লক্ষণই হল অসাধারণ লক্ষণ, অতএব **লক্ষ্মশ্রিয়ে**—এই সব চিহ্নের দ্বারা যিনি শোভা পাচ্ছেন সেই তাঁকে স্তব করছি। **মৃদুপদে**—এই পদে বাল্যই অভিপ্রেত, কিন্তু সাক্ষাৎ অনুক্তির কারণ হল পিতৃত্ব, প্রভুত্ব গুরুত্বাদি দ্বারা কৃষ্ণের পরম ঐশ্বর্য। বৃন্দাবনবিহারিস্বরূপ বনধাতুবিচিত্রিত-অঙ্গপ্রভৃতি অন্য যা কিছু এখানে বলা হয় নি, তাও আছে ধরে নিয়ে সর্বশেষে সর্ববিশেষণের আশ্রয় অভীষ্ট বিশেষণ বলা হচ্ছে, **পশুপাঙ্গজায়**—পশুপালক শ্রীনন্দরাজের অঙ্গ থেকে জাত (পুত্রকে) পশুপালকের পুত্রের উপযোগী ভাবেই স্বাভাবিক ভাবেই নিত্যই সেই সেই লক্ষণ এসে জুটে যায়। এইরূপ শ্রীবালগোপালরূপ আপনাকে এই ব্রজে পাওয়ার জন্য আপনাকেই স্তব করছি। এইরূপে পরম লালসার সহিত প্রথমেই প্রয়োজন উদ্দিষ্ট হল। [ ক্রমসন্দর্ভ—এইরূপে শ্রীমন্নন্দনন্দন-চরণারবিন্দই পরমপুরুষার্থরূপে নিশ্চয় করত সেই রূপই স্তব করতে আরম্ভ করলেন—নৌমি ইতি ॥ জী০ ১ ॥

**১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ**

ভক্তিজ্ঞানমহৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যাব্ধৌ পতন্ বিধিঃ। অস্তৌৎ প্রীতিবিধৌ প্রশ্নোত্তরঞ্চোক্তং চতুর্দ্দশে ॥
মম রত্নবণিগ্ভাবং রত্নান্যপরিচিন্বতঃ। হসন্তু সন্তো জিহ্রেমি ন স্বস্বান্তবিনোদকৃৎ ॥
শ্রীমদ্গুরুপদাম্ভোজধ্যানমাত্রৈকসাহসং। বিধিস্তবাম্বুধেঃ পারং যিযাসতি মনো মম ॥

নিখিলসচ্চিদানন্দস্বরূপমূলভূতং শ্রীগোপেন্দ্রনন্দনং সাক্ষাদনুভূয় তত্রৈ-

বোদ্ভূতভক্তিনিষ্ঠস্তমেব বিধি বর্ণয়তি। নৌমীতি। হে ঈড্য, অধুনৈব দৃষ্টব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তসর্ব্ববস্তুত, বাসুদেব, সহস্রাংশিত্বেন পরম স্তব্য, তে তুভ্যং নৌমি স্তুত্যা ত্বামভিপ্রেমি। পত্যে শেতে ইতিবদেতাং স্তুতিং তুভ্যং দদামীত্যর্থঃ। যদ্বা, ত্বামেব প্রাপ্তুং প্রসাদয়িতুং বা ত্বাং নৌমি। অভ্রতুল্যবপুষে তড়িদম্বরায়েতি ভূতলসন্তাপ-হারিত্বং ভক্তচাতকজীবনত্বঞ্চ। গুঞ্জা চূড়াবর্ত্তিনী অবতংসঃ পৌষ্পঃ চূড়াবর্ত্তী শ্রোত্রবর্ত্তী চ। পরিপিচ্ছং উৎ-কৃষ্টবর্হং চূড়াগ্রবর্ত্তি তৈর্লসন্মুখং যস্যেত্যসাধারণ লক্ষণবত্ত্বম্। বৈকুণ্ঠীয়ানর্ঘ্যরত্নালঙ্কারেভ্যোঽপি বৃন্দাবনীয় গুঞ্জাদীনামুৎকর্ষশ্চ। বন্যা বৃন্দাবনীয়া এব পত্রপুষ্পময্যঃ স্রজো যস্যেতি নিশ্রেয়সবনস্থ পারিজাতাদীনাং নিকর্ষঃ। কবলাদিভি র্লক্ষ্মভিরেব শ্রীঃ শোভা যস্যেতি গোপবালোচিতাচরণস্যৈব তদীয় সর্ব্বাচরণেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যম্। মৃদু অতিসুকুমারৌ পদৌ যস্যেতি তাভ্যাং বনভ্রমণদর্শিনাং কারুণ্যপ্রেমমূর্চ্ছোৎপাদকত্বং, পশু-পাঙ্গজায়েতি শ্রীবসুদেবাদিভ্যোঽপি শ্রীমন্নন্দস্য সৌভাগ্যাধিক্যং ব্যঞ্জিতম্॥ বি০ ১॥

**১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** ভক্তিজ্ঞান মহা ঐশ্বর্য মাধুর্য সাগরে নিমজ্জিত হয়ে ব্রহ্মা এই চতুর্দশ অধ্যায়ে কৃষ্ণকে প্রীতির নিয়ম অনুসারে যে স্তব এবং প্রশ্নোত্তর করেছেন তা কথিত হয়েছে। রত্নরাশি আহরণে রত, নিজ নিজ মনের আনন্দ বিধানকারী সাধুগণ আমার রত্নবণিক ভাবকে পরিহাস করতে থাকুন, আমি লজ্জিত হচ্ছি না। শ্রীমদ্‌গুরুচরণকমল ধ্যানমাত্রৈক সাহস আমার মন ব্রহ্মস্তব-জলধি পার হওয়ার অভিলাষী।

নিখিল সচ্চিদানন্দস্বরূপের মূলভূত শ্রীগোপেন্দ্রনন্দকে সাক্ষাৎ অনুভব করত তার চরণেই উদয়-প্রাপ্ত ভক্তিতে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত ব্রহ্মা তাঁকেই বিস্তারিতভাবে স্তব করতে লাগলেন—নৌমি ইতি। **হে ঈড্য**—হে স্তুতি যোগ্য, এইতো দেখা গেল ব্রহ্মাদি তৃণপর্যন্ত সকলেই আপনার চতুর্ভুজমূর্তি সকলকে স্তব করছে, হে সর্বস্তুত! বাসুদেব! অসংখ্য অবতারের অবতারী বলে পরম স্তুতি যোগ্য **তে**—আপনাকে স্তব করছি। স্তুতি করে আপনাকে লাভ করবো—'পত্যে শেতে' এই অনুসারে, এই সব স্তুতি আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করছি। অথবা, আপনাকেই পাওয়ার জন্য, বা সন্তুষ্ট করার জন্য আপনাকে 'নৌমি' স্তব করছি। **অভ্রব-পুষে**—নবীন মেঘতুল্য ঘনশ্যামবপু, তড়িতের মতো বস্ত্র—এ দুটি পদে কৃষ্ণের ভূতল-সন্তাপ হারিতা ও ভক্তচাতক জীবনতা বুঝা যাচ্ছে। **গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায়**—চূড়ায় গুঞ্জা, 'অবতংস' পুষ্পরচিত ভূষণ চূড়ায় ও কর্ণে, 'পরিপিচ্ছ' উৎকৃষ্ট ময়ূরপুচ্ছ চূড়ার সম্মুখ ভাগে গোঁজা—এই সবের দ্বারা শোভিত মুখ–এইরূপে এখানে কৃষ্ণের অসাধারণ লক্ষণ এবং বৈকুণ্ঠস্থ অমূল্য রত্নালঙ্কার থেকেও বৃন্দাবনীয় গুঞ্জাদির উৎকর্ষ বলা হল। **বন্যস্রজে**—একমাত্র বৃন্দাবনীয় পত্রপুষ্পময়ী মালা যাঁর গলে সেই তাঁকে স্তব করছি—এইরূপে নন্দন কাননের পারিজাতাদির নিকৃষ্টতা প্রখ্যাপিত হল। কবলাদি **লক্ষ্মশ্রিয়ে**—চিহ্নের দ্বারা শোভা যাঁর সেই তাঁকে স্তব করছি। গোপবালোচিত আচরণেরই তদীয় সর্ব আচরণ থেকে শ্রেষ্ঠতা ধ্বনিত হল। **মৃদুপদে**—অতি সুকুমার পদযুগল যাঁর সেই তাঁকে স্তব করছি। বনভ্রমণ দর্শনকারীদের কারুণ্য-প্রেমমূর্চ্ছা উৎপাদকতা ধ্বনিত হল। **পশুপাঙ্গজায় ইতি**—শ্রীবসুদেবাদি থেকেও শ্রীমন্ নন্দের সৌভাগ্য আধিক্য ধ্বনিত হল॥ বি০ ১॥

২। অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য স্বেচ্ছাময়স্য নতু ভূতময়স্য কোঽপি।
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ সাক্ষাৎ তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ॥

২। **অন্বয়ঃ** [হে] দেব মদনুগ্রহস্য স্বেচ্ছাময়স্য (ভক্তেচ্ছাপালকস্য) ন তু ভূতময়স্য (ন তু ক্ষিত্যাদি পাঞ্চভৌতিকস্য) অস্যাপি তব বপুষঃ মহি (মহিমানং) আন্তরেণ (নিরুদ্ধেনাপি) মনসা কোঽপি অবসিতুং (জ্ঞাতুং) ন ঈশে (নৈব সমর্থো ভবামি) আত্মসুখানুভূতেঃ (স্বস্বরূপানন্দাস্বাদনপরায়ণস্য) সাক্ষাৎ তব এব কিমুত (কিমু বক্তব্যম্ ?)।

২। **মূলানুবাদঃ** অপরাধী আমার প্রতি অনুগ্রহশীল, ভক্তেচ্ছা পূরণকারী, পঞ্চভূতের অতীত চিৎঘন এই যাঁকে মুগ্ধ বাল্য লীলায় বৎস-বালক খোঁজায় রত দেখছি, সেই আপনার যে অসংখ্য চতুর্ভুজ বাসুদেব বিগ্রহ দর্শিত হল একটু পূর্বে, তার একটি বপুরও মহিমা আমি ব্রহ্মা বেদজ্ঞ হয়েও যদি বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না, তখন আর সেই সব অংশের অংশী সাক্ষাৎ আপনার মহিমা যে বুঝতে সমর্থ নই, সে আর বলবার কি আছে। অন্যে যে পারে না, সেতো আরও বলবার কিছু নেই।

---

২। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ** অস্যাপীতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্; তত্র নন্বিত্যাদ্যন্তে উৎকর্ষবর্ণনমেব হি স্তুতির্নামেতি হেতুরধ্যাহার্য্যঃ। তব বপুষ ইতি চতুর্থচরণাদত্রাপি তবেতি যোজনয়া সাধিতম্; তব যদ্বপুষঃ কশ্চিদপ্যবতারস্তস্যেত্যর্থঃ। কীদৃশস্যাপি তস্য ? তত্রাহ—অস্যাপীতি। জগতি সুলভত্বেন প্রকাশিতত্বাৎ তত্রেদন্তানির্দ্দেশং প্রাপ্তস্যেত্যর্থঃ। মদনুগ্রহস্যেতি—মদীয়সৃষ্টিপালকত্বাদিতি ভাবঃ। তদেতন্মতে নন্বু ভূতময়স্যেতি তবর্গপঞ্চমদ্বয়াদি ভাগময় এব পাঠঃ; ন তু তৎপঞ্চমপ্রথমাদিভাগময়ঃ, ন তু বা তৎ প্রথম-পঞ্চমাদিভাগময়ঃ। উত্তরব্যাখ্যায়াং তয়োর্নতু তম্বোরস্পর্শাৎ; তস্মাদ্‌যত্তু প্রথমব্যাখ্যায়াং ন ত্বিতি ব্যাখ্যাতং, তৎ খলু নুকারস্যৈব তুকারার্থতয়া স্বীকারাজ্‌জ্ঞেয়ম্। নেশে মহিত্বমবসিতুম্' ইত্যস্মান্নঞাযোজনয়া বা, অত্র নুস্তু বিতর্কার্থো জ্ঞেয়ঃ। দ্বিতীয়ার্থে নন্বু নিশ্চয়ার্থো জ্ঞেয়ঃ; নন্বিতি তবর্গপঞ্চমান্তপাঠস্তু টীকায়াং মূলে চ প্রায়ঃ সর্ব্বত্র দৃশ্যতে। তস্মাদথবেত্যস্য পাঠান্তর ইত্যেবার্থো জ্ঞেয়ঃ। সাক্ষাত্তবেতি—স্বয়ং ভগবতস্তবেত্যর্থঃ। কেবলস্যেত্যেবকারব্যাখ্যা তত্তদবতারানতীত্য বিরাজমানস্যেত্যর্থঃ গুণাতীতস্যেতি—তত্র চ পুরুষত্রিদেবীবৎ, ন তু ত্রৈগুণ্য-তত্তদ্গুণপরিচ্ছিন্নাধিকারস্যেত্যর্থঃ। স্বসুখানুভূতিমাত্রস্যাপি তত্তদবতারিত্বং মহিমবত্ত্বঞ্চ—'এতস্যৈবানন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি' (শ্রীবৃ॰ আ॰ ৪।৩।৩২) ইতি, 'কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্‌যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ' (শ্রীতৈ ২।৭।১) ইতি, 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ' (শ্রীবিষ্ণে ৬।৮) ইতি শ্রুতিপ্রামাণ্যেন গম্যতে, ন চ নির্ব্বিশেষতয়া তদাবির্ভাববিশেষস্য ব্রহ্মণ এব দুর্জ্ঞেয়তাধিক্যম্ অত্র প্রতিপাদ্যতে। 'তথাপি ভূমন্ মহিমা গুণস্য তে' (শ্রীভা॰ ১০।১৪।৬) ইত্যাদুত্তরবাক্যদ্বয়ে সবিশেষস্যৈব তদাধিক্যং ব্যাখ্যাস্যতে। অথবেতি অত্র বিরাড়্‌রূপস্যাপি দুর্জ্ঞেয়ত্বোল্লেখঃ, স্বয়ং তু ভগবতি তস্মিন্ পরমকৈমুত্যং প্রতিপাদয়তি স্ম। অস্মিন্নেব পক্ষে তনুভূতময়স্যেতি চিৎসুখপাঠঃ সঙ্গচ্ছতে। তনুভিঃ সূক্ষ্মৈঃ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তৈর্ব্যাপ্তত্বাদিতি হি তদ্ব্যাখ্যা। পূর্ব্বস্মিন্ পক্ষে তু তনু সূক্ষ্মমচিন্ত্যং যদ্ভূতং শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং

ভগবত্তত্ত্বং, তৎস্বরূপস্যেত্যর্থঃ। 'অস্য মহতো ভূতস্য' (শ্রীবৃ আ ৪।৫।১১) ইতি শ্রুতেঃ; 'লোকনাথো মহদ্ভূতম্' ইতি সহস্রনামস্তোত্রাচ্চ। নিয়ন্তৃ নিয়ম্যভেদরহিতস্যেতি–বিরাড়্ রূপস্য তন্নিয়ম্যস্যেত্যুক্তত্বান্ন তস্য কশ্চিন্নিয়ন্তা, ন চ স কস্যচিন্নিয়ম্য ইতি বিবক্ষয়া। উক্তলক্ষণস্যেতি অস্য বপুরিত্যাদি-বিশেষণৈর্দর্শিতস্যেত্যর্থঃ। অথ স্বব্যাখ্যা—নন্ন মমৈতাদৃশং স্বরূপমনূদ্য কিং স্তৌষীত্যাশঙ্কয়া সসম্ভ্রমং তত্র নিজাসামর্থ্যমাহ—অস্যাপীতি; অস্য জগতো যদ্দেববপুরাধিদৈবিকরূপং নারায়ণাখ্যং তব বপুরধুনা দর্শিতেষু চতুর্ভুজরূপেষ্বেকমপি বপুস্তস্যাপীতি যোজ্যম্। 'নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাৎ' (শ্রীভা ১০।১৪।১৪) ইতি হি বক্ষ্যতে বপুষো বিশেষণানি মদনুগ্রহস্যেত্যাদীনি। সাক্ষাত্তবৈবেতি পূর্ব্ববৎ। আত্মনা স্বয়মেব কর্ত্রা সুখানুভূতির্যস্য, অনন্যবেদ্যানন্দস্যেত্যর্থঃ। যদ্বা, অস্য তব যদ্দেববপুরধুনা দর্শিতেষু চতুর্ভুজরূপেষু একমপি বপুস্তস্যাপীতি যোজ্যম্। অত্র মদনুগ্রহস্যেতি—তদ্দর্শনাদেব হি তন্মহিমা জ্ঞাত ইতি ভাবঃ॥ জী° ২॥

২। **শ্রীজীব বৈ° তোষণী টীকানুবাদঃ** [শ্রীধরঃ নন্ন ইতি—পূর্বপক্ষ, স্তব করছি, এই সাধ্য-বস্তুর নির্দেশ করবার জন্যই কি শ্রীভগবৎ স্বরূপের অনুবাদমাত্র করা হচ্ছে, এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—অস্যাপী ইতি। ভো দেব, **অস্যাপি**—স্থূলভরূপে প্রকাশিত হলেও অপেনার **বপুষো**—অবতারের **মহি**—মহিমা **অবসিতুং**—জানতে **কোঽপি**—কেউ, আমি ব্রহ্মাও **নেশে**—সমর্থ নই। অথবা, কোনও ব্যক্তিই সমর্থ হয় নি। স্থূলভতার কারণ হিসাবে 'বপুষো' অর্থাৎ বপুর বিশেষণদ্বয়—**মদনুগ্রহস্য**—আমার প্রতি অনুগ্রহ যে বপু থেকে হয় তাই হল মদনুগ্রহ (বপু), **স্বেচ্ছাময়স্য**—'স্বীয়ানাং' স্বীয় ভক্তগণের যথা যথা ইচ্ছা তথা তথাই যে বপুর ইচ্ছা, তাই হল স্বেচ্ছাময় বপু। আপনার তাতে কি? এরই উত্তরে জানতে সমর্থ হচ্ছি না—অতঃপর বলছেন, **ন তু ভূতময়স্য**—অচিন্ত্য শুদ্ধসত্ত্বাত্মক এই বপুরই মহিমা যদি জানতে সমর্থ হচ্ছি না, তবে কেবল **আত্মসুখানুভূতেঃ**—স্বসুখানুভবমাত্র অবতারী গুণাতীতের মহিমা **মনসান্তরেণ**—ধ্যানস্থ হয়েও মনের দ্বারা কেই বা জানতে সমর্থ হয়। অথবা, 'ভূতময়স্যঽপি তু' বিরাট রূপের অর্থাৎ আপনার ব্রহ্মাণ্ড নিয়ামক অবতারের মহিমাও কেউ-ই বুঝে উঠ্‌তে পারে না। তখন এ আর বলবার কি আছে, যে সাক্ষাৎ অবতারী আপনারই নিয়ম্য-নিয়ন্তৃভেদরহিত উক্ত লক্ষণ এই কৃষ্ণরূপের মহিমা কেউ বুঝে উঠতে পারে না।]

শ্রীধরের ব্যাখ্যার উপর শ্রীজীবপাদের অর্থ-বিশ্লেষণ—**নন্ন ইতি**—এই পূর্বপক্ষের উত্তরে, আগাগোড়া উৎকর্ষ বর্ণনই 'স্তুতি' নামে কথিত হয়, তাই উৎকর্ষ বর্ণনই এ শ্লোকের প্রয়োজন, এরূপ বুঝতে হবে। **তব বপুষঃ ইতি**—চতুর্থ চরণ থেকে 'তব' শব্দটি 'বপুষঃ' শব্দের সহিত যুক্ত করেই ব্যাখ্যা করতে হবে—আপনার যে বপুর অর্থাৎ যে কোনও অবতারের মাহিমা। সেই অবতার কিদৃশ হলেও (তার মহিমা)? এরই উত্তরে **অস্যাপি ইতি**—স্থূলভরূপে জগতে প্রকাশিত হলেও কেউ জানতে সমর্থ নয়—শ্রীধরের এই কথার ধ্বনি হল সেই অবতার অনিরূপণীয় ভাব প্রাপ্ত। **মদনুগ্রহস্য**—মদীয় সৃষ্টিপালক হেতু আমার অনুগ্রাহক। **সাক্ষাৎ তব এব**—স্বয়ং ভগবান্ আপনার, 'এব' কারের ব্যাখ্যা শ্রীধর করলেন 'কেবল'—এর অর্থ হল, যে অবতারের কথা বলা হয়েছে সেই অবতারকে অতিক্রম করত বিরাজমান স্বয়ং ভগবান্ আপনার

(মহিমা)। 'গুণাতীতের' ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বরের মতো রজো সত্ত্ব তমোগুণের সংযোগ নেই যাঁর সেই গুণাতীত আপনার। **স্বসুখানুভূতেঃ তব**—স্বসুখানুভূতিমাত্র আপনার, এরূপ হলেও নিখিল অবতারের অবতারিত্ব ইঁহাতে বর্তমান্ এবং সর্ব মহিমায় মহিমান্বিত। শ্রুতি উদ্ধৃত এই সব প্রমাণে ইহা জানা যায়, যথা—'এতস্যৈবানন্দস্য', 'কোহ্যেবান্যাৎ', 'পরাশ্যশক্তি' ইত্যাদি এবং এই অবতারীর নির্বিশেষভাবে আবির্ভাব বিশেষের দুর্জ্ঞেয়তার আধিক্য এখানে ব্রহ্মার প্রতিপাদ্য নয়—"যদিও বিষয় সম্বন্ধশূন্য আত্মাকার চিত্তবৃত্তিতে আপনার স্বপ্রকাশ নির্গুণ স্বরূপের অভিব্যক্তি হয়ে থাকে। কিন্তু সগুণ স্বরূপে অবতীর্ণ আপনার অনন্ত কল্যাণ গুণগণ কেউ গণনা করে উঠতে পারে না।"—(ভা॰ ১০।১৪ ৬৭)। এইরূপে সবিশেষ রূপেরই দুর্জ্ঞেয়তার আধিক্য ব্রহ্মা বিখ্যাপিত করলেন। বিরাট রূপের দুর্জ্ঞেয়তা উল্লেখ করে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের উপর কৈমুতিক ন্যায় প্রতিপাদন করলেন স্বামিপাদ।

অতঃপর শ্রীজীবপাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা ঃ পূর্বপক্ষ, আচ্ছা আমার এতাদৃশ স্বরূপের কথা বুঝিয়ে না বলে আগেই কি স্তব করছ, এইরূপ কথার আশঙ্কায় ব্রহ্মা এ বিষয়ে নিজের অসামর্থ্যতার কথা বলছেন, অস্যাপি ইতি—**অস্য**—এইজগতের যে দেববপু-আধিদৈবিকরূপ নারায়ণাখ্য আপনার বপু—অধুনা দর্শিত অসংখ্য চতুর্ভুজ রূপের মধ্যে একটিমাত্র বপুরও-এইরূপ যোজনা করত অর্থ করতে হবে,—"হে সর্বেশ্বর কৃষ্ণ, আপনি কি নারায়ণ নহেন?"—(শ্রীভা॰ ১০।১৪।১৪)। এইরূপ উক্তি থাকা হেতু সর্বেশ্বর বলা হল। 'বপুষো' বপুর বিশেষণ মদনুগ্রহ ইত্যাদি। **সাক্ষাত্তবৈব**—পূর্বের মতোই অর্থ। **আত্মসুখানুভূতেঃ**—'আত্মনা' নিজ কর্তৃত্বে স্বতন্ত্রভাবে সুখানুভূতি যাঁর অর্থাৎ অনন্যবেদ্য আনন্দস্বরূপ সাক্ষাৎ আপনার (মহিমা)। অথবা, এই সম্মুখের আপনার যে দেববপু অধুনা অসংখ্য চতুর্ভুজরূপে দর্শিত হল তার একটি বপু, তার (মহিমা), এইরূপে যুক্ত করে অর্থ করণীয়। এই যোজনায় 'মদনুগ্রহস্য ইতি' সেই অসংখ্য নারায়ণ রূপের দর্শন থেকেই আমার উপর আপনার অনুগ্রহ (দর্পহানীরূপ) বুঝা যাচ্ছে, এরূপ ভাব ॥ জী॰ ২ ॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ননু ভো ব্রহ্মংস্ত্ব জগদৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ অহন্তু বন্যগোপালপুত্রস্ত্বং পুরাতনঃ অহন্তু বালস্ত্বং বেদার্থ তাৎপর্য্যবিজ্ঞত্বাৎ পরমবিদ্বান্ সদাচারপরায়ণঃ অহন্তু বৎস চারকত্বাৎ জ্ঞানশূন্যঃ স্মার্ত্তাচারগন্ধমপ্যজানংস্তিষ্ঠন্ ভ্রাম্যন্নপ্যোদনকবলং ভুঞ্জানস্ত্বং মায়ী পরমসুখী সাক্ষাৎ পরমেশ্বর এব অহন্তু ত্বন্মায়ামোহিতো মনোদুঃখেন বনং পর্য্যটংস্তব স্তবং কর্ত্তুং নার্হামীতি বক্রোক্তিমাশঙ্ক্য সত্যমজ্ঞানান্মহাপরাধমহমকরবমিতি ব্যঞ্জয়ন্নাহ,—অস্যেতি। হে দেব, অস্যাপি বালচেষ্টাময়স্য প্রকটিতমৌগ্ধস্য তব বপুষো মহিমান মবসয়িতুং জ্ঞাতুং নেশে ন শক্নোমি কিমুত কৈশোরলীলস্য প্রকটয়িষ্যমাণমহাচাতুর্য্যস্য বপুষোঽপি মহি জ্ঞাতুং নেশে কিমুত তব আত্মনো মনসো যা সুখানুভূতিস্তস্যা নিরতিশয়স্বানন্দময়োঽপি বৎসচারণাদিনা সুখমনুভবসি তস্যেত্যর্থঃ। তথা ত্বৎসহচরাণামপি মনঃসুখানুভূতের্মহি জ্ঞাতুং নেশে কিমুত সাক্ষাত্তবৈব অন্তরেণ প্রত্যা হৃত্যান্তর্বশীকৃতেনাপি মনসা কিমুতাস্থিরেণ। তথা কো ব্রহ্মাঽপ্যহং নেশে কিমুতান্যে ইতি কৈমুত্য পঞ্চকমজ্ঞানাতিশয় প্রতিপাদকং মমাপি জ্ঞানসম্ভাবনায়াং ন শাস্ত্রাভ্যাসতপোযোগাদিকং হেতুঃ, কিন্তু কৃপাকটাক্ষকণ এবেতি ব্রুবন্ বপুর্বিশিনষ্টি। মষ্যপরাধিন্যপ্যনুগ্রহো মহৈশ্বর্য্যদর্শনোত্থমোহোত্তরকালদর্শনদানাদনুমিতো যস্ত তস্য। অনুগ্রহে

হেতুঃ ; স্বেচ্ছাময়স্য স্বীয়ানাং প্রেমভক্তিমতাং যথা যা যা ইচ্ছা-দিদৃক্ষা-সিসেবিষাদিস্তন্ময়স্য ভক্তবৎসলত্বাৎ তত্তৎসম্পাদকস্যেত্যর্থঃ। অতো ময্যপি ভক্তাভাসবত্ত্বাদপরাধিত্বেঽপ্যনুগ্রহলেশপ্রাপ্ত্যধিকার ইতি ভাবঃ। নন্বিচ্ছানুগ্রহৌ নরবপুর্ধর্ম্মাবিত্যত আহ—নতু ভূতময়স্য ভূতময়ং হি বপুর্জড়ং নতু চিন্ময়ম্। অতএব ব্রহ্ম-সংহিতায়ামুক্তম্ "অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তী"তি এতশ্চ সর্ব্বেন্দ্রিয়বত্ত্বং তদেতস্য গোবিন্দস্যাঙ্গানাং যথাকালং অন্যান্ অবতারান্ প্রত্যেব তদঙ্গানাং যথাকালমন্যান্ প্রত্যেব নতু সাক্ষাত্তং প্রতি। সতু স্বচক্ষুর্ভ্যা-মেব পশ্যতি, স্বশ্রোত্রাভ্যামেব শৃণোতি, স্বমনসৈব বিচারতি। নতু স্বপাণিভ্যামপি পশ্যতি ইত্যাদি বিবেচ-নীয়ম্। অথবা অস্যাপি দেববপুষো দেবাকারস্য অধুনৈব তয়া দর্শিতস্য বাসুদেবমূর্ত্তের্মদনুগ্রহস্য চতুঃশ্লোকী ভাগবতোপদেষ্টৃত্বেন ময্যনুগ্রহবতঃ স্বীয়স্যাংশিন স্তবেচ্ছাসংপাদকস্য ত্বদিচ্ছাসংপাদকত্বেঽপি ন বয়মিব ভৌতিকা ইত্যাহ—নতু ভূতময়স্য মহি মহিমানং কো ব্রহ্মাপি স্বব্যঞ্জকান্ বেদান্ বেদফলং শ্রীভাগবতঞ্চাধ্যা-পিতোপ্যহং জ্ঞাতুং নেশে, কিমুত সাক্ষাত্তবৈব নববপুষঃ সর্ব্বাংশিনঃ স্বয়ং ভগবতঃ কথম্ভূতস্য আত্মনঃ ? স্বস্য সুখেষু দধিচৌর্য্যগোপিকাস্তন্যপানবৎসচারণবাল্যচাপল্যাদ্যুত্থেষু স্বাবতারান্তরাসাধারণেষু অনুভূতির্যস্য তস্য ॥

**২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** পূর্বপক্ষ, শুনুন মাননীয় ব্রহ্মাজী! আপনি জগৎ-ঐশ্বর্য-অধিপতি, আর আমি বনের গোয়ালা পুত্র, আপনি প্রাচীন মূর্তি আর আমি একটুখানি বাচ্চা ছেলে, আপনি বেদার্থ তাৎপর্য বিজ্ঞ বলে পরম বিদ্বান্ সদাচার পরায়ণ আর আমি গরুর রাখাল বলে অধ্যয়ণ শূন্য, স্মার্ত-আচারও না-জানায় দাঁড়িয়ে, এমন কি ঘুরতে ঘুরতেও দধিমাখা ভাত খাওয়ায় রত, আপনি মায়ী, পরমসুখী সাক্ষাৎ পরমেশ্বরই, আর আমি আপনার মায়ায় মোহিত মনোদুঃখে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আপনার স্তবের যোগ্য নই,—কৃষ্ণের এইরূপ বক্রোক্তি আশঙ্কা করে, সত্যই আমি অজ্ঞানতা বশতঃ মহা অপরাধ করে ফেলেছি, এইরূপ ভাব প্রকাশ করত ব্রহ্মা বলতে লাগলেন —অস্যেতি। হে দেব, **অস্যাপি**—বাল্যচেষ্টাময়, মুগ্ধতা প্রকাশ করে বিরাজিত আপনার বপুর মহিমাই **অবসিতুং**—জানতে **নেশে**—পারি না, কৈশোরলীলাময় মহাচাতুর্য প্রকাশ করে বিরাজিত বপুর মহিমার কথা আর বলবার কি আছে। বপুর মহিমাই জানতে পারি না, তখন আর আপনার নিজের মনে উচ্ছলিত যা সুখানুভূতি তার মহিমার কথা আর বলবার কি আছে, ইহা নিরতিশয় স্বানন্দময় হলেও বৎস চারণাদি দ্বারা যাদৃশ সুখ অনুভব করেন তার মহিমা যে আরও জানতে পারা যায় না, সেই বা বলবার কি আছে। তথা **সাক্ষাৎ তবৈব**—আপনার সখাগণের মনের সুখানুভূতির মহিমাই জানতে পারা যায় না, তখন সাক্ষাৎ আপনার মনের সুখানুভূতি যে জানতে পারা যায় না, সে আর বলবার কি আছে। **অন্তরেণ**—ভিতরে গুটিয়ে আনা বশীকৃত মনেই আপনার মহিমা জানা যায় না, অস্থির মনের কথা আর বলবার কি আছে, তথা আমি ব্রহ্মাই জানতে পারি না, অন্যে পারে না সে আর বলবার কি আছে। এইরূপে কৈমুতিক পঞ্চক অজ্ঞান-অতিশয় প্রতিপাদক হল। আমার জ্ঞান সম্ভাবনাতে শাস্ত্রাভ্যাস তপো-যোগাদি হেতু নয়, কিন্তু কৃপাকটাক্ষই হেতু, এই কথা বলতে গিয়ে বপুর বিশেষণ উল্লিখিত হচ্ছে। **মদনুগ্রহস্য**—অপরাধী আমার প্রতিও অনুগ্রহ যার সেই আপনার (মহিমা)—কিরূপ অনুগ্রহ ? মহৈশ্বর্য-দর্শনোত্থ মোহের পর যে মাধুর্য

**৩। জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।**
**স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥**

**৩। অন্বয়ঃ** যে জানে প্রয়াসং (প্রযত্নং) উদপাস্য (বিহায়) স্থানে স্থিতাঃ সন্মুখরিতাং (সাধুজন-কীর্ত্তিতাং) শ্রুতি গতাং (শ্রবণ প্রাপ্তাং) ভবদীয় বার্ত্তাং তনুবাঙ্মনোভিঃ নমন্তঃ এর জীবন্তি (প্রাণান্ধারয়ন্তি) তৈঃ ত্রিলোক্যাং প্রায়শঃ অজিতঃ জিতঃ অপি অসি (অন্যৈঃ অজিতঃ অপি ত্বং, তৈঃ জিতঃ অসি)।

**৩। মূলানুবাদঃ** হে অজিত! শ্রীভগবানের স্বরূপ ঐশ্বর্য-মাধুর্যের জ্ঞান লাভের জন্য কিঞ্চিৎ-মাত্রও চেষ্টা না করে যাঁরা সাধুর আশ্রমে অবস্থান করত তাঁদের কীর্তনে উচ্ছলিত-স্বতঃই কর্ণকুহরগত আপনার নামরূপগুণলীলা কায়-বাক্য-মনে সেবন করতে করতে জীবন ধারণ করেন আপনি তাঁদের দ্বারা বশীকৃত হন, প্রায়শো ত্রিলোকে অন্যের অজিত হলেও।

---

বিগ্রহ দর্শন তার থেকে অনুমিত অনুগ্রহ। এই অনুগ্রহে হেতু **স্বেচ্ছাময়স্য**—প্রেমভক্তিমান নিজজনের যথা যথা 'ইচ্ছা' আপনাকে দর্শন করার, সেবা করার ইত্যাদি, এই ইচ্ছাময় বপু—অর্থাৎ সেই সেই ইচ্ছা সম্পাদক বপু। অতএব আমার উপরও অনুগ্রহ—আমি অপরাধী হলেও আমাতে ভক্তির আভাস থাকাতে আমার অনুগ্রহ-লেশ প্রাপ্তির অধিকার আছে, এরূপ ভাব। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা ইচ্ছা পূরণ করা ও অনুগ্রহ করা তো নরবপুর ধর্ম—এরই উত্তরে বলা হচ্ছে-নতু ভূতময়স্য। কিন্তু এ বপু ভূতময় নয়। ভূতময় বপু নিছক জড়, চিন্ময় নয়। আপনার এ বপু চিৎধর্মী—অতএব ব্রহ্মসংহিতায় কৃষ্ণ বপু সম্বন্ধে উক্ত আছে—"যার অঙ্গ সমূহ সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তিমন্ত" এই যে 'সর্ব ইন্দ্রিয়বান্ হওয়া' কথাটা, ইহা শ্রীগোবিন্দের অঙ্গসমূহের যথাকালে নরাকারাদি যে অবতারাবলী হয়, তার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য—সাক্ষাৎ তার সম্বন্ধে নয়। অর্থাৎ গোবিন্দের শ্রীহস্ত অবতাররূপে এলে তা সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। শ্রীগোবিন্দ নিজ চক্ষু দ্বারাই দেখেন, কানের দ্বারাই শুনেন, নিজমনের দ্বারাই চিন্তা করেন—নিজ হাতের দ্বারাও যে দেখেন, তা নয়। অথবা, **অস্যাপি দেববপুষো**—অধুনাই আপনার দ্বারা দর্শিত এই দেবাকার 'বপুর' বাসুদেব মূর্তির (মহিমাই জানতে সমর্থ নই)। কিরূপ বিশিষ্ট মূর্তি? **মদনুগ্রহস্য**—মদনুগ্রহ মূর্তির, চতুঃশ্লোকি ভাগবত উপদেষ্টা স্বরূপে আমার প্রতি অনুগ্রহবান্ যে মূর্তি, তার মহিমা। **স্বেচ্ছাময়স্য**—স্বেচ্ছাময় বপু, স্বীয় (বাসুদেব মূর্তির) অংশী (কৃষ্ণরূপ) আপনার ইচ্ছা-সম্পাদক মূর্তির মহিমা—আপনার ইচ্ছা সম্পাদক হলেও আমাদের মতো পঞ্চভূতে গড়া নয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, ন তু ভূতময়স্য'। এই চিন্ময় বপুর **মহি**—মহিমা **কোঽপি**—ব্রহ্মাও, স্বপ্রকাশক বেদ এবং বেদফল শ্রীমদ্ভাগবত পড়া থাকলেও আমি ব্রহ্মা জানতে সমর্থ নই। আপনার বাসুদেব মূর্তির মহিমাই জানতে সমর্থ নই তো। **সাক্ষাৎ তবৈব**—নরবপু সর্বাংশী স্বয়ং ভগবানের মহিমার কথা আর বলবার কি আছে। কিরূপ নরবপুর (মহিমা)? **আত্মসুখানুভূতেঃ**—নিজের সুখানুভূতি নরবপু, কিরূপ 'আত্মনঃ' নিজের? নিজের সুখে অনুভূতি যাঁর সেই নিজের, কিরূপ অনুভূতি? গোপীঘরে দধিচুরি গোপীস্তন পান, বৎসচারণ, বালচাপল্যাদি-উত্থিত নিজ অবতার গণেরও দুষ্প্রাপ্য অসাধারণ অনুভূতি॥ বি০ ২॥

Acc-1206/ 17.1.20.

**৩। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ** অতএব ভক্তাস্তদন্বেষণশ্রমং পরিত্যজ্য ভক্তিবিশেষরূপতয়া ত্বদীয়রূপগুণ-লীলাবার্ত্তামেব শৃন্বন্তি, তেন বশীকুর্ব্বন্তি চ, তাদৃশমপি ত্বামিত্যাহ—'জ্ঞানে' ইতি ; জ্ঞানে ত্বদীয়স্বরূপৈশ্বর্য্যমহিমবিচারে, স্থানে সতাং নিবাস এবাব্যগ্রতয়া স্থিতাঃ, ন তু তীর্থপর্য্যটনাদি-ক্লেশান্ কুর্ব্বন্তঃ, তন্বাদিভির্নমন্তঃ সংকুর্ব্বন্তঃ, তত্র তন্বা সংকারঃ—শ্রবণসময়েঽঞ্জলিবন্ধনাদিঃ বাচানুমোদনাদিঃ, মনসা চাস্তিক্যাদিঃ, সন্মুখরিতাং সন্তঃ অন্যতোক্তি-সর্ব্বেন্দ্রিয়ক্ষোভপরিহারাদ্যর্থং প্রায়ো মৌনশীলা অপি মুখরিতা মুখরীকৃতা যয়া তাম্, আহিতাগ্ন্যাদিষ্বিতি নিষ্ঠায়াঃ পরনিপাতোঽপি, ভবদীয়ানাং শ্রীমদ্ব্রজরাজাদীনাং বা বার্ত্তাম্। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, ভবদীয়বার্ত্তাং জীবন্তি উপজীবন্তি ত্বদেকজীবনত্বেন সদ্ভ্যঃ শ্রুত্বা স্বাদয়ন্তীত্যর্থঃ। তন্বাদিভিস্তত্তচ্চেষ্টয়া অজিত অপ্রাপ্য ! স্বপ্রকাশত্বেনেন্দ্রিয়াদ্যগোচরত্বাৎ। যদ্বা, তন্বাদিভিঃ কৃত্বা তৈরপি জিতোঽসি, বশীকৃতোঽসি, তত্তদ্বৃত্তৌ সদা স্ফুরসীত্যর্থঃ ; যদ্বা, তন্বাদিভিরেব সাক্ষাৎ প্রাপ্তো ভবসি, অত্র তন্বা প্রাপ্তিঃ স্বহস্তাদিনা শ্রীপাদাব্জস্পর্শনাদিঃ, বাচা আহ্বানাদিনা সমাগমনাদিঃ, মনসা চ সংকল্পেনৈব দর্শনাদিঃ ; যদ্বা, সহার্থে তৃতীয়া, তন্বাদিভিঃ সহিতোজিতঃ তব তন্বাদীন্যপি তৈর্বশীকৃতানি ইত্যর্থঃ। তত্র তনোর্বশীকরণং তদ্ভক্তপার্শ্বে সদাবস্থিত্যাদিঃ, বাচস্তদ্গুণকথনাদিঃ, মনসশ্চ তচ্চিন্তনাদিঃ। অন্যৎ সমানম্ ॥

**৩। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** অতএব ভক্তগণ সেই অন্বেষণশ্রম পরিত্যাগ করত ভক্তি বিশেষের সহিত আপনার রূপ-গুণ-লীলা কথাই শ্রবণ করে থাকে। এর দ্বারা পূর্ব শ্লোকের তাদৃশ আপনাকে বশীভূতও করে ফেলে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, জ্ঞান ইতি **জ্ঞানে**—আপনার স্বরূপ-ঐশ্বর্য-মাধুর্য বিচারে। **স্থানে স্থিতাঃ**—সতের নিবাসে স্থিরভাবে 'স্থিতা' বাস করত, তীর্থ ভ্রমণাদি ক্লেশ না করে। **তনুবাঙ্মনোভিঃ নমন্ত**—তনুপ্রভৃতির দ্বারা 'নমন্ত' সৎকার করতে করতে—এর মধ্যে তনুদ্বারা সৎকার হল, শ্রবণ সময়ে অঞ্জলি বন্ধনাদি। বাক্যে সৎকার হল, অনুমোদন সূচক বাক্যাদি। মনে সৎকার হল, শাস্ত্রই প্রমাণ শিরোমণি এইরূপ মনোভাবাদির সহিত শ্রবণ। **সন্মুখরিতাং**—'সৎ' সাধুগণ বিষয় কথায় সর্বেন্দ্রিয়ের ক্ষোভ পরিহারাদির জন্য প্রায় মৌন স্বাভাব হয়ে থাকেন, এরূপ হলেও যার দ্বারা 'মুখ-রিতা' মুখরীকৃতা সেই **ভবদীয়বার্তাম্**—'ভবদীয়াং বার্তাম্' আপনার নামরূপাদি কথা, অথবা 'ভবদীয়ানাং' শ্রীব্রজরাজাদির কথা। [শ্রীস্বামিপাদ—তা হলে অজ্ঞজন কি করে সংসার থেকে উদ্ধার হবে, এরই উত্তরে জ্ঞান ইতি। **উদপাস্য**—(জ্ঞানের প্রয়াস) কিঞ্চিৎ মাত্রও না করে। **সন্মুখরিতাং**—সতের মুখে স্বতঃই নিত্য প্রকটিত **ভবদীয়বার্তাং**—আপনার কথা অর্থাৎ আপনার নামরূপগুণলীলা। সাধুগণ নিজ নিজ আবস স্থানে বিরাজমান, তাদের সান্নিধ্য মাত্রেই স্বতঃই আপনার কথা শ্রুতিগত হয়ে থাকে দেহ-বাক্য-মনের দ্বারা, ইহাকেই কেবল সৎকার করতে করতে যারা জীবন ধারণ করেন, যদিও এরা অন্য কিছু করেন না, তবুও ত্রিলোকের মধ্যে অন্যের দ্বারা অজিত হলেও আপনি তাদের দ্বারা **জিতঃ**—প্রাপ্ত হন—জ্ঞান-শ্রমের আর প্রয়োজন কি, এরূপ ভাব।] অথবা, আপনার কথা সৎকার করতে করতে **জীবন্তি**—'উপ-জীবন্তি' উহাই একমাত্র জীবনরূপে বরণ করে সাধুর মুখে শ্রবণ করত আস্বাদন করেন। হে কায়-বাক্য-মনের

দ্বারা সেই সেই চেষ্টায় **অজিত**—অপ্রাপ্য! কারণ আপনি স্বপ্রকাশবস্তু বলে ইন্দ্রিয়-অগোচর। অথবা, কায়-বাক্য-মনের দ্বারা সৎকার করত—**তৈঃ জিতঃ**-ঐ ভক্তদের দ্বারা বশীকৃত হন অর্থাৎ সেই সেই ইন্দ্রিয়ে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হন। অথবা কায়-বাক্য-মনের দ্বারা সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন, এখানে কায়-এর দ্বারা প্রাপ্তির অর্থ হল, নিজ হাত প্রভৃতির দ্বারা শ্রীপাদকমল-স্পর্শনাদি, বাক্য-এর দ্বারা প্রাপ্তি হল পরস্পর ডাকাডাকি প্রভৃতি দ্বারা গমনাগমন প্রভৃতি মন-এর দ্বারা প্রাপ্তি হল, সঙ্কল্প মাত্রেই দর্শনাদি ; এবার সহার্থে তৃতীয়া ধরে অর্থ করা হচ্ছে—কায়-বাক্য-মনের সহিত জিত অর্থাৎ আপনার কায়-বাক্য-মন প্রভৃতিও তাঁদের দ্বারা বশীকৃত এখানে শ্রীভগবানের তনুবশীকরণ হল, সেই ভক্তপার্শ্বে সদা অবস্থিতি ইত্যাদি। বাক্য বশীকরণ, ভগবানের মুখে ভক্তের গুণকথন। মন-বশীকরণ, ভক্তের কথা চিন্তন॥ জী॰ ৩॥

**৩। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা ঃ** নন্থ "তর্হি তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতী"তি শ্রুতেরজ্ঞানাল্লোকাঃ কথং সংসারং তরেয়ুস্তত্রাহ—জ্ঞান ইতি। উদপাস্য ঈষদপ্যকৃত্বা সন্মুখরিতাং সন্তো মৌনশালিনোঽপি স্বমাধুর্য্যেণ মুখরিতা মুখরীকৃতা যয়া তাম্। ভবদীয়ানাং বা বার্ত্তাং স্থানে সতাং নিবাস এব স্থিতাঃ নতু তীর্থান্যপ্যটন্তঃ সন্তঃ শ্রুতিগতাং তৎসন্নিধিমাত্রেণ স্বতএব শ্রুতিগতাং শ্রবণপ্রাপ্তং তনুবাঙ্মনোভিরারম্ভ পরিসমাপ্ত্যোর্নমন্তঃ। তত্র তন্বা পাণিভ্যাং সহ শীর্ষ্ণা ভূমি স্পর্শেন। বাচা কৃষ্ণকথাদ্বৈঃ "তদাস্বাদকেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যশ্চ নমন্ত" ইতি বচনেন মনসা শ্রুতায়াঃ কথায়াঃ অবধারিকয়া বুদ্ধ্যা প্রণমন্তো যে জীবন্তি কেবলং যদ্যপি নান্যৎ কুর্ব্বন্তি তদপি তৈঃ প্রায়শস্ত্রিলোক্যামন্যৈরজিতোঽপি ত্বং জিতোঽপি বশীকৃতোঽপি ভবসি। জ্ঞানাল্লব্ধমুক্তিভিস্তু ন বশীকৃতো ভবস্যতঃ সংসারতরণং কথাশ্রোতৃণাং কিং চিত্রমিতি ভাবঃ। অতস্ত্বং কথৈকদেশ জ্ঞানমেব তজ্জ্ঞানং তেন সংসারমপি তরন্তীতি শ্রুত্যর্থো জ্ঞেয় ইতি ভাবঃ॥ বি॰ ৩॥

**৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** পূর্বপক্ষ, 'ব্রহ্মজ্ঞান হলেই তবে মুক্তি লাভ হয়' এই শ্রুতিবাক্য থাকা হেতু অজ্ঞানতা থাকা হেতু লোকে কি করে সংসার মুক্তি লাভ করবে, এরই উত্তরে, জ্ঞান ইতি। **উদপাস্য**—(প্রায়শঃ) কিঞ্চিৎ মাত্রও না করে। **সন্মুখরিতাং**—সাধুগণ স্বভাবতঃ মৌন হলেও নিজমাধুর্যে 'মুখরিতা' মুখরীকৃতা যার দ্বারা সেই **ভবদীয়বার্তাং**—আপনার কথা, নামরূপগুণলীলা। অথবা **ভবদীয়ানাং**—আপনার নিজজন ব্রজবাসিগণের কথা। **স্থানে স্থিতাঃ**—সতের নিবাসেই থেকে, তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়ে নয়। **শ্রুতিগতাং**—সাধুর সন্নিধিমাত্রে স্বতঃই শ্রবণ প্রাপ্ত হয় (আপনার কথা)। তনুবাঙ্মনোভিঃ—কায়বাক্যমন দিয়ে আরম্ভ করে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঐ কথার সৎকার করে। এখানে তনু' কায়িক—জোর হাতের সহিত মাথা ভূমিতে ঠেকিয়ে। 'বাক্' বাচিক—কৃষ্ণকথা কীর্তন দ্বারা—"কৃষ্ণকথার দ্বারাই আস্বাদকগণকে এবং বৈষ্ণবগণকে প্রণাম হয়ে থাকে"। মনোভিঃ - মনের দ্বারা শ্রুত কথার অবধারিকা বুদ্ধিতে কেবল প্রণাম করতে করতে যে ব্যক্তি **জীবন্তি**—জীবন ধারণ করে—যদিও সে অন্য কিছু করে না তথাপি **তৈঃ**—তাঁদের দ্বারাই আপনি **জিতোঽপি**—বশীকৃতও হয়ে থাকেন প্রায়শঃ ত্রিলোকের অন্যের দ্বারা অজিত হলেও। জ্ঞানের দ্বারা লব্ধমুক্তি জনদের দ্বারাও আপনি বশীকৃত হন না—

**৪। শ্রেয়ঃ স্মৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।**
**তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥**

৪। **অন্বয়ঃ** [হে] বিভো যে শ্রেয়ঃ স্মৃতিং (আত্মমঙ্গলপদ্ধতিং) তে ভক্তিং উদস্য (বিহায়) কেবল-বোধলব্ধয়ে (কেবল জ্ঞানলাভার্থং) ক্লিশ্যন্তি যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ (অন্তঃকণহীনান্ তুষান্ যে অবঘ্নন্তি) [তথৈব] তেষাং অসৌ (সাধনশ্রমঃ) ক্লেশলঃ এব শিষ্যতে (ক্লেশ এব কেবলং ভবতি) ন অন্যৎ।

৪। **মূলানুবাদঃ** হে বিভো! নিখিল মঙ্গলের পথ ভক্তিকে অনাদর করত স্ববিজ্ঞতা মাত্র-তাৎপর্যময় জ্ঞান লাভের জন্য যারা পরিশ্রম করে থাকে তাদের ক্লেশ মাত্রই লাভ হয়, স্থূলতুষকুট্টনকারী জনের মতো।

---

অতএব কথা শ্রবণকারী জনদের সংসার তরণ আর কি একটা আশ্চর্য কথা, এরূপ ভাব। তৎপর আপনার কথার একদেশ জ্ঞানমাত্রই ব্রহ্মজ্ঞান, তার দ্বারাই সংসারও পার হয়ে যায়—শ্রুতির অর্থ এরূপই বুঝতে হবে, এরূপ ভাব॥ বি০ ৩॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** নন্বু তদ্বিধাং ভক্তিং ত্যক্ত্বা মন্মহিমপর্য্যবসানদর্শনায় তদুচিত-শ্রবণমননাদিভিঃ কেচিজ্‌জ্ঞানাভ্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে, তত্রাহ—শ্রেয় ইতি; শ্রেয়সাং সর্ব্বেষামেব স্মৃতিমিতি—অবান্তরফলত্বেন স্বত এব জ্ঞানমপি ভবিতৈব ইতি সূচিতম্। তথাভূতামপি মধুররূপাদিবার্ত্তা-ময়ীং ভক্তিম্ উদস্য উচ্চৈরবহেলয়া দূরে ক্ষিপ্ত্বাঽত্যন্তমনাদৃত্যেত্যর্থঃ। কেবলস্য তদ্বিধভক্তিশূন্যতয়া স্ববিজ্ঞতামাত্র-তাৎপর্য্যস্য বোধস্য লব্ধয়ে ক্লিশ্যন্তি, তদুচিতশ্রবণমননাদ্যর্থমিতস্ততো গমনাদিভির্যমনিয়মাদিভিঃ শ্রমং কুর্ব্বন্তি। তেষাং ক্লেশল এব শিষ্যতে, এবকারেণ চিত্তশুদ্ধ্যাদিকং ফলঞ্চ নিরস্তম্। নন্বু যোগাভ্যাসাদি-শ্রমেণ সিদ্ধিলাভস্তু ভবিতা, তত্রাহ—নান্যদিতি। 'সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্' (শ্রীভা০ ১০।৮১।১৯) ইতি ন্যায়েন। অতএব স্বয়মেব বক্ষ্যতে শ্রীভগবতা—'যস্যাং ন মে পাবনমঙ্গ কর্ম্ম, স্থিত্যুদ্ভব-প্রাণনিরোধমস্য। লীলাবতারেপ্সিতজন্ম বা স্যাদ্‌,-বন্ধ্যাং গিরং তাং বিভৃয়ান্ন ধীরঃ॥' (শ্রীভা০ ১১।১১।২০) ইতি। তত্রোপযুক্তো দৃষ্টান্তঃ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনো লোকৈর্মূর্খা ইত্যুপহস্যন্তে। তুষা বুষাণি, তেষামপ্যতি-চূর্ণিতানাং নাশঃ, কেবলং হস্তাদিবেদনৈব চ স্যাৎ, তদ্বদিত্যর্থঃ। বিভো হে প্রভো ইত্যবশ্যভজনীয়তোক্তা॥

৪। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** পূর্বপক্ষ, আচ্ছা, তদ্বিধ ভক্তি ত্যাগ করত আমার মহিমার পরিপূর্ণ দর্শন সম্পাদনের জন্য কোনও কোনও জ্ঞানাভ্যাসীকে তদুচিত শ্রবণ মননাদি পরায়ণ দেখা যায়, এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, শ্রেয় ইতি। **শ্রেয়ঃ স্মৃতিং**—নিখিল মঙ্গলের পথস্বরূপ (ভক্তি)—যার অবান্তর ফলস্বরূপে স্বতঃই জ্ঞানও হয়েই যায়, ইহাই সূচিত হল এখানে। এরূপ হলেও মধুর নাম-রূপাদি কীর্তনময়ী ভক্তি **উদস্য**—'উচ্চৈঃ' অবহেলায় দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে অর্থাৎ অত্যন্ত অনাদর করে। **কেবলবোধলব্ধয়ে**—'কেবলস্য' সেই ভক্তিশূন্যতায় স্ববিজ্ঞতামাত্র-তাৎপর্য যার, সেইরূপ জ্ঞানের লাভের

জন্য **ক্লিশ্যন্তি**—ক্লেশ করে থাকে—সেই জ্ঞানোচিত শ্রবণমননাদির প্রয়োজনে ইতস্ততঃ গমনাদি ও যম-নিয়মাদি সম্বন্ধে শ্রম করে থাকে যারা, তাদের ক্লেশমাত্রই সার হয়—তাদের উপরে আপনার অনুগ্রহ উদয় হয় না বলে, এইরূপ ভাব। **এব**—ক্লেশমাত্রই, এইরূপে 'এব' কারের দ্বারা চিত্তশুদ্ধাদি ফলও যে লাভ হয় না, তাই বলা হল। পূর্বপক্ষ, যোগ-অভ্যাসাদি শ্রমে সিদ্ধিলাভ হোক্-না, তাতে বাধা কি? এরই উত্তরে **নান্যৎ ইতি**—অন্য সাধনে কিছুই ফললাভ হয় না—"এমন কি অন্য সকল কিছু সিদ্ধিরও মূল শ্রীভগবৎচরণার্চন" এইরূপ ন্যায় থাকা হেতু। অতএব স্বয়ং ভগবানের বাক্য দেখা যায়—"হে উদ্ধব! যে বাক্যে জগৎপাবন আমার 'সৃষ্টিস্থিতিলয়' লীলা বা সর্বজগৎসুভগ আমার জন্ম এবং বাল্য লীলাদি নেই, সেই বাক্য পণ্ডিত ব্যক্তি কীর্তন করেন না।" এখানে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত, যথা **স্থূলতুষাবঘাতিনাম্**—স্থূলতুষকুট্টন-কারী জন লোকের দ্বারা মূর্খ রূপে উপহসিতই হয়ে থাকে। **তুষ**—ভুষি, এই ভুষিকেও আরও বার বার কুট্টনে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে থাকলে যেমন হাতের ব্যথাই সার হয়ে থাকে তেমনই। বিভো—হে প্রভো! এই-সম্বোধনে অবশ্য ভজনীয়তা বলা হল॥ জী০ ৪॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** শ্রবণকীর্ত্তনাদিনামেকতরয়াপি ভক্ত্যা কৃতার্থীভবন্তি। যদুক্তং নৃসিংহ-পুরাণে—"পত্রেষু পুষ্পেষু ফলেষু তোয়েষ্বক্রীতলভ্যেষু সদৈব সৎসু। ভক্ত্যা সুলভ্যে পুরুষে পুরাণে মুক্ত্যৈ কিমর্থং ক্রিয়তে প্রযত্নঃ" ইতি। তদপি যে তাং পরিহায় জ্ঞানে প্রয়াসবন্তস্তেষাং দুঃখমেব ফলতীত্যাহ—শ্রেয়সামভ্যুদয়াপবর্গ লক্ষণানাং স্মৃতিঃ সরণং যস্যাঃ সরস ইব নির্ঝরাণাং তাং তব ভক্তিং উদস্যেতি শ্রীস্বামি-চরণানাং ব্যাখ্যা। শ্রেয়াংসি জ্ঞানকর্ম্মাদি নানাসাধন সাধ্যানি ফলানি যয়ৈব স্যুস্তাং ভক্তিং ত্যক্ত্বেত্যর্থঃ। তেষাং অসৌ বোধঃ ক্লেশলঃ ক্লেশং লাতি দদাতীতি সঃ শিষ্যতে পর্য্যবসিতো ভবতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—স্থূলতুষাব-ঘাতিনাং অল্পপ্রমাণং তণ্ডুলং পরিত্যজ্য যতস্ততঃ পরিশ্রম্যানীয় পর্ব্বতপ্রমাণং স্থূলতুষপুঞ্জং সঞ্চিত্য তস্যান্ত-কণহীনধান্যাভাসস্যাঘাতং কুর্ব্বতাং জনানাং যথা স স্থূলতুষঃ ক্লেশলঃ কেবলংহস্তাদিবেদনামাত্রফলপ্রদঃ॥ বি০৪

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** শ্রবণ-কীর্তনাদির মধ্যে এক প্রকারের ভক্তিদ্বারাও জীব কৃতার্থ হয়ে যায়। ইহা নৃসিংহপুরাণে উক্ত হয়েছে—"অনায়াস লভ্য বস্তু পত্রপুষ্পফলজলের দ্বারা ভক্তির সহিত অর্চন করে সাধুগণ পুরাণপুরুষ ভগবানকে অনায়াসে লাভ করে থাকেন—তবে আর মুক্তির জন্য কেন প্রযত্ন করছ।" এরূপ হলেও যে জন এই ভক্তিকে পরিত্যাগ করত জ্ঞানে প্রয়াসবান্ হয়, তার দুঃখমাত্রই ফল লাভ হয়ে থাকে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে শ্রেয়ঃ স্মৃতিং—মঙ্গল পথ, 'শ্রেয়ঃ' অপবর্গ লক্ষণ মঙ্গলো-দয়ের 'স্মৃতি' পথ—যে ভক্তির ধারা নির্ঝরিণীর মতো মধুর নাদে বয়ে চলে, সেই আপনার ভক্তি **উদস্য**—অনাদরে ত্যাগ করে।—শ্রীস্বামিচরণের ব্যাখ্যা। 'শ্রেয়াংসি' জ্ঞান কর্মাদি নানা সাধন সাধ্য ফলসমূহ একমাত্র যার সাধনে হয়, সেই ভক্তিকে ত্যাগ করে। **তেষামসৌ**—তাদের এই জ্ঞান **ক্লেশল**—ক্লেশ 'লাতি' দান করে এবং সেই জ্ঞান ক্লেশেই পর্যবসিত হয়ে থাকে। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত—**স্থূলতুষাবঘাতিনাং**—অল্প পরিমাণ চাল পরিত্যাগ করত যেখান সেখান থেকে আনা পর্বত প্রমাণ স্থূলতুষপুঞ্জ সঞ্চয় করে যারা,

**৫। পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিনস্ত্বদর্পিতেহা নিজকর্ম্মলব্ধয়া।
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাম্॥**

৫। **অন্বয়ঃ** [হে] ভূমন্, অচ্যুত (অপরিচ্ছিন্ন) ইহ (জগতি) পুরা বহবঃ অপি যোগিনঃ ত্বদর্পিতেহাঃ (ত্বয়ি অর্পিতা চেষ্টা যৈঃ তে) নিজকর্ম্মলব্ধয়া কথোপনীতয়া (ত্বৎ কথাশ্রবণাদি রূপয়া) ভক্ত্যা এব বিবুধ্য অঞ্জঃ (সুখেন) তব পরাং (উত্তমাং) গতিং প্রপেদিরে।

৫। **মূলানুবাদ** হে প্রভো, হে অচ্যুত, পূর্বে এ জগতে ভক্তিযোগপরায়ণ বহুজন ভক্তি-পোষণে সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপার চালনা করত আপনার নামাদির শ্রবণ-কীর্তনাদি ও ক্রমশঃ শ্রবণ কীর্তন-স্মরণাদিরূপ প্রেমভক্তিদ্বারা আপনার রূপ গুণ লীলা অনুভব করত সুখে শরণাগতির সহিত আপনার অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য পেয়েছিলেন।

---

সেই অন্তঃকণহীন ধান্যাভাসের কুটনকারী জনদের যেরূপ সেই স্থূলতুষ কেবলমাত্র ক্লেশের কারণই হয়ে থাকে অর্থাৎ হস্তাদি-বেদনামাত্র ফলপ্রদ হয়ে থাকে॥ বি° ৪॥

৫। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা** শ্রেয়ঃস্রুতিত্বঞ্চ ন কেবলং বাঙ্মাত্রেণ, কিন্তু পূর্ব্বং বহু-শোঽনুভূতমেবাস্তীত্যাহ—পুরেতি। তৈর্ব্যঞ্জিতমেব তত্র লব্ধয়া, 'ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ। নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥' (শ্রীভা° ১।২।৮) ইতি ন্যায়েন কথারুচিরূপয়া ত্বৎসমীপং প্রাপিতয়া 'সতাং প্রসঙ্গাৎ' (শ্রীভা° ৩ ২৫।২৫) ইত্যাদৌ 'তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্ম্নি শ্রদ্ধা রতিঃ' ইত্যনু-সারেণ কথনীয়রুচিরূপয়া আত্মানং পরমাত্মানং ত্বাং বিজ্ঞায় 'ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ' (শ্রীভা° ১১।২।৪৩) ইতি ন্যায়েন প্রেমবৃদ্ধিক্রমতোঽনুভূয় পরাম্ অন্তরঙ্গাং তব গতিং সামীপ্যং প্রপেদিরে, প্রপত্তিসহিতং প্রাপু-রিত্যর্থঃ। ভূমন্ হে অপরিচ্ছিন্নমাহাত্ম্যেতি ত্বদ্ভক্তেরেতদ্যুক্তমেবেতি ভাবঃ। হে অচ্যুতেতি—যতস্তব ভক্ত্যা কথঞ্চিদপি ইষ্টসিদ্ধেশ্চ্যুতির্নাস্ত্যেবেতি ভাবঃ; যথোক্তং কাশীখণ্ডে—'ন চ্যবন্তেঽথ যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়া-পদি। অতোচ্যুতঃ স্মৃতো লোকে ত্বমেকো বিষ্ণুরব্যয়ঃ॥' ইতি॥ জী° ৫॥

৫। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ** ভক্তি নিখিল মঙ্গলের পথস্বরূপ, এই যে কথাটা, ইহা কেবল কথার কথা নয়। কিন্তু পূর্বে সাধুগণের দ্বারা বহুলভাবে অনুভূতও, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—পুরা ইতি। তাঁরা ইহা প্রকাশও করেছেন, এখানে এই যে বলা হল **নিজকর্ম্মলব্ধয়া**—নিজ কর্মের দ্বারা লব্ধা (কথারূপ ভক্তি) এ সম্বন্ধে যুক্তি হচ্ছে, বর্ণাশ্রমধর্ম পালনের কাজই হচ্ছে, ভক্তিতে পৌঁছে দেওয়া, না দিলে, সে তো পরিশ্রম মাত্র সার "বর্ণাশ্রম ধর্ম যথাযথ পালিত হয়ে যদি শ্রীভগবানের কথায় রতি না জন্মায়, তবে তা বৃথা পরিশ্রমে পর্যবসিত।"—(শ্রীভা° ১।২।৮)। এই যুক্তি অনুসারে বর্ণাশ্রমধর্ম যথাযথ পালনে শ্রীহরিকথায় রুচিরূপা ভক্তি লাভ হয়, যা শ্রীভগবৎ সান্নিধ্য দান করে।—"সাধুদের প্রকৃষ্ট সঙ্গে শ্রীভগবানের হৃৎকর্ণ রসায়ণা কথা হয়, সেই কথা প্রীতির সহিত সেবা করতে করতে শীঘ্রই অবিদ্যা নিবৃত্তির

বর্ত্মস্বরূপ শ্রীভগবানে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা রতি প্রেমভক্তির উদয় হয়।"—(শ্রীভা০ ৩।২৫।২৫)। এই ন্যায় অনুসারে বক্তব্য রুচিরূপা ভক্তি দ্বারা পূর্বে বহু ভক্ত 'আত্মনং' (স্বামী টীকা) পরমাত্মা আপনাকে 'বিজ্ঞায়'—"ভক্তি বিরক্তি ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান"—(শ্রীভা০ ১১।৩।৪৩)—এই যুক্তি অনুসারে প্রেম বৃদ্ধিতে শ্রীভগবৎ-অনুভব করত, **পরাম্**—আপনার অন্তরঙ্গা গতি সান্নিধ্য **প্রপেদিরে**—শরণাগতির সহিত পেয়েছিল। **ভূমন্**—হে অসীম মাহাত্ম্য, অতএব আপনার ভক্তির পক্ষে ইহা যুক্তিযুক্তই বটে, এরূপ ভাব। **হে অচ্যুত**—এই সম্বোধনের কারণ আপনার ভক্তি, যে কোন প্রকারে ক্রিয়ামান হলেও ইষ্টসিদ্ধি হয়ে থাকে, ইহাতে ব্যতিক্রম হয় না কিছুতেই। এ কথার প্রমাণ কাশীখণ্ডে আছে, যথা—"মহতি প্রলয় সময়েও আপনার ভক্তগণ বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, তাই লোকে আপনি এক বিষ্ণু অব্যয় অচ্যুত বলে স্মরণের বিষয়ীভূত ॥ জী০ ৫ ॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** এবং শ্লোকদ্বয়েনান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ভগবৎপ্রাপ্তৌ ভক্তিমেব স্থিরীকৃত্য তত্র সদাচারং প্রমাণয়তি—পুরেতি। হে ভূমন্, প্রভো, ইহ জগতি যোগিনো ভক্তিযোগবন্তঃ এবং ত্বয্যর্পিতা ঈহা চেষ্টা যৈস্তদ্ভক্ত্যর্থমেব সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারং কুর্ব্বাণা ইত্যর্থঃ। ভক্তিযোগশ্রদ্ধাবতাং বর্ণাশ্রমকর্ম্মানধিকারান্নিজকর্ম্মশ্রবণকীর্ত্তনাদেব তেন লব্ধয়া বিশেষতস্তু কথয়া শ্রুতকীর্ত্তিতস্মৃতয়া উপ আধিক্যেন নীতয়া প্রাপিতয়া ভক্ত্যা প্রেমলক্ষণয়ৈব বিবুধ্য বিজ্ঞায় ত্বদ্রূপগুণলীলাদিকমনুভূয়েত্যর্থঃ। পরাং প্রেমবৎ পার্ষদত্বলক্ষণাং গতিং প্রাপ্তাঃ। যদ্বা, যথা কেবলবোধো বিফল স্তথা কেবলযোগশ্চেত্যত্র সদাচারং প্রমাণয়তি—পুরেতি। বহুকালং যোগিনো ভূত্বাপি যোগং নিষ্ফলং জ্ঞাত্বা ত্বয়ি অর্পিতা ঈহা চেষ্টাচ নিজকর্ম্মচ তাভ্যাং লব্ধয়া ভক্ত্যা জ্ঞানমিশ্রয়ৈব বিবুধ্য ত্বাং জ্ঞাত্বা ॥ বি০ ৫ ॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** এইরূপে শ্লোকদ্বয়ে অন্বয়-ব্যতিরেকে ভগবৎ প্রাপ্তি সম্বন্ধে ভক্তিকেই নিশ্চয় করত সে সম্বন্ধে সদাচার প্রমাণীকৃত হচ্ছে—পুরা ইতি। **হে ভূমন্**—হে প্রভো! **ইহ**—এই জগতে **যোগিনো**—যাঁরা ভক্তি যোগবন্ত এবং যাঁদের দ্বারা শ্রীভগবানের **ঈহা**—চেষ্টা অর্পিত হয় অর্থাৎ ভক্তির পোষণের জন্যই সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপার পরিচালনা করেণ। ভক্তিযোগে শ্রদ্ধাবান্ জনদের বর্ণাশ্রম কর্মে অধিকার না থাকায় তাদের **নিজকর্ম্ম**—শ্রবণ কীর্তনাদিই হয়ে থাকে—এই শ্রবণ কীর্তনাদি দ্বারা লব্ধা, বিশেষত **কথোপনীতয়া**—'কথয়া' শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণের দ্বারা **উপ**—অধিক ভাবে **নীতয়া**—প্রাপিত প্রেম ভক্তি দ্বারা **বিবুধ্য**—শ্রীভগবানের রূপ-গুণ-লীলাদি অনুভব করত। **পরাং**—প্রেমবৎ পার্ষদত্ব লক্ষণা গতি পেয়েছে। অথবা, পূর্বের শ্লোকে যেমন বলা হল কেবল জ্ঞান বিফল সেইরূপ কেবল যোগও বিফল, এই সম্বন্ধেই সদাচার প্রমানীত হচ্ছে পুরা ইতি। বহুকাল যোগ সাধনার পর যোগ সাধনা নিষ্ফল জেনে হে ভগবন্, আপনাতে অর্পিত ঈহা চেষ্টা ও নিজ কর্মের দ্বারা লব্ধা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি দ্বারা **বিবুধ্য**—আপনাকে জেনে ॥ বি০ ৫ ॥

**৬। তথাপি ভূমন্ মহিমাগুণস্য তে বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ।**
**অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতো হ্যনন্যবোধ্যাত্মতয়া ন চান্যথা॥**

**৬। অন্বয়ঃ** [হে] ভূমন্ তথাপি অমলান্তরাত্মভিঃ (শুদ্ধরন্তরাত্মভিঃ) অবিক্রিয়াৎ (বিকাররহিতাৎ) অরূপতঃ (অবিষয়াৎ) অনন্যবোধ্যাত্মতয়া (অনন্যবোধ্য আত্মা স্বরূপং যস্য তত্তয়া) স্বানুভবাৎ অগুণস্য তে মহিমা বিবোদ্ধুং (জ্ঞাতুং) অর্হতি অন্যথা ন চ।

**৬। মূলানুবাদঃ** (যদিও একমাত্র কেবলা প্রেমভক্তিতেই আপনার সবিশেষ মধুর অনুভব হয়, তথাপি জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে যে আপনার নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপের অনুভব হয়ে থাকে, সেই কথাই এখানে বলা হচ্ছে, তথাপি ইতি)।

তথাপি হে মধুররূপ প্রকটনপর! প্রাকৃত গুণরহিত আপনার নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ কেউ কেউ নির্বিকার, বিষয়াকার রহিত শুদ্ধ অদ্বিতীয় তত্ত্ব জ্ঞাপক আত্মাকার-অন্তকরণে স্বকর্মক অনুভব হেতু গোচরীভূত করতে সমর্থ হন। স্বানুভব ব্যতিরেকে জানা যায় না। অথবা,হে মধুর রাখাল রূপ প্রকাশকারী! যদিও ভক্তি দ্বারাই আপনাকে জানা যায়, তথাপি প্রাকৃতগুণ রহিত আপনার করুণাদি গুণাবলীর একটিরও মহিমা সম্পদ্ ক্বচিৎ কেউ অতি প্রয়াসী বিদ্বান্ বিষয়-নিবৃত্ত শুদ্ধ চিত্তে উপলব্ধি করতে পারেন—তাও আবার অন্যাভিলাষশূন্য শব্দ স্পর্শাদি বিষয় সংসর্গশূন্য নিজ অনুভব অনুরূপে, উপনিষৎ ভিন্ন অন্য প্রমাণের দ্বারা অবোধ্য ব্রহ্মস্বরূপে, সর্ব প্রকারে নয়। স্বানুভব ব্যতিরেকে জানা যায় না।

---

**৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** তদেবং যদ্যপি 'জ্ঞানে প্রয়াসম্' ইত্যাদিনা জ্ঞানমাত্রস্যামৃগ্যত্বমুক্তং, তথাপ্যস্তি বিশেষ ইত্যাহ—তথাপীতি দ্বাভ্যাম্। অগুণস্য ক্বচিদধিকারিণি অপ্রকাশিতগুণস্য সতঃ বিবোদ্ধুং বুদ্ধৌ প্রকাশিতুং পচের্বিক্লিত্তিবিক্লেদনাবৎ কর্ম্মনিষ্ঠো বিকারাদিঃ কর্ত্তৃনিষ্ঠশ্চ, তস্য হেতুত্বলক্ষণো ভাবঃ সর্ব্বসকর্ম্মকধাতোর্গৌণমুখ্যভাবেন বাচ্যো ভবতি, অন্তর্ভূত-ণ্যর্থত্বাৎ। অতো বুধ-ধাতোরপি প্রকাশমাত্রত্বম্ ইন্দ্রিয়করণক প্রকাশকহেতুত্বঞ্চ বিদ্যতে। তদেবং কর্ম্মনিষ্ঠ-প্রকাশমাত্রবিবক্ষয়া ওদনঃ পচতীতিবৎ বিবোদ্ধুমর্হতীত্যপি স্যাৎ। অর্হতি অর্হ্যতে ইত্যনেন বোধগোচরীকর্ত্তুং শক্যত ইত্যর্থঃ। অন্যকর্ত্তৃকগোচরীকরণায় যোগ্যো ভবতীত্যুক্তেস্তথৈব তাৎপর্য্যাৎ। মহিমা মহিমানমিতি 'সুপাং সুপঃ' ইত্যাদিনা সু-ভাবাৎ। অনন্যবোধ্যাত্মতয়া চিদেকাকারাংশেন জীবেশয়োরভেদভাবনয়া। অন্যত্তৈঃ। তত্র বৃত্তির্নির্বিষয়ং চিত্তমেব, ফলঞ্চ বিষয়াকারচিদাভাসযুক্তং, তদেবেতি জ্ঞেয়ম্। যদ্বা, যদ্যপি ভক্ত্যৈব বিবুদ্ধ্যেত্যুক্তং, তথাপ্যনন্তকল্যাণগুণ-মহোদধেস্তব সম্যগ্জ্ঞানং ন স্যাদেব, কিন্তু কস্যচিদেকস্য তদগুণস্য মাহাত্ম্যজ্ঞানং কস্যাপি জনস্য যৎকিঞ্চিদেব ভবেদিত্যাহ—তথাপীতি। তে গুণাঃ করুণাদিলক্ষণাস্তেষামেকোঽপি তস্য মহি মহিমা, তস্য মা লক্ষ্ম্যাঃ সম্পাদ ইত্যর্থঃ; তাঃ কশ্চিদ্বিবোদ্ধুম্ অর্হতি, তচ্চ স্বানুভবাৎ স্বানুভবং স্বকীয়ানুশীলনমনুসৃত্য যথা স্বানুভবস্তথা, ন তু সর্ব্বথেত্যর্থঃ। কথম্ভূতাৎ? অবিক্রিয়াৎ অভিলাষান্তরশূন্যাৎ। স কীদৃশোঽনুভবঃ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—অনন্যবোধ্যাত্মতয়া আত্মৈকজ্ঞেয়স্বরূপত্বেন অরূপতঃ রূপ্যতে ইতি রূপঃ অনিরূপ্যা-

দিত্যর্থঃ। ন চান্যথেতি—ন স্বানুভবব্যতিরেকেন চ, ন স্বানুভবাতিরেকেণ বিবোদ্ধুমর্হতীত্যর্থঃ। এবং শ্রীভগবদ্গুণস্যাপি ব্রহ্মস্বরূপত্বমভিপ্রেতম্॥ জী০ ৬॥

**৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** এইরূপে যদিও ১৪/৩ শ্লোকে 'জ্ঞানের জন্য কিঞ্চিৎ মাত্র প্রয়াস না করে' ইত্যাদি কথায় জ্ঞান মাত্রেরই জন্যই যে অন্বেষণ অপ্রয়োজনীয়, তাই বলা হল, তথাপি এর কিছু বিশেষও আছে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তথাপি ইতি দুই শ্লোকে **অগুণস্য**—কোনও কোনও অধিকারিতে যার গুণ প্রকাশিত হয় না, সেই অপ্রকাশিত গুণ ব্রহ্মের (মহিমা) **বিবুদ্ধুং**—বুদ্ধিতে প্রকাশ করতে **অর্হতি**—'অর্হতে' অর্থাৎ কোনও জন জ্ঞান-গোচর করতে সমর্থ হয়ে থাকেন। **অনন্যবোধ্যাত্মতয়া**—জীব অনুচিৎ, আর ঈশ্বর বিভুচিৎ—এই 'চিৎ' অংশে জীব ঈশ্বর অভেদ, এইরূপ অভেদ ভাবনা দ্বারা (ব্রহ্মের মহিমা জ্ঞান গোচর করতে সমর্থ হয়)। [শ্রীধর—এইরূপে তাবৎ সগুণ নির্গুণ উভয়েরই জ্ঞান দুর্ঘট এবং শ্রীহরিকথা শ্রবণাদি দ্বারাই শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি হয়ে থাকে অন্য প্রকারে হয় না—এইরূপ বলা হল ;—তথাপি গুণাতীতের জ্ঞান কথঞ্চিৎ হয়ে থাকে। কিন্তু সগুণের হয় না—কারণ সগুণ আপনার গুণ অচিন্ত্য অনন্ত—এইরূপে শ্লোকদ্বয়ে স্তব করা হচ্ছে—তথাপি ইতি। **হে ভূমন্!** হে অপরিচ্ছিন্ন! অর্থাৎ হে অনন্ত! অগুণ আপনার মহিমা **অমলান্তরাত্মভিঃ**—ভিতরে গুটিয়ে আনা নির্মল ইন্দ্রিয় দ্বারা **বিবোদ্ধুম্**—জ্ঞান-গোচরী হওয়ার জন্য যোগ্য হয়। অথবা, মহিমা **বিবোদ্ধুম্**—আপনার মহিমা জানতে সক্ষম হয়। অথবা আপনার মহিমা কেউ কেউ বুঝতে সমর্থ। কি করে? **স্বানুভবাৎ**—আত্মাকারা অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকার হেতু মহিমা জ্ঞান গোচর হয়—আচ্ছা অন্তঃকরণই সবিকার বস্তুকেই বিষয় করে থাকে, তা হলে কি করে তার আত্মাকারতা বা ব্রহ্ম আকারতা হতে পারে, এরই উত্তরে, **অবিক্রিয়াৎ ইতি**—'বিক্রিয়া' বিশেষ আকার—এই বিশেষ আকার রহিততা হেতু অর্থাৎ ঘট পটাদি বিশেষ পরিত্যাগই আত্মাকারতা। পূর্বপক্ষ. আচ্ছা আত্মা নির্বিশেষ, এই আত্মা যদি অন্তঃকরণ সাক্ষাৎকারের বা অনুভবের বিষয় হয়, আত্মার অনাত্মত্ব প্রসঙ্গ আসে না কি? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—**অরূপতা**—অরূপ হেতু অর্থাৎ রূপাদি বিষয় শূন্য হেতু আত্মা (বা ব্রহ্মা) অন্তঃকরণ সাক্ষাৎকারের বিষয় বা অনুভবের বিষয় হলে দোষাবহ হয় না। চিদাভাসের দ্বারা ঘটপটাদিরই জ্ঞান হতে পারে, আত্মার নয়। আত্মাকার চিত্তে আত্মা বা ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হবে কি করে? **অনন্যবোধ্যাত্মতয়া**—অন্য কারও দ্বারা নয়, নিজে নিজেই প্রকাশিত হয়ে থাকেন বলে—তা হলেও ঘট পটাদি সম্বন্ধে যেমন বলা হয় ঘটপটাদি এইরূপ সেই রূপই ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা যাবে না—ইনি এইরূপ।

অথবা, যদিও বলা হল ভক্তি দ্বারাই শ্রীভগবানকে জানা যায়, তথাপি অনন্ত কল্যাণগুণ-মহোদধি আপনার সম্যক্ জ্ঞান হয় না ; কিন্তু আপনার কোন একটি গুণের মাহাত্ম্য-জ্ঞান কোনও জনের যৎকিঞ্চিৎই হয়ে থাকে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তথাপি ইতি। **মহিমা গুণস্যতে**—সেই করুণাদি লক্ষণ গুণ সমূহের একটিরও যে 'মহি' মহিমা তার 'মা' লক্ষ্মী অর্থাৎ সম্পদ্, ক্বচিৎ কেউর জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়ে থাকে, তাও **স্বানুভাবাৎ**—স্বকীয় অনুশীলন অনুসারে যতটুকু নিজ অনুভব ততটুকুই—সর্বথা নয়।

কিরূপ অনুভব হেতু ! **অবিক্রিয়াৎ**—অন্য অভিলাষ শূন্য নিজ অনুভব হেতু। সেই অনুভব কি জাতীয় ? এর উত্তরে, **অনন্যবোধ্যাত্মতয়া**—আত্মৈক জ্ঞেয় স্বরূপে অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বরূপে অনুভব, **অরূপতঃ**—কারণ শ্রীভগবানের রূপ অনিরূপনীয়। **ন চান্যথা**—স্বানুভব ব্যতিরেকে জ্ঞান গোচরীভূত হয় না। এইরূপে শ্রীভগবানের গুণেরও ব্রহ্ম স্বরূপতা অভিপ্রেত।—[এই পর্যন্ত টীকা]। (বিবৃতি—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে জানা যায়। শ্রীভগবান্ জগতের সর্বত্রই সচ্চিদানন্দ সত্তারূপে প্রকাশিত—জগতের সর্বত্র যে চৈতন্যের অভিব্যক্তি, তাকে চিদাভাস বলে।

এই চিদাভাস এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযোগ বিশিষ্ট বিষয়াকার চিত্ত বৃত্তির সাহায্যেই ঘটপটাদি বিষয়ে জ্ঞান হয়—চক্ষুদ্বারে ঘটপটাদির সম্বন্ধে চিত্ত ঘটাদির আকার ধারণ করে ইহাকেই বলে চিত্তের বিষয় আকারতা, ইহাতেই ঘটপটাদির অজ্ঞানতা দূর হলেও জ্ঞান অমনি হয় না—ঘটাদির জ্ঞান হয় চিদাভাসের দ্বারা। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয় সম্বন্ধ ছিন্ন হলে চিত্ত আত্মাকারতা লাভ করে। চিদাভাসের দ্বারা কিন্তু শ্রীভগবানের স্বগুণ নির্গুণ কোনও স্বরূপেরই জ্ঞান হয় না, শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশ শক্তিতেই 'আত্মাকার' চিত্তে তিনি প্রকাশিত হন, কিন্তু এখানেও তার নির্গুণ স্বরূপের প্রকাশ সম্ভব—স্বগুণ স্বরূপের নয়। ঐশ্বর্য-মাধুর্য ময় সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানের সবিশেষ শ্রীবিগ্রহ আত্মাকার চিত্তেও প্রকাশিত হয় না, তার নির্বিশেষ স্বরূপেরই প্রকাশ হয়ে থাকে।—যেমন নির্বিশেষ তেজোমণ্ডল রূপেই আমাদের নয়নে সূর্য প্রকাশিত হয়—সবিশেষ রূপটি তার ধরা পড়ে না।)

[ শ্রীবলদেব—**স্বানুভবাৎ**—নিজ কর্তৃক অনুভব হেতু-যথা নিজ অনুভব সেই রূপই উপলব্ধি হয়। সর্বথা নয়। কিদৃশ অনুভব হেতু ? **অরূপতঃ**—শব্দ স্পর্শাদি বিষয় সংসর্গশূন্য অনুভব হেতু। **অবিক্রিয়াৎ**—'বিক্রিয়া' গুণ থেকে অন্য বিষয়ে অভিলাষ—ইহার রাহিত্য হেতু। সেই অনুভবের রীতি বলা হচ্ছে—**অনন্যবোধ্যাত্মতয়া**—'ন অন্যৈঃ' উপনিষৎ ভিন্ন অন্য প্রমাণের দ্বারা বোধ্য নয় 'আত্মা' স্বরূপ যাঁর সেই ব্রহ্ম—অর্থাৎ অনন্যবোধ্য হওয়া হেতু ঘ্রাণের দ্বারা যেমন গন্ধ অনুভবের বিষয় হয় সেইরূপ উপনিষদের দ্বারাই সেই ব্রহ্মের গুণ অনুভব করা যায়।]॥ জী° ৬॥

**৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** এবং যদ্যপি কেবলয়া প্রেমভক্ত্যৈব তব সাক্ষাদেতৎস্বরূপানুভবো ভবতি তথাপি কেবলজ্ঞানস্য বিগীতত্বাদ্ভক্তিমিশ্রজ্ঞানমপি তব নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপানুভবে কারণং ভবতি কিন্তু "জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসে"দিতি তদুক্তের্জ্ঞান সংন্যাসানন্তরমেবেত্যাহ - তথাপীতি। যদ্যপি কেবলা ভক্তির্নস্যাত্তদপীত্যর্থঃ। হে ভূমন্, ভূঃপ্রাদুর্ভাবস্তদ্যুক্তমধুরৈতদ্রূপর্ভাববন্, অগুণস্য প্রাকৃতগুণরহিতস্য তব মহিমা মহত্বং বৃহত্ত্বরূপ একো ধর্ম্মঃ "মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদী"তি ত্বদুক্তেঃ "সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথে"তি ধ্রুবোক্তেশ্চ মহিমশব্দেন প্রসিদ্ধং পরং ব্রহ্ম, বিবোদ্ধুং স্বয়মেব বিবোধ্যো ভবিতুমর্হতি—পচ্যতে ওদনঃ স্বয়মেবেতিবৎ। কর্ম্মণঃ কর্ত্তৃত্বং যথা কুঠারঃ স্বয়মেব বৃক্ষং ছিনত্তীত্যত্র করণস্য কর্ত্তৃত্বং বিবক্ষিতম্। কস্মান্নিমিত্তাৎ ? অমলৈঃ শুদ্ধৈরন্তরাত্মভিঃ স্বানুভবাৎ স্বকর্ম্মকাদনুভবাৎ। নন্বনুভবঃ খল্বন্তঃকরণবৃত্তিঃ সাচ সূক্ষ্মদেহ বিকারময়ী নির্বিকারং ব্রহ্ম কথং বিষয়ী কুর্য্যাদিত্যতো বিশিনষ্টি—অবিক্রিয়াৎ

ন বিদ্যতে বিক্রিয়া বিকারো যত্র তথাভূতাৎ বিকারো হি মায়াধর্ম্মঃ সচ মায়োপরমে কুতঃ স্যাদিতি লিঙ্গ-দেহাভাব এব ব্যঞ্জিতঃ। নন্বু তদপি ব্রহ্মণোঽবিষয়ত্বেনানুভববিষয়ত্বানৌচিত্যাদিত্যতঃ পুনর্ব্বিশিনষ্টি, অরূপতঃ রূপং বিষয়স্তদিতরাৎ বিষয়াকারত্বরহিতাৎ ব্রহ্মাকারাদিত্যর্থঃ। ব্রহ্মণো ব্রহ্মাকারানুভববিষয়ত্বং ন দোষ ইতি। নন্বস্তি কিং তদ্বোধে প্রকারান্তরং? তত্রাহ—অনন্যবোধ্য আত্মা স্বরূপং যস্য তত্তয়া নৈবান্যথা স বিবোধ্যো ভবিতুমর্হতীত্যন্বয়ঃ। যথা বিষয়াকারানুভব এব শব্দস্পর্শাদীন্ বিষয়ীকরোতি ন ব্রহ্ম। তথৈব ব্রহ্মাকারানুভব এব ব্রহ্ম বিষয়ীকরোতি ন শব্দাদীনিত্যর্থঃ॥ বি০ ৬॥

**৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** এইরূপে যদিও কেবল প্রেমভক্তি দ্বারাই আপনার সাক্ষাৎ এই স্বরূপানুভব হয় তথাপি (কেবল জ্ঞানের নিন্দা হেতু) ভক্তিমিশ্র জ্ঞানও আপনার নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ অনুভবে কারণ হয় কিন্তু "জ্ঞানঞ্চময়ি সংন্যসেদিতি" এইরূপ উক্তি থাকা হেতু জ্ঞান ত্যাগান্তেই হয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে,তথাপীতি। **তথাপি**—(সংশয়ে) যদি কেবলা ভক্তির অভাব হয়ে পড়ে, তথাপি **হে ভূমন্**—'ভূ' প্রাদুর্ভাব—হে প্রাদুর্ভাবযুক্ত অর্থাৎ হে মধুর রূপ প্রাদুর্ভাববান্! **অগুণস্য**—প্রাকৃতগুণ রহিত আপনার **মহিমা**—'মহত্ত্ব' বৃহত্ত্বরূপ অদ্বিতীয় ধর্ম।—"মহৎ আমার যে মহিমা অদ্বিতীয় ধর্ম তাকে আমারই ব্যাপক নির্বিশেষ স্বরূপ বলে অনুভব করবে।"—(শ্রীভা০ ৮।২৪।৩৮)। এইরূপ শ্রীভগবানের উক্তি থাকা হেতু এবং 'ব্রহ্মণি স্বমহিমণি' এইরূপ ধ্রুবের উক্তি থাকা হেতু 'মহিমা' শব্দে প্রসিদ্ধ পরব্রহ্ম **বিবুধ্যং**—নিজে নিজেই জ্ঞানগোচর হওয়ার যোগ্য—এখানে কর্মে কর্তৃবাচ্য হয়েছে, যেমন 'অন্ন নিজে নিজেই পাক হয়'—কাজেই অর্থ হবে, কেউ কেউ পরব্রহ্মকে শুদ্ধ চিত্তে গোচরীভূত করতে সমর্থ। 'কুঠার নিজেই বৃক্ষ কাটে' এখানে যেমন কুঠারের করণের কর্তৃত্ব সেইরূপই নির্বিশেষ পরব্রহ্মে কর্তৃবাচ্য প্রয়োগ, এখানে আসলে কর্তা হল, যার দ্বারা জ্ঞানগোচর হন সেই ব্যক্তি। কোন্ নিমিত্ত হেতু? **অমলান্তরাত্মভিঃ**—শুদ্ধ অন্তরাত্মা দ্বারা, **স্বানুভবাৎ**—স্বকর্মক অনুভব হেতু। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা অনুভব হল, অন্তকরণবৃত্তি এবং এই বৃত্তি সূক্ষ্মদেহ বিকারময়ী, ইহা নির্বিকার ব্রহ্মকে কি করে বিষয়ীভূত করতে পারে? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, এখানে নির্বিকার অন্তকরণের কথাই বলা হয়েছে, তাই এর বিশেষণ দেওয়া হল **অবিক্রিয়াৎ**—নির্বিকার। বিকার হল মায়াধর্ম—মায়া চলে গেলে আর বিকার থাকে কি করে, এইরূপে সূক্ষ্ম দেহ রাহিত্য ব্যঞ্জিত হল। অতএব দেখা যাচ্ছে, নির্বিকার অন্তকরণেই নির্বিকার ব্রহ্ম বিষয়ীভূত হওয়ার কথা বলা হল, কাজেই দোষ আসছে না। তা হলেও ব্রহ্মের বিষয় রহিততা হেতু নির্বিকার চিত্তেও এর অনুভব বিষয়তা অনুচিত- এতে অনাত্মত প্রসঙ্গ এসে যেতে পারে না-কি? এরই উত্তরে, **অরূপতঃ**—বিষয়-আকারতা রহিত অর্থাৎ ব্রহ্মাকার হেতু—অন্তকরণ ব্রহ্মাকার হওয়া হেতু সেই অন্তঃকরণে ব্রহ্ম গোচরীভূত হয়। এতে কোন দোষ হয় না। অন্য কোনও প্রকারে কি ব্রহ্মকে জানা যায়? এরই উত্তরে, **অনন্যবোধ্য**—অদ্বিতীয় তত্ত্ব জ্ঞাপক আত্মা' স্বরূপ যার সেই আত্মাকার বা ব্রহ্মাকার অন্তকরণের দ্বারা ব্রহ্ম গোচরীভূত হন—যথা বিষয়াকার অনুভবই শব্দ স্পর্শাদিকে বিষয়ীভূত করে, ব্রহ্মকে করে না, সেই রূপই ব্রহ্মাকার অনুভবই ব্রহ্মকে বিষয়ীভূত করে শব্দাদিকে করে না॥ বি০ ৬॥

৭। গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্ব্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈর্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ॥

৭। **অন্বয়ঃ** অস্য (জগতঃ) হিতাবতীর্ণস্য গুণাত্মনঃ তে (তব) গুণান্ বিমাতুং (গণয়িতুং) কে ঈশিরে (সমর্থাঃ) যৈর্বা সুকল্পৈঃ (নিপুণৈঃ) কালেন ভূপাংশবঃ (ভূমি কণাঃ) মিহিকাঃ (হিমকণাঃ) দ্যুভাসঃ (নক্ষত্রাদি) বিমিতাঃ (গণিতাঃ) [তৈ রপি তব গুণান্ বিমাতুং ন শক্যতে]।

৭। **মূলানুবাদঃ** হে দুর্জ্ঞেয়! স্বরূপভূতা গুণে গুণী, জগৎ হিতার্থে অবতীর্ণ আপনার গুণের গণনা কে করতে সমর্থ? অতি নিপুণ শ্রীসঙ্কর্ষণাদি কালে ধূলিকণা, হিমকণা ও সূর্য্যাদির কিরণ-পরমাণু গণনা করতে সমর্থ বটে, তথাপি সেই তাঁরাই আপনার গুণগান নিরন্তর করে গেলেও অন্ত পান নি।

---

৭। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** গুণাত্মন ইতি তত্র পূর্ব্বস্মিন্নর্থে পূর্ব্বৈরাবতারিকা, উত্তরস্মিংস্ত্বিয়ং যথা বিশেষতঃ স্বয়মবতীর্ণস্যাস্য তব গুণানাং মাহাত্ম্যমিয়ত্ত্বমপি ন কেনচিদপি জ্ঞাতুং সমর্থঃ স্যাদিত্যুপক্রমবৎ শ্রীকৃষ্ণ এবান্তরপ্রকরণস্যাপ্যর্থং পর্য্যবসায়য়তি—গুণেতি; যদ্বা, গুণানামাত্মনশ্চেতয়িতুঃ পূর্ব্বমবতারান্তরৈর্জগত্যপ্রকটনেন প্রসুপ্তানামিব গুণানামধুনা প্রকটনেন প্রবোধনাৎ, গুণান্ প্রকটয়ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা, গুণা আত্মনঃ স্বরূপভূতা যস্যেতি নিত্যমপ্রাকৃতত্বং চোক্তম্; তথা চ ব্রহ্মতর্কে—'গুণৈঃ স্বরূপভূতৈস্তু গুণ্যসৌ হরিরুচ্যতে। ন বিষ্ণোর্ন চ মুক্তানাং ক্বাপি ভিন্নো গুণো মতঃ॥' ইতি; তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ। স শুদ্ধঃ সর্ব্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু॥ জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥' পাদ্মোত্তরখণ্ডে—'যোঽসৌ নির্গুণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ। প্রাকৃতৈর্হেয়সংযুক্তৈর্গুণৈর্হেয়ত্বমুচ্যতে॥' ইতি; একাদশে (১৩।৪০) চ—'মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্ব্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকম্। সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং সাম্যাসঙ্গাদয়োঽগুণাঃ॥' ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ তৈরেব—অগুণা গুণপরিণামা ন ভবন্তি, কিন্তু নিত্যা ইত্যর্থঃ। বিশেষেণ তাবন্মাহাত্ম্যা ইয়ৎসংখ্যাবন্তশ্চেতি। মাতুং গণয়িতুং কে ঈশিরে, অপি তু ন কোঽপীত্যর্থঃ। তত্র কৈমুত্যম্—অস্য জগতঃ সর্ব্বেষামেব জীবানাং হিতায়াবতীর্ণস্য, তদর্থং প্রকটিতগুণস্যাপি। অয়মর্থঃ—যস্য জীবস্য যেন যথা হিতং স্যাৎ, তথাসৌ গুণস্তদর্থং প্রকটয়িতুমপেক্ষ্যতে। তত্র জীবানামানন্ত্যং, তত্র চ স্বভাবানামানন্ত্যং, তত্রাপ্যবস্থাদিভেদেনানন্ত্যম্; অতস্তত্তদর্থং গুণানামপ্যানন্ত্যং, তত্তদ্বিবিধভেদেন পরমানন্ত্যং স্যাদেবেতি তদ্গণনা ন সম্ভবেৎ, কিমুত কালদেশাদ্যপরিচ্ছিন্নে স্বলোকে বিহরত ইতি। যৈর্বিমিতাস্তেঽপি ন ঈশিরে ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। যদ্যপি ভূপাংশ্বাদীনামপি যথোত্তরং সূক্ষ্মতয়ানন্ত্যং, তথাপি শ্রীসঙ্কর্ষণাদিজ্ঞানেন তদ্গণনমপি সম্ভাব্যতে, ব্রহ্মাণ্ডেন পরিচ্ছিন্নত্বাৎ অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ড-পরমাণু-প্রমাণাশ্রয়-লোমকূপবিবর গবাক্ষস্য মহাপুরুষস্যাপ্যংশিনস্তব তৎ কথং স্যাদিতি ভাবঃ। শ্লোকদ্বয়েঽস্মিন্ সগুণস্য শ্রীকৃষ্ণস্যৈব মহিম্নি দুর্ব্বোধাতিশয়ো দর্শিতঃ, তস্মাদপ্যনেন কৃতবিবৃতাবস্যাপি দেববপুষ ইত্যত্র নির্গুণস্য ব্রহ্মণো নাসাবঙ্গীকৃতঃ। এতদদ্বয়ানুসারেণ বিরাট্প্রস্তাবস্তু স্বতো বহির্ভূত এবেতি, সোঽপি নাদৃতঃ। তস্মাত্তৈরপ্যস্যাপীত্যাদি-শ্লোকদ্বয় ব্যাখ্যাদ্বয়মিতি পূর্ব্বপক্ষতয়া দর্শয়িত্বা শ্লোকদ্বয়ে অস্মিন্নুত্তরপক্ষঃ কৃত ইতি নাসামঞ্জস্যং মন্তব্যম্॥ জী০ ৭॥

Accn No...700

**৭। শ্রীজীব বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** প্রথমে উপক্রম করা হয়েছে ১৪।৫ শ্লোকে, একমাত্র শুদ্ধা প্রেমভক্তি দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের মধুর রূপ জানা যায়। এখানে সেই কথারই উপসংহার করা হচ্ছে, যদিও জানা যায়, তথাপি স্বয়মাবতীর্ণ আপনার অসংখ্য গুণের ইয়ত্তা কেউ করতে পারে না - গুণেতি। অথবা, **গুণাত্মনঃ**— গুণগণে **'আত্মনঃ'**—চেতনদাতা আপনার পূর্বের অন্য অবতারে জগতে অপ্রকাশ করা হেতু যেন প্রষুপ্ত এইরূপ গুণগণের অধুনা প্রকাশের দ্বারা প্রবোধন হেতু অর্থাৎ গুণগণের প্রকাশকারী আপনার। অথবা, গুণগণ 'আত্মন' স্বরূপভূতা যাঁর, অর্থাৎ স্বরূপভূতা গুণে গুণী আপনার—এইরূপে গুণের নিত্য অপ্রাকৃতত্ব বলা হল। ব্রহ্মতর্কে এইরূপ উক্ত আছে, যথা—"স্বরূপভূত গুণে গুণী ইনি হরি বলে কথিত হন। না-বিষ্ণুর, না-মুক্তগণের অন্য কোনও প্রকার গুণ অর্থাৎ প্রাকৃত গুণ আছে, ইহা শাস্ত্র সম্মত নয়।" বিষ্ণুপুরাণে - "যে ভগবানে সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণ নেই, যিনি সর্বশুদ্ধ হতেও শুদ্ধ সেই আদি পুরুষ শ্রীভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।" আরও, "শ্রীভগবানের জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য ও তেজ প্রভৃতি যে নিখিল গুণ আছে, তৎ সমস্তই ভগবৎ শব্দ বাচ্য—এর সহিত কোনও হেয় গুণের মিশ্রণ নেই।" পদ্মোত্তর খণ্ডে— "শাস্ত্রে যে জগদীশ্বরকে নির্গুণ বলা হয়েছে, তার দ্বারা তাতে প্রাকৃত হেয় গুণের অভাবই সূচিত হয়েছে।" আরও একাদশে ১৩।৪০ শ্লোকে - "নির্গুণ অর্থাৎ অনিত্য প্রাকৃত গুণ সম্পর্কশূন্য, মায়িক বস্তু নিরপেক্ষ, সর্বভক্তের হিতকারী ও সর্বভক্তের প্রীত্যাস্পদ আমাতে নিত্য অপ্রাকৃত গুণ সকল অবস্থিত থাকে।" স্বামিপাদ (১।১৩।৪০) শ্লোকের ব্যাখ্যাতেও বলেছেন—'অগুণাঃ' গুণপরিণামরূপা নয় কিন্তু নিখিল নিত্য গুণ আমাকে সেবা করে। বিমাতুং— বি' বিশেষ ভাবে তাবৎ মাহাত্ম্য ও এই পরিমাণ সংখ্যাবন্ত, এইরূপ ভাবে 'মাতুঃ' গণনা করতে **ক ঈশিরে**—কে সমর্থ হয়? কেউ হয় না। এ সম্বন্ধে কৈমুতিক ন্যায় লাগান হচ্ছে, যথা—**হিতাবতীর্ণস্য**—এই জগতের সকল জীবের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ, সেই জন্যই প্রকটিত গুণেরও যে গণনা করতে কেউ সমর্থ নয় সে আর বলবার কি আছে? এর অর্থ—যে জীবের যে গুণ মঙ্গল হবে, সেই গুণের প্রকাশ করণের জন্য অপেক্ষমান শ্রীভগবান্। এই জগতে জীব অনন্ত, জগতে জীব স্বভাব অনন্ত, তার মধ্যেও আবার অবস্থাদি ভেদে স্বভাব অনন্ত--অতএব অনন্ত জীবের মঙ্গলের জন্য শ্রীভগবানের অনন্ত গুণের প্রয়োজন। সেই সেই বিবিধ ভেদের দ্বারা গুণ পরম অনন্তই হয়ে যাচ্ছে— তাই তার গণনা সম্ভব নয়। কালদেশাদিতে অনন্ত স্বলোকে বিহরণশীল তাঁর অনন্তগুণের গণনা যে করা যায় না, তা আরও বলবার কি আছে? **যৈ সুকল্পৈঃ**--অতি নিপুণ সঙ্কর্ষণাদি যাঁদের দ্বারা হিমকণাদি **বিমিতা** গণিতা হয়ে যায় তাঁরাও **ন ঈশিরে**--আপনার গুণ গণনা করতে পারেন না--এইরূপ অন্বয় হবে। যদিও ধূলিকণাদি পর পর সূক্ষ্মতাহেতু অনন্ত, তথাপি শ্রীসঙ্কর্ষণাদি জ্ঞানের প্রাচুর্যে তার গণনাও করে ফেলতে পারেন, ব্রহ্মাণ্ডের সীমার মধ্যে থাকা হেতু। গবাক্ষের ছিদ্র পথে ধূলিকণার গতায়াতের মতো যাঁর লোম-কূপ ছিদ্রপথে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড পরমানু গতায়াত করে সেই মহাপুরুষেরও অংশী আপনার গুণ কি করে গণনার মধ্যে আনা যেতে পারে? এই শ্লোকদ্বয়ে (৬–৭) শ্রীকৃষ্ণের মহিমারই অতিশয় দুর্বোধ্যত্ব দেখান হল। অতএব ব্রহ্মার বর্ণিত 'অস্যাপি দেব বপুষো' (১০।১৪।২)--'অসংখ্য চতুর্ভুজ মূর্তির মধ্যে একটি

বপুরও' বাক্যের মধ্যে নির্গুণ ব্রহ্মাকে অঙ্গীকার করা হয় নি--এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রস্তাব তো স্বতঃই বহির্ভূত-তাও আদৃত নয়॥ জী০ ৭॥

**৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অপ্রাকৃত কল্যাণগুণময়ং তদেবং ভগবৎস্বরূপন্তু প্রেমভক্ত্যা বিনা বিজ্ঞাতুং কেঽপি মায়াসিন্ধুর্ত্তীর্ণা অপি বিদ্যাবন্তোঽপি ন শক্নুবন্তি, যদি মে জগজ্জনা অস্মদাদয়স্ত্বাং পশ্যন্তোঽপি ন জানন্তীতি কিং বক্তব্যং তব মহামধুরান্ গুণানপি সংখ্যাতুমপি ন শক্নুবন্তি তন্মাধুর্য্যানুভববার্ত্তা দূরে বর্ত্ততামিত্যাহ—গুণা আত্মানঃ স্বরূপভূতা যস্যেতি গুণানাং নিত্যত্বমপ্রাকৃতত্বঞ্চোক্তম্। তথাচ ব্রহ্মতর্কে "গুণৈঃ স্বরূপভূতৈস্তু গুণ্যসৌ হরিরীশ্বরঃ" ইতি। অপিত্বর্থে গুণাত্মনস্তব গুণান্ বিমাতুং এতাবন্ত ইতি গণয়িতুং কে ঈশিরে শক্নুবন্তি অপিতু নৈব। আমভাব আর্ষঃ। অস্য বিশ্বস্য হিতায় সংসাররোগনিবৃত্তয়ে অবতীর্ণস্য, বেতি বিতর্কে। যৈঃ সুকল্পৈরতিনিপুণৈঃ সঙ্কর্ষণাদিভি র্ভূপরমাণবোঽপি বিমিতা গণিতা, ততোঽপ্যধিকাঃ খে মিহিকা হিমকণা অপি তথা, ততোঽপ্যধিকাদ্যুভাসঃ দিবি সূর্য্যাদীনাং কিরণপরমাণব স্তথাপি তে সঙ্কর্ষণাদ্যা যান্ অদ্যাপি গায়ন্তো গায়ন্তঃ সীমানং নৈবাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা, গুণে ত্রিগুণময়ে জগতি আত্মা পালনার্থং মনো যস্য তথা ভূতস্যাপি তব গুণান্ বিমাতুং ন ঈশিরে, কিং পুনর্গুণাতীতমহা-চমৎকারি দধি চৌর্যাদি ক্রীড়াত্মন ইতি॥ বি০ ৭॥

**৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** অপ্রাকৃত কল্যাণগুণময় আপনার এই ভগবৎস্বরূপ কিন্তু প্রেম-ভক্তি বিনা জানতে কেউ-ই, মায়া সিন্ধুপার হয়ে আসা জনও, বিদ্যাবন্তো জনও সক্ষম হয় না, যদি আমার জগজ্জনেরা আপনাকে জানতে সক্ষম না হয়, আমরা প্রভৃতি চক্ষুগোচর করলেও না জানি, তবে আর বলবার কি আছে আপনার মহামধুর গুণগণও গুণতেও কেউ-ই সমর্থ হয় না, আপনার মাধুর্য-অনুভবের কথা দূরে থাকুক, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **গুণাত্মনঃ**—গুণ সমূহ 'আত্মানঃ'—স্বরূপভূতা যার, এইরূপে গুণ সমূহের নিত্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব বলা হল,—ব্রহ্মতর্কেও আছে—"স্বরূপভূত গুণে গুণী ইনি হরি ঈশ্বর।" **অপি**—'তু' অর্থে—'গুণাত্মনঃ তু' অর্থাৎ আপনার স্বরূপভূতা গুণ সমূহ **বিমাতুম**—'এত সংখ্যা' এইরূপ গণনা করতে কে **ঈশিরে**—সমর্থ হবে? কেউ সমর্থ নয়। **হিতাবতীর্ণস্য**—এই জগতের হিতের জন্য অর্থাৎ সংসাররোগ নিবৃত্তির জন্য অবতীর্ণ আপনার **বা**—বিতর্কে—অতি নিপুণ সঙ্কর্ষণাদি ধূলি কণাও **বিমিতা**—গণনা করতে সমর্থ হয়, তার থেকেও অধিক **মিহিক**া—হিমকণাও, তথা তার থেকে অধিক **দ্যুভাসঃ**—সূর্যাদির কিরণ পরমানু গণনা করতে সমর্থ হয়, তথাপি সেই সঙ্কর্ষণাদি তাঁর গুণগাণ অদ্যাপি নিরন্তর করে যাচ্ছেন কিন্তু অন্ত পান নি।—"সহস্র বদনে করে কৃষ্ণগুণগান। নিরবধি গুণগান, অন্ত নাহি পান।—(চৈঃ চঃ আদি ৫।১২১)। অথবা **গুণাত্মনঃ**—'গুণে' ত্রিগুণময় জগতে 'আত্মা' পালনার্থ মন যাঁর তথাভূত আপনার—অর্থাৎ জগৎপালন লীলায় নিযুক্ত আপনার গুণ সমূহই গণনা করতে সমর্থ হয় না তো গুণাতীত মহাচমৎকারী দধি চৌর্যাদি লীলায় মগ্ন আপনার গুণ যে গণনা করতে সমর্থ হয় না, সে আর বলবার কি আছে॥ বি০ ৭॥

**৮। তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।**
**হৃদ্বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥**

**৮। অন্বয়ঃ** তৎ (তস্মাৎ) তে (তব) অনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণঃ (সদা মন্যমানঃ) যঃ আত্মকৃতং বিপাকং ভুঞ্জানঃ এব হৃদ্‌বাগ্‌বপুভিঃ তে নমঃ বিদধন্ সঃ মুক্তিপদে দায়ভাক্ (অধিকারী)।

**৮। মূলানুবাদঃ** [যে ভক্তিতে আপনাকে পাওয়া যায় বলা হল, সেই ভক্তি যাজনের পদ্ধতি বলা হচ্ছে—]।

অতএব যে ব্যক্তি আপনার করুণার জন্য অপেক্ষমান হয়ে নিজকৃত কর্মফল সুখ-দুঃখ অনাসক্ত ভাবে ভোগ করতে করতে কায়-বাক্য-মনে আপনার শ্রীচরণে প্রণত হয়ে থাকে, সেই জন সংসার-মুক্তি ও শ্রীভগবৎচরণ প্রাপ্তির অধিকারী হয়ে থাকেন।

---

**৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** তত্ত ইতি। এব শব্দো যথাপেক্ষ্যমগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনীয়ঃ। আত্মনা কৃতমর্জ্জিতমিত্যবশ্য-ভোগ্যতোক্তা। অতস্তত্র সুখদুঃখাদিকমমন্যমান ইত্যর্থঃ। বিপাকং বিবিধ-কর্ম্ম-ফলম্, 'পুরেহ ভূমন্' ইত্যাদি-রীত্যা তদ্বিধকথয়াভিরুচিতীকৃতায় তে তুভ্যং হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্নমো বিদিধদিতি তত্র ত্বাসক্তিং কুর্ব্বন্নিতি ভাবঃ। উপলক্ষণঞ্চৈতদ্দৈন্যাত্মকস্য ভক্তান্তরস্য। মুক্তিনামকং পদং চরণারবিন্দম্। 'যেনাপ-বর্গাখ্যমদভ্রবুদ্ধিঃ', 'ভেজে খগেন্দ্রধ্বজপাদমূলম্' ইতি প্রথমে (১৮।১৬); যদ্বা, 'অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ' (শ্রীভা ২।১০।১) ইত্যাদৌ নবমপদার্থরূপায়া মুক্তেরপি পদে আশ্রয়ে দশমপদার্থরূপে। 'দশমে দশমং লক্ষ্যম্' (শ্রীভা০ দী ১০।১।১) ইত্যাদিনির্ণীতে ত্বয়ি স দায়ভাগ্ ভবতি ভ্রাতৃবন্টন ইব ত্বমেব তস্য দায়ত্বেন বর্ত্তসে। অতো বরাক্যা মুক্তের্বা কা বার্ত্তা ইত্যর্থঃ। অত্র তদ্ব্যাখ্যায়াং নান্যদিতি বুদ্ধিপৌরুষাদিকং নিষিদ্ধং, তদ্বিনাপি জীবতঃ পুত্রস্য দায়প্রাপ্তেঃ, অত্রাপি জীবত্বং ভক্তিমার্গস্থিতত্বং জ্ঞেয়ং, 'দৃতয় ইব শ্বসন্তি' (শ্রীভা০ ১০।৮৭।১৭) ইত্যাদ্যুক্তেঃ॥ জী০ ৮॥

**৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** অতএব জ্ঞানে প্রয়াস ত্যাগ করত ভক্তিই যথাশক্তি করা উচিত এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তৎ ইতি। সুতরাং আপনার অনুকম্পার জন্য **সুসমীক্ষমান্**—সুষ্ঠু অপেক্ষমান্—'এব' পদে ধ্বনি হল কৃপার জন্য প্রতিক্ষা করে থাকে। (দ্বিতীয় চরণোক্ত) **হৃদ্বাগ্ ইত্যাদি**—কায়বাক্যমনে আপনার শ্রীচরণে নমস্কার ইত্যাদি। **আত্মকৃতং**—নিজের দ্বারাই 'কৃতং' অর্জিত, এইরূপে অবশ্য ভোগ্যতা বলা হল, অতএব এর ফল সুখ দুঃখাদি সম্বন্ধে আনাসক্ত থেকে। **বিপাকং**—বিবিধ কর্ম-ফল। 'পুরেহ ভূমন্'—(১৪ ৫) শ্লোকানুসারে তদ্বিধ কথার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নামরূপগুণলীলা কথায় অভি-রুচিসম্পন্ন করার জন্য **তে**—'তুভ্যং' আপনাকে কায়বাক্য মনে প্রণাম করেন, এখানে কিন্তু আসক্তি পূর্বকই প্রণাম। এখানে এই কথায় অন্য সব দৈন্যাত্মক ভক্তিকেও বুঝানো হয়েছে উপলক্ষণে। **মুক্তিপদে**—মুক্তি নামক চরণারবিন্দে।—'অপবর্গাখ্য' অর্থাৎ মুক্তি নামক শ্রীভগবৎ চরণারবিন্দ (শ্রীভা০ ১।১৮।১৬)। অথবা, পুরাণের দশলক্ষণ—সর্গ বিসর্গ-স্থান-পোষণ-ঊতি-মন্বন্তর-ঈশ কথা নি-রাধ মুক্তি-আশ্রয়। **মুক্তিপদে**—

পুরাণ লক্ষণের মধ্যে নবমপদার্থরূপ মুক্তিরও **পদে**—আশ্রয়ে দশমপদার্থরূপে অর্থাৎ শ্রীভগবানে। শ্রীভাগবত দশমে কৃষ্ণই দশম পদার্থ—আপনাতে সেইজন দায়ভাগী হন অর্থাৎ ভাইয়ে ভাইয়ে ভাগাভাগির মতো আপনিই সেই জনের দায় অর্থাৎ উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিরূপে বর্তমান থাকেন। অতএব তুচ্ছ মুক্তির কথা উঠতেই পারে না॥ জী০ ৮॥

**৮। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা ঃ** তদেবন্যৎ সর্ব্বসাধনং পরিত্যজ্য ভক্তিমেব কুর্ব্বাংস্ত্বাং লভতে ইতি প্রকরণার্থোঽবগতস্তত্র কীদৃশঃ সন্ কুর্য্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ তত্তে ইতি। যস্মাদেবং তত্তস্মাদাত্মকৃতং বিপাকং "ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে" ইত্যত্র প্রতিপাদিতং ভক্তেরপ্যনন্থ সংহিতফলং সুখং তদপরাধফলং দুঃখঞ্চ ভুঞ্জান এব তং তবানুকম্পাং সুষ্ঠুসম্যগীক্ষমাণঃ সময়ে প্রাপ্তং সুখং দুঃখঞ্চ ভগবদনুকম্পাফলমেবেদমিতি জানন্। পিতা যথা স্বপুত্রং সময়ে সময়ে দুগ্ধং নিম্বরসঞ্চ কৃপয়ৈব পায়য়তি আশ্লিষ্য চুম্বতি পাণিতলেন প্রহরতিচৈত্যেবং মম হিতাহিতং পুত্রস্য পিতেব মৎপ্রভুরেব জানাতি নত্বহং ময়ি ত্বদ্ভক্তে নাতি কালকর্ম্মাদীনাং কেষামপ্যধিকার ইতি। স এব কৃপয়া সুখ-দুঃখে ভোজয়তি চ। স্বং সেবয়তি চেতি বিমৃশ্য। "যথা চরেদ্বালহিতং পিতা স্বয়ং তথা ত্বমেবার্হসি নঃ সমীহিত" মিতি পৃথুরিব প্রত্যহং ভগবন্তং বিজ্ঞাপয়ন্ হৃদাদিভির্নমস্কুর্ব্বন্ নাতীব ক্লিশ্যন্ যো জীবেত স মুক্তিশ্চ পদঞ্চ তয়োর্দ্বন্দ্বৈক্য তস্মিন্ সংসারমুক্তৌ স্বচ্চরণসেবায়াঞ্চেত্যানুষঙ্গিকমুখ্যফলয়ো র্দায়ভাগ্ ভবতি, যথা পুত্রস্য দায়প্রাপ্তৌ জীবনমেব কারণং তথা ভক্তস্য জীবনং তচ্চেহ ভক্তিমার্গে স্থিতিরেব "দৃতয় ইব শ্বসন্ত্যসুভৃতো যদি তেঽনুবিধা" ইত্যাদ্যুক্তেরিতি ভাবঃ॥বি০৮

**৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** সুতরাং এইরূপে সর্বসাধন পরিত্যাগ করে ভক্তিই যাজন করতে করতে আপনাকে লাভ করা যায়—এই প্রকরণের অর্থ যে এইরূপ তা জানা গেল—এখানে আরও জিজ্ঞাস্য কিরূপ হয়ে ভক্তি যাজন করা উচিত, এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—তত্তে ইতি। 'ধর্মস্য হ্যাপবর্গস্য' ইত্যাদি—(শ্রীভা০ ১।২।৯) শ্লোকে প্রতিপাদিত ভক্তিরও নির্ধারিত ফল সুখ আর তদপরাধ ফল দুঃখ ভোগ করতে করতে, যথা সময়ে প্রাপ্ত এই সুখ দুঃখ শ্রীভগবানের অনুকম্পার ফল, এইরূপ জেনে, পিতা যেমন পুত্রকে সময়ে সময়ে দুগ্ধ নিম্বরস স্নেহবশেই পান করান, কোলে নিয়ে চুমু খান আবার চপেটাঘাত করেন, সেইরূপ আমার হিতাহিত আমার প্রভুই জানেন—আমি কিছুই জানি না—ভক্ত আমার উপর কাল কর্মাদির কোনও অধিকার নেই—আমার মঙ্গলের জন্যই তিনি কখনও সুখ কখনও দুঃখ ভোগ করান নিজের সেবা করিয়ে নেন—এইরূপ বিচার করত, "পিতা যেমন স্বয়ং বালকের হিতাচরণ করে থাকেন সেইরূপ আপনিও আমার মঙ্গলার্থে যত্নপরায়ণ হউন"—(ভা০ ৪।২০।৩১) পৃথুর মতো এইরূপ প্রার্থনা করত কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবৎচরণে প্রণতঃ হয়ে যে ব্যক্তি জীবন ধারণ করেন,তপস্যাদি ক্লেশ স্বীকারে যান না,তিনি **মুক্তিপদে**—'মুক্তি' এবং 'পদ' এই দুই শব্দ দন্দ্ব সমাসবদ্ধ হয়ে 'মুক্তিপদ' নিষ্পন্ন অর্থাৎ সংসার মুক্তিতে এবং শ্রীভগবৎচরণ সেবাতে, এইরূপে আনুষঙ্গিক এবং মুখ্য ফলদ্বয়ের **দায়ভাক্**—দায়ভাক্ হয়ে থাকেন অর্থাৎ যথা পুত্রের পিতার সম্পত্তি প্রাপ্তিতে জীবনই কারণ অর্থাৎ পিতার সেবাপর হয়ে বেঁচে থাকাই কারণ—তথা এই ফলদ্বয়ের প্রাপ্তিতে ভক্তের জীবনই কারণ—এই জীবনও ভক্তিমার্গে স্থিতি রূপ জীবন, অন্য নয়। শ্রীভগ-

৯। পশ্যেশ মেঽনার্য্যমনন্ত আদ্যে পরাত্মনি ত্বয্যপি মায়িমায়িনি।
মায়াং বিতত্যেক্ষিতুমাত্মবৈভবং হ্যহং কিয়ানৈচ্ছমিবার্চ্চিরগ্নৌ ॥

৯। **অন্বয়ঃ** [হে] ঈশ, (প্রভো) মে অনার্যং পশ্য, অগ্নৌ অর্চ্চিঃ (স্ফুলিঙ্গঃ) ইব কিয়ান্ অহং হি অনন্তে আদ্যে পরাত্মনি মায়ামায়িনি (মায়িনাম্ অপি বিমোহকে) ত্বয়ি (ভগবতি) অপি মায়াং বিতত্য আত্মবৈভবং (নিজশ্বর্য্যং) ঈক্ষিতুং (দ্রষ্টুং) ঐচ্ছম্।

৯। **মূলানুবাদঃ** ব্রহ্মা স্বকৃত কর্মের জন্য অনুতাপের সহিত বলছেন—হে ভগবন্! আমার দুর্জনতা মূঢ়তা দেখুন-না একবার—অসীম ঐশ্বর্যশালী, আত্মারও আত্মা, মায়াবিদিগেরও মায়াবী পিতা আপনাতে মায়া বিস্তার করত আপনার মঞ্জুমহিমা দেখতে ইচ্ছা করেছিলাম – অহো আপনার কাছে আমি তো একটা তুচ্ছ—এ যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ইচ্ছা, মহা অগ্নি থেকে উদ্ভূত হয়ে তাকেই দগ্ধ করা।

---

বানের সেবাপর হয়ে বেঁচে থাকাই কারণ। "জীব যদি আপনার প্রতি ভক্তিযুক্ত হয়ে বাঁচে তবেই সার্থক বাঁচা নতুবা কামারের ভস্ত্রার মতো শুধু মাত্র বায়ু গ্রহণ-ত্যাগ সার।"—(শ্রীভা০ ১০।৮৭।১৭)॥ বি০ ৮॥

৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** তত্র জ্ঞানস্যাপ্রয়োজকত্বে স্বয়মেব দৃষ্টান্তীকুর্ব্বন্ তত্রৈব স্বাপরাধমপি ক্ষমাপয়িতুমুপক্রমতে—পশ্যেতি। আর্য্যঃ সুজনস্তস্য ভাবঃ আর্য্যং, তত্তু বিজ্ঞত্বমপি ক্রোড়ীকরোতি, অতস্তদ্বিপরীতং দৌর্জ্জন্যং মূঢ়ত্বং চানার্য্যং পশ্যেতি তস্য প্রাকট্যাদিকং বোধিতম্। তত্র ঈশে স্বপ্রভৌ, তত্র চাদ্যে পিতরি ত্বয্যপি দৌর্জ্জন্যম্, অনন্তে অপরিচ্ছিন্নমহিম্নি পরাত্মনি আত্মনোঽপ্যাত্মনীতি মূঢ়ত্বং তত্তদজ্ঞানত্বেঽপি মায়িমায়িনি মায়াং বিতত্যেতি পরমমূঢ়ত্বম্; কিং তৎ আত্মনস্তব বৈভবং মাহাত্ম্যমীক্ষতুমৈচ্ছং, যৎ দ্রষ্টুং মঞ্জুমহিত্বমন্যদপীত্যুক্তেঃ। হি নিশ্চয়ে; নন্বু মম মাহাত্ম্যং দ্রষ্টুং চেত্তর্হি কো দোষঃ? তত্রাহ—ত্বন্মাহাত্ম্যং দ্রষ্টুং, তত্রাপি মায়াং বিতত্য দ্রষ্টুং, কিয়ান্ কো বরাকোঽহমিত্যর্থঃ। কিয়ত্ত্বে দৃষ্টান্তঃ—অগ্নৌ অর্চ্চিরিবেতি। যদ্বা, আত্মনঃ স্বস্য বৈভবং দ্রষ্টুমিতি দৈন্যেন পূর্ব্বার্থমাচ্ছাদ্য প্রোক্তম্॥ জী০ ৯॥

৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** শ্রীভগবানের মহিমা জানা সম্বন্ধে জ্ঞানের অকার্যকারিতা বিষয়ে নিজেকেই দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করত এবং সেই স্থানেই নিজের অপরাধও ক্ষমা করিয়ে নেওয়ার জন্য ব্রহ্মা নিবেদন করতে আরম্ভ করছেন—পশ্যেতি। **অনার্যং** 'আর্যঃ' সুজনের ভাবকে বলে 'আর্যং'—বিজ্ঞতার ভাবটিও এই 'আর্যং' পদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। অতএব ইহার বিপরীত ভাব হল দুর্জনতা ও মূঢ়তা। **অনার্যং পশ্য ইতি**—দেখ দেখ আমার অনার্য, এই বাক্যে তার অনার্য ভাবের বহিপ্রকাশ বুঝানো হল। সেখানে **ঈশে**—নিজ প্রভুতে, **আদ্যে**—পিতাতে-যিনি প্রভু এবং পিতা তাতেও 'দুর্জনতা'। **অনন্তে**—অপরিমিত মহিমাময় এবং **পরমাত্মনি**—আত্মার আত্মা যিনি তাঁর সহিত দুর্জনতা প্রকাশ মূঢ়তার পরিচয়। তার এই মহিমা এবং পরমেশ্বরতা সম্বন্ধে অজ্ঞানতা থাকলেও মায়ারও মায়াস্বরূপ যিনি তাঁর উপর মায়া বিস্তার করতে যাওয়া পরম মূঢ়তা—সেই পরম মূঢ়তা কি? **আত্মনঃ**—তব **বৈভবং**—মাহাত্ম্য দেখতে ইচ্ছুক হওয়া, "আরও অন্য মঞ্জুমহিমা দেখার ইচ্ছায়"—(শ্রীভা০ ১০।১৩।১৫), এইরূপ

**১০। অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুত মে রজোভুবো হ্যজানতস্ত্বৎপৃথগীশমানিনঃ।**
**অজাবলেপান্ধতমোঽন্ধচক্ষুষ এষোঽনুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি॥**

**১০। অন্বয়ঃ** [হে] অচ্যুতঃ অতঃ রজোভুবঃ (রজোগুণসম্ভূতস্য) অজানতঃ ত্বৎপৃথগীশমানিনঃ (ভবতঃ পৃথক্ অহং ঈশ্বরঃ অভিমানিনঃ) অজাবলেপান্ধতমোঽন্ধ চক্ষুষঃ (মায়য়া গাঢ়তমোরূপেণ অন্ধীভূত নেত্রস্য) মে (মম) ময়ি নাথবান্ এষঃ (ব্রহ্মা) ইতি অনুকম্প্য ক্ষমস্ব।

**১০। মূলানুবাদঃ** অতএব হে অচ্যুত! আপনি অতি মহৎ আর আমি অতি তুচ্ছ, রজোগুণ জাত, অজ্ঞ, পৃথক্ ঈশ্বর বলে অভিমানযুক্ত শ্রীভগবানের পুত্র বলে অহঙ্কার-ঘনান্ধকারে নষ্টদৃষ্টি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন--এই মনে করে, ব্রহ্মা আমার দাস অতএব অনুকম্পা যোগ্য।

---

কথার পরিপ্রেক্ষিতেই অর্থ এইরূপ করা হল উপরে। **হি**—নিশ্চয়ে। আচ্ছা, শ্রীকৃষ্ণ যেন বলছেন, আমার মাহাত্ম্য দর্শনের যদি ইচ্ছাই হয়ে থাকে, তাতে কি দোষ? এরই উত্তরে—আপনার মঞ্জুমহিমা দেখবার জন্য—তাও আবার আমার মায়া বিস্তার মাধ্যমে অর্থাৎ আমার মায়াজাল ভেদ করার জন্য আপনি কি মনোহর মহিমা প্রকাশ করেন, তা দেখার জন্য—**কিয়ান্**—আমি, এক তুচ্ছ জন, আমার পক্ষে ইহা দোষেরই হয়েছে। 'কিয়ান্' এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত, এযেন অগ্নির স্ফুলিঙ্গ হয়ে অগ্নিকে দগ্ধ করতে যাওয়া। অথবা **আত্মনঃ**—আমার নিজের বৈভবের দৌড় দেখবার জন্য—এখানে দৈন্যে পূর্বার্থ আচ্ছাদন করে অর্থ করা হল॥ জী০ ৯॥

**৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** অহন্তু ভক্তিলেশমপি ন কুর্ব্বে প্রত্যুতাপরাধপুঞ্জমেবেতি সানুতাপমাহ—পশ্যেতি। হে ঈশ, মে অনার্য্যং আর্য্যঃ সুজনো বিজ্ঞশ্চ তস্য ভাব আর্য্যং তদ্বিপরীতমনার্য্যং দৌর্জন্যং মৌঢ্যঞ্চ পশ্যেত্যবধায় সমুচিতং দণ্ডং ক্ষমাং বা কুরুষ্বান্যথা মাদৃশানাং দৌর্জন্যমৌঢ্যে এব বর্দ্ধিষ্যেতে ইতি ভাবঃ। কিং তদ্দৌর্জন্যং মৌঢ্যঞ্চেত্যত আহ—আত্মে স্বকারণত্বাৎ পিতরি তত্রাপি ত্বয়ি সুখেন সহচরৈঃ সহ ভুঞ্জান এবেতি দৌর্জন্যম্। অনন্তেঽপরিচ্ছিন্নৈশ্বর্য্যে পরাত্মনি আত্মনোঽপ্যাত্মনীতি মূঢ়ত্বম্। মায়িমায়িনীতি পরমমূঢ়ত্বম্। এবম্ভূতেঽপি ত্বয়ি মায়াং প্রসার্য্য আত্মৈশ্বর্য্য মীক্ষিতুমহমৈচ্ছং হি অহো অহং ত্বয়ি কিয়ান্ কিম্পরিমাণকঃ অর্চ্চিজ্বালা যথা মহাগ্নেরুদ্ভূয় তমেব দগ্ধুমিচ্ছেৎ॥ বি০ ৯॥

**৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** আমি তো ভক্তিলেশও যাজন করি নি, প্রত্যুত অপরাধ পুঞ্জই সঞ্চয় করেছি, এইরূপে অনুতাপের সহিত বলছেন—পশ্যেতি। হে ঈশ! আমার **অনার্যং**—সুজন ও বিজ্ঞের ভাব হল 'আর্যং', এর বিপরিত ভাব হল 'অনার্যং' দুর্জনতা এবং মূঢ়তা। **পশ্য**—এই পদে মনোযোগ আকর্ষণ করে বলা হচ্ছে—সমুচিত দণ্ড বা ক্ষমা বিধান করুন, অন্যথা মাদৃশ জনদের দুর্জনতা ও মূঢ়তা বেড়েই চলবে, এরূপ ভাব। সেই দুর্জনতা ও মূঢ়তা কি? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে। **আত্মে**—আপনি কারণ হওয়া হেতু আপনি আমার পিতা, এই পিতাতে দুর্জনতা—এর মধ্যেও আবার সুখে সহচরগণের সহিত

যখন বন ভোজনে রত—এইরূপে দুর্জনতা প্রকাশ পেল; **অনন্তে**—অপরিসীম ঐশ্বর্যে, **পরাত্মনি**—আত্মারও আত্মা যিনি সেই তাতে—এইরূপে মূঢ়তা প্রকাশ পেল। মায়াবিদিগেরও মায়াবী যিনি সেই তাতে, এরূপে পরম মূঢ়তা প্রকাশ পেল। এইরূপ আপনাতে মায়া বিস্তার করে সর্বাত্মা আপনার ঐশ্বর্য দেখবার জন্য অভিলাষ করেছিলাম; অহো, আপনার নিকট আমি কতটুকুই-বা অর্থাৎ অতি তুচ্ছ,—এ যেন অগ্নি শিখার মহা অগ্নি থেকে উদ্ভূত হয়ে তাকেই দগ্ধ করতে ইচ্ছুক হওয়া॥ বি০ ৯॥

**১০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** অত ইত্যস্য টীকায়াং প্রভুত্বেনেতি প্রভুম্মন্যত্বেনেত্যর্থঃ। যদ্বা, অতো মমাপ্যতিতুচ্ছত্বাৎ তবাতিমহত্ত্বাচ্চ ক্ষমস্ব। অতিতুচ্ছত্বমেব দর্শয়তি—রজোভুব ইত্যাদিভিঃ। অজানত ইতি তমোঽংশশ্চ ব্যঞ্জিতঃ। পশ্যতামপি মচ্চক্ষুষাঞ্চ তাভ্যামেব সগর্ব্বত্বমান্ধ্যাঞ্চ জাতমিত্যাহ—অজেতি। হি প্রসিদ্ধৌ। ত্বমপি জানাসীতি ভাবঃ। হে অচ্যুতেতি ত্বমেবাচ্যুতনামা, অতঃ 'সকৃদেব প্রপন্নো যঃ' ইত্যাদি-রূপব্রতাদপি তবাচ্যুতির্যোগ্যৈব; অস্মাকঞ্চ তন্নামতানর্হত্বাদেব তাদৃশচ্যুতিরপি ন সম্ভবতীতি ভাবঃ। এষোঽহমনুকম্প্যঃ, কথং নাথবানিতি দাস ইত্যেবম্। নন্বু পরমেষ্ঠিনস্তব দাস্যং কিমর্থম্? তত্রাহ—ময়ীতি। ভগবতি নিমিত্তে মদেকপ্রাপ্ত্যর্থমিতি॥ জী০ ১০॥

**১০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** [ শ্রীধর স্বামিপাদের টীকা—অন্যত্র 'প্রভুরূপে' বর্তমান থাকলেও এই ব্রহ্মা আমারই দাস আমারই অনুকম্প্য মনে করে ক্ষমা করুন। এখানে এই 'প্রভুরূপে' বাক্যের অর্থ হবে নিজেকে নিজেই প্রভুরূপে মনে করে। অথবা, অতএব আমি নিজে নিজেই প্রভু হয়ে বসলেও আমার স্বরূপ অতি তুচ্ছ বলে এবং আপনার স্বরূপ অতি মহৎ বলে ক্ষমা করুন। ব্রহ্মা নিজের তুচ্ছতাও দেখাচ্ছেন—'রজোগুণ থেকে আমার জন্ম' ইত্যাদি বাক্যে। অজানত ইতি 'অজ্ঞান আমার' এই বাক্যে ব্যঞ্জিত হল, ব্রহ্মার ভিতরে 'তমোগুণ' অংশও আছে। দৃষ্টিশক্তি থাকলেও আমার অষ্টনয়নেরও রজোতমো গুণের দ্বারাই সগর্বভাব ও অন্ধতা জাত হয়েছে, এই আশয়ে—অজেতি। **হি**—প্রসিদ্ধিতে—আপনিও জানেন, এরূপ ভাব। **হে অচ্যুত ইতি**—এই যে সম্মুখে দেখছি, এই আপনারই নাম অচ্যুত—"অতএব একবারও যে আমার শরণ নেয়, তাকে আমি রক্ষা করে থাকি" এইরূপ আপনার নিয়ম থাকা হেতুও এই নিয়ম থেকে আপনার চ্যুত না হওয়া যোগ্যই বটে। আরও, আপনি স্বাভাবিক ভাবেই পূজ্য স্বরূপ হওয়া হেতুই আমাদেরও তাদৃশ পতনও সম্ভব নয়, এইরূপ ভাব। **এষো**—আমি ব্রহ্মা আপনার অনুকম্পার পাত্র—কেন? **নাথবান্**—আমি যে আপনার ভৃত্য, সেই জন্য। আচ্ছা পরমেষ্ঠী, আপনার দাস্যের কি প্রয়োজন? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, ময়ি ইতি। ভ্রমরের যেমন প্রয়োজন একমাত্র কমলের মধু তেমনি শ্রীভগবানের প্রয়োজন একমাত্র দাসের বুকভরা প্রেম মধুর—সেই জন্যই আমার তাঁর দাস্যের প্রয়োজন॥ জী০ ১০॥

**১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** দৌর্জন্যোচিতস্য দণ্ডস্য মৌঢ্যোচিতায়াঃ ক্ষমায়াশ্চ সম্ভবেঽপি মহাকৃপালোস্তব ক্ষমৈবোচিতেত্যাহ—অত ইতি। হে অচ্যুত, যত স্ত্বং মহাকৃপালুত্বাদিগুণেভ্যশ্চ্যুতিরহিতঃ

**১১। ক্বাহং তমোমহদহং খচরাগ্নিবার্ভূ-সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।**
**ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা-বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্॥**

**১১। অন্বয়ঃ** ক্ব অহং (ব্রহ্মা) তমোমহদহং খচরাগ্নিবার্ভূ সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ (প্রকৃতিঃ মহান্ বুদ্ধিতত্ত্বং অহঙ্কারং আকাশং বায়ুঃ অগ্নিঃ জলং ভূমিঃ এতৈঃ সংবেষ্টিতঃ যঃ ব্রহ্মাণ্ডরূপঃ ঘটঃ তত্র আত্ম-পরিমাণেন সপ্তবিতস্তিপরিমিত শরীরঃ) ঈদৃগ্ বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যাবাতাধ্ব-রোমবিবরস্য (পূর্বোক্তরূপাণি অবিগনিতানি অণ্ডানি পরমান্নুতুল্যাঃ তেষাং পরিভ্রমণং বাতাধ্বানঃ গবাক্ষা ইব রোমবিবরাণি যস্য তস্য) তে মহিত্বং (মহিমানং) ক্ব (কুত্র অবস্থিতঃ)।

**১১। মূলানুবাদঃ** (হে ব্রহ্মন্, ঈশ্বরমানী বলে দৈন্য কেন করছেন, বিশ্বস্রষ্টারূপে আপনি তো প্রসিদ্ধই আছেন, আমার ঐশ্বর্যই বা কি, বলুন না দেখি, এরই উত্তরে—)

অহো, প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ভূমি ইত্যাদি তত্ত্বের দ্বারা সম্যক্ বেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহের অন্তসীমায় সত্যলোকে বিরাজিত সাড়ে তিন হাত শরীরধারী আমি ব্রহ্মাই বা কোথায়, আর যাঁর রোমকূপরূপ গবাক্ষপথে ঈদৃশ অগণিত ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুর ন্যায় বিচরণ করছে সেই আপনার মহিমাই বা কোথায়।

---

অহঞ্চ মহানীচঃ অতো মমাপরাধং ক্ষমস্ব "নীচে দয়াধিকে স্পর্দ্ধে"তি নীতেরিতি ভাবঃ। মহানীচত্বমাহ, রজোভুবঃ শ্লেষেণ রজসো ধূলেঃ পুত্রস্য অত এবাজ্ঞস্য অতএব ত্বত্তঃ পৃথগেব ঈদৃশোঽহমিত্যভি মানবতঃ। ঈশমানিত্বং বিবৃণোতি। অজাবলেপঃ অজন্যত্বমদ এবান্ধতমঃ সমাসান্তাভাব আর্ষঃ তেনান্ধানি চক্ষূংষি যস্য। তেন ময়ি ত্বৎকারুণ্যচন্দ্রোদয়েনৈব মদগর্ব্বতমস্যপহৃতে সতি ত্বং দৃশ্যো ভবিষ্যসি নান্যথেতি ভাবঃ। কেন বিচারেণ ক্ষমে ইতি চেত্তত্রাহ--এষ ব্রহ্মা অনুকম্প্যো মদনুকম্পার্হঃ যতোঽন্যত্র নাথত্বাভিমানবানপি ময়ি তু নাথবান্ দাস এব। যদ্বা, মৌঢ্যান্ময্যপি স্বাতন্ত্র্যং কুর্ব্বন্নপি বস্তুতো মন্মায়াধীনত্বাৎ অধীন এবেতি মত্বা। "পরতন্ত্রঃ পরাধীনঃ পরবান্নাথবানপী"ত্যমরঃ॥ বি০ ১০॥

**১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** দুর্জনতা-উচিত দণ্ড ও মূঢ়তা-উচিত ক্ষমা লাভ সম্ভব হলেও মহাকৃপালু আপনার পক্ষে ক্ষমা করে দেওয়াই উচিত, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, অতঃ ইতি। **হে অচ্যুত!** যেহেতু আপনি মহাকৃপালুতা প্রভৃতি গুণাবলী থেকে চ্যুতি রহিত, আর আমি মহা নীচ। অতএব আমার অপরাধ ক্ষমা করুন—"নীচের প্রতি দয়া অধিক ভাবে উদিত হয়" এই নীতি বাক্য হেতু। এরূপ ভাব। নিজের মহা নীচত্ব বলা হচ্ছে, **রজোভুবঃ**—মাটির মানুষ বলে আমি অজ্ঞ—অজ্ঞের (অপরাধ ক্ষমা করুন)। **পৃথগীশমানিনঃ**—আপনা থেকে পৃথকস্বরূপ—আমি ঈদৃশ, এইরূপ নিজে নিজেই অভিমানকারীর। ঈশ-মানিতা বর্ণন করা হচ্ছে, **অজাবলেপঃ**—শ্রীভগবানের নাভিকমল থেকে জন্ম হেতু 'অবলেপঃ' অহঙ্কাররূপ **অন্ধতমো**—ঘনান্ধকার, তার দ্বারা **অন্ধ**—অন্ধ অষ্টনয়ন যাঁর সেই ব্রহ্মা। তাদৃশ **ময়ি**—আমার উপরে আপনার কারুণ্য চন্দ্রোদয়ে আমার গর্বতমের নাশ হলে আপনি দৃশ্য হবেন–এর অন্যথা হবে না এরূপভাব।

কোন্ বিচারে ক্ষমা হবে, এরূপ যদি বলা হয়, তার উত্তরে শ্রীভগবান্ বলছেন, **এষ** এই ব্রহ্মা, **অনুকম্প্যঃ**—আমার অনুকম্পা যোগ্য—কারণ অন্যত্র প্রভু বলে অভিমানযুক্ত হলেও আমার নিকট কিন্তু **নাথবান্**—দাসই। অথবা, মূঢ়তা বশতঃ আমার নিকটেই স্বাতন্ত্র্য দেখালেও বস্তুতো আমার মায়াধীনতা হেতু ব্রহ্মা আমার **নাথবান্**—অধীনই, এইরূপ মনে করে ক্ষমা করবো।—("পরতন্ত্র, পরাধীন নাথবান্-অমরকোষ)॥

**১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** অহো! অতিতুচ্ছতমোঽহং পরমমহত্তমং ত্বাং ক্ষময়িতুমপি নার্হামি। যত আস্তাং তাবৎ সর্ব্বপ্রপঞ্চাপ্রপঞ্চব্যাপকবাসুদেবত্বং, সর্ব্বপ্রপঞ্চনাথত্বেঽপি ত্বত্তো মম বহ্বন্তরমিতি বক্তুং সঙ্কর্ষণবিশেষ মহৎস্রষ্টৃ প্রথমপুরুষত্বেন স্তৌতি—ক্বাহমিতি। ব্রহ্মাণ্ডস্য ঘটরূপকত্বং স্বল্পকালত এব নশ্বরতাভিপ্রায়েণ, কায়স্য সপ্তবিতস্তিত্বং নিকৃষ্টপুরুষত্ব-বিবক্ষয়া, মহাপুরুষস্য তু নববিতস্তিত্বমেব ইতি মুহুঃ সৃষ্টিপ্রলয়য়োর্নিষ্ক্রমপ্রবেশাভ্যামীদৃগ্বিধেত্যাহ্যুক্তম্। রোমবিবরত্বং সূক্ষ্মতমৈকদেশত্বম্; তদুক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'যস্যাযুতাযুতাংশাংশে বিষ্ণুশক্তিরিয়ং স্থিতা' ইতি। মহিত্বং মাহাত্ম্যম্; অতঃ স্বয়মেবানুকম্পাং কর্ত্তুমর্হসীতি ভাবঃ॥ জী০ ১১॥

**১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** অহো, অতি তুচ্ছতম আমি যে পরমমহত্তম আপনাকে ক্ষমানুকূল করে নেব প্রার্থনা দ্বারা,সে যোগ্যতাও আমার নেই। যেহেতু নিখিল মায়িক এবং চিৎজগৎব্যাপক আপনার বাসুদেব স্বরূপের কথা দূরে থাকুক্ মূর্তিভেদে নিখিল মায়িক জগতের নাথ বলেও আপনা থেকে আমার বহু অন্তর রয়েছে—এই কথা বলবার জন্য সঙ্কর্ষণ বিশেষ মহৎস্রষ্টা প্রথম পুরুষ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুরূপে শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করা হচ্ছে—ক্বাহম্ ইতি। **অণ্ডঘট**—ঘটের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের উপমা দেওয়ার কারণ অতি অল্পকালেই ব্রহ্মাণ্ডের নশ্বরতা অভিপ্রায়ে। ব্রহ্মার দেহের উচ্চতা যে সাধারণ মানুষের মতো সাড়ে তিন হাত বলা হল, তা নিজের নিকৃষ্ট পুরুষত্ব বলবার জন্য। মহাপুরুষের দেহের মাপ কিন্তু সাড়ে চার হাত। সৃষ্টি-প্রলয়ে **ঈদৃগ্বিধ**—এইরূপ, নির্গমনপ্রবেশরূপ **চর্য্যা**—ভ্রমণ। **রোমবিবরত্বং**—সূক্ষ্মতম অংশকেই রোমবিবর বলা হয়েছে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এইরূপ উক্ত হয়েছে, "যাঁর অযুতাযুত অংশের অংশে এই বিষ্ণুশক্তি অবস্থিত আছে।" **মহিত্বং**—মাহাত্ম্য। অতএব আপনি নিজে নিজেই অনুকম্পা করতে সমর্থ, এরূপ ভাব॥ জী০ ১১॥

**১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নন্বু বিশ্বস্রষ্টাতি প্রসিদ্ধ এব নত্বমীশমানী মম তু কিমৈশ্বর্য্যং তদ্ব্রূহীত্যত আহ—ক্বেতি। তমঃ প্রকৃতিশ্চ মহাংশ্চ অহমহঙ্কারশ্চ খমাকাশঞ্চ চরো বায়ুশ্চ অগ্নিশ্চ বার্জ্জলঞ্চ ভূশ্চেত্যেভিস্তত্ত্বৈঃ সংবেষ্টিতো যোঽণ্ডঘটস্তস্মিন্ পাতালাদি সত্যলোকান্তৈঃ স্বমানেন সপ্তবিতস্তির্নিকৃষ্টলক্ষণঃ কায়ো যস্য সোঽহং ক্ব, ঈদৃগ্বিধানি যান্যবিগণিতান্যণ্ডানি তান্যেব পরমাণবস্তেষাং চর্য্যা নিষ্ক্রমপ্রবেশরূপং পরিভ্রমণং তদর্থং বাতাধ্বানো গবাক্ষা ইব রোমবিবরাণি যস্য তস্য তব মহিত্বমৈশ্বর্য্যং ক্বেতি মহৎস্রষ্টা প্রথমপুরুষেণ কৃষ্ণস্যৈক্যবিবক্ষয়োক্তম্। তেন মমৈশ্বর্য্যং বিক্রমো বা ত্বাং প্রতি শলভস্য গরুড়ং প্রতীব ন গণনার্হমিতি ভাবঃ॥ বি০ ১১॥

**১২। উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্য পাদয়োঃ কিং কল্পতে মাতুরধোক্ষজাগসে।**
**কিমস্তিনাস্তিব্যপদেশভূষিতং তবাস্তি কুক্ষেঃ কিয়দপ্যনন্তঃ॥**

**১২। অন্বয়ঃ** [হে] অধোক্ষজ! গর্ভগতস্য পাদয়োঃ উৎক্ষেপণং (ঊর্দ্ধচালনং) কিং মাতুঃ আগসে (অপরাধায়) কল্পতে [তথা ত্বমপি চরাচরধারণাৎ মাতৃরূপঃ অতঃ শিশুসদৃশ মমাপরাধঃ সহনীয়] [যতঃ] অস্তি নাস্তি ব্যপদেশভূষিতং (স্থূলসূক্ষ্মকার্য্য কারণাদি শব্দ বাচ্যং) কিয়ৎ অপি তব কুক্ষে (তব জঠরস্থ) অনন্ত (বহিঃ) অস্তি কিম্?

**১২। মূলানুবাদঃ** হে প্রভো চিৎজড়াত্মক সমস্ত জগৎ আপনার কুক্ষির বাইরে একটুও আছে কি? নেই। অতএব জগৎ মধ্যবর্তী আমিও আপনার কুক্ষিগত। সুতরাং মাতা যেমন কুক্ষিগত সন্তানের পদাঘাত অপরাধ বলে ধরে না সেইরূপ আপনিও আমার অপরাধ ধরবেন না।

---

**১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** পূর্বপক্ষ, ওহে ব্রহ্মন্, আপনি বিশ্বস্রষ্টা অতি প্রসিদ্ধই বটে। আপনি নিজে নিজেই যে প্রভু সেজে বসেছেন, তা নয়;—কিন্তু আমার কি ঐশ্বর্য, তা বলুন দেখি, এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—ক্ব ইতি। **তমো**—প্রকৃতি, **মহৎ, অহং**—অহঙ্কার, **খং**—আকাশ, **চরো**—বায়ু, অগ্নি, **বাঃ**—জল, **ভূঃ**—ইত্যাদি তত্ত্বের দ্বারা সম্যক্ বেষ্টিত যে **অণ্ডঘট**—ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহ, তার ভিতরে অর্থাৎ পাতালাদি সকল লোকের ঊর্ধ্বভাগের অন্তসীমায় (ব্রহ্মার ধাম) সত্যলোকে নিজহাতের সাড়ে তিন হাত দৈর্ঘে নিকৃষ্ট লক্ষণ দেহ যার, সেই আমি ব্রহ্মা কোথায়, (আর কোথায় আপনি ইত্যাদি)। এইরূপ যে সব অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরমানু, এদের **চর্যা**—নিগমন-প্রবেশরূপ পরিভ্রমণ, **বাতাধ্বরোমবিবর**—এই পরিভ্রমণের জন্য **বাতাধ্বানো**—জানালার মতো লোপকূপ যাঁর, সেই আপনার **মহিত্বং**—ঐশ্বর্য কোথায়। এইরূপে মহৎস্রষ্টা পুরুষের সহিত কৃষ্ণের ঐক্য বলবার ইচ্ছা হেতু, এরূপ উক্ত হল। তাই বলছি আমার ঐশ্বর্য বা বিক্রম আপনার কাছে, গরুড়ের কাছে পতঙ্গের মতো—গণনার মধ্যেই আসে না, এরূপ ভাব॥ বি॰ ১১॥

**১২। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ** কিঞ্চ, মাদৃশৈঃ ক্রিয়মাণোঽপ্যপরাধস্ত্বয়ি ন ঘটেতৈব, যতস্তাদৃশানন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডনাথোঽপি ত্বমস্মৎকৃপয়া এতদৈকব্রহ্মাণ্ডমপি মাতেবোদরে বিধায় বিরাজস ইতি দ্বিতীয়পুরুষভেদে-হিরণ্যগর্ভান্তর্যামি প্রত্যুম্ন-বিশেষপুরুষত্বেন স্তৌতি—উৎক্ষেপণমিতি। অধোক্ষজেতি—স্বনিয়ম্যত্বেনাধঃকৃতং অক্ষজমিন্দ্রিয়ং সামর্থ্যং যেন, হে তাদৃশেতি মমেন্দ্রিয়স্যাপি ত্বদ্বশত্বান্ন ময়ি মূঢ়ে দীনেঽপরাধো গ্রহীতব্য ইতি ভাবঃ। কুক্ষি-শব্দেনাত্র সমষ্টিজীবস্য সূক্ষ্মদেহ-হিরণ্যগর্ভস্থূলদেহরূপ-বিরাজো ব্যাপকোঽচিন্ত্যশক্তিময়স্তদ্দেহ এব উচ্যতে। যদ্বা, গর্ভগতস্য গর্ভপ্রবিষ্টস্যেতি অতিগূঢ়তা দ্যোতিতা; যথা তস্য তথৈব মম ইত্যর্থঃ। তস্য পাদয়োরুৎক্ষেপণং, তাভ্যাং তাড়নং যথা মাতুর্জঠরে মাতুরাগসে অপরাধায়েতি কিং কল্পতে? কিন্তু ন কল্পতে, ন মন্যতে, অপি তু হর্ষায় ভবতি, মম গর্ভোঽস্তীতি জীবন্ত্যেবেত্যর্থঃ। তথা ত্বয়াপি মাননীয়ং, নাপরাধায় ইতি ভাবঃ। নন্বু স তদুদরস্থো বর্ত্ততে, ত্বং কিং মমোদরে তিষ্ঠসীতি

চেৎ, তত্রাহ—কিমস্তীতি। অস্তীদমিতি মীমাংসকা বদন্তি, নাস্তীতি সাঙ্খ্যা বদন্তি, বিশেষেণ অপদেশ-মাত্রভূষিতং বন্ধ্যাপুত্রবৎ ইতি অনীশ্বর-সাংঙ্খ্যা বদন্তি, এতৈঃ শাস্ত্রবাদৈঃ প্রত্যক্ষতশ্চ যদ্‌ভূষিতং প্রকাশিতং তৎ কিয়দপি তব হিরণ্যগর্ভান্তর্যামিণঃ পুরুষস্য কুক্ষেরুদরস্য অনন্তর্বহিরেবাস্তি, কিং বদ নাস্ত্যেব, বহিঃ সর্বাধিষ্ঠানত্বাৎ অহমপি তর্হ্যেবাস্মীতি অপরাধঃ ক্ষন্তব্য ইতি ভাবঃ। যদ্বা, আস্তি নাস্তিব্যপদেশেন কথনেন ভূষিতং স্ব-স্ব-মত্যা শোভিতং তদন্যদপি কিয়দস্মদাদিকং সর্ব্বমপি তব কুক্ষের্বহির্নাস্ত্যেব ইত্যর্থঃ। অস্তি জন্ম, নাস্তি নাশো ব্যয়ো নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ। ভূষিতমিতি ॥ জী০ ১২ ॥

**১২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** আরও, মাদৃশ জনের দ্বারা আপনার প্রতি অপরাধ করা হতে থাকলেও তা আপনাতে স্পর্শ করে না—কারণ আপনি তাদৃশ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড-নাথ হয়েও আমার প্রতি কৃপা বশতঃ আমার এই এ টি ব্রহ্মাণ্ডও মায়ের মতো উদরে ধারণ করে বিরাজিত আছেন—এইরূপে দ্বিতীয়পুরুষভেদ-হিরণ্যগর্ভান্তর্যামি প্রদ্যুম্নবিশেষ পুরুষরূপে (অর্থাৎ ব্রহ্মার পিতা পদ্মনাভ বিষ্ণুরূপে) স্তব করা হচ্ছে—উৎক্ষেপণ ইতি। **অধোক্ষজ**—স্বনিয়ম্য বলে ইন্দ্রিয় সামর্থ্য যাঁর দ্বারা পরাভূত হয় তিনি হলেন অধোক্ষজ, হে তাদৃশ! আমার ইন্দ্রিয়ও আপনার বশে থাকা হেতু এই মূঢ় দীনের অপরাধ গ্রহণীয় নয়, এরূপ ভাব। **কুক্ষে**—কুক্ষি শব্দে এখানে সমষ্টি জীবের সূক্ষ্ম দেহরূপ হিরণ্য-গর্ভ স্থূল দেহরূপ-বিরাট্ ব্যাপক অনন্ত শক্তিময় সেই দেহকেই বুঝানো হয়েছে। অথবা, **গর্ভগতস্য**—গর্ভপ্রবিষ্ট (পদের)-এইরূপে অতি গূঢ়তা ব্যঞ্জিত হল। যথা গর্ভগত সন্তানের ঊর্ধ্বে পা ছোঁড়া, তার দ্বারা মাতৃজঠরে প্রহারকে মা অপরাধ বলে ধরেন না, পরন্তু তার হর্ষের কারণ হয়—অহো, আমার পেটের সন্তান বেঁচে আছে। আপনারও মনের ভাব তথাই হওয়া উচিত, অপরাধ মানা করা ঠিক হবে না, এরূপ ভাব। ব্রহ্মন্! সেতো মাতৃ উদরের ভিতরে থাকে, আপনি কি আমার উদরের ভিতরে থাকেন, এরই উত্তরে—কিমস্তীতি। মীমাংসকগণ বলছেন—'অস্তীদম্', সাঙ্খ্যগণ বলছেন 'নাস্তীতি', অনীশ্বর সাংঙ্খ্যগণ বলছেন, 'বিশেষন সংজ্ঞামাত্র ভূষিত বন্ধ্যাপুত্রবৎ' এইসব শাস্ত্রবাদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে যা প্রকাশিত হয় সেই কিঞ্চিৎ বস্তুও আপনার হিরণ্যগর্ভ অন্তর্যামী পুরুষের **কুক্ষে**—উদরের **অনন্ত**—বহির্দেশ নিশ্চয়ই আছে—নেই বলছ কেন? এই বহির্দেশ সর্বাধিষ্ঠান হওয়া হেতু আমারও বাসস্থান—তা হলে দেখা যাচ্ছে, আমি আপনার হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্যামি পুরুষের মধ্যেই আছি—কাজেই আমার অপরাধ ক্ষমাযোগ্য, এরূপ ভাব। অথবা, 'অস্তি-নাস্তি' এইরূপ নিজ নিজ মতের দ্বারা শোভিত সেই অন্য বস্তুও এবং মাদৃশজন সকলেও আপনার উদরের বাইরে নই, ইহা সত্য। 'অস্তি' জন্ম, নাস্তি নাশ অর্থাৎ ক্ষয়ও নেই ॥ জী০ ১২ ॥

**১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** কিঞ্চ মমাপরাধোঽবশ্যসোঢ়ব্যো যত ত্বং মাতেতি। দ্বিতীয়পুরুষেণ পদ্মনাভেন সহৈক্যং ভাবয়ন্নাহ—উৎক্ষেপণমিতি। গর্ভগতস্য শিশোঃ পাদয়োরুৎক্ষেপণং মাতুঃ কিমপরাধায় ভবতি নৈব। অস্তীতি নাস্তীতি বা ব্যপদেশেন ভূষিতং পরমতং বিখণ্ড্য স্বমতস্থাপনসমুচিতোপপত্তিভিঃ সত্যত্বেন মিথ্যাত্বেন বা সুস্থিরীকৃতং বস্তু জগদ্রূপং কিয়দপি একত্বভুবনাত্মকমপি কিং তব কুক্ষেরন্তর্বহিরস্তি

**১৩। জগত্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে নারায়ণস্যোদরনাভিনালাৎ।**
**বিনির্গতোঽজস্ত্বিতি বাঙ্ন বৈ মৃষা কিন্ত্বীশ্বর ত্বন্ন বিনির্গতোঽস্মি ॥**

**১৩। অন্বয়ঃ** হে] ঈশ্বরঃ, জগত্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে (প্রলয়ে সাগরাণাং সংশ্লেষঃ উদকে স্থিতস্য। নারায়ণস্য উদরনাভিনালাৎ অজঃ (ব্রহ্মা) তু বিনির্গতঃ ইতি বাক্ ন বৈ মৃষা (মিথ্যা), ত্বৎ (ভবতঃ) কিং তু বিনির্গতঃ ন অস্মি ?

**১৩। মূলানুবাদঃ** মহাপ্রলয়ে সাবরণ ব্রহ্মাণ্ডের অবসানে প্রলয়-পয়োধি জলে শয়িত নারায়ণের নাভিকমল থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়, এই যে প্রসিদ্ধি, তা মিথ্যা নয়—তা হলে আমি কি আপনা থেকে জাত হই নি,— অবশ্যই হয়েছি।

---

অপি ত্বন্তরেব অতো মমাপি তৎ কুক্ষিগতত্বাৎ পুত্রস্য মাত্রা ত্বয়া অপরাধঃ সোঢ়ব্য এব "পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহ" ইতি তদুক্তেরিত্যর্থঃ ॥ বি০ ১২ ॥

**১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** আমার অপরাধ অবশ্য ক্ষমাযোগ্য, কারণ আপনি মাতা, এইরূপে দ্বিতীয় পুরুষ পদ্মনাভের সহিত ঐক্য ভাবনা করত বলা হচ্ছে—উৎক্ষেপণম্ ইতি। গর্ভগত সন্তানের পদাঘাত কি মায়ের কাছে অপরাধ জনক হয়, হয় না। অস্তি-নাস্তি **ব্যপদেশ**—বাক্যে ভূষিত পরের মত বিশেষ ভাবে খণ্ডন করত স্বমত স্থাপনের সমুচিত যুক্তি দ্বারা সত্যরূপে বা মিথ্যারূপে দৃঢ়রূপে স্থাপিত বস্তু জগৎ **কিয়দপি**—সে একটি জগতই হোক আর সমস্ত ভুবনই হোক, সব কিছুই আপনার উদরের অন্তর্বহির্দেশ জুরে থাকলেও অন্তর্দেশে তো আছেই—অতএব আমারও এই কুক্ষিগত হওয়ার দরুন আমি আপনার পুত্র—সুতরাং মাতা আপনার আমার অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়াই উচিত—'এই জগতের আমি মাতা, পিতা, সৃষ্টি কর্তা এবং পিতামহ', এরূপ উক্তি আপনার থাকা হেতু ॥ বি০ ১২ ॥

**১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** বিশেষতশ্চ কৃপয়া পিতৃতামপি প্রাপ্তেন ত্বয়া ক্ষন্তব্যমেবেতি দ্বিতীয় পুরুষভেদান্তরানিরুদ্ধবিশেষ বিরাড়ন্তর্যামিপুরুষত্বেনাপি স্তৌতি—জগদিতি, জগত্রয়স্য সাবরণব্রহ্মাণ্ডস্যান্তে প্রাকৃতপ্রলয়ে তদবসান ইত্যর্থঃ। তত্র ব্রহ্মকল্পাদৌ যদুদধিসংপ্লবস্যোদমবশিষ্টমুদকং তত্রেত্যর্থ ইতি তেষামভিপ্রায়ঃ। যদ্বা, জগত্রয়স্য যোঽন্তঃ সর্ব্বাধোভাগস্তত্র যদুদধিসংপ্লবোদকং গর্ভোদকং গর্ভোদাখ্য একার্ণবস্তত্রেত্যেবার্থঃ। ব্যাখ্যান্তরম্—ব্রহ্মণো জন্মকালং ব্রাহ্মকল্পাদিকং ন বোধয়তি ইতি উদরশব্দস্তদানীং তদ্গতং সর্ব্বং সূচয়তি, নালং কমলদণ্ডস্তেন কমলং লক্ষ্যতে। যদ্বা, 'নলিনে তু নলং মতম্' ইতি বিশ্বকোষান্নালং কমলম্, স্বার্থে তদ্ধিতঃ তস্মাৎ তু-শব্দেনান্যতো বিশেষং বোধয়তি, বিনাপি মাতৃব্যবধানমুৎপন্নত্বাৎ ; অতএব বি-শব্দশ্চ, অতএব নির্গত ইতি চিরমুদরান্তঃস্থিতিঃ সূচিতা। হে ঈশ্বরেতি—পুনর্ভগবতি পিতৃদৃষ্টিমযোগ্যাং মত্বা ॥ জী০ ১৩ ॥

**১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** বিশেষতঃ কৃপা করে পিতৃত্ব প্রাপ্ত আপনার দ্বারা ক্ষমার যোগ্যই, এই আশয়ে দ্বিতীয় পুরুষের অন্য ভেদ অনিরুদ্ধ বিশেষ বিরাড়্-অন্তর্যামী পুরুষ ক্ষীরোদ-

১৪। নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাৎ তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥

১৪। **অন্বয়ঃ** [হে অধীশ, ত্বং সর্বদেহিনাং আত্মা অসি [ততঃ কিং নারায়ণঃ নহি অখিল লোক সাক্ষী [অতঃ ত্বমেব নারায়ণঃ' নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাৎ (নরাৎ উদ্ভূতানি চতুর্বিংশতি তত্ত্বানি তথা নরাজ্জাতং যদ্ জলং তদয়নাৎ যঃ নারায়ণঃ প্রসিদ্ধঃ সঃ নারায়ণঃ তব অঙ্গঃ) তৎ চ অপি সত্যং তব মায়া ন।

১৪। **মূলানুবাদ** [হে ব্রহ্মন্, আপনি নারায়ণের পুত্র ঠিকই, তাতে আমার কি ? এরই উত্তরে,] হে সর্বাধিপতি ! আপনি কি নারায়ণ নন ? নিশ্চয়ই নারায়ণ। গীতাবাক্যানুসারে আপনি একাংশে নিখিল জীবের পরমাত্মা হওয়া হেতু নিখিল লোকসাক্ষী এবং কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি নারায়ণও নিখিল লোকসাক্ষী, কাজেই তাঁরা আপনার একাংশই। জীব ও জল আশ্রয় করে থাকা হেতু যিনি নারায়ণ, তিনি আপনার অংশ হওয়া হেতু অঙ্গই অর্থাৎ মূর্তি বিশেষই। আরও, এই সব নারায়ণ মূর্তি সকলেই সর্বদেশকালবর্তী শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক, মায়িক নয়।

---

শায়ীর সহিত ঐক্যবোধে স্তব করছেন—জগৎ ইতি। **জগত্রয়ান্তো**—সাবরণ ব্রহ্মাণ্ডের 'অন্তে' প্রাকৃত প্রলয়ে ব্রহ্মার একদিনে অর্থাৎ প্রতি ব্রহ্মকল্পে সমস্ত সাগর সম্মিলিত হয়ে একাকার হয়ে যায়—থাকে শুধু জল আর জল। অথবা, জগত্রয়ের 'অন্তঃ' সর্ব অধোভাগে যে সর্ব জলময়তা যার নাম গর্ভোদক সেখানে শ্রীনারায়ণের নাভিকমলে। [এই পর্যন্ত শ্রীধরের মতানুসারে]। ব্যাখ্যান্তর—এখানে ব্রহ্মার জন্মকালের কথা বলা হচ্ছে—ব্রহ্মার একশত বৎসর আয়ু—[এক ব্রহ্মকল্পে ব্রহ্মার একদিন, ইহা চৌদ্দমন্বন্তর—এই মানের ৩০ দিনে ব্রহ্মার একমাস, ১২ মাসে একবৎসর—এরই একশত বৎসর ব্রহ্মার আয়ু। কাজেই ব্রহ্মার প্রতি দিনে যে প্রলয় হয়, তা হল প্রাকৃত প্রলয় —এখানে যে ব্রহ্মার জন্মের কথা বলা হয়েছে, তা ব্রহ্মার একশত বৎসর পূর্ণ হলে মহাপ্রলয়ের পরের কথা—ইহা প্রাকৃত প্রলয়ের কথা নয়। শ্রীজীব বৃহৎ ক্রমসন্দর্ভ] **উদর**—এই শব্দে তদানীং শ্রীনারায়ণের মধ্যগত সব কিছুকেই বুঝানো হয়েছে। **নালং**—কমল দণ্ড—এই পদে কমল লক্ষিত হয়েছে। অথবা, বিশ্বকোষে **নলং**—শব্দের অর্থ আছে 'কমল'—ব্রহ্মা এর থেকে বিনির্গত। **তু**—এখানে 'তু' শব্দে অন্য থেকে কিছু বিশেষ বুঝানো উদ্দেশ্য। কারণ এখানে ব্রহ্মা মাতৃ আবরণ বিনাই জাত, অতএব নির্গত পদের সহিত এই 'বি' শব্দের যোগ – 'নির্গত' পদে বহুকাল উদর মধ্যে স্থিতি সূচিত হল। **হে ঈশ্বর**—পুনরায় দৈন্যে ভগবানে পিতৃদৃষ্টিতে তার অযোগ্যতা মনে করে এইরূপ সম্বোধন॥ জী° ১৩॥

১৩। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা** নন্বু পুত্রো হি মাতুঃ কুক্ষেরুদ্গচ্ছতি। নতু সদা কুক্ষাবেব তিষ্ঠতীতি চেদত আহ–জগত্রয়স্যান্তে প্রলয়ে য উদধীনাং সংপ্লবঃ একীভাবস্তদুদকে অজস্থিতি অন্যো নির্গতোঽস্ত নবাস্থিত্যর্থঃ। নু ভো স্তদপি ত্বত্তোঽহং ন বিনির্গতঃ অপিতু নির্গত এবেত্যর্থঃ॥ বি° ১৩॥

**১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** আচ্ছা, পুত্র তো মাতৃগর্ভ থেকে অবশ্য বেরিয়েই আসবে; সদা পেটের মধ্যেই তো থাকবে না, এরূপ যদি বলা হয়, তারই উত্তরে—জগৎ ত্রয়ের **অন্তে**—প্রলয়ে সমস্ত সাগরের যে একীভাব সেই প্রলয় জলে **অজস্থিতি**—অন্যে আপনার উদর থেকে নির্গত হউক বা না হউক, হে ঈশ্বর, অজ হলেও আপনার থেকে আমি কি বিনির্গত নই ? অবশ্যই নির্গত, এরূপ অর্থ। [শ্রীবলদেব—সেই প্রলয়জলে শয়নকারী নারায়ণের উদরে যে নাভি সেই নাভির কমল থেকে ব্রহ্মা বিনির্গত হয়েছে, এই যে প্রসিদ্ধ প্রবাদ রয়েছে, তা মিথ্যা নয়—তা হলে আমি কি আপনা থেকে বিনির্গত হই নি ? অবশ্যই নির্গত হয়েছি।] ॥ বিং ১৩ ॥

**১৪। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** অঙ্গং তবৈব রূপমেকম্, অতো মুখ্যস্য নারায়ণস্য তবাঙ্গত্বাদেব তস্য চ নারায়ণত্বং, নারাশ্রয়ত্বেন তু গৌণমিত্যাহ—তচ্চেতি। অতোঽচিন্ত্যশক্ত্যৈব তদ্বিগ্রহস্য পরিচ্ছিন্নাপরিচ্ছিন্নত্বং, ন তু নারাশ্রয়ত্বেন নারপরিচ্ছিন্নত্বমিতি ভাবঃ। অন্যত্তৈঃ। তত্র তচ্চেতি জলাদ্যাশ্রয়ত্ব মিত্যর্থঃ যদ্বা, পুনস্তৎপ্রস্তাবব্যাজেন তাদৃশে শ্রীকৃষ্ণ এব অবান্তরপ্রকরণমিদং পর্য্যবসায়য়তি, অধীশ ঈশো মহৎস্রষ্টা প্রথমঃ পুরুষঃ, হে স্বয়ংভগবত্ত্বাত্তস্যাপ্যুপরি বিরাজমান ; যথোক্তং দ্বিতীয়ে (৬।৪২)—'আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য' ইতি তৈর্ব্যাখ্যাতঞ্চ। পরস্য ভূম্নঃ প্রকৃতিপ্রবর্ত্তকো যস্য 'সহস্রশীর্ষা' (শ্রীঋক্, ম ১০। ৯০।১, শ্রীশ্বে ৩।১৪) ইত্যাদ্যুক্তো লীলাবিগ্রহঃ সঃ 'আদ্যোঽবতারঃ ইতি। অতো নরাণাং তৃতীয়পুরুষ-ভেদানাং তত্তদ্ভূতস্থানাং তথা তত্তদণ্ডসংস্থিতানাং দ্বিতীয়পুরুষভেদানাঞ্চ সমূহো নারং, তচ্চ তৎসমষ্টিরূপো মহৎস্রষ্টৈব, ততস্তস্যাপ্যয়নং প্রবৃত্তির্যস্মাদিতি স ত্বমেব মুখ্যো নারায়ণ ইত্যর্থঃ। অতঃ সর্ব্বদেহিনামাত্মা সর্ব্বভূতস্তস্তৃতীয়পুরুষঃ, তথাখিল লোকসাক্ষী অণ্ডস্থ-দ্বিতীয়পুরুষঃ, তথা 'নরভূজলায়নাৎ 'নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি' ইত্যানুসারেণ যে নরভুবো মহদাদয়ঃ তৎসাহিত্যপাঠাৎ জলঞ্চ নরপ্রভবমেব, ততো 'আপো নারঃ' ইত্যাদ্যনুসারেণ তদ্রূপশ্চাপো যঃ কারণজলার্ণবস্তদাশ্রয়ত্বাৎ। প্রথমপুরুষশ্চ যো নারায়ণঃ, স ত্বং হি নিশ্চিতং নাসি, কিন্তু তত্তদ্রূপো নারায়ণস্তবাঙ্গং, ত্বং পুনরঙ্গীত্যর্থঃ; যথোক্তম্—'বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥' ইতি। অতস্তদঙ্গোৎপন্নত্বাদপি তবৈব পুত্রো ভবেয়মিতি ভাবঃ। এবমেব দ্বিতীয়ে (৭।২৬)—'ভূমেঃ সুরেতর' ইত্যাদৌ 'কলয়া সিতকৃষ্ণকেশো জাতঃ' ইত্যাদৌ শ্রীব্রহ্মবাক্যে 'যঃ সিতকৃষ্ণকেশঃ,' যত্র তত্তদ্বর্ণসূচকৌ সিতকৃষ্ণৌ কেশৌ দেবৈর্দৃষ্টৌ, সোঽপি যস্যাংশেন, স স্বয়মেব জাতঃ সন্নিত্যর্থঃ। সিতকৃষ্ণকেশত্বঞ্চ মোক্ষধর্ম্মীয়-নারায়ণোপাখ্যান দর্শিতনানারশ্মিচ্ছবিময়ত্বাৎ ; তথা চ সহস্রনামভাষ্যধৃতং ভারতীয়ং শ্রীভগবদ্বচনম্—'অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশসংজ্ঞিতাঃ। সর্ব্বজ্ঞাঃ কেশবং তস্মান্মামাহুর্মুনিসত্তম ॥' ইতি। এবমেব প্রথমে (৩।১-৪)—'জগৃহে পৌরুষং রূপ ভগবান্ মহদাদিভিঃ। সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ। নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ ॥ যস্যাবয়ব সংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ। তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জ্জিতম্ ॥ পশ্যন্ত্যদো রূপমদভ্রচক্ষুষা, সহস্রপাদোরু-ভুজাননাদ্ভুতম্' ইত্যুক্ত্বা 'স এব প্রথমং দেবঃ কৌমারং সর্গমাশ্রিতঃ' (শ্রীভা° ১।৩।৬) ইত্যাদিনা দ্বাবিংশত্য-

বতারাংশ্চ প্রোচ্য কৃষ্ণস্যাপি তদন্তঃপাতিত্বেন সাধারণ্যে প্রাপ্তে বিশেষমাহ—'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' (শ্রীভা০ ১।৩।২৮) ইতি। এষামর্থঃ—ভগবান্ পরমপুরুষোত্তমঃ, লোকানাং ব্রহ্মাণ্ডানাং সিসৃক্ষয়া হেতুনা পৌরুষং রূপং জগৃহে, প্রাদুশ্চকার। কথম্ভূতম্? মহদাদিভিঃ সম্ভূতং মিলিতমন্তর্ভূত-মহদাদিতত্ত্বং প্রলয়াদৌ 'সে ইন্তঃ শরীরেইর্পিতভূতসূক্ষ্মঃ' ইতি তৃতীয়স্কন্ধাৎ (৮।১১)। ষোড়শকলম্—'শ্রীর্ভূঃ কীর্ত্তিরিলা লীলা কান্তির্বিদ্যেতি সপ্তকম্। বিমলাদ্যা নবেত্যেতা মুখ্যা ষোড়শ শক্তয়ঃ॥'—ইতি ভক্তিবিবেকোক্তেঃ; তাঃ ষোড়শকলা যস্য তৎ; ইদমাদ্যং পুরুষরূপমুক্ত্বা দ্বিতীয়মাহ—যস্যাম্ভসীতি। ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্ট্যা তদনু প্রবেশেনাম্ভসি প্রলয়কালীন গর্ভোদকে শয়ানস্য যস্য। কীদৃশান্নাভিহ্রদাম্বুজাৎ? ইত্যত আহ—যস্যাবয়বেতি। যস্য নাভিহ্রদাম্বুজস্য; কিং স্বরূপম্? পৌরুষং রূপং তৎ বৈ প্রসিদ্ধৌ, বিশুদ্ধসত্ত্বাখ্যস্বরূপ-শক্তিবিশেষাভিব্যক্তত্বাৎ তৎপ্রচুরং স্বরূপমিত্যর্থঃ। 'নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপম্' ইতি তৃতীয়োক্তেঃ (৯ ৩) তচ্চোর্জিতং বলবৎপরমানন্দরূপত্বাৎ। 'কো হ্যেবান্যাৎ' (শ্রীতৈ ২।৭ ১) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তস্যাকার-মাহ—পশ্যন্ত্যদ ইতি। তস্যাবতারানাহ—স এব গর্ভোদশায়ি পুরুষ এবেতি। অথাত্রৈব তস্য পুরুষস্যাপ্য-বতারিণং শ্রীভগবন্তং পরিচায়য়তি – এতে ইতি। পুংসঃ পুরুষস্য এতে কৌমারসর্গাদ্যা অংশকলাঃ, তদ্বিবেকস্তত্র তৈরেব কৃতঃ। কৃষ্ণস্তু ভগবান্, তু শব্দো ভিন্নোপক্রমে। যঃ পৌরুষং রূপং জগৃহে শ্রীকৃষ্ণ এব স ইত্যর্থঃ। তত্রাপি স্বয়মাত্মনৈব, ন তু তৎপ্রতিরূপত্বেন; দীপাৎ দীপবৎ, এবঞ্চ স্বয়ং শ্রীস্বামিপাদৈরপি 'অথাহমংশ-ভাগেন' (শ্রীভা০ ১০।২।৯) ইত্যত্র ব্যাখ্যাতম্ 'অংশেন পুরুষরূপেণ ভাগো মায়ায়া ভজনমীক্ষণং যস্য তেন' সর্ব্বথা পরিপূর্ণরূপেণ ইতি বিবক্ষিতমপি, তথা চ বক্ষ্যতে শ্রীবসুদেবেন—'যস্যাংশাংশাংশভাগেন বিশ্ব-স্থিত্যপ্যয়োদ্ভবাঃ' (শ্রীভা০ ১০।৮৫।৩১) ইতি। তৈরেব ব্যাখ্যাস্যতে চ—'যস্যাংশঃ পুরুষস্তস্যাংশো মায়া' ইত্যাদি। যথা ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৫৯) শ্রীকৃষ্ণস্তবে 'যস্যৈকনিশ্বসিত-কালমথাবলম্ব্য, জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ। বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥' ইতি। তস্মাৎ সাধূক্তম্—'নারায়ণোঽঙ্গম্' ইতি। দৃষ্টঞ্চ তত্রৈব—'তাবৎ সর্ব্বে বৎসপালাঃ' (শ্রীভা০ ১০।১৩।৪৬) ইত্যাদৌ। বক্ষ্যতে চ—'অত্রৈব ত্বদৃতেঽস্য' ইত্যাদৌ। অথ প্রকৃতমনুসরামঃ। নন্বু মায়িকজলান্তঃপাতেন তদপি মমাঙ্গং কিমু জগদিব মায়িকম্? 'ন হি, ন হি' ইত্যাহ—তচ্চ তবাঙ্গং সত্যমেব, ন তু মায়া মায়িকমিত্যর্থঃ। অপীতি—সম্ভাবিতমেবেদমিত্যর্থঃ॥ জী০ ১৪॥

১৪। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ নারায়ণোঽঙ্গং**—নারায়ণ আপনারই 'অঙ্গং' এক মূর্তি বিশেষ—অতএব মুখ্য নারায়ণ আপনারই মূর্তিবিশেষ হওয়ায় তাঁর নারায়ণত্ব সিদ্ধ হচ্ছে, কিন্তু 'নার' জীব সমূহের আশ্রয়রূপে কিন্তু গৌণ—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তচ্চ ইতি। অতএব অচিন্ত্য শক্তি দ্বারাই সেই বিগ্রহের একই সময়ে সীমাবদ্ধতা ও অসীমতা—জীবের আশ্রয় বলেই যে নারায়ণের সীমা-বদ্ধতা তা কিন্তু নয়। [শ্রীধরের টীকা—আমার অসীম মূর্তি কি করে সসীম জলকে আশ্রয়রূপে গ্রহণ করবে? এরই উত্তরে—'তচ্চাপি সত্যং' এই বাক্যের অর্থ—এই জলাদিকে যে আশ্রয় করে থাকে এও সত্য। অথবা, পূর্ব প্রকরণে 'প্রথম পুরুষ' প্রভৃতি রূপে কৃষ্ণকে স্তব করবার পর সেই প্রকরণচ্ছলে পুনরায়

তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণেই এই অবান্তর প্রকরণ শেষ করানো হচ্ছে—**হে অধীশ**—শ্রীকৃষ্ণকে 'অধীশ' বলে সম্বোধন করা হচ্ছে, কারণ 'ঈশো' মহৎস্রষ্টা প্রথম পুরুষ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বলে এই প্রথম পুরুষের 'অধি' উপরে বিরাজমান। "প্রকৃতির ঈক্ষণকর্তা কারণার্ণবশায়ী পুরুষ বৈকুণ্ঠপতি ভগবানের প্রথম অবতার"—(ভা০ ২।৬।৪২); এই শ্লোকের স্বামিপাদ কৃত ব্যাখ্যা—যিনি'পরস্য'পরব্যোমাধিনাথের'পুরুষ'প্রকৃতি প্রবর্তক, যার [লীলাবিগ্রহ সহস্রশির্ষা ইত্যাদি রূপে বর্ণিত, তিনিই প্রথম অবতার।' **নারায়ণঃ**—নার+অয়নঃ, অতঃপর **নরাণাং**—তৃতীয় পুরুষ ক্ষিরোদশায়ী পুরুষের, তথা দ্বিতীয় পুরুষভেদের অর্থাৎ গর্ভোদশায়ী পুরুষের সমূহ হল 'নার' তার সমষ্টিরূপই হল মহৎস্রষ্টা—অতঃপর এই মহৎস্রষ্টারও 'অয়ণ' প্রবৃত্তি যাঁর থেকে, তিনিই হলেন মুখ্য নারায়ণ। অতঃপর (১) **সর্বদেহিনামাত্মা অসি**—আপনি নিখিল (ব্যাষ্টি) জীবের পরমাত্মা—ক্ষীরোদকশায়ী তৃতীয় পুরুষ বলে খ্যাত। তথা (২) **অখিললোকসাক্ষী**—সমষ্টি জীবের অন্তর্যামী—গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ—ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর। তথা (৩) **নরভূজলায়নাৎ**—'নর' বিষ্ণু, 'নরভূ' বিষ্ণু থেকে উদ্ভূত তত্ত্ব সমূহ' এই অনুসারে 'নরভূ সমূহ মহদাদি' এর সহিত পাঠ হেতু এই জলও বিষ্ণু জাতই, অতঃপর 'আপঃ নারঃ' বিষ্ণু সম্বন্ধীয় জল—এইরূপে 'নরভূজল' পদের অর্থ হচ্ছে, কারণার্ণব—সেই জল আশ্রয়ী প্রথম পুরুষ। **নারায়ণস্ত্বং নহি**—এই তৃতীয়-দ্বিতীয় প্রথম পুরুষরূপ যে নারায়ণ, সেই নারায়ণই যে আপনি কৃষ্ণ, ইহা **ন হি**—নিশ্চিত হচ্ছে না, কিন্তু প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় পুরুষরূপ নারায়ণ আপনার **অঙ্গং**—মূর্তিবিশেষ। আপনি হলেন এদের অঙ্গী। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র প্রমাণ—সাত্বততন্ত্র "শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্তি শ্রীবলরামের কলা মহাবিষ্ণুর পুরুষ নামক তিনটি রূপ আছে—তার মধ্যে প্রথমরূপ মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা, কারণাব্ধিশায়ী ও প্রকৃতির অন্তর্যামি। দ্বিতীয়রূপ গর্ভদোশায়ী ব্রহ্মাণ্ড মধ্যস্থ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী এবং তৃতীয়রূপ প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী। এই তিনটি রূপকে জানলে সংসার মুক্তি ঘটে।"—(শ্রীভা০ ২।৭।২৬) "ভূমেঃ সুরেতর" শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের "কলয়া সিত কৃষ্ণ" বাক্যের অর্থ এইরূপ হবে, যথা—ইনি কে, যাঁর জাত হওয়ার কথা বলা হয়েছে এই শ্লোকে ?—এরই উত্তরে—যাতে দেবতাগণ (সাদা কালো বর্ণ সূচক) "সিত কৃষ্ণ কেশ" অর্থাৎ তেজরাশি দেখেছিলেন .সও (অর্থাৎ সেই ক্ষিরোদশায়ী বিষ্ণুও) যাঁর অংশ সেই তিনিই স্বয়ং জাত অর্থাৎ সর্বাবতারাবতারী স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণই অবতীর্ণ। অতঃপর এখানে কেশ শব্দে 'তেজরাশি' অর্থ করার কারণ বলা হচ্ছে—

মোক্ষধর্মের নারায়ণ উপাখ্যানে বর্ণিত আছে—নারদ ভগবানের মধ্যে নানাবর্ণের জ্যোতি বা তেজ দর্শন করেছিলেন—আবার সহস্রনাম ভাষ্যধৃত মহাভারতে শ্রীভগবৎবচনে এইরূপ দেখা যায়, যথা—আমার তেজ রাশি যা প্রকাশ পাচ্ছে, তাকে 'কেশ' নামে অভিহিত করা হয়—সর্বজ্ঞ মুনিসত্তমগণ তাই আমাকে কেশব বলে অভিহিত করেন, (কেশ আছে যার তিনি কেশব)।" এরূপে প্রথমে (শ্রীভা০ ১।৩।১-৪) শ্লোকে "স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই লোকসৃষ্টির জন্য সর্ব প্রথমে বুদ্ধি আদি ষোড়শ পদার্থ যাতে অংশরূপে বর্তমান সেই কারণার্ণবশায়িরূপে প্রথম পুরুষ নামক রূপ ধারণ করলেন।—দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়ীরূপে গর্ভোদকে শয়ন করলে তার নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়েছিল। (পূর্বাধ্যায়ে ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ

তৃতীয় পুরুষের কথা বলা হয়েছে)।—কারণোদশায়ী নারায়ণ থেকে পাতালাদি শ্রীচরণাদি সন্নিবেশক্রমে লোকবিস্তারকারী বিরাট্‌রূপ প্রপঞ্চ রচনা হয়েছে—এই কারণোদশায়ী নারায়ণ রজাদি অমিশ্র সচ্চিদানন্দ-ঘন বিগ্রহ।—অসংখ্য হস্তপদাদিযুক্ত, অসংখ্য মস্তক এবং মুকুটকুণ্ডল পরিশোভিত এই বিগ্রহ সিদ্ধগণ প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত নয়নে দেখতে পান।" ইত্যাদি শ্লোকে দ্বাবিংশ অবতার বলা হয়েছে এবং এরই মধ্যে সাধারণের সঙ্গে একাকার করে কৃষ্ণকেও গণনা করে (শ্রীভা ১।৩।২৮ 'রামকৃষ্ণবিতি ভুবো' ইত্যাদি) অপরাধ ভয়ে পুনরায় কৃষ্ণের কথা বিশেষ ভাবে বলা হচ্ছে—অবতার সব পুরুষের কলা অংশ। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব অবতংস।

অতঃপর উপর্যুক্ত শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, **ভগবান্**—পরম পুরুষোত্তম। **লোকসিসৃক্ষয়া**—ব্রহ্মাণ্ড সমূহের লোকদের সৃষ্টির জন্য বেদে যাকে পুরুষ বলা হয় সেই পুরুষরূপ প্রকটরূপে স্বীকার করলেন। সেই রূপটি কেমন? **মহদাদিভি সংভূতং**—এইরূপের অন্তর্ভূত ভাবে মহদাদি তত্ত্ব আছে—প্রমাণ (শ্রীভা০ ৩।৮।১১) "প্রলয়াদিতে তিনি নিজ শরীর মধ্যে ত্রিভুবনস্থ জীববৃন্দের সূক্ষ্মশরীর সকল নিহিত করে অবস্থান করেন।" **ষোড়ষকলম্**—শ্রী-ভূ-কীর্তি-ইলা-লীলা-কান্তি-বিদ্যা এই সাত, আর বিমলাদি নয়—মোট ষোল।—এই মুখ্যা ষোড়শ শক্তি।—ভক্তি বিবেক। এই ষোড়শকলা যাঁর সেই প্রথম পুরুষের কথা বলা হল। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক মূর্তিতে প্রবেশ করলেন। নিজের ঘর্মজলে অর্ধেক ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করলেন। এইরূপে প্রথম পুরুষের কথা বলে ১।৩।২ শ্লোকে দ্বিতীয় পুরুষের কথা বলা হচ্ছে, **যস্যাম্ভসি শয়ানস্য**—(অতঃপর সেই কারণার্ণবশায়ীর দ্বিতীয়ব্যূহ গর্ভোদশায়ী প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে সেই ব্রহ্মাণ্ড-গর্ভস্থ নিজসৃষ্টজলে শয়ন করলেন।—শ্রীজীব ক্রমসন্দর্ভ)। এই গর্ভোদশায়ীর নাভিহ্রদপদ্ম থেকে ব্রহ্মার জন্ম। এই নাভিহ্রদপদ্ম কিরূপ? এরই উত্তরে—পরবর্তী শ্লোক 'যস্যাবয়ব' ইত্যাদি **যস্য**—যে নাভিহ্রদপদ্মের স্বরূপ হল প্রথম শ্লোকে কথিত কারণার্ণশায়ী পুরুষরূপ। **তদ্বৈ**—'তৎ' সেই পুরুষরূপ 'বৈ' প্রসিদ্ধ। **বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জিতম্**—বিশুদ্ধ সত্ত্ব নামক স্বরূপ-শক্তির প্রকাশ হেতু সেই পুরুষরূপ শক্তি উচ্ছল।—(শ্রীভা০ ৩।৯।৩) "হে পরমপুরুষ আপনার স্বরূপ হল নির্বিশেষ আনন্দমাত্র ব্রহ্ম।"—বলবৎ পরমানন্দ বলে এই কারণার্ণবশায়ী বিগ্রহ 'উর্জিত' নিরতিশয় বিশুদ্ধ সত্ত্ব। এই কারণার্ণবশায়ী বিগ্রহের আকার ১।৩।৪ শ্লোকের 'পশন্ত্যদ' ইত্যাদি বাক্যে বলা হয়েছে, যথা—সহস্রপাদ ইত্যাদি; ইহা পরমাত্ম সন্দর্ভে প্রকাশিত আছে। কিন্তু (ভা০ ৩।৮।২৪-৩০) শ্লোকে দ্বিতীয়ব্যূহ গর্ভোদশায়ীকে উপলক্ষ্য করে—"বেণুভুজাঘ্রিপাঙ্ঘ্রিঃ", "দোর্দণ্ড সহস্র শাখম্", "কিরীট সাহস্রহিরণ্যশৃঙ্গম্" ইত্যাদি কথা বলা আছে। কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষের অবতার বলা হচ্ছে--(শ্রীভা০ ১।৩।৬) 'স এব' দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়ীই সেই অবতার। অতঃপর এখানেই এই কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষের অবতারী শ্রীভগবানের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে –'এতে চাংশকলা' ইত্যাদি। 'এতে' মৎস কুর্মাদি, চতুঃসনরূপ প্রভৃতি অবতারগণ কেহ প্রথম পুরুষের অংশ কেহ কলা—কৃষ্ণ কিন্তু ভগবান্ স্বয়ম্—'তু' শব্দ ভিন্ন উপক্রমে। যিনি লোক সৃষ্টির জন্য কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষরূপ ধারণ করলেন তিনি শ্রীকৃষ্ণই। এর মধ্যেও আবার

'স্বয়ম্' নিজেই—দীপ থেকে দীপবৎ, প্রতিরূপ ভাবে কিন্তু নয়। 'স্বয়ং' পদে স্বামিপাদও এই রূপই ব্যাখ্যা করেছেন—"অথাহমংশভাগেন" (শ্রীভা০ ১০।২।৯) শ্লোকের ব্যাখ্যায়, যথা 'অংশেন' পুরুষ রূপে 'ভাগো' মায়ার প্রতি ঈক্ষণ যাঁর সেই রূপে'--অর্থাৎ 'সর্বথা পরিপূর্ণরূপে' এই রূপই বক্তব্য। শ্রীবসুদেবও বলেছেন—"কৃষ্ণাংশ পুরুষের অংশ মায়ার গুণের অংশ পরমাণুমাত্র লেশের দ্বারা এই জগতের উৎপত্তি প্রভৃতি হয়।" যথা ব্রহ্মসংহিতায় শ্রীকৃষ্ণ স্তবে—"যে মহাবিষ্ণুর লোমকূপ থেকে আবির্ভূত ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও শিব যাঁর এক নিশ্বাসকাল মাত্র প্রকটরূপে বিরাজমান থাকেন, সেই মহাবিষ্ণু যাঁর কলা বিশেষ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।"

অতএব সুন্দর বলা হয়েছে,—'নারায়ণোঽঙ্গম্' ইতি। অর্থাৎ এই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পুরুষ-রূপ নারায়ণ আপনারই অঙ্গ। এই ব্রজবনেই তো দেখা গেল—"কৃষ্ণস্বরূপভূত বৎসগণ ও বালক সকল ব্রহ্মার চোখের সামনেই তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পেতে লাগল—শ্যামসুন্দর পীতকৌশেয় বসনধারী, চতুর্ভুজ ইত্যাদি রূপে।"—(শ্রীভা০ ১০।১৩।৪৬)। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা মায়িকজলান্তঃপাতের দ্বারা আমার সেই পুরুষ রূপ অঙ্গও জগতেরই মতো মায়িক হবে না কি? এরই উত্তরে, নিশ্চয়ই না, নিশ্চয়ই না—আপনার সেই অঙ্গ নিশ্চয়ই সত্য, মায়িক নয়। এখানে সম্ভাবনায় 'অপি'—এও সম্ভাবিত, এরূপ অর্থ॥ জী০ ১৪॥

**১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তর্হি ত্বং নারায়ণস্য পুত্রঃ স্যাস্তেন মম কিং তত্রাহ—নারায়ণস্ত্বং ন হীতি কাকা নারায়ণো ভবস্যেবেত্যর্থঃ। হে অধীশ ঈশানামপ্যধিপতে, "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগ"দিতি ত্বদুক্তেঃ সর্ব্বদেহিনামাত্মাসি আত্মত্বাদেবাখিললোকসাক্ষী চ সচ নারায়ণো জীবমাত্রান্তর্যামিত্বাদাত্মা সাক্ষীচেত্যতস্ত্বদেকাংশ এব সোঽবগম্যতে ইতি ত্বমেব স ইত্যর্থঃ। নন্বু ব্রহ্মন্নহং কৃষ্ণবর্ণত্বাৎ কৃষ্ণনামা বৃন্দাবনস্থঃ। সতু নারশব্দোক্তজলস্থত্বান্নারায়ণনামেত্যতঃ। কথমহমেব স ইতি তত্রাহ—নরভূজলায়নাৎ "আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ" ইতি নিরুক্তে র্নরোদ্ভূতজলবর্ত্তিত্বাৎ যো নারায়ণঃ স তবাঙ্গং ত্বদংশত্বাদিতি ভাবঃ। অতস্তৎকুক্ষিগতোঽপ্যহং ত্বৎকুক্ষিগতএব। কিঞ্চ স্বেচ্ছাময়স্য নতু ভূতময়স্যেত্যুক্ত্যা তব বালবপুর্বাসুদেববপুশ্চ সচ্চিদানন্দময়ত্বেনৈব বর্ণিতং, তথা তচ্চাপ্যঙ্গং নারায়ণাখ্যং সত্যং সর্ব্বকালদেশবর্ত্তি শুদ্ধসত্ত্বাত্মমেব নতু বৈরাজস্বরূপমিব মায়য়া মায়িকমিত্যর্থঃ। চকারদন্যদপি মৎস্যকূর্ম্মাদ্যঙ্গং সত্যম্॥ বি০ ১৪॥

**১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** হে ব্রহ্মন্, আপনি যা বললেন, তাতে বুঝা যাচ্ছে, আপনি নারায়ণের পুত্র—আচ্ছা তাতে আমার কি বলুন তো। এরই উত্তরে, **নারায়ণস্ত্বং ন হি**—আপনি কি নারায়ণ নন? অর্থাৎ আপনি নিশ্চয়ই নারায়ণ। **হে অধীশ**—হে ঈশ্বর, সকলের অধিপতি। "হে অর্জুন, আমি একাংশে এই সমস্ত জগৎব্যেপে অবস্থিত"—(গী০ ১০ ৪২)।—এই উক্তি অনুসারে আপনি **সর্বদেহিনামাত্মাঽসি**—আপনি নিখিল জীবের পরমাত্মা এবং পরমাত্মা হওয়া হেতু আপনি **অখিল লোকসাক্ষী**—সেই নারায়ণও জীবমাত্রের অন্তর্যামী হওয়া হেতু অখিল লোক 'আত্মা' সাক্ষী, এইরূপে সেই নারায়ণ আপনার একাংশই, এরূপ বুঝা যাচ্ছে—এইরূপে আপনিই সেই নারায়ণ। [শ্রীধর—"নায়ময়সে

**১৫। তচ্চেজ্জলস্থং তব সজ্জগদ্বপুঃ কিং মে ন দৃষ্টং ভগবংস্তদৈব।**
**কিংবা সুদৃষ্টং হৃদি মে তদৈব কিং নো সপদ্যেব পুনর্ব্যদর্শি ॥**

**১৫। অন্বয়ঃ** [হে] ভগবন্ তব সজ্জগদ্বপুঃ (জগদাশ্রয়ভূতং শরীর) জলস্থং চেৎ তদৈব কিং মে ন দৃষ্টঃ কিং বা তদৈব মে হৃদি সুদৃষ্টং সপদ্যেব (তৎক্ষণাদেব) কিং পুনঃ নো ব্যদর্শি (তব বপুঃ দৃষ্টঃ বভূব)।

**১৫। মূলানুবাদঃ** আচ্ছা তাই যদি হয়, তবে এই শুদ্ধসত্ত্বাত্মক বপু কি করে প্রাকৃত জলে সীমিত হয়ে থাকা সম্ভব? এরই উত্তরে—] আপনার সেই গর্ভোদশায়ী নারায়ণ বপু বর্তমান জগতের জলস্থই যদি হয় তবে হে ভগবন্ আমি খুজে পেলাম না কেন? আবার ধ্যান মগ্ন হয়ে তখনই সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় মধ্যে কি করেই বা সচ্চিদানন্দঘনরূপে দেখতে পেলাম, আবার সেই হৃদয় মধ্যেও পুনরায় কেনই বা দেখতে পেলাম না। (অতএব বুঝা যাচ্ছে—আপনার যোগমায়ার অবরণ-প্রকাশের দ্বারা দৃশ্য-অদৃশ্য হন)।

---

জানাসীতি ত্বমেব নারায়ণ"—অয়্ ধাতু থেকে অয়ন্ শব্দ নিষ্পন্ন—অয়ন্ শব্দে জানা বা দেখা। অখিল লোকের ত্রৈকালিক কর্মের জানা বা দেখা যার দ্বারা হয় অর্থাৎ যিনি অখিল লোকসাক্ষী, তিনিই নারায়ণ।। আচ্ছা ব্রহ্মন্, আমি বৃন্দাবনবাসী কৃষ্ণবর্ণ বলে নাম ধরি কৃষ্ণ, আর যাঁকে নারায়ণ বলছেন, তিনি তো 'নার' শব্দে উক্ত জল-বাসী বলে নাম ধরেণ নারায়ণ—তাহলে কি করে আমিই সেই নারায়ণ হলাম? এরই উত্তরে, **নরভূজলায়নাৎ**—'নারায়ণ' পদের নিরুক্তি—নার+অয়ন। 'নার' জীব সমূহ ও জল। 'অয়ন্' আশ্রয়। জীব সমূহ ও জল যাঁর আশ্রয় তিনিই নারায়ণ। এই নিরুক্তি অনুসারে—'নরভূ' নর থেকে উদ্ভূত অর্থাৎ জীব ও জলের ভিতরে থাকা হেতু যিনি নারায়ণ (প্রথম দ্বিতীয়-তৃতীয় পুরুষ) তিনি অংশ হওয়া হেতু আপনার অঙ্গ। অতএব সেই নারায়ণের কুক্ষিগত হওয়া হেতু আমি ব্রহ্মা আপনারই কুক্ষিগত। আরও "আপনি স্বেচ্ছাময় বটে কিন্তু ভূতময় নন"—(শ্রীভা০ ১০।১২।২) শ্লোকে আপনার বালকৃষ্ণ শরীর এবং অসংখ্য বাসুদেব শরীর সচ্চিদানন্দরূপে যে বর্ণিত হয়েছে, ঠিক সেইরূপই **তচ্চাপি**—(প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় পুরুষ) নারায়ণ নামক অঙ্গ **সত্যং**—সর্বকালদেশবর্তী শুদ্ধ সত্ত্বাত্মকই বৈরাজস্বরূপের মতো **মায়য়া**—মায়িক নয়। (তৎ+চ) 'চ' অন্যস্বরূপও অর্থাৎ মৎস্য কূর্মাদি অঙ্গও সত্য ॥ বি০ ১৪ ॥

**১৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** সম্ভাবনামেব দর্শয়তি—তচ্চেদিতি। তত্তব সৎ পারমার্থিক-সত্যমেব বপুর্জলস্থঞ্চেৎ, তত এব জগদিতি জগদাত্মকঞ্চেৎ, তত্তদা কিং ময়া সমষ্টি জীবতয়া সর্ব্বজগদাত্মকত্বেনাপি ন দৃষ্টম্? তথা কিং বা হৃদি তৃতীয়োক্তানুসারেণৈব দৃঢ়সমাধিযোগ বিরূঢ়বোধেন ময়া সুষ্ঠু 'নাতপরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপম্' (শ্রীভা০ ৩।৯।৩) ইত্যাদি-তত্রত্য-মদুক্তানুসারতঃ সচ্চিদানন্দঘনত্বেন দৃষ্টম্? বা-শব্দস্যান্বয়াৎ, পুনশ্চ কিংবা বহির্বৃত্তৌ সত্যাং নো ব্যদর্শীতি ॥ জী০ ১৫ ॥

**১৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** 'এরূপ যদি হয়' এইরূপ সংশয় বিতর্ক দেখান হচ্ছে, তৎ চেৎ ইতি। **তব তৎ**—আপনার সেই পারমাথিক সত্য অর্থাৎ সর্বদেশকালবর্তী শুদ্ধসত্ত্বাত্মক বপুই

**১৬। অত্রৈব মায়াধমনাবতারে হ্যস্য প্রপঞ্চস্য বহিঃস্ফুটস্য।**
**কৃৎস্নস্য চান্তর্জঠরে জনন্যা মায়াত্বমেব প্রকটীকৃতং তে॥**

**১৬। অন্বয়ঃ** [হে] মায়াধমন (মায়ানাশন) অত্রএব অবতারে বহিঃস্ফুটস্য হি অস্য কৃৎস্নস্য প্রপঞ্চস্য (নিখিল জগতঃ) তে অন্তর্জঠরে জনন্যাঃ (যশোদায়াঃ) [প্রদর্শনেন] মায়াত্বং (মায়াবৈভবং) এব প্রকটীকৃতং।

**১৬। মূলানুবাদঃ** হে মায়া উপশমকারী! বাইরে এই স্পষ্ট প্রকাশমান জগৎই সাকল্যে নিজ উদর মধ্যে মাকে দেখাবার জন্য আপনি তাঁর প্রতি মায়িক ভাব প্রকাশ করেছিলেন।

---

জলেও অবস্থিত হয়ে থাকে সুতরাং **জগৎ**—জগদাত্মকই হয়, তা হলে তখন আমি ব্রহ্মা সমষ্টি জীবস্বরূপে সর্বজগদাত্মক হলেও আমার দ্বারা দৃষ্ট হলেন না কেন? আর কেনই বা দৃঢ় সমাধি যোগে বিচিত্রভাবে প্রাদুর্ভূত জ্ঞানে আমার দ্বারা হৃদয় মধ্যে সুদৃষ্ট হলেন? 'সু' সুষ্ঠু ভাবে। (শ্রীভা০ ৩।৯।৩) শ্লোকে উক্ত আছে, "ব্রহ্মা পিতা গর্ভোদশায়ীকে স্তব করছেন—হে পরম্! আপনার যে নির্বিশেষ আনন্দমাত্র স্বরূপ ব্রহ্ম, তা আপনার এই রূপই, ব্রহ্ম কিন্তু আপনার এইরূপ নয়।" এই শ্লোকে আমার উক্তি অনুসারে 'সুষ্ঠু দৃষ্ট হল' কথার অর্থ হল সচ্চিদানন্দঘনরূপে দৃষ্ট হলেন। **বা**—শব্দের সহিত অন্বয় করে অর্থ এরূপ আসে—পুনরায় কেনই বা বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে এই বিশেষ দর্শনটি হল না॥ জী০ ১৫॥

**১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** নন্বু নারায়ণস্বরূপং তদ্‌যদি শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং তর্হি প্রাকৃতে গর্ভোদ এব পরিচ্ছিন্নং কুতঃ সদা দৃশ্যতে নহি সর্ব্বব্যাপকস্য তস্য গর্ভোদমাত্রপরিচ্ছেদঃ সম্ভবেৎ তত্র তস্য তজ্জলস্থত্বমেব ন নিয়মিত্যাহ—তৎ নারায়ণাখ্যং বপুস্তব সজ্জগৎ সৎ বর্ত্তমানং জগৎ যত্র তৎ জলস্থমেব চেৎ তর্হি তদৈব কমলনালমার্গেণান্তঃ প্রবিশ্য সম্বৎসরশতং বিচিন্বতাপি ময়া হে ভগবন্নবিচিন্ত্যযোগমায়ৈশ্বর্য্যং কিং ন দৃষ্টম্। নন্বু তত্তত্র জলএব স্থিতং ত্বয়া ত্বজ্ঞানান্নদৃষ্টমিতি চেৎ তদা ত্বাং ধ্যায়তা ময়া তদৈব হৃদ্যাপি সুষ্ঠু কিংবা দৃষ্টম্। তৎক্ষণএব তত্রাপি কিং পুনর্নব্যদর্শীত্যত স্তদ্বপূস্তব জলস্থত্বেন পরিচ্ছিন্নমপি অচিন্ত্যশক্ত্যা স্বকুক্ষিগতীকৃত-জগৎকত্বেনাপরিচ্ছিন্নঞ্চ সর্ব্বত্রৈব দেশে কালেচ বর্ত্তমানমেবাপি ত্বদীয়যোগমায়য়া আবরণ প্রকাশাভ্যামেব দৃশ্যতে ন দৃশ্যতে চেত্যবগতম্॥ বি০ ১৫॥

**১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** পূর্বপক্ষ, আচ্ছা নারায়ণস্বরূপ সেই গর্ভোদশায়ী পুরুষ যদি শুদ্ধসত্ত্বাত্মক হন তবে প্রাকৃত গর্ভোদকেই সীমাবদ্ধ হয়ে কি করে সদা দৃষ্ট হতে পারেন? এরই উত্তরে, সর্বব্যাপক সেই নারায়ণ স্বরূপের গর্ভোদমাত্র সীমার মধ্যে থাকা সম্ভব নয়—তার সেই জলের মধ্যে থাকাটা কোন নিয়মে নয় এই আশয়ে বলা হচ্ছে—আপনার সেই গর্ভোদশায়ীরূপ নারায়ণ বপু বর্তমান জগতের জলস্থই যদি হয়, তবে তারই কমলনাল-পথে ভিতরে প্রবেশ করে একশ বৎসর ধরে খুঁজেও হে ভগবন্ অর্থাৎ অচিন্ত্য যোগমায়া ঐশ্বর্যশালি! তাঁকে দেখতে পেলাম না কেন? যদি বলেন তথাকার জলেই ছিলাম, কিন্তু আপনি অজ্ঞানবশে দেখতে পান নি—এর উত্তরে, তবে ধ্যানমগ্ন হয়ে আমি তখনই সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় মধ্যে সুষ্ঠুভাবে কি করে দেখলাম, আবার সেখানেই পুনরায় দেখতেও বা পেলাম না কেন? অতএব বুঝা

যাচ্ছে আপনার বপু জলের মধ্যে থাকা হেতু সীমাবদ্ধ হলেও অচিন্ত্য শক্তিতে নিজ কুক্ষিতে জগৎ ধারণ করায় অসীমও—সর্বত্রই দেশে এবং কালে অবশ্য বর্তমান থাকলেও আপনার যোগমায়া কর্তৃক আবরণ ও প্রকাশ দ্বারা দৃশ্য ও অদৃশ্য হয়ে থাকেন ॥ বি॰ ১৫ ॥

**১৬। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ** অতস্তদপি তবাঙ্গং ন জলাদ্যাশ্রয়ং, নাপি জগদিতি নিশ্চিতং, তত্র ত্বমেব দৃষ্টান্ত ইতি ব্যাজেন পুনঃ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহমেব পরমতত্ত্বরূপত্বেন সাধয়তি—অত্রৈবেতি ত্রিভিঃ। 'মায়াধমনাবতারঃ' ইতি তৎসম্বন্ধমাত্রং ন সোঢ়ম্, অঘাদীনামপি তৎসম্বন্ধাপাকরণদৃষ্টেরিতি ভাবঃ। তচ্চ যুক্তং, স্বয়ং ভগবত্ত্বেন পরাৎপরত্বাৎ। তথা চৈকাদশে (১৫ ১৬)—'নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ভগবচ্ছব্দ-শব্দিতে' ইত্যত্র ব্যাখ্যাতং তৈরেব—'বিরাড়্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধয়ঃ। ঈশস্য যত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎ পদং বিদুঃ ॥' (শ্রীগা॰ দী) ইতি। অস্য বহিঃস্ফুটস্য প্রপঞ্চস্য নিজান্তর্জঠরে জনন্যাস্তং প্রতি দর্শনেনে-ত্যর্থঃ। মায়াত্বং পূর্ব্বোক্তং যত্তদীয়জলাদিপ্রপঞ্চাশ্রয়ত্বস্য মায়িকত্বং তদেব ব্যক্তীকৃতম্। যদ্বা, বিশেষেণ তাৎপর্য্যং জগদিদং বহিরেব স্ফুটং, নান্তরিত্যস্যার্থস্যেতি, 'অথোঽমুষ্যৈব মমার্ভকস্য, যঃ কশ্চনোৎপত্তিক আত্মযোগঃ' (শ্রীভা॰ ১০।৮।৪০) ইতি তবৈব স্বাভাবিকাচিন্ত্য শক্তিময়-পরিচ্ছেদাপরিচ্ছেদনির্ণয়াৎ দেব-মায়াত্বস্য পরিহারত্বাচ্চ। শ্রীশুকেন 'ন চান্তর্ন বহির্যস্য' (শ্রীভা॰ ১০।৯।১৩) ইত্যাদিনা তাদৃশত্ব-নির্ণয়াৎ জগতঃ স্বাভাবিকমেব ত্বদাশ্রয়কত্বং ন সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥ জী॰ ১৬ ॥

**১৬। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** অতএব আপনার সেই কারণার্ণবশায়ী আদি আপনার অঙ্গ জল-অন্তঃপাতি নয়,—জগৎ-অন্তঃপাতিও নয়, ইহা নিশ্চিত। এ সম্বন্ধে আপনি নিজেই দৃষ্টান্ত—এই কথাচ্ছলে পুনরায় শ্রীবিগ্রহকেই পরমতত্ত্বরূপে স্থাপন করা হচ্ছে—অত্রৈব ইতি তিনটি শ্লোকে। **মায়াধমানাবতার**—হে মায়ানাশক অবতার! আপনার মায়া সম্বন্ধমাত্রও অসহ্য। অঘাদিরও মায়াসম্বন্ধ দূরিভূতকরণ দৃষ্ট হওয়া হেতু, এরূপ বলা হল—এরূপ ভাব। (কৃষ্ণহস্তে বধের পর অঘাসুর আকাশে জ্যোতিরূপে অর্থাৎ মায়ামুক্তরূপে দৃষ্ট হয়েছিল, পরে সেই জ্যোতি কৃষ্ণাঙ্গে প্রবেশ করে গেল।) ইহা যুক্তিযুক্তই বটে, কারণ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ পরাৎপর তত্ত্ব। আরও, একাদশেও এরূপই দেখা যায়, যথা—শ্রীভা॰ ১১।১৫।১৬) শ্লোকে "নারায়ণে তুরিয়াখ্যে" অর্থাৎ "যিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ 'তুরিয়' নামক নারায়ণ-রূপী" ইত্যাদি বাক্যের শ্রীধরস্বামি ব্যাখ্যা করলেন—ঈশ্বরের যে বিরাট, হিরণ্যগর্ভ এবং কারণ, এই তিন উপাধিশূন্যতা, একে ঈশ্বরের তুরীয়পদ বলে জানবে।" 'ইত্যেবং' এইরূপে নারায়ণেরই তুরিয়তা ষড়ৈশ্বর্য-বত্বা। শ্রীধরের এই বাক্যের অর্থ শ্রীবিশ্বনাথ এইরূপ করেছেন, যথা— বিরাট' স্থূল, 'হিরণ্যগর্ভ' সূক্ষ্ম—এই কার্যদ্বয় উপাধি নয় এবং 'কারণং' মায়াও উপাধি নয়, কিন্তু 'তুরিয়' সচ্চিদানন্দ বস্তু যাঁর 'আখ্যা' আকার অগম্য, সেই নারায়ণ; তাতে ইতাদি। **অস্য ইত্যাদি**—এই বাইরের সমস্ত দৃশ্য জগতের **জনন্যাঃ**—মায়ের চোখে নিজ পেটের মধ্যে প্রদর্শনের দ্বারা উহার **মায়াত্বমেব**—মায়াময়ত্বই প্রকাশ করা হল। 'মায়াত্ব'—যেমন না-কি পূর্বোক্ত তদীয় জলাদিকে, অতএব বিশ্ব সংসারকে আশ্রয় করে থাকার ভাবের মায়িকতা। [কৃষ্ণ মাকে বাইরে পরিদৃশ্যমান জগৎটাকেই সমগ্রভাবে তাঁর উদর মধ্যে অবস্থিত দেখালেন,

**১৭। যস্য কুক্ষাবিদং সর্ব্বং সাত্মং ভাতি যথা তথা।**
**তৎ ত্বয্যপীহ তৎ সর্ব্বং কিমিদং মায়য়া বিনা ॥**

**১৭। অন্বয়ঃ** যস্য কুক্ষৌ সাত্মং (ত্বয়া সহিতং) ইদং সর্বং যথা ভাতি তৎ সর্ব্বং ইহ অপি ত্বয়ি মায়য়া বিনা কিম্ (তব মায়া বৈভবং বিনা কিং ত্বয়ি ঘটেত ?)।

**১৭। মূলানুবাদঃ** [বাইরের বিশ্বই কুক্ষিতে প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল—এর মধ্যে মায়ার স্থান কোথায় ? এরই উত্তরে—]

যশোমার বিশ্বরূপ দর্শনকালে আপনার কুক্ষিতে যেমন আপনা সহ এই বিশ্ব নয়ন-গোচর হচ্ছিল, তেমনই হচ্ছিল বহির্দেশেও। দুই-এর মধ্যে ভিন্নতা কিছু ছিল না। মায়া বিনা এ কি করে হতে পারে ? দর্পনে দর্পন প্রতিবিম্বিত হতে পারে কি ? অতএব একে মায়ার বৈভবই বলতে হয়।

---

বাইরে বর্তমান থাকা কালেই—এই যে ভিতরে দেখানো, ইহা মায়ের প্রতি তাঁর মায়াই।—শ্রীজীব বৃ০ ক্র০ সন্দর্ভ।] অথবা, এই জগতের বাইরে অবস্থিতিটাই স্পষ্ট, কৃষ্ণের উদর মধ্যে অবস্থিতি স্পষ্ট নয়। উদর মধ্যে অবস্থিতির এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হচ্ছে—(শ্রীভা০ ১০।৮।৪০) শ্লোকে দেখান হয়েছে, মা যশোদা কৃষ্ণের উদর মধ্যে বিশ্বদর্শন করে তর্ক করছেন—এ কি স্বপ্ন, না শ্রীভগবৎ মায়া, না এ কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তিরই কোনও খেলা—এই খানেই তর্কের সমাপ্তি হল অর্থাৎ মা যশোদা কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তিকেই কারণ বলে নির্ণয় করলেন। এবং একই সময়ে সীমিত ও অসীমিত হওয়া হেতু যে দেবমায়া সিদ্ধান্ততা পরিহার করলেন। শ্রীশুকদেব (শ্রীভা০ ১০।৯।১৩) শ্লোকের "কৃষ্ণের অন্তর নেই ও তদ্বিপরীত বাইরও নেই"—ইত্যাদি কথায় কৃষ্ণের সর্বদেশ ব্যাপকত্ব বিভুতা নির্ণয় করে রাখা হেতু জগতের পক্ষে ইহা স্বাভাবিকই যে উহাতে বিভু কৃষ্ণের আশ্রয় যোগ্যতা সম্ভবে না ॥ জী০ ১৬ ॥

**১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** নন্বু যস্যৈব জগতোঽন্তর্বর্ত্তিনি জলে তদ্বপুঃ স্থিতং তদেব জগত্তৎকুক্ষৌ তিষ্ঠতীত্যসঙ্গতং। নহি গৃহস্যান্তর্বর্ত্তিনি ঘটে তদেব গৃহং তিষ্ঠেদিত্যতঃ শুদ্ধসত্ত্বাত্মক-বপুষি তস্মিন্নস্মান্মায়িকা-দন্যদমায়িকমন্যদেব বা জগদ্ভবেদিত্যবসীয়তে। এবঞ্চ সতি ন ত্বং মৎকুক্ষিগত ইত্যাশঙ্ক্য কুক্ষিগতস্য জগতো বহির্ভূতজগদৈক্যং বদন্নেব মায়িকত্বং প্রতিপাদয়তি দ্বাভ্যাম্। অত্রৈবেতি হে মায়াধমন, মায়োপশমক, অস্য বহিস্ফুটস্যৈব প্রপঞ্চস্য কৃৎস্নস্যাপি অন্তর্জঠরে প্রদর্শনয়েতি শেষঃ। জনন্যাঃ জননীং শ্রীযশোদাং প্রতীত্যর্থঃ। মায়াত্বং মায়িকত্বং অতো দুস্তর্কযোগমায়ৈব ত্বদ্বপুর্জগদন্তর্ব্বর্ত্ত্যপি সর্ব্বজগদ্ব্যাপকং যুগপদেতবেতি ধ্বনিঃ। তেন চ সাক্ষাত্তবাপি কুক্ষিগতোঽহমধুনাপিবর্ত্তে ইতি সাক্ষাত্ত্বমপি মন্মাতেত্যনুধ্বনিঃ ॥ বি০ ১৬ ॥

**১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** যে জগৎ-মধ্যের জলে নারায়ণ বপু অবস্থিত সেই জগৎই আবার উহারই উদরে অবস্থিত—ইহা অসঙ্গত কথা,—গৃহের ভিতরকার ঘটে সেই গৃহ অবস্থিত হতে পারে না। অতএব সেই শুদ্ধসত্ত্বাত্মক নারায়ণ বপুতে দৃশ্যমান এই মায়িক জগৎ অতিরিক্ত অপর অমায়িক জগৎ-ই

বা অবস্থিত, এইরূপ নিশ্চয় হলে হে ব্রহ্মা! তুমি আমার কুক্ষিগত এ কথা মানা যায় না—এইরূপ পূর্ব-পক্ষ আশঙ্কা করে ব্রহ্মা কুক্ষিগত জগতের এবং বাইরের জগতের ঐক্য বলবার জন্য কুক্ষিগত জগতেরও মায়িকত্ব স্থাপন করছেন—দুইটি শ্লোকে অত্র ইতি। **হে মায়াধামন্**—হে মায়া উপশমকারি! এই বইরে স্পষ্ট প্রকাশমান জগৎই সাকল্যে নিজ উদর মধ্যে মাকে দেখাবার জন্য, **জনন্যাঃ**- জননী যশোদার প্রতি **মায়াত্বম্**—মায়িকভাব প্রকাশ করেছিলেন—অতএব দুস্তর্ক যোগমায়ার প্রভাবেই আপনার সেই বপু যুগ-পৎই এই জগৎ-অন্তবর্তী হয়েও সর্বজগৎ ব্যাপে অবস্থিত রয়েছে—এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সম্ভাবিত, অতএব আমি ব্রহ্মা সাক্ষাৎ আপনার কুক্ষিগত হয়েও অধুনাও আমি আপনার কুক্ষিগত হয়ে অবস্থিত—এইরূপে সাক্ষাৎ আপনিই আমার মাতা এইরূপ ধ্বনির ধ্বনি ॥ বি॰ ১৬॥

**১৭। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ** তদেবোপপাদয়তি—যস্যেতি। যস্য সাবরণস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য কুক্ষাবিদং সর্ব্বং সাত্মং ত্বৎসহিতং ভাতি, তদ্ব্রহ্মাণ্ডমিহ এতদ্রূপে ত্বয্যপি ভাতি, ততস্মাদ্দুস্তর্কত্বান্মায়য়া বিনা তদিদং কিং সম্ভবতি? তেন ত্বৎসম্বন্ধাভাবাৎ ন সম্ভবত্যেবেত্যর্থঃ। তস্মাচ্চ নেদং ত্বমিব পারমার্থিকং সৎ ইতি ভাবঃ॥ জী॰ ১৭॥

**১৭। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** পূর্ব শ্লোকে যা বলা হয়েছে, তাই যুক্তি- দ্বারা সমর্থন করা হচ্ছে—যস্য ইতি। **যস্য**—সাবরণ ব্রহ্মাণ্ডের কুক্ষিতে অর্থাৎ ভিতরে, **ইদং সর্বংসাত্মং**—আপনার সহিত এই বিশ্ব সংসার সব কিছু প্রকাশ পাচ্ছে—**ইহ**—এই শ্যামসুন্দর ছোট্ট শিশুরূপ আপনার ভিতরেও এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পাচ্ছে—সুতরাং দুস্তর্ক হওয়া হেতু আপনার মায়া বিনা ইহা কি করে সম্ভব হতে পারে! অর্থাৎ অতএব আপনার সম্বন্ধ অভাবে ইহা কোন প্রকারেই সম্ভব হতে পারে না। সুতরাং সিদ্ধান্ত হচ্ছে, এই বিশ্ব সংসার আপনার মতো পারমার্থিক অস্তিত্ব নয়॥ জী॰ ১৭॥

**১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** কুক্ষিস্থ বহির্দেশস্থয়োর্জগতোরনয়োঃ সর্ব্বথৈবাভেদাদৈক্যং ঐক্যাদেব কুক্ষিস্থস্য মায়িকত্বমবধারিতমিত্যাহ—যস্য তব কুক্ষৌ ইদং বিশ্বং যথা ভাতি তথৈব ইহ বহিরপি স্থিতং বিশ্বং ভাতি। নন্বু বহিঃস্থিতস্য বিশ্বস্য কুক্ষৌ প্রতিবিম্ব এবায়ং তত্রাহ,সাত্মং তৎসহিতমেব। নহি দর্পণে দর্পণো দৃশ্যতে ইতি ভাবঃ। তেন বহিঃস্থিতং মায়িকমেব বিশ্বং ত্বৎকুক্ষৌ দৃষ্টম্। ত্বয়ীতি, যথা কুক্ষিস্থং বিশ্বং ত্বদধিকরণক-মিত্যর্থঃ। তত্তস্মাদ্বৈলক্ষণ্যগন্ধস্যাপ্যভাবাৎ ইদং জঠরগতং বিশ্বং কিং মায়য়া বিনা অপিতু মায়িকমেব। অত্র ত্বজ্জনন্যনুভবো মদনুভবশ্চ প্রমাণমতো মায়িক জগন্মধ্যবর্ত্ত্যহং ত্বৎকুক্ষিগত এব ভবামীতি মুহুর্বিজ্ঞাপ্যসে উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্যেত্যাদ্যতঃ ক্ষমস্বেতি ভাবঃ॥ বি॰ ১৭॥

**১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** এই কুক্ষিস্থ ও বহির্দেশস্থ জগৎদ্বয়ের সর্বথা অভেদ হওয়া হেতু ঐক্য, বিচারের দ্বারা সমর্থিত, আর ঐক্য হওয়া হেতু কুক্ষিস্থ জগতের মায়িকত্ব অবধারিত হল—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, যস্য ইতি। **যস্য**-আপনার কুক্ষিতে **ইদং**-এই বিশ্ব যথা নয়নগোচর হচ্ছিল তথাই **ইহ**-

GAUDIYA MISSION GRANTHA MANDIR
A.C.C. No.
CALCUTTA-3

**১৮। অদ্যৈব ত্বদৃতেঽন্য কিং মম ন তে মায়াত্বমাদর্শিত-**
**মেকোঽসি প্রথমং ততো ব্রজসুহৃদ্বৎসাঃ সমস্তা অপি।**
**তাবন্তোঽপি চতুর্ভুজাস্তদখিলৈঃ সাকং ময়োপাসিতা-**
**স্তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভূস্তদমিতং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে ॥**

**১৮। অন্বয়ঃ** অদ্য এব ত্বদ্ঋতে (ত্বাং বিনা) অস্য (জগৎসহস্রস্য) মায়াত্বং তে মম সমীপে কিং ন আদর্শিতং প্রথমং একঃ অসি ততঃ (অতঃপরং) সমস্তাঃ অপি ব্রজসুহৃদ বৎসাঃ [ত্বমেব জাতঃ] তৎ (ততঃ) ময়া সাকং (সহ) অখলৈঃ উপাসিতাঃ তাবন্তঃ অপি চতুর্ভুজাঃ তাবন্তি এব (তাবৎ সংখ্যকানি) জগন্তি অভূঃ (ব্রহ্মাণ্ডানি রূপেন ত্বমেব প্রকাশিতবান্) তৎ (ততঃ পরং) অমিতম্ (অপরিমেয়ম্) অদ্বয়ং ব্রহ্ম শিষ্যতে (পরব্রহ্মরূপেণ ত্বং প্রকাশিতম্)।

**১৮। মূলানুবাদঃ** আজই আপনার মঞ্জুমহিমা দেখানোর সময় আমি যে অসংখ্য বিশ্ব দেখলাম সেই বিশ্ব-সম্বন্ধী কি বস্তু আপনা বিনা অস্তিত্ব প্রাপ্ত, কিছুই না। সবই আপনার স্বরূপভূত। কাজেই আপনি আমাকে মায়া-ভেলকি দেখান নি, চিন্ময় ভাবই দেখিয়েছেন। প্রথমে আপনি এক ছিলেন। অতঃপর স্বরূপশক্তিতে ব্রজসুহৃদ্ বৎস সব কিছু হলেন। অতঃপর যোগমায়া দ্বারাই এঁদের আচ্ছাদিত করে দিয়ে আপনি প্রকাশিত হলেন অসংখ্য স্বরূপশক্তিময় চতুর্ভুজরূপে। এঁরা সব উপাসিত হচ্ছিলেন আমার মতো চিন্ময় ব্রহ্মা সহ নিখিল তত্ত্বের দ্বারা। অতঃপর যত ব্রহ্মা তত চিন্ময় ব্রহ্মাণ্ডও হলেন আপনি। অতঃপর যোগমায়া দ্বারা সে সব কিছু আচ্ছাদিত করিয়ে আপনিই অপরিমিত সৌন্দর্য মণ্ডিত অনুপম পূর্ণ-ব্রহ্ম এক অবশিষ্ট রূপে বিরাজিত হলেন।

---

বহির্দেশে স্থিত বিশ্বও নয়নগোচর হচ্ছিল, মাতার নিজ উদর মধ্যে বিশ্বদর্শন কালে। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা বহিঃস্থিত বিশ্বের প্রতিবিম্বই বা হবে উদর মধ্যের বিশ্ব। এরই উত্তরে—তা কি করে হবে? **সাত্মং**—আপনার নিজের সহিতই যে ঐ বিশ্ব ছিল—দর্পণে কি দর্পণের প্রতিবিম্ব দেখা যায়?—অতএব বহির্দেশে স্থিত মায়িক বিশ্বই আপনার উদর মধ্যে দৃষ্ট হল তৎকালে; **ত্বয়ি ইতি**—যথা কুক্ষিস্থ বিশ্ব আপনার আধার তথা বহির্দেশে স্থিত বিশ্বও আপনার আধার। **তৎ**—সেই হেতু বিলক্ষণতা গন্ধমাত্রেরও অভাব হেতু **ইদং**—জঠরগত বিশ্ব কি **মায়য়া বিনা**—মায়িক বিনা হতে পারে? অর্থাৎ নিশ্চয়ই মায়িক। এখানে আপনার জননীর অনুভব এবং আমার অনুভব প্রমাণ অনুসারে মায়িক জগৎ মধ্যবর্তী আমি আপনার কুক্ষিগতই বটে, অতএব মুহুর্মুহু প্রার্থনা করছি, "উৎক্ষেপনং গর্ভগতস্য"—(শ্রীভা০ ১০ ১৪।২) গর্ভগত শিশুর পদাঘাত কি মা ক্ষমা করেন না? অবশ্য করেন—অতএব আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন এরূপ ভাব ॥ বি০ ১৭ ॥

**১৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** জনন্যনুভবোঽপ্যাস্তামিত্যাহ—অদ্যৈবেতি। তৎপদেনাত্র সাক্ষাত্তদ্রূপং বালবৎস চতুর্ভুজাদিলক্ষণং সাক্ষাত্তদ্রূপমপ্যুচ্যতে 'পুরোবদাব্দং ক্রীড়ন্তং দদৃশে সকলং হরিম্' (শ্রীভা০ ১০।১৩।৪০) ইতি, 'তাবৎ সর্ব্বে বৎপালাঃ পশ্যতোঽজস্য তৎক্ষণাৎ। ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকৌশেয়-

বাসসঃ ॥' (শ্রীভা০ ১০।১৩।৪৬) ইতি, 'সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়' (শ্রীভা০ ১০।১৩.৫৪) ইতি চোক্তত্বাৎ। অস্যেত্যনেন চাত্র তদন্যত্বচ্যতে—'আত্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তৈর্মূর্ত্তিমদ্ভিশ্চরাচরৈঃ। নৃত্যগীতাদ্যনেকার্হৈঃ পৃথক্-পৃথগুপাসিতাঃ ॥' (শ্রীভা০ ১০।১৩।৫১) ইত্যাদৌ 'স্বমহিধ্বস্তমহিভিঃ' (শ্রীভা০ ১০।১৩.৫৩) ইত্যুক্তত্বাৎ। সাকং ময়েত্যনেন স্বাধিষ্ঠানব্রহ্মাণ্ডস্যাপি তদন্তঃপাতো বিবক্ষিতঃ। ততশ্চ ত্বদৃতে ত্বাং ত্বৎসাক্ষাদ্রূপ-বালবৎস-চতুর্ভুজাদ্যঞ্চ বিনা যদখিলং দর্শিতমস্য জগতস্তন্মহিমধ্বস্তমহিমতয়া দর্শিতস্য কিং মায়িকত্বং ন সম্যগ্দর্শিতং, কিন্তু দর্শিতমেবেত্যর্থঃ। অথ সর্ব্বমেব তদ্দর্শিতং বিবৃণোতি—একোঽসীত্যাদিনা। তত্র মায়িকামায়িকসর্ব্বদর্শনাদ্যন্তঃস্থিতং তবৈতদ্রূপমেব পূর্ণং ব্রহ্মেত্যপি দর্শিতং, ব্রহ্মলক্ষণাক্রান্তত্বাদিত্যাহ—'ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে' ইতি অদ্বয়পদেন শাস্ত্রান্তর প্রসিদ্ধং যদ্ব্রহ্ম, তদপ্যেতদেব ইতি দ্যোতিতম্। 'ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি' (শ্রীব্র সূ ৩ ২ ১১) ইতি ন্যায়াৎ বক্ষ্যতে চ স্বয়মেব—'অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যম্' ইত্যাদি ॥জী১৮॥

**১৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** জননীর অনুভবের কথা থাকুক-না, আমি নিজেই তো অনুভব করেছি—অত্যৈব ইতি। আপনা থেকে পৃথক্ এই বিশ্বের মায়িকত্ব আপনি সত্যই কি আমাকে দর্শন করান নাই? **ত্বৎ**—পদে সাক্ষাৎ কৃষ্ণরূপ এবং চতুর্ভুজাদি লক্ষণ বালক ও গো-বৎসরূপ।—ত্বৎ পদের এই অর্থ করার কারণ সাক্ষাৎ সেইরূপ পূর্বে বলা হয়েছে, যথা—"ব্রহ্মা মানুষ্যমানে এক বৎসর পর (ব্রহ্মকাল এক নিমেষ পর) ফিরে এসে দেখলেন কৃষ্ণ সখাগণের সঙ্গে ক্রীড়া করে বেড়াচ্ছেন বৎসর কাল ধরে।"—(শ্রীভা০ ১০।১৩।৪০), "কৃষ্ণস্বরূপভূত গোবৎস ও সুদামাদি বালক সকলে তৎক্ষণাৎ শ্যামসুন্দর চতুর্ভুজরূপে ব্রহ্মার নয়ন সম্মুখে প্রকাশ পেতে লাগলেন।"—(শ্রীভা০ ১০।১৩।৪৬)। ("সত্য জ্ঞান অনন্ত-আনন্দমাত্রৈক-রস মূর্তি গোবৎস ও সুদামাদি বালক সকল ইত্যাদি।"—(শ্রীভা০ ১০।১৩।৫৪)। **অস্য**—এই পদের দ্বারা এখানে কৃষ্ণ ও চতুর্ভুজাদি লক্ষণ বৎস-বালক ছাড়া অপর অর্থাৎ নিখিল চরাচরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও কাল স্বভাবাদির কথা বলা হল—এর কারণ এই সব উক্তি, যথা—"ব্রহ্মা থেকে তৃণ পর্যন্ত সকল চরাচরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ কৃষ্ণ ও চতুর্ভুজমূর্তি সকলকে অর্চন করতে লাগলেন।"—(ভা০ ১০।১৩।৫৩)।—"শ্রীভগবৎ মহিমা দ্বারা যাদের স্বাতন্ত্র্য আচ্ছাদিত সেই কাল স্বভাবাদি সকলে মূর্তিমন্ত হয়ে তাঁদিকে উপাসনা করছে"—(ভা০ ১০।১৩ ৫৩)। **স্বাকংময়া ইতি**—'আমাসহ নিখিল তত্ত্বের দ্বারা' এই বাক্যে নিজ বাসস্থান ব্রহ্ম ণ্ডেরও আপনার অন্তর্ভুক্ততা বলা হল। অতঃপর **ত্বদৃতে**—আপনার সাক্ষাৎরূপ (কৃষ্ণ-রূপ) ও বৎস বালকাদি ছাড়া যে অখিল তত্ত্ব দেখান হয়েছে—সেই সব তত্ত্বের স্বাতন্ত্র্য আপনার মহিমা দ্বারা যে তুচ্ছিকৃত তা দেখান হল—এর দ্বারা কি জগতের মায়িকত্ব সম্যক্রূপে দেখানো হল না?—নিশ্চয়ই দেখানো হল, এরূপ অর্থ। অতঃপর সব কিছু যা দেখানো হয়েছে ব্রহ্মাকে তা বিবৃত করছেন—'একোঽসি' ইত্যাদি দ্বারা। সেখানে মায়িক অমায়িক যা কিছু সকল দেখান হল, তার সব কিছুর ভিতরে যে আপনার এই পূর্ণব্রহ্ম মধুর কৃষ্ণ রূপই বিরাজমান, তাও দেখান হল। সব কিছু ব্রহ্ম লক্ষণাক্রান্ত বলে এইরূপ হচ্ছে—'ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে' অর্থাৎ অবশেষে অদ্বয় ব্রহ্মরূপে অবস্থান করছেন। এইরূপে 'অদ্বয়' পদে শাস্ত্রান্তর প্রসিদ্ধ যে ব্রহ্ম তাও ইহাই-এইরূপ ব্যঞ্জিত হল ॥ জী০ ১৮ ॥

**১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** কিঞ্চ ত্বৎকুক্ষিগতং জগৎবহিষ্ঠং তবাদিপুরুষস্য রোমকূপগতং চ জগৎসহস্রং সর্ব্বং মায়োপাদানকত্বাৎ মায়িকমেবেত্যেতাৎকালপর্যন্তং ময়া অবধারিতমেব। কিন্তু অতর্ক্যমহা-মহৈশ্বর্য্যস্য তব স্বদীয়স্বরূপশক্ত্যাত্মকং চিন্ময়মপি জগৎসহস্রমস্তীত্যদ্যৈবানুভূতমিত্যাহ—অদ্যৈবাস্য মঞ্জুমহিমনি মদ্দৃষ্টস্য জগৎসহস্রস্য কিং ত্বদৃতে জগৎসহস্রসম্বন্ধি কিং বস্তু ত্বদ্বিনাভূতং অপিতু সর্ব্বমেব ত্বৎস্বরূপভূতমেবে-ত্যর্থঃ। অতএব মম মাং প্রতি তে ত্বয়া অস্য ন মায়াত্বং আদর্শিতং কিন্তু চিন্ময়ত্বমেব দর্শিতমিতি ভাবঃ। কুত ইত্যত আহ—একোঽসীতি। প্রথমমেকস্ত্বমসি। ততঃ স্বরূপশক্ত্যৈব ব্রজসুহৃদো বালা বৎসাঃ সমস্তা অপি ত্বমেবাভূঃ। ততো যোগমায়য়ৈব তানাচ্ছাদ্য প্রকাশিতাঃ স্বরূপশক্তিময়াশ্চতুর্ভুজাস্ত্বমভূঃ। কীদৃশাঃ অখিলৈরাত্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তৈশ্চিন্ময়ৈরেব ময়া মাদৃশেন ব্রহ্মণাপি চিন্ময়েনৈবোপাসিতা স্তুতশ্চ তাস্ত্বৈব জগন্তি চিন্ময়ব্রহ্মাণ্ডান্যভূঃ। ততস্তো যোগমায়ৈব তদিচ্ছয়া তান্ সর্ব্বানাচ্ছাদ্য প্রকাশিতং অপরিমিতসৌন্দর্যমনুপম-ব্রহ্ম পূর্ণং অদ্বয়মেকং শিষ্যতে সম্প্রত্যপি মদ্ভাগ্যাৎ যোগমায়য়া মদ্দৃষ্টীঃ প্রত্যনাবৃতমেব ভবান্ বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। অত্র ত্বমভূস্ত্বমভূরিতি নির্দ্দেশেন ব্রজসুহৃদাদীনাং জগদন্তানাং ভগবতা মায়াশক্তিং বিনৈবাবির্ভাবি-তত্বাচ্চিন্ময়ত্বমবধারণীয়ং, মায়য়া অভূরিত্যনুক্তেঃ ত্বদৃতে কিমিত্যুক্তেশ্চ জগতান্তু সুতরামেব ॥ বি০ ১৮ ॥

**১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** আরও আপনার কুক্ষিগত, পরে বাইরে অবস্থিত জগৎ যা আপনার মা যশোদা দেখলেন এবং আপনার কারণোদশায়ীর রোমকূপে গতায়াতকারী যে অনন্ত কোটি জগৎ, সে সব কিছুই আপনার মায়া উপাদানে নির্মিত বলে মায়িক বলেই এতাবৎ কাল পর্যন্ত আমি নিশ্চয় রূপে জানতাম, কিন্তু অতর্ক মহা ঐশ্বর্যশালী আপনার নিত্য স্বরূপশক্তি বিরচিত চিন্ময় সহস্র সহস্র জগৎও যে আছে, তা আমি অদ্যই অনুভব করলাম,—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **অদ্যৈব**—আজই, **অস্য**—আপনার এই মঞ্জুমহিমাতে আমার দৃষ্ট জগৎ সহস্রের, অর্থাৎ জগৎসহস্র সম্বন্ধী **কিং ত্বদৃতে**—কি বস্তু আপনা ছাড়া অস্তিত্ব প্রাপ্ত ? অর্থাৎ কিছুই না, পরন্তু সব কিছুই আপনার স্বরূপভূত। অতএব **মম**—আমার প্রতি **তে**—আপনার দ্বারা এই জগৎসহস্রের মায়াত্ব দেখান হয় নি, কিন্তু চিন্ময়ত্বই দেখান হয়েছে, এরূপ ভাব। কি করে ? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—**একোঽসি**—প্রথমে আপনি একই ছিলেন। অতঃপর স্বরূপশক্তি দ্বারাই ব্রজসুহৃদ্ বালক গোবৎস সব কিছুও আপনিই হলেন—অতঃপর যোগমায়া দ্বারাই ব্রজবালক গোবৎস সব কিছু আচ্ছাদিত করে দিলেন—আপনি প্রকাশিত হলেন অসংখ্য স্বরূপশক্তিময় চতুর্ভুজরূপে। কিদৃশ মূর্তি সকল ? এরই উত্তরে **অখিলৈঃ**—আত্মাদি তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত সকল চিন্ময় বস্তু দ্বারাই এবং আমার সহিত সাদৃশ্যবান্ চিন্ময় ব্রহ্মার দ্বারাও উপাসিতা। [বলদেব—**মায়া**—'লক্ষ্ম্যা' লক্ষ্মীর সহিত অখিল তত্ত্বের দ্বারা উপাসিতা। **স্তাবন্ত্যেব জগন্তি**—অতঃপর আপনি হলেন, যত ব্রহ্মা তত সংখ্যক চিন্ময় ব্রহ্মাণ্ড সকল। **তৎ**—অতঃপর যোগমায়াই আপনার ইচ্ছামত সেই সব কিছু আচ্ছাদিত করত প্রকাশিত করলেন, **অমিত**—অপরিমিত সৌন্দর্যমণ্ডিত অনুপম পূর্ণব্রহ্ম **অদ্বয়ং**—এক **শিষ্যতে**—সম্প্রতিও আমার ভাগ্য হেতু যোগমায়া দ্বারা আমার দৃষ্টির প্রতি অনাবৃত আপনি বিরাজিত, এইরূপ অর্থ ॥ বি০ ১৮ ॥

**১৯। অজানতাং ত্বৎপদবীমনাত্ম্যাত্মনা ভাসি বিতত্য মায়াম্।**
**সৃষ্টাবিবাহং জগতো বিধান ইব ত্বমেষোঽন্ত ইব ত্রিনেত্রঃ॥**

**১৯। অন্বয়ঃ** ত্বং পদবীং (তব স্বরূপং) অজানতাং আত্মা (স্বয়মেব ত্বং) আত্মনা (স্বেনৈব) অনাত্মনি মায়াং বিতত্য জগতঃ সৃষ্টৌ অহম্ ইব (ব্রহ্মা ইব) [জগতঃ] বিধানে (পালনে) এষ ত্বং ইব (বিষ্ণুঃ ইব), [জগতঃ] অন্তে (বিনাশে) ত্রিনেত্রঃ (রুদ্রঃ) ইব ভাসি।

**১৯। মূলানুবাদঃ** বহির্মুখ লোকে আপনাকে মায়াময় বলে জানে—তাই বলা হচ্ছে, আপনার প্রাপ্তির পথ ভক্তিযোগ যারা জানে না, সেই অনভিজ্ঞ জ্ঞানিমানিদের মতে ব্রহ্মস্বরূপ আপনি নিজ স্বতন্ত্রতায় প্রকৃতিতে স্থিত হয়ে মায়া বিস্তার করত সৃষ্টিকার্যে যেন ব্রহ্মা, পালন কার্যে যেন বিষ্ণু এবং সংহার কার্যে যেন শিব রূপে প্রতিভাত হচ্ছেন।

---

**১৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** তদেবং গুণাবতার লীলাবতারেষ্বপি ত্বমেব মূলম্ ইত্যাহ —অজানতামিতি দ্বাভ্যাম্। ত্বমিত্যস্য ভাসীত্যনেনান্বয়ঃ, কর্তুঃ ক্রিয়ান্বয়স্যৈব মুখ্যত্বাৎ। বিধানে পালনে এষ ইব, এতৎকার্য্য-পরিচ্ছিন্ন ইব, পালমাত্রকর্ত্তেবেত্যর্থঃ। বিষ্ণোস্তদৈক্যান্ন ব্রহ্মাদিবত্তন্নামোক্তিরিতি জ্ঞেয়ম্। যথা দ্বিতীয়ে শ্রীব্রহ্মণৈবোক্তম্—'সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ। বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥' (শ্রীভা০ ২।৬।৩২)॥ জী০ ১৯॥

**১৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** এইরূপে গুণাবতার-লীলাবতার মধ্যেও আপনিই মূল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—অজানতাং ইতি দু শ্লোক। বিধানে পালনে **এষঃ এব**—এই আপনারই সম যিনি, সেই তিনি। ইনি পালনমাত্রেই কর্তারূপে প্রকাশ পাচ্ছেন। এখানে পালনকর্তা বিষ্ণুর নাম না করার কারণ, শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের সহিত ইহার ঐক্যতা, এরূপ বুঝাতে হবে। যথা—"শ্রীভগবানে দ্বারা নিযুক্ত হয়ে আমি এই বিশ্ব সৃজন করি, শিব সংহার করে তাঁরই বশ হয়ে, আর ত্রিগুণমায়া শক্তিধর অথবা অন্তরঙ্গা-বহিরঙ্গা-তটস্থা শক্তিধর ভগবান্ পুরুষরূপে এই বিশ্ব পাল করেন॥"—(ভা০ ২।৬।৩২)॥

**১৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** দুর্গমমহিম্নস্তব চিন্ময়জগতাং বার্ত্তা দূরে তাবদাস্তাং বহির্মুখানাং মতে তু ত্বমপি মায়োপাধি র্ম্মায়াময় এব ভবসীত্যাহ—অজানতামিতি। ত্বৎপদবীং ত্বৎপ্রাপকং বর্ত্ম ভক্তিযোগমজানতাং জ্ঞানিমানিনান্তু মতে ত্বমনাত্মনি প্রকৃতৌ স্থিত এব আত্মৈব ত্বং আত্মনৈব স্বাতন্ত্র্যেণৈবেতি তব জীবাদ্বিশেষঃ। মায়াং বিতত্যৈব ভাসি আকারশূন্যোঽপ্যাকারবত্ত্বেন ভাতো ভবসি। সৃষ্টৌ রজোগুণেন যথা অহম্। বিধানে পালনে সত্ত্বেন এষ ত্বং বিষ্ণুরিব, অন্তে তমসা ত্রিনেত্রো রুদ্র ইবেতি। নিরাকারস্যাপ্যাত্মনো মায়িকাকারাঃ যথা ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্রাস্তথা মায়িকমেব জলস্থং নারায়ণরূপং অবতারাশ্চ সর্ব্বে মায়িকরূপা মায়য়ৈব বৎসবালচতুর্ভুজাদীন্ ক্ষণিকান্ দর্শয়ামাসেতি তে প্রাহুরিত্যর্থঃ॥ বি০ ১৯॥

২০। সুরেষৃষিষ্বীশ তথৈব নৃষ্বপি তির্য্যক্ষু যাদঃস্বপি তেঽজনস্য।
জন্মাসতাং দুর্ম্মদনিগ্রহায় প্রভো বিধাতঃ সদনুগ্রহায় চ॥

২০। অন্বয়ঃ [হে] ঈশ, প্রভো, বিধাতঃ, অজনস্য (জন্মরহিতস্য) তে (তব) সুরেষু, ঋষিষু তথা এব নৃষু অপি তির্যক্ষু (পশ্বাদিষু) যাদঃসু (মৎস্যাদি জলজন্তুষু) অপি জন্ম (অবতারঃ) অসতাং (অসাধূনাং) দুর্মদনিগ্রহায় (গর্বনাশায়) সদনুগ্রহায় (সাধূনাম্ অনুগ্রহায় ভবতি)।

২০। মূলানুবাদঃ (জ্ঞানিদের মতের প্রতিরোধ ও ভক্তমতের রক্ষা—এর জন্যই অবতার সকলের আবির্ভাব—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—)

হে ঈশ, হে প্রভো, হে বিধাত! অজন আপনার দেবতা, ঋষি, মানুষ, মানবেতর মৎসাদিতে যে জন্ম তা অসাধুদের দুষ্ট অভিমান প্রতিরোধ এবং ভক্তদিকে নামরূপগুণলীলাদির আস্বাদন-দানরূপ অনুগ্রহের জন্য।

---

১৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ দুর্গম মহিম আপনার চিন্ময় জগতের বার্তা তাবৎ দূরে থাকুক, বহির্মুখের মতে আপনিও মায়া উপাধিযুক্ত—মায়াময়ই। এই আশয়ে বলা হচ্ছে,—অজানতাম্ ইতি। **ত্বৎপদবীং**—আপনার প্রাপক বর্ত্ম—ভক্তিযোগ **অজানতাং**—অনভিজ্ঞ জ্ঞানিমানিদের মতে আপনিই **অনাত্মনি**—প্রকৃতিতে অর্থাৎ অজ্ঞানময় জড়ে স্থিত। **আত্মা**—আপনি আত্মস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, **আত্মনা**—স্বাতন্ত্র্যে (প্রকাশবান্)—এইরূপে বিস্তার করে, **ভাসি**—আকারশূন্য হয়েও আকারবান্ রূপে প্রতিভাত হচ্ছেন। **সৃষ্টাবিবাহং**—সৃষ্টিকার্যে রজোগুণে যথা এই আমি ব্রহ্মা। **বিধানে**—পালনে সত্ত্বের দ্বারা এই আপনি বিষ্ণুরূপে, সংহার কার্যে তমোগুণে রুদ্ররূপে। নিরাকার হলেও ব্রহ্মের মায়িক আকার যথা ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্র তথা মায়িকস্বরূপ জলে স্থিত নারায়ণ রূপ এবং অবতার সকল মায়িকরূপা—মায়া দ্বারাই ক্ষণমাত্রস্থায়ী বৎসবাল চতুর্ভুজাদি দেখান হয়েছে—এইরূপ তারা বলে থাকেন॥ বি০ ১৯॥

২০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অজনস্য প্রাকৃতবজ্জন্মরহিতস্য স্বরূপশক্ত্যা স্বয়মাবির্ভাবাৎ তচ্চ কেবলং ভক্তপরিপালনায়েতি মায়াকার্য্যানসক্তিমাহ—অসতামিতি। প্রভো হে অচিন্ত্যশক্তিযুক্তবিধাতঃ, হে অনন্তাবতারকর্ত্তঃ! অত্রাজানতামিত্যাদৌ যা টীকাবতারিকা, নন্বু ব্রহ্মন্নিত্যাদ্যা, তত্রায়মভিপ্রায়ঃ—ঈশ্বরঃ খলু স্বাধীনয়া মায়য়া প্রপঞ্চবিলক্ষণ-শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং স্ববিগ্রহাদিকং ভজতি, ততস্তত্রাবিষ্টশ্চ ন ভবতি। শুদ্ধসত্ত্বস্য স্বচ্ছত্বেন শুদ্ধচৈতন্য-তাদাত্ম্যাপন্নত্বাৎ তদ্রূপমেব তৎ সর্ব্বম্। জীবস্ত্বীশ্বরাধীনতয়া মায়য়াধীনীকৃতঃ, প্রপঞ্চাত্মকং রজস্তমোময়ং বিগ্রহাদিকং প্রাপ্নোতি, ততস্তত্রাবিষ্টশ্চ ভবতি, রজস্তমসোরস্বচ্ছত্বেন চিদ্রূপত্বানাবিকারাজ্জড়রূপমেব তৎ সর্ব্বমিত্যতো ভবেৎ এব বৈলক্ষণ্যমিতি; কিন্তু মায়াশব্দস্য স্বরূপশক্তিবাচিত্বেনাপি প্রতিপাদয়িষ্যমাণত্বাত্তন্মত-স্বমতয়োরেকত্বমেব দর্শয়িষ্যতে॥ জী০ ২০॥

২১। কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরমাত্মন্ যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্॥

২১। **অন্বয়ঃ** [হে ভূমন্, (বিশ্বব্যাপকানন্তমূর্তে) ভগবন, পরাত্মন্, যোগেশ্বর, ক্ব (কুত্র) বা কথং বা কতি বা কদা ইতি যোগমায়াং বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি ভবতঃ উতীঃ ( লীলাঃ ) ত্রিলোক্যাং কঃ বেত্তি ( জানাতি )।

২১। **মূলানুবাদ ঃ** (আপনার আবির্ভাবে ভূভার হরণাদি অন্য নানা কারণই তো প্রসিদ্ধ, কিন্তু জ্ঞানিমানিদের দুষ্টাভিমানের নিরেসনের জন্য যে জন্ম তাতো শুনা যায় নি, এরই উত্তরে—)

হে ভূমন্, ভগবন্, পরমাত্মন্ ! হে যোগেশ্বর ! আপনি যোগমায়া বিস্তার করত কোন্ কোন্ স্থানে, কি কি প্রয়োজনে, বা কোন্ কোন্ সময়ে, বা কত কত ঘটনা-বহুল লীলা করেন –ইহা কারুরই জানবার সামর্থ্য নেই।

---

২০। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ অজনস্য**—প্রাকৃত জন্মরহিত,কারণ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ-শক্তিতে নিজে নিজেই আবির্ভূত হন, যে কোন দ্বারে বা অদ্বারে। সেও কেবল ভক্তগণকে সর্বতোভাবে আপনার পালনের জন্য,এইরূপে মায়া কার্যে অনাসক্তি বলা হল, **অসতাম্ ইতি**—অসাধুগণের দুর্মদ নিরসন ও সাধুগণের পালনের জন্য আবিভূ'ত হয়ে থাকেন আপনি, **প্রভো**-হে অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত বিধাতা। হে অনন্ত অবতার কর্তা! [শ্রীস্বামিপাদ—'অজানতার' শ্লোকের যে টীকা-অবতারিকা করলেন—'নন্থ ব্রহ্মণ' ইত্যাদি অর্থাৎ ওহে ব্রহ্মা, আমি তোমাকে যে শুদ্ধ চৈতন্য দেখালাম তাকে তুমি প্রপঞ্চবৎ অর্থাৎ জড়জগতের মতো 'মায়া' বলছ কেন ? এরই উত্তরে ঠিক ঠিক, কিন্তু অদ্বিতীয় আপনাতেই নানাত্ব - গুণবতার মৎস্যাদি অবতার প্রভৃতি—এ হয় কার্যবশে স্বতন্ত্র মায়া নিবন্ধন—এই আশয়ে বলা হচ্ছে 'অজানতাম্' ইত্যাদি।]

শ্রীজীবপাদ স্বামিপাদের উপর্যুক্ত কথার অভিপ্রায় বলছেন, যথা—ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বাধীন মায়ার প্রপঞ্চ বিলক্ষণ (ভিন্ন) শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক নিজ বিগ্রহাদি প্রকাশ করেন। অতঃপর এইসব বিগ্রহে আবিষ্ট হন না। শুদ্ধ সত্ত্ব স্বচ্ছ বলে শুদ্ধ চৈতন্যের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ততা হেতু সেই রূপও চিন্ময়তা প্রাপ্ত। জীব কিন্তু ঈশ্বরের মায়ার অধীন হওয়া হেতু মায়া তাকে কবলিত করে নেয়—এই প্রপঞ্চাত্মক রজো-তমোময় শরীর পায়, অতঃপর তাতে আবিষ্টও হয়ে যায়। রজো-তমো গুণে অস্বচ্ছতা হেতু চিৎরূপ ধর্ম প্রকাশ পায় না বলে জীব জড়ময়। এই রূপেই বিলক্ষণতা প্রাপ্ত হয় জীব-ঈশ্বর কোটি থেকে। মায়া শব্দের অর্থ স্বরূপ-শক্তি বাচি হলেও অর্থাৎ যোগমায়া হলেও, যা পরে ২২ শ্লোকে প্রতিপাদন করা হবে—স্বামিপাদের এবং আমার নিজের মতে একত্বই পরিদৃষ্ট হবে॥ জী° ২০॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অতস্তৈঃ স্বভক্তানাং পরাভবাভাবার্থং যৎ স্বপদবীজ্ঞাপনং প্রায়স্তদর্থমেব তব সর্ব্বেঽবতারা ইত্যাহ—সুরেম্বিতি। অসতামসাধূনাং বয়মেব জ্ঞানবন্ত ইতি যো দুষ্টোমদস্তস্য নিগ্র-

হায়। সতাং ভক্তানাং স্বীয়সচ্চিদানন্দময়রূপগুণলীলানুভাবনয়া অনুগ্রহায়। যদুক্তম্ "সত্ত্বং নচেদ্ধাতরিদং নিজং ভবে"দিত্যাদি ॥ বি॰ ২০ ॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** অতএব সেই জ্ঞানিদের দ্বারা নিজ ভক্তদের পরাভব রোধ করার জন্য যে নিজ স্বরূপ জানানো, সেই জন্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনার অবতার সকলের আবির্ভাব, এই আশয়ে সুরেষু ইতি। **অসতাম্**—অসাধুদের যে দুষ্ট অভিমান, আমরাই জ্ঞানী, তার প্রতিরোধের জন্য, **সতাং**—ভক্তদের **অনুগ্রহায়**—অনুগ্রহ করবার জন্য অবতারের প্রকটন—নিজ সচ্চিদানন্দময় রূপ-গুণ-লীলার নিরন্তর স্মরণ দিয়ে অনুগ্রহ ॥ বি॰ ২০ ॥

২১। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ** এবং সর্ব্বমেব নিরূপ্য সংভ্রমেণাহ—কো বেত্তীতি। ভূমন্ হে অপরিচ্ছিন্ন ভগবন্, হে সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত পরমাত্মন্, হে সর্ব্বান্তর্যামিন্ সর্ব্বকারণস্বরূপেতি বা যোগেশ্বর, হে স্বাভাবিক-যোগশক্ত্যা সর্ব্বকালব্যাপক, ভবত উতীর্লীলা, অহো বিস্ময়ে, ক্ব কথং বা কদা বা স্যুরিতি কো বেত্তি ? কিন্ত্বপরিচ্ছিন্নত্বাদপরিচ্ছিন্নানাং তাসামাধারং, সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্তত্বাত্তাসাং প্রকারং, পরমাত্মত্বাত্তাসামিয়ত্তাং, সর্ব্বকালব্যাপকত্বাত্তদবসরমপি ত্বমেব বেৎসীত্যর্থঃ। তত্র সর্ব্বত্র হেতুঃ—যোগমায়াং মহাস্বরূপশক্তিমিতি ॥

২১। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** এইরূপে সব কিছু নিরূপণ করবার পর সংভ্রমের সহিত বলা হচ্ছে—কো বেত্তি ইতি। **ভূমন্**—হে অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ হে সর্বস্থান ব্যাপক। **ভগবন্**—হে সর্বৈশ্বর্যযুক্ত। **পরমাত্মন্**—হে সর্ব অন্তর্যামী, অথবা হে সর্বকারণ স্বরূপ। **যোগেশ্বর**—হে স্বাভাবিক যোগ-শক্তিদ্বারা সর্বকাল ব্যাপক। **ভবতঃ উতি**—আপনার লীলা। **অহো**—বিস্ময়ে। **ক্ব**-কোথায়, **কথং বা**—কি করেই বা। **কদা বা**—কোন্ সময়েই বা হয়—ইহা কারুরই জানবার সামর্থ্য নেই। কিন্তু অপরিচ্ছিন্নতা হেতু অপরিচ্ছিন্ন এই সব লীলার আধার, সর্বৈশ্বর্যযুক্ত হওয়া হেতু এইসব লীলার প্রকার, পরমাত্মা হওয়া হেতু এই সব লীলার ইয়ত্তা, সর্বকাল ব্যাপক হওয়াতে এই সব লীলার উপযুক্ত সময় আপনিই জানেন—অন্য কেউ নয়। এই সব লীলা বিষয়ে সর্বত্র হেতু—**যোগমায়াং**—মহাস্বরূপশক্তি ॥ জী॰ ২১ ॥

২১। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা ঃ** নন্বু কৃষ্ণস্য মম ভূভারহরণার্থমেব জন্ম, রামস্য রাবণবধার্থমেব, শুক্লাদ্যবতারগণস্য তত্তৎসময়ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনার্থমেবেতি প্রসিদ্ধির্নতু জ্ঞানিমানিনাং দুর্ম্মদনাশার্থম্। সত্যং তব প্রাদুর্ভাবাদিলীলানাং কুত্র কুত্র বিষয়ে কিং কিং প্রয়োজনং কদা কদা বা কিয়ত্যো বা তা ইতি কার্ৎস্ন্যেন জ্ঞাতুং কোঽপি ন প্রভবতীত্যাহ—কোবেত্তীতি। ভূমন্, হে বিশ্বব্যাপকানন্তমূর্ত্তে, হে ভগবন্, ভূমত্বেঽপি ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ, হে পরমাত্মন্, ভগবত্বেঽপি পরমাত্মস্বরূপ, হে যোগেশ্বর, যোগমায়য়ৈবানুভাব্যমানভূমত্বাদি-মহামহৈশ্বর্য্য, উতীর্জন্মাদিলীলাঃ ত্রিলোক্যাং ত্রিলোকী মধ্যবর্ত্তিনীর্লীলাঃ কো বেত্তি ন কোঽপি, যতঃ ক্বাহো ইত্যাদি। নন্বু তবানন্তা এব মূর্ত্তয়ো বিশ্বব্যাপিকাঃ ষড়ৈশ্বর্য্যবত্যঃ পরমাত্মস্বরূপা নতু ভৌতিক্যঃ ত্রৈলোক্যান্ত-র্বর্ত্তিনীরেব ভক্তবিনোদনার্থা লীলাঃ কুর্ব্বত্যঃ সর্ব্বা এব সদৈব যুগপদেব ক্রীড়ন্তীতি কথং সম্ভবেদিত্যত আহ—বিস্তারয়ন্নিতি। অচিন্ত্যশক্ত্যা যোগমায়য়ৈব তত্তদুপাসকভক্তান্ প্রতি তাসাং যথা সময়ং প্রকাশনাবরণাভ্যা-মেব ক্রীড়ানির্ব্বাহ ইত্যর্থঃ ॥ বি॰ ২১ ॥

২২। তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥

**২২। অন্বয়ঃ** তস্মাৎ (তবাচিন্ত্য যোগমায়াবৈভবাদেব) ইদম্ অসৎ স্বরূপং (সার্বকালিক) সত্তা-রহিতঃ স্বরূপং যস্য তৎ) স্বপ্নাভং অস্তধিষণম্ (লুপ্তজ্ঞানম্) পুরুদুঃখদুঃখম্ অশেষং (সর্বমেব) জগৎ নিত্য সুখ বোধতনৌ (সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে) অনন্তে ত্বয়ি এব [অধিষ্ঠানভূতে] মায়াতঃ উদ্যৎ (প্রকাশমানং) অপি যৎ নাশং গচ্ছৎ সৎ এব অবভাতি (প্রকাশতে)।

**২২। মূলানুবাদঃ** এই নিখিল জগৎ অনিত্য, সুতরাং স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী, অবিদ্যায় লুপ্তজ্ঞান এবং অতীব দুঃখপ্রদ। সন্ধিনী-হ্লাদিনী-সম্বিৎ এই স্বরূপশক্তি ত্রয়াত্মক সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ অনন্ত আপনার মায়ারূপা কারণ থেকে ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ হলেও ইহা সর্বকালিক বলে প্রতিভাত হয়।

---

**২১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** আচ্ছা আমার সৃষ্ট জগতের ভার হরণের জন্যই তো শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের জন্ম, রাবণ বধার্থ রামের জন্ম, শুক্লাদি অবতারগণের আবির্ভাব সেই সেই সময়ের ধর্ম প্রবর্তণের জন্যই, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে—জ্ঞানিমন্যদের দুষ্ট অভিমান নাশের জন্য তো নয়। সত্যই, আপনার লীলাবলীর প্রাদুর্ভাব-কথা,—কোথাকার কোথাকার বিষয়ে, কি কি প্রয়োজনে, অথবা কখন কখন, অথবা কত কত, তা সম্পূর্ণভাবে জানতে কেউ সমর্থ নয়। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—কো বেত্তি ইতি। **ভূমন্**—হে বিশ্বব্যাপক অনন্ত মূর্তি! হে ভগবন্! ভূমাস্বরূপ হয়েও ষড়ৈশ্বর্যে পরিপূর্ণ! **হে পরমাত্মন্**—ষড়ৈশ্বর্যে পরিপূর্ণ হয়েও পরমাত্ম স্বরূপ হে **যোগেশ্বর**—এই পদের ধ্বনি—যোগ+ঈশ্বর যোগমায়া দ্বারাই সম্পাদিত ভূমত্বাদি মহা মহা ঐশ্বর্য। **উতী**—জন্মাদি লীলা। **ত্রিলোক্যাম্**—ত্রিলোকের মধ্যবর্তী লীলা। **কো বেত্তি**—কেউ জানে না। **যতঃ** কি কারণে? ক্ব বা ইত্যাদি। আচ্ছা আপনার মূর্তি হল অনন্ত, বিশ্বব্যাপী বিরাজমান্, ষড়ৈশ্বর্যাপূর্ণ এবং পরমাত্মস্বরূপ—ভৌতিক অর্থাৎ জড়রূপা নয়, ত্রিলোক ব্যাপী বর্তমান—ভক্ত বিনোদের জন্য লীলা সকল সদা যুগপৎ করতে করতে বিহার করেন—সুতরাং কি করে এ সম্ভব। এরই উত্তরে—বিস্তারয়ন্ ইতি অর্থাৎ যোগমায়া বিস্তার করে। অচিন্ত্য শক্তিতে যোগমায়াই সেই সেই উপাসক ভক্তের প্রতি লীলাবলী যথা সময়ে প্রকাশন আবরণের দ্বারা বিহার নির্বাহ করেন, এই রূপ অর্থ ॥ বি০ ২১ ॥

**২১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** যস্মাদেবং ত্বমেবৈষ সর্ব্বকারণং, তস্মান্মায়াতঃ প্রধানতঃ উদ্যৎ প্রলীনং ভবচ্চ, ত্বয্যেব ত্বামাশ্রিত্যৈব, সদিব ত্বদীয়ং স্বরূপমিদং নিত্যধাম বা যৎ সদ্বস্তু, তদিবাবভাতি—ত্বদীয়তত্তৎসত্তয়ৈব যৎ কিঞ্চিৎ তত্তৎ-সত্তাং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। মায়ায়া অপি ত্বচ্ছক্তিত্বেন তদাশ্রয়তামাত্রতঃ সদ্ভাবাদিতি ভাবঃ। তাদৃশত্ব-ব্যতিরেকে তু অসৎস্বরূপং শশবিষাণতুল্যং, ত্বদন্বয়েঽপি ত্বদস্ফূর্ত্তৌ স্বপ্নাভং স্থিরার্থপ্রাপ্ত্যভাবাৎ; ততঃ এবাস্তধিষণমিত্যাদি, নিত্যা সুখবোধরূপা চ যেয়ং পরব্রহ্মভাবেন নির্ণীতা তনুস্তৎস্বরূপে 'সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে' (শ্রীপূ গো তা ২) ইতি তাপনীশ্রুতি-হয়শীর্ষপঞ্চ-

রাত্রয়োঃ। অত্র 'একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী' ইত্যাদি দর্শয়িষ্যমাণ-বিষ্ণুপুরাণবাক্যং 'বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ' (শ্রীব্র সূ ২।২।২৮) ইতি বেদান্তসূত্রঞ্চ বিচার্য্যম ; অত্রৈতদপ্যুক্তং ভবতি—মায়াশব্দেন ক্বচিন্মিথ্যাভিব্যঞ্জকঃ শিক্ষাবিশেষ উচ্যতে, ক্বচিদূহবিতর্কসত্যব্যঞ্জকশক্তিবিশেষোঽপ্যুচ্যতে। তত্র প্রথমম্—ইন্দ্রজালপর্য্যায়স্তদ্বিজ্ঞেষু দৃষ্টঃ, স চ স্বপ্রত্যায়িত-জলাদিনা তেষান্তু ন ভ্রমং করোতি, স্বাশ্রয়াব্যামোহকত্বাৎ। অন্যেষাঞ্চাপাতমাত্রে ভ্রমেঽপি ন দৃষ্ট্যাদিকং হরতি, মৃগতৃষ্ণাতুল্যত্বাৎ। দ্বিতীয়স্তু—মুনিদেবাদৌ শ্রুতঃ, যথা তৃতীয়ে শ্রীসনকাদি-বৈকুণ্ঠগমনে তদীয়যোগমায়াশব্দঃ স্বামিভির্ব্যাখ্যাতঃ; স চায়ং ন পূর্ব্বতুল্যঃ শ্রীকর্দ্দমাদীনাং তৎকল্পিত-বিহার-বিমানাদিভিঃ স্বার্থকরত্বাৎ, শ্রীপ্রহ্যুম্নাদীনাং যুদ্ধাদৌ শত্রুচ্ছেদাদিদর্শনাচ্চ। সোঽয়ং মুন্যাদিষু তপ আদিময়ঃ, শ্রীভগবতি তু স্বাভাবিকঃ। যথা—'সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বাত্মন্ যা শক্তিরপরা তব। গুণাশ্রয়া নমস্তস্যৈ শাশ্বতায়ৈ সুরেশ্বর॥' ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্তায়া অপরাখ্যশক্তেঃ। 'অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতদস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ' (শ্রীশ্বে ৪।৯) ইত্যাদি শ্রুতৌ, মায়াখ্যয়া কথিতয়া স্বাভাবিকত্বম্ অমিথ্যাব্যঞ্জকত্বং শ্রীবিষ্ণুপুরাণ এব দর্শিতম—'শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যাজ্ঞানগোচরাঃ। অতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ॥ ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা' ইতি ; 'একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা। পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥' ইতি চ, 'মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্' (শ্রীশ্বে ৪।১০) ইতি শ্রুতিশ্চ। প্রকৃতি-শব্দেন স্বভাবমাহ—'ন তু তৎপর্য্যায়ং বিদ্যাৎ' ইতি জ্ঞাপনতাৎপর্য্যতয়াঽনূদ্য বিধেয়ত্বপ্রাপ্তেঃ পর্য্যায়মাত্রকথনে লক্ষণাত্বাভাবাজ্জ্ঞানাসিদ্ধেঃ। 'মায়িনন্তু মহেশ্বরম্' ইত্যত্র অনূদ্য বিধেয়ত্বস্যৈব লব্ধেশ্চ ; কিন্তু মায়িনং মহেশ্বরমিতি মহেশ্বরস্য মায়য়াশ্রিতত্বং বোধয়তি। ততশ্চ মহেশ্বরত্বমেবান্তরঙ্গং তদকৃত্রিমং চেত্যায়াতি ; 'ইন্দ্রো মায়াবান্ পুরুষঃ শূরঃ' ইতিবৎ। মায়ায়া বহিরঙ্গত্বেঽপি স্বাভাবিকত্বমেকদেশস্থিতস্যাগ্নেরিতি দৃষ্টান্তেনৈব লব্ধম্। মায়ায়া বহিরঙ্গত্বে চ ন তদ্দোষেণ মহেশ্বরত্বং লিপ্তং স্যাৎ ; যথোক্তং প্রথমে (৭।২৩) শ্রীমদর্জ্জুনেন—'ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥' ইতি সেয়মেব চিচ্ছক্তিঃ পরাত্বেন শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রোক্তা - 'যতীতগোচরা বাচাং মনসাঞ্চ বিশেষণা। জ্ঞানি-জ্ঞানপরিচ্ছেদ্যা বন্দে তামীশ্বরীং পরাম্॥' ইতি। অস্যা এব পরাত্বেনান্তরঙ্গত্বং পরমাচিন্ত্যত্বং বিবিধ বৃত্তিত্বং মহেশ্বরতাৎপর্য্যায়কত্বমপ্যুদ্দিষ্টম্ ; 'ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ॥'(শ্রীশ্বে ৬।৮)ইতি। অত্র খলু ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চেতি—পরাত্বস্যারোপোপজীব্য-বস্ত্বন্তরাভাবজ্ঞাপিতস্য স্বাভাবিকত্বস্য পরমাচিন্ত্যত্বস্য চ বোধকম্। তৃতীয়ে শ্রীসনকাদিবৈকুণ্ঠগমনে যোগমায়েতি নির্দ্দিষ্টা, চিচ্ছক্তিত্বেন স্বামিভির্ব্যাখ্যাতা, তত্ত্ববাদিভিশ্চ স্বভাষ্যে 'যোগমায়া চ মায়া চ তথেচ্ছাশক্তিরেব চ। মায়া-শব্দেন ভণ্যন্তে শব্দতত্ত্বার্থবেদিভিঃ॥' ইতি শব্দমহোদধিমুদাহৃত্য 'স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ। অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতম্॥' ইতি শ্রুতিমপি প্রমাণীকৃত্য যোগমায়া-শব্দবন্মায়া-শব্দোঽপ্যেতদ্বাচিত্বেন সম্মতঃ। শ্রীরামানুজচরণৈশ্চ 'মায়া বয়ুনং জ্ঞানম্' ইতি নির্ঘণ্টুস্থিতপর্য্যায়শব্দাঃ স্বভাষ্যে লিখিতাঃ। তৃতীয়ে স্বামিভিশ্চ 'সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা। মায়ানামেব' ইত্যত্র দ্রষ্টৃদৃশ্যানুসন্ধানরূপেতি। 'আত্মেচ্ছানুগতা বাত্মেত্যত্রাত্মেচ্ছা মায়া' ইতি। 'কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ। পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্॥ ততোঽভবন্মহত্তত্ত্বমব্যক্তাৎ

কালচোদিতাৎ' (শ্রীভা০ ৩.৫।২৬-২৭) ইত্যাব্যক্তমপি মায়া-শব্দেন বোচ্যতে স্ম ; 'প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নাস্যামেঽপি বিমোহিনী' ইত্যাদৌ মোহিনীশক্তিরপি। 'মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চ' ইতি বিশ্বপ্রকাশে, 'মায়া স্যাচ্ছাম্বরীবুদ্ধ্যোঃ' ইতি ত্রিকাণ্ডশেষে চ। কৃপাদয়োঽপি তৎপর্য্যায়াঃ দৃশ্যন্তে। অত্রৈব 'তস্যাং তমোবন্নৈহারম্' ইত্যাদৌ মায়া-শব্দেন প্রভাবমাত্রমভিপ্রেতম্ ; সত্যং, তৎপ্রকাশনেঽপি দোষাবিশেষাৎ, দৃষ্টান্তে চ তস্য তাদৃশত্বাৎ, তদৈবং তত্র তত্র যথাযথং মায়া-শব্দো যোজনীয়ঃ, শ্রীস্বামিব্যাখ্যা চেতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্। অত্র চ প্রকরণে মায়া-শব্দেন দুস্তর্কশক্তেরেবাভিধানম্ ; তদুক্তম্—'মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ। ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥' (শ্রীগী০ ৯।৪) ইতি। অতো যত্র যস্য স্পর্শো নাস্তি, তত্র তস্য স্থিতত্বং মিথ্যেতি, মিথ্যাত্বমপি তদ্ব্যাখ্যাতং যুক্তম্। কিঞ্চ, যা পরাখ্যশক্তিত্বেন উক্তা, সৈব বৈকুণ্ঠাদৌ স্বরূপ-বিভূতিব্যঞ্জিকা ; যথা 'ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে,-রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ' ইতি দ্বিতীয়ে (৯'১০), 'দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্' (শ্রীভা০ ১০।২৮।১৪) ইত্যগ্রে 'ইতীরেশেঽতর্ক্যৈ' ইত্যাদিকং 'সত্যজ্ঞান-' ইত্যাদিকঞ্চ পূর্ব্বত্র। এতন্ময়ী বিভূতিশ্চানশ্বরা ; যথা দ্বিতীয়ে তত্রৈব (৯।১০)—'ন চ কাল-বিক্রমঃ' ইতি ; শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'কলা-কাষ্ঠা-নিমেষাদি কালসূত্রস্য গোচরে। যস্য শক্তির্ন শুদ্ধস্য প্রসীদতু স মে হরিঃ॥' ইতি। 'কলামুহূর্ত্তাদিময়শ্চ কালো, ন যদ্বিভূতেঃ পরিণাম হেতু' ইতি চ অত্র শুদ্ধস্যেত্যুক্তত্বাৎ ভগবৎস্বভাবৈষা মহতী শক্তিঃ। যা ত্বপরা, সা ন তাদৃশী, কিন্তু যথা তত্রৈব— যস্যাযুতাযুতাংশাংশে বিশ্ব শক্তিরিয়ং স্থিতা ইতি ; 'সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ' ইতি চ। একাদশে (৩।১৬)—'এষা মায়া ভগবতঃ সৃষ্টি স্থিত্যন্ত কারিণী' ইতি, তদেবমপি যথার্হং বিবেচনীয়ম্॥ জী০ ২২॥

২২। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** যেহেতু এইরূপে আপনিই এই সর্বকারণ, সেই হেতু এই জগৎ **মায়াতঃ**—প্রধান (জগৎ কারণ) থেকে উদ্ভূত হয়ে তাতেই বিলীন হয়ে যায়। **ত্বয্যেব**—আপনাকে আশ্রয় করত **সদিব**—সৎ বস্তুর মতো—আপনার এই স্বরূপ বা নিত্যধামরূপ যে সৎবস্তু, তার মতো প্রকাশ পায়, অর্থাৎ আপনার সেই সেই সত্তা থেকেই যৎকিঞ্চিৎ সত্তা প্রাপ্তি করে থাকে—কারণ মায়া অর্থাৎ প্রধান আপনার শক্তি হওয়া হেতু তার আশ্রয়মাত্র 'সৎ' হয়ে যায়। যদি শ্রীভগবৎশক্তি যুক্ত না হত তবে অসৎ স্বরূপ এ শশকশৃঙ্গবৎ অলীক হয়ে যেত। শ্রীভগবানের সহিত যুক্ত হলেও শ্রীভগবানের অস্ফূর্তিতে স্বপ্নের মতো প্রতিভাত হয়ে থাকে এই জগৎ-স্থায়ী অর্থ অপ্রাপ্তি হেতু। অতঃপর **অন্তর্ধিষণম্**—অবিদ্যা দ্বারা লুপ্ত জ্ঞান হয়ে থাকে। সুখ ও জ্ঞানরূপ এই যে তনু পরব্রহ্মরূপে নির্ণীত হল, সেই তনু থেকে উদ্ভূত ইত্যাদি—এই তনু কিরূপ ? সচ্চিদানন্দরূপ—"হে অক্লিষ্টকারিণে ! সচ্চিদানন্দরূপ কৃষ্ণ তোমাকে ইত্যাদি।"—(শ্রীপূ০ গো০ তা০ ২)। এ সম্বন্ধে "একাদেশস্থিত অগ্নির দ্যুতি বিস্তারিণী" ইত্যাদি—বিষ্ণু-পুরাণ বাক্য—এবং "বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ' ইত্যাদি"—বেদান্ত বাক্য বিচার্য। এ সম্বন্ধে এরূপও বলা হয়—মায়া শব্দে কেউ কেউ মিথ্যা-অভিব্যঞ্জক উপদেশ বিশেষ, আবার কেউ কেউ দুর্বিতর্ক সত্য ব্যঞ্জক শক্তি-বিশেষও বলেন। প্রথম প্রকার মায়া—ইন্দ্রজাল পর্যায়, এই ইন্দ্রজাল বিজ্ঞজনে ধরা পড়ে। নিজে অন্য সবার বিশ্বাস জন্মিয়ে দেয়, কিন্তু নিজে ভ্রমে পড়ে না—কারণ এই ইন্দ্রজাল নিজ আশ্রয়ের প্রতি প্রভাব

বিস্তার করতে পারে না। অন্য জন আপাতমাত্র ভ্রমে পড়লেও কিন্তু ইহা তাদের জ্ঞান-নয়নাদি হরণ করতে পারে না—মরিচিকায় জল ভ্রমের মতো। দ্বিতীয় প্রকার মায়া—মুনি ও দেবতাদি সম্বন্ধে শোনা যায়, যথা—শ্রীসনকাদির বৈকুণ্ঠ গমন প্রসঙ্গে শ্রীভা০ ৩।১৬'৯ শ্লোকে শ্রীভগবানের মায়া বিভূতির কথা বলা আছে, যথা—"অখণ্ডবিকুণ্ঠ যোগমায়া-বিভূতি"।

(শ্রীস্বামিপাদের ব্যাখ্যা ঃ অখণ্ডা—অনবচ্ছিন্না এবং বিকুণ্ঠা-অপ্রতিহতা যোগমায়া বিলাসভূতা বিভুতি সম্পন্ন বৈকুণ্ঠেশ্বর ভগবান্। [কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিনশক্তি পরিণতি। চিৎশক্তি জীবশক্তি, আর মায়া শক্তি॥ চৈ০ম ২০]। এবং অন্য এক প্রকার ইন্দ্রজালের কথা বলা হচ্ছে, যা পূর্বের মতো নয়, যথা—(শ্রীভা৩।২৩।৯) নিজ মায়া-কল্পিত বিমানাদিতে দেবহূতিকে নিয়ে শ্রীকর্দম ঋষির বিহার প্রসঙ্গে যে যোগমায়ার কথা বলা হয়েছে, তা যোগোত্থ বিভূতি ইহা নিজ প্রয়োজন সাধনের জন্য কল্পিত হওয়া হেতু পূর্বের মতো নয়—এবং (শ্রীভা০ ১০।৭৬।১৭) শাল্যের সহিত প্রদ্যুম্নাদির যুদ্ধাদিতে শাল্যের মায়া-সৌভের পরাক্রমে যে শত্রু বিনাশাদি—তা প্রদ্যুম্নাদির দর্শন হেতু অন্য প্রকার। এই সব মায়া হল মুনি প্রভৃতির তপ আদিময়—আর শ্রীভগবানের ক্ষেত্রে ইহা স্বাভাবিক। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে মায়া সম্বন্ধে এরূপ বলা হয়েছে, যথা—হে সর্বাত্মন্ সুরেশ্বর! সর্বভূতে আপনার যে গুণাশ্রয়া ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা (গী০ জীবাখ্যা) শক্তি, সেই নিত্য শক্তিকে প্রণাম। আরও শ্রীভগবানের স্বাভাবিক অমিথ্যা ব্যঞ্জক শক্তির খবর শ্রীবিষ্ণুপুরাণ এরূপ দিয়েছেন, যথা—'শক্তয়ঃ সর্বভাবানাম্ ইত্যাদি অর্থাৎ সমস্ত ভাবের অচিন্ত্যজ্ঞান-গোচর শক্তি সকল শ্রীভগবানে বর্তমান। এই কারণে সেই ভগবানের শক্তি সকল সৃষ্ট্যাদি ভাবশক্তিরূপে ক্রিয়াশীল। হে তাপস শ্রেষ্ঠ অগ্নির যেমন উষ্ণতা ধর্ম স্বাভাবিক সেইরূপ শ্রীভগবানের শক্তি সকলও স্বাভাবিক।—(বি০ পু০ ১।৩।২)।

আরও, "একদেশ স্থিতস্যাগ্নেঃ ইত্যাদি তাৎপর্যার্থ—ঘরের এক কোণে স্থিত অগ্নির আলো যেমন সমস্ত ঘর ব্যাপে থাকে তেমনই পরব্রহ্ম ভগবানের শক্তি সমস্ত জগৎ ব্যাপে রয়েছে। অর্থাৎ শ্রীভগবৎ-শক্তিই জগৎরূপে পরিণতি লাভ করেছে।" (শ্রীশ্বে ৪।১০)—"মায়াকে শ্রীভগবানের স্বভাব বলে জানবে, আর মায়ী হলেন মহেশ্বর।" 'মায়ী হলেন মহেশ্বর' এ-কথায় এরূপ অর্থ-বোধ হচ্ছে, মায়া হলেন মহেশ্বর শ্রীভগবানের আশ্রিত তত্ত্ব।

অতঃপর মহেশ্বরতাই অন্তরঙ্গ, ইহাই অকৃত্রিম এইরূপ অর্থ আসছে—'বীর ইন্দ্র মায়াবান্ পুরুষ' এই বাক্যের মতো। মায়ার বহিরঙ্গ ভাব থাকলেও স্বাভাবিকতাও আছে—এ পাওয়া যাচ্ছে 'একদেশস্থিত অগ্নির' দৃষ্টান্তে। মায়ার বহিরঙ্গতা দোষ থাকলেও সেই দোষে মহেশ্বরত্ব লিপ্ত হচ্ছে না। এর প্রমাণ,—শ্রীমৎ অর্জ্জুন বলছেন—'তুমিই আদ্যপুরুষ, প্রকৃতির অতীত, সাক্ষাৎ ঈশ্বর, অতএব নির্লিপ্ত। তুমি স্বরূপ-শক্তি পট্টমহিষী সম চিৎশক্তির দ্বারা দুর্ভাগা সম মায়াকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সেই চিৎশক্তির সহিত নিজ চিন্ময় স্বরূপে বিরাজমান।"—(শ্রীভা০ ১।৭।২৩)। সেই চিৎশক্তিকে শ্রীবিষ্ণু পুরাণে পরা স্বরূপ বলা হয়েছে—"যিনি বাক্য-মন বিশেষণের অগোচর, জ্ঞানীর জ্ঞানের সীমার বাইরে অবস্থিত, সেই পরা ঈশ্বরীকে বন্দনা করি।" এই চিৎশক্তিরই পরা ভাব থাকা হেতু অন্তরঙ্গ ভাব, পরম অচিন্ত্য ভাব, বিবিধবৃত্তিত্ব এবং মহেশ্বর

তাৎপর্যকত্বও উদ্দিষ্ট।—"শ্রীভগবানের কার্য-কারণ নেই, তার সমান-অধিক দেখা যায় না। এই 'পরা' শ্রীভগবানের বিবিধ শক্তির কথা শোনা যায়—স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া। যা স্বরূপের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ বিশিষ্ট, তাকেই স্বাভাবিক (বা স্বরূপগত) শক্তি বলে, যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি। এই স্বাভাবিক শক্তি তিনরূপে পরিণতি প্রাপ্ত হয়, চিৎশক্তি জীবশক্তি, আর মায়া শক্তি।— জ্ঞানশক্তিপ্রধান বাসুদেব-চিত্তাধিষ্ঠতা, ক্রিয়াশক্তিপ্রধান সঙ্কর্ষণ সৃষ্টিকর্তা, ইচ্ছাশক্তি প্রধান কৃষ্ণ) সম নেই অধিক নেই, এই কথায় পরা ভাবের আরোপোপজীব্য বস্তু অন্তর-অভাব জ্ঞাপন স্বাভাবি কতা পরমাচিন্ত্যতা বোঝানো হল। তৃতীয় স্কন্ধে শ্রীসনকাদির বৈকুণ্ঠ গমন প্রসঙ্গে মূল শ্লোকে যাঁকে 'যোগমায়া' বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, স্বামিপাদ তাঁকেই চিৎশক্তি রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তত্ত্ববাদিগণও স্বভাষ্যে –'শব্দার্থ বিদ্‌গণের দ্বারা মায়া শব্দে যোগমায়া, মায়া এবং ইচ্ছাশক্তি কথিত হয়।' এইরূপে 'শব্দমহোদধির' উদাহরণ তুলে এবং—'সনাতন বিষ্ণু স্বরূপভূত মায়া নামক নিত্যশক্তির সহিত যুক্ত, তাই তাকে মায়াময় বলা হয়।' শ্রুতি প্রমাণ তুলে প্রমাণ করলেন যোগমায়া শব্দের মত মায়া শব্দও চিৎশক্তি বোধকরূপে সম্মত। শ্রীরামানুজচরণ "মায়া, বয়ুন, জ্ঞান" এইরূপে অভিধানস্থিত পর্যায় শব্দ নিজ ভাষ্যে লিখেছেন। শ্রীস্বামিপাদ (শ্রীভা০ ৩।৫।২৫) 'সা বা এতস্য' ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় লিখেছেন দ্রষ্টৃস্বরূপ পরমেশ্বরের দ্রষ্টৃদৃশ্য অনুসন্ধানরূপা ও কার্য-কারণ রূপা শক্তিই মায়া। (শ্রীভা০ ৩।৫ ২৩) শ্লোকের 'আত্মেচ্ছানুগতা' বাক্যের অর্থ করতে গিয়ে স্বামি-পাদ বললেন—'আত্মেচ্ছা যা মায়া' অর্থাৎ শ্রীভগবানের ইচ্ছাই হল মায়া।—'কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং'—(শ্রীভা০ ৩।৫।২৬-২৭) শ্লোকে অব্যক্তকেও মায়া শব্দে অভিহিত করা হল।—"সম্ভবতঃ ইহা আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মায়া হবে, কারণ অন্য মায়া আমাকে মোহিত করতে পারে না।"—(শ্রীভা০ ১০।১৩।৩৭) এই শ্লোকে মায়াকে মোহিনী শক্তিও বলা হল।—"মায়া দম্ভে কৃপায়" - বিশ্বপ্রকাশ 'মায়া, শাম্বরী, ত্রিকাণ্ড শেষ। মায়া শব্দের তাৎপর্য কৃপাদিও দেখা যায়। এখানে ব্রহ্মার উপর যে কৃষ্ণমায়া তার সহিত (শ্রীভা০ ১০।১৩।৪৫) হিমজনিত অন্ধকারের উপমা দেওয়াতে বুঝা যাচ্ছে, 'মায়া' শব্দে মায়ার প্রভাব মাত্রই অভিপ্রেত। এই প্রকরণে মায়াশব্দের দ্বারা কৃষ্ণের দুস্তর্ক শক্তিরই অর্থ সম্যক্ প্রকাশ হয়। সেই কথাই বলা হচ্ছে—এই জগৎ আমা কর্তৃক পরিব্যাপ্ত, কিন্তু আমি তার কিছুতেই অবস্থিত নই। ভূত সকলও আমাতে অবস্থিত নয়। আমার অসাধারন অঘটিত-ঘটনা চাতুর্যময় যোগৈশ্বর্য দেখ। অতএব যেখানে যার স্পর্শ নেই, সেখানে তার অবস্থিতি মিথ্যা, এইরূপে মিথ্যারূপেও জগতকে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে, ইহা যুক্তিযুক্তই। আরও, যা পরা নামক শক্তিরূপে বলা হয়েছে, তা বৈকুণ্ঠাদি আধারে স্বরূপ বিভূতি ব্যঞ্জিকা। —"যথায় লৌকিক সুখ দুঃখাদির হেতুভূতা 'মায়া' পর্যন্ত নেই তথায় সুরাসুর বন্দিত ভগবৎপার্ষদগণ সদা বিরাজমান।—(ভা০ ২।৯।১০) (মায়া-জগৎসৃষ্টাদি হেতু ভগবৎ শক্তি)।—শ্রীবিশ্ব টীকা। "শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে প্রকৃতির অতীত ব্রহ্মস্বরূপ বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করালেন।"—(শ্রীভা০ ১০।২০।১৪)।

এই আমাতে যে বিভূতি, তা নশ্বর নয়, যথা—"বৈকুণ্ঠে কাল বিক্রম নেই"—(ভা০ ২।৯।১০)। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"কলা মুহূর্তাদিময় কাল যার বিভূতির পরিণাম হেতু নয়।" "যে শুদ্ধের শক্তি নিমেষাদি কালসূত্রের গোচরে নয়, সেই হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।"

Acc. No ...110...
Call No 294·5926Z(2)Ms(0)
Date 30-5-88

'শুদ্ধ' বলতে বুঝা যাচ্ছে, এই 'পরা' মহতী শক্তি শ্রীভগবৎস্বভাবা। কিন্তু 'অপরা'যে শক্তি, তা তাদৃশ নয়। কিন্তু ইহা যেরূপ তা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে সেখানেই বলা আছে, যথা—"যে মহতী শক্তির অযুতাযুত অংশের অংশে এই বিশ্বশক্তি অবস্থিতা।" "সৃষ্টি আদির হেতু ভাবশক্তি সমূহ অর্থাৎ অগ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায় সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতুভূতা স্বাভাবিকী শক্তি।"—"ভগবানের এই মায়া সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কারিণী"—(ভা° ১১।৩।১৬), সুতরাং এরূপ (অর্থাৎ অপরা শক্তিও) যথাযোগ্য বিবেচনীয়॥ জী° ২২॥

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা :** তস্মাৎ ইদঙ্কারাস্পদং জগদেব মায়িকং মধ্যমপরিমাণবত্বেইপ্যেতৎ-পরিচ্ছেদকং ত্বদ্বপুস্তু শুদ্ধসত্ত্বাত্মকমেবেতি প্রকরণমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। অসৎ সার্ব্বকালিকসত্তারহিতং স্বরূপং যস্য তৎ। অতএব স্বপ্নাভং স্বপ্নাত্মজ্ঞানবদল্পকালবর্ত্তি নতু স্বাপ্নিকবস্তুবদস্য জগতোমিথ্যাত্বং ব্যাখ্যেয়ং "প্রধানপুংভ্যাং নরদেবসত্যকৃ"দিতি সপ্তমোক্তেঃ "সত্যং হ্যেবেদং বিশ্বমসৃজতে"তি মাধ্বভাষ্যপ্রমাণিতশ্রুতেশ্চ। অস্তা লুপ্তা ধিষণা জ্ঞানমবিদ্যয়া যস্য তৎ। নিত্যমিতি সন্ধিনী, সুখমিতি হ্লাদিনী, বোধ ইতি সম্বিদতঃ এতৎ স্বরূপশক্তিত্রিতয়াত্মকত্বাৎ সদানন্দ চিন্ময্যঃ তনবো যস্য তস্মিন্ ত্বয়ি অধিষ্ঠানে মায়াতঃ কারণাদুদ্যৎ উদগচ্ছৎ অপি যৎ অস্তং গচ্ছদপি সদিব সার্ব্বকালিকমিব। যদ্বা, যস্মাৎ সদনুগ্রাহকানি ত্বৎস্বরূপাণ্যেব মঙ্গলানি তস্মাদিদং জগদেব অসৎ স্বরূপং অমঙ্গলাত্মকং ননু মিথ্যাভূতস্য জগতঃ কিং ভদ্রাভদ্রবিচারেণ তত্রাহ—স্বপ্নাভং স্বপ্নবন্ন ভাতীতি তৎমিথ্যাত্বেন ন প্রতীতমিত্যর্থঃ। কিন্তু অস্তধিষণত্বাৎ পুরুদুঃখদুঃখত্বাদভদ্রমপি সদিব বিষয়ানন্দদৃষ্ট্যা উত্তমমিবাভাতি॥ বি° ২২॥

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ :** সুতরাং এই আকারাস্পদ জগৎই মায়িক। মধ্যমাকার বিশিষ্ট হয়েও এই পরিচ্ছন্ন (সীমিত) শ্রীকৃষ্ণ বপু শুদ্ধসত্ত্বাত্মক, এই সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রকরণের উপসংহার করা হচ্ছে—তস্মাৎ ইতি। **অসৎ** – সার্বকালিক সত্তারহিত-স্বরূপ বিশিষ্ট যা, তাই অসৎ; অতএব **স্বপ্নাভং**—স্বাপ্নিক জ্ঞানের মত অল্পকালবর্তী, কিন্তু স্বাপ্নিক বস্তুর মত জগৎ মিথ্যা, এরূপ ব্যাখ্যা করা যাবে না।—"শ্রীভগবান্ প্রধান-মায়াশক্তি পুরুষ এবং স্বাংশের সহিত বর্তমান। জগৎ 'সত্যকৃৎ' শ্রীভগবানের শক্তিকার্য এই জগৎ মিথ্যা হতে পারে না, কার্যমাত্রের মিথ্যাত্বেই তার অনুমেয় শ্রীভগবানেও প্রমাণের অভাব এসে যাওয়া হেতু।"—(শ্রীভা° ৭।১।১১)। **অস্তাধিষণা জগৎ**—অবিদ্যা দ্বারা যার ধিষণা (জ্ঞান) 'অস্তা' লুপ্ত হয়েছে, সেই জগৎ। **নিত্যম্ ইতি**—সন্ধিনী শক্তি। **সুখম্**—হ্লাদিনী শক্তি। **বোধ**—সম্বিৎ শক্তি;—এই স্বরূপ শক্তিত্রয়াত্মক হওয়া হেতু সচ্চিদানন্দময় শরীর যাঁর, সেই **ত্বয়ি**—ত্বদীয় অধিষ্ঠানে **মায়াতঃ**—'কারণাৎ' মায়ারূপা কারণ থেকে **উদ্যত**—উদ্ভূত (উৎপত্তি) হলেও, পুনরায় নাশ প্রাপ্ত হয়ে গেলেও যেন **সৎ**—সর্বকালিক, এরূপ প্রতিভাত হয় এই জগৎ। অথবা, যেহেতু সদনুগ্রাহক ত্বদীয় স্বরূপ সকলই মঙ্গল-প্রবাহ। **তস্মাদিদং**—তাই 'ইদং' এই জগৎ **অসৎ স্বরূপ**—অমঙ্গলাত্মক। আচ্ছা মিথ্যাভূত জগৎ সম্বন্ধে ভদ্রাভদ্র বিচারের কি প্রয়োজন আছে, এরই উত্তরে, **স্বপ্নাভং**—[স্বপ্ন + ন + ভং] স্বপ্নবৎ প্রকাশ পায় না অর্থাৎ এই জগৎ মিথ্যা বলে প্রতীত হয় না। কিন্তু **অস্তধিষণত্বাৎ**—অবিদ্যা দ্বারা জ্ঞান লুপ্ত হওয়াতে অতিশয় দুঃখস্বরূপ অভদ্র হলেও **সদিব**—বিষয়ানন্দ দৃষ্টিতে উত্তমের মতই প্রকাশ পায়॥ বি° ২২॥

**২৩। একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।**
**নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ পূর্ণাদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ॥**

**২৩। অন্বয়ঃ** একঃ ত্বং সত্যঃ আত্মা (পরমাত্মা) আদ্যঃ পুরাণঃ পুরুষঃ নিত্যঃ পূর্ণঃ অজস্রসুখঃ অক্ষরঃ অমৃতঃ অনন্তঃ অদ্বয়ঃ উপাধিতঃ মুক্তঃ নিরঞ্জনঃ (নির্ম্মলঃ) [ভবসি]।

**২৩। মূলানুবাদঃ** হে কৃষ্ণ! আপনি পরমাত্মা, পুরাণপুরুষ, সত্যস্বরূপ, স্বপ্রকাশ, অনন্ত, সর্বাবতারাবতারী, পূর্ণ, অদ্বয়, উপাধিমুক্ত অমৃত স্বরূপ।

---

**২৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** পুনরবান্তর-প্রকরণং তথৈব উপসংহরতি—এক ইতি। যস্মাৎ 'নারায়ণস্ত্বম্' ইত্যাদি, 'একোঽসি' ইত্যাদি চ, তস্মাৎ সপাণিকবলোঽয়ং ত্বমেক এবাত্মা সর্ব্বেষাং প্রাপঞ্চিকাপ্রাপঞ্চিকানাং মূলস্বরূপম্, 'তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্' ইতি, 'সাক্ষাৎ প্রকৃতিপরো যোঽয়মাত্মা গোপালঃ কথং ত্ববতীর্ণো ভূম্যাং হ বৈ' ইতি গোপালতাপনীশ্রুতেঃ। বক্ষ্যতে চ—'সর্ব্বেষামপি ভাবানাম্' ইত্যাদি, 'কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বম্' (শ্রীভা০ ১০।১৪।৫৫) ইত্যাদি চ। তত্র 'আত্মঃমেব সাধয়তি পুরুষঃ' ইত্যাদিনা, তত্র 'পুরুষো যোঽসাবুত্তমঃ, পুরুষো গোপালঃ' ইতি শ্রুতেঃ। পুরাণঃ—'গূঢ়ঃ পুরাণ-পুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ' (শ্রীভা০ ১০।৪৪।১৩) ইতি বক্ষ্যমাণাৎ; সত্যঃ—'সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যম্' (শ্রীভা০ ১০।২।২৬) ইত্যাদ্যুক্তত্বাৎ; স্বয়ং জ্যোতিঃ—'যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং, যো বিদ্বাংস্তস্মৈ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণঃ। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং, মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং ব্রজেৎ' (শ্রীগো তা পূ ৪।৫) ইতি তৎশ্রুতেঃ; অনন্তঃ—'ন চান্তর্ন বহির্যস্য' (শ্রীভা ১০।৯।১৩) ইত্যাদি; 'যোঽয়ং কালস্তস্য তে' (শ্রীভা ১০।৩।২৬) ইত্যাদ্যুক্তত্বাৎ; আদ্যঃ—'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ' ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।১); 'বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ', (শ্রীভা ১০।৩।১৩) ইত্যাদি শ্রীবসুদেববাক্যাদেঃ; নিত্যঃ—'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা,-মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তং পীঠগং যে নু যজন্তি বিপ্রা,-স্তেষাং সিদ্ধিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥' শ্রীগো তা পূ ৩।৩), 'এতেদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যো, নিত্যোদ্যুক্তাঃ সংযজন্তে ন কামান্। তেষামসৌ গোপরূপঃ প্রযত্নাৎ, প্রকাশয়েদাত্মপদং তদৈব॥' ইতি তচ্ছ্রুতেঃ; অক্ষরঃ—'যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽয়মক্ষরাদপি চোত্তমঃ' ইতি শ্রীগীতাভ্যঃ (১৫।১৮); অজস্রসুখঃ—'কৃষ্ণাত্মকো নিত্যানন্দৈকরূপঃ' (শ্রীগো তা পূ) ইতি তৎশ্রুতেঃ; 'কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ' (শ্রীভা ১০।৩।১৩)—ইতি শ্রীবসুদেববাক্যাদেঃ; নিরঞ্জনঃ—'বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থয়া, সমাপ্তসর্ব্বার্থম্' ইতি (শ্রীভা ১০।৩৭।২২) শ্রীনারদ বাক্যাৎ; পূর্ণঃ—'তে হোচুরুপাসনমেতস্য গোবিন্দস্যাখিলাধারিণো ব্রূহি' ইতি তৎশ্রুতেঃ,'কো বেত্তি ভূমন্' (শ্রীভা ১০।১৪।২১) ইত্যাদি-ব্রহ্মবাক্যাদেঃ; অদ্বয়ঃ—'অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ' (শ্রীগো তা পূ) ইতি তৎশ্রুতেঃ; মুক্তঃ—'উপাধিতঃ সাক্ষাৎ-প্রকৃতিপরঃ' ইতি তৎশ্রুতেঃ; অমৃতঃ—'গোবিন্দান্মৃত্যুর্বিভেতি' (শ্রীগো তা পূ) ইতি তৎশ্রুতেঃ, 'মর্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্, লোকান্ সর্ব্বান্' (শ্রীভা ১০।৩।২৭) ইত্যাদিবাক্যাদেঃ; তথা জন্ম-জরাভ্যাং ভিন্নঃ—'স্থাণুরয়মচ্ছেদ্যোঽয়ম্, যোঽসৌ সৌর্য্যে তিষ্ঠতি, যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতি, যোঽসৌ গোপান্ পলয়তি,

যোঽসৌ গোপেষু তিষ্ঠতি' (শ্রীগো তা ১।১২) ইত্যাদি তৎশ্রুতেরেব। তত্র টীকায়াং পদত্রয়েণ চতুর্বিধং ক্রিয়াফলং বারয়তীতি তদ্বারণং সমাপয়তীত্যর্থঃ ॥ জী০ ২৩ ॥

২৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** অবান্তর প্রকরণ শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা যথার্থরূপে স্থাপন করবার পর এখন প্রস্তুত বিষয়ের উপসংহার করা হচ্ছে—এক ইতি। এই শ্লোকে ব্রহ্মার উল্লিখিত কৃষ্ণের স্বরূপবাচি পদের পক্ষে এখানে শাস্ত্র প্রমাণ উদ্ধৃতি দেওয়া যাচ্ছে—যেহেতু (১০।১৪।১৪) শ্লোকে বলা হয়েছে, 'আপনিই নারায়ণ' ইত্যাদি এবং (১০।১৪।১৮) শ্লোকে "আপনি 'এক' অদ্বিতীয় স্বরূপ' ইত্যাদি, সেই হেতু **একত্বমাত্র**—আপনার 'সপাণি কবল' বিগ্রহ 'এক'ই 'আত্মা' প্রাপঞ্চিক অপ্রাপঞ্চিক সব কিছুর মূল স্বরূপ। "আপনি এক অদ্বিতীয় গোবিন্দ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ" ইতি, "সাক্ষাৎ প্রকৃতীর অতীত এই যে পরমাত্মা স্বরূপ গোপাল, ইনি কি করে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন" ইতি—গোপাল তাপনী শ্রুতি। এই শ্রীমদ্ভাগবতেই মহাদেব বলছেন—"হে দেবদেব, জগদ্ব্যাপী, জগদীশ, জগন্ময়! আপনি যাবতীয় বস্তুর মূল নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। আপনি জড়প্রধান নন, পরন্তু সমগ্র চেতনার আত্মা ও নিয়ামক।"—(শ্রীভা০ ৮।১২।৪)। আরও, "শ্রীশুকদেব বলছেন—হে রাজা পরীক্ষিৎ! তুমি কৃষ্ণকে অখিল জীবের পরমাত্মা বলে জানবে।"—(জা০ ১০।২৪।৫৫)। **পুরুষ**—"আত্মত্ব অর্থাৎ গোবিন্দ স্বরূপই পুরুষকে নিশ্চয়রূপে পরিচয় করিয়ে দেয়" ইত্যাদি,—"যিনি 'পুরুষ' তিনিই উত্তম পুরুষ গোপাল।"—শ্রুতি। **পুরাণ**—"বিচিত্র বনমালায় বিভূষিত হয়ে পুরাণ পুরুষ শ্রীবৃন্দাবনে গূঢ় ভাবে বিহার করছেন।"—(শ্রীভা০ ১০।৪৪।১৩)। **সত্যঃ**—"দেবতাগণের স্তবে—"হে নিত্যসত্যস্বরূপ, আশ্রিত পালনরূপ সত্যব্রতধারী, সর্বদেশ কালে সর্বশ্রেষ্ঠ"—(শ্রীভা০ ১০।২।২৬)। এইরূপে নানা প্রমাণ থাকা হেতু প্রস্তুত শ্লোকস্থ শ্রীভগবানের স্বরূপের পরিচয় দৃঢ়ীকৃত হল। **স্বয়ং জ্যোতি**—"যে কৃষ্ণ ব্রহ্মাকে অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রদানে পালন করেন সেই 'আত্মবুদ্ধি প্রকাশক' পরম দেবতার শরণাগত হয় বিদ্বান মুমুক্ষুগণ।"—(গো০ তা০ পূ ৪।৫)। **অনন্তঃ**—"যার অন্তর্দেশ নেই বর্হিদেশ নেই" ইত্যাদি—(শ্রীভা০ ১০।৯।১৩)।—"এই যে মহীয়ান কাল, যার দ্বারা এই বিশ্ব পরিবর্তিত হচ্ছে, সেই কাল আপনারই ক্রিয়া শক্তি। আপনি সর্বশক্তি অভয়ের আধার।"—(শ্রীভা০ ১০।৩।২৬) এইরূপ উক্তি থাকা হেতু। **আদ্যঃ**—"ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ" ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতা (৫।১), "আপনি যে স্বয়ং ভগবান্, তা জানলাম।"—(শ্রীভা০ ১০ ১।১৩) বসুদেব বাক্য থাকা হেতু। **নিত্যঃ**—"যিনি নিখিল নিত্যের নিত্য, নিখিল চেতনার চেতনা, বহু হয়েও এক অর্থাৎ অদ্বিতীয়, যিনি জীবের সব অভিলাষ পূরণ করেন, সেই কল্পদ্রুমবেদীমূলস্থ ভগবান্‌কে যে বিপ্র সকল অর্চন করেন, তাঁদের শাশ্বতি সিদ্ধি লাভ হয়ে থাকে—অন্যের হয় না"—(শ্রীগো০ তা০ পূ০ ৩।৩)। "এই বিষ্ণুর পরমপদ যিনি নিত্য উত্তম সহকারে ভক্তি ভরে পূজা করেন, বিষয়ের পূজা নয়, তার নিকট গোপকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ-ই নিজপদ প্রকাশ করেন, প্রযত্ন হেতু।" এইরূপ শ্রুতি থাকা হেতু। **অক্ষরঃ**—"আমি 'ক্ষরঃ' জীবাত্মা রূপ পুরুষের অতীত, অক্ষর ব্রহ্ম হতেও উত্তম, বিকার রাহিত্য হেতু পরমাত্ম পুরুষ হতেও শ্রেষ্ঠ।"—(গীতা ১৫।১৮)। **অজস্র সুখঃ**—"কৃষ্ণাত্মক নিত্যানন্দৈকরূপ"—(শ্রীভো০ তা০ পূ) ইতি শ্রুতি হেতু।—"বিশুদ্ধ অনুভবের সহিত

অভিন্ন আনন্দস্বরূপ"—(শ্রীভা০ ১০।৩।১৩)। এইরূপ বসুদেব বাক্য হেতু। **নিরঞ্জন**—নির্মল।—"বিশুদ্ধ অনুভবস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাঁরই সান্দ্রীভূতরূপ যে ঈশ্বর, সেই আপনাকে প্রণাম করছি" (ভা০ ১০।৩৭।২২) শ্রীনারদের বাক্য হেতু। **পূর্ণঃ**—"আপনারা অখিলবস্তু ধারণকারী এই গোবিন্দের উপাসনা বলুন।" শ্রুতিতে থাকা হেতু। 'হে সর্বথা পরিপূর্ণ পুরুষ'—(শ্রীভা০ ১০।১৪।১১)। ইত্যাদি ব্রহ্মার বাক্য হেতু। **অদ্বয়ঃ**—"অদ্বিতীয় মহৎ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম প্রণাম"—(শ্রীগোপাল তা০পূ) এইরূপ শ্রুতি হেতু; **উপাধিতো মুক্তঃ**—"উপাধিমুক্ত সাক্ষাৎ প্রকৃতির অতীত।" শ্রুতি হেতু। **অমৃতঃ**—"গোবিন্দ থেকে মৃত্যু ভয়ে পলায়ন করে" (গো তা পূ) এইরূপ শ্রুতি থাকা হেতু। "এই মর্তলোকে মৃত্যুরূপ সর্পভয়ে ভীত লোক ব্রহ্মাদি সকল লোকে ধাবমান হয়েও নির্ভয় হতে পারে নি।"—(শ্রীভা ১০।৩।২৭) ইত্যাদি বাক্য হেতু। তথা 'অমৃত' জন্ম নেই জরা নেই, এরূপে যিনি অন্য সব থেকে ভিন্ন—"ইনি স্থির, অখণ্ডনীয়। ইনি সূর্য সম্বন্ধিয় তেজে আছেন, গো-তে আছেন, গোপগণকে পালন করেন, গোপেদের মধ্যে আছেন।" ইত্যাদি শ্রুতি থাকা হেতু।—[শ্রীস্বামিপাদের টীকায় অমৃতত্ব প্রতিপাদনের জন্য চতুর্বিধ ক্রিয়ার ফল নিষেধ করা হয়েছে—স্বয়ং জ্যোতি, নিরঞ্জন এবং উপাধিতো মুক্ত এই পদত্রয়ের দ্বারা। এর ভাব এ সম্বন্ধে 'আদ্য' পদে উৎপত্তি নিষেধ করা হচ্ছে। শ্রীভগবৎ প্রাপ্তিও ক্রিয়া বা জ্ঞানের দ্বারা হয়ে থাকে ক্রিয়া দ্বারা প্রাপ্তি 'আত্ম' (আত্মা দৃশ্য নয়, অতএব সত্য) পদে নিষেধ করা হচ্ছে। জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্তি 'স্বয়ং জ্যোতি' পদে বারণ করা হচ্ছে। আশু ধানকে যেমন উদূখলে কিম্বা ঢেকিতে কুটে তার তুষ দূরীভূত করা হয় সেইরূপে উপাধি দূরীকরণে বিকৃত হউক না, উপাধি না থাকায় তা সম্ভব নয়—তাই বলা হচ্ছে 'মুক্ত উপাধিত' ইতি ]॥ জী০ ২৩॥

**২৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** কিঞ্চ, তবানন্তমূর্ত্তিত্বেঽপি ত্বমচিন্ত্যশক্ত্যা একমূর্ত্তিরেবেত্যাহ—এক ইতি। ত্বং এক আত্মা পরমাত্মেত্যর্থঃ। জীবাত্মনাং বহুত্বেনৈকত্বাভাবাৎ। নন্বু পরমাত্মা নিরাকার এব ন পুরুষঃ পুরুষশব্দস্যাকৃতিমত্যেব পদার্থে রূঢ়ে। কিমন্যঃ পুরুষঃ ইবার্ব্বাচীনঃ ন পুরাতনঃ। নন্বু নন্দপুত্রস্যাদর্বাচীনোঽপ্যহং পুরাতনো ভবতঃ স্তুত্যৈবাভূবং নতু যথার্থতয়েতি তত্রাহ, সত্যঃ ত্বং নন্দপুত্রোঽপি সত্যস্ত্রৈকালিক সত্তাবান্ পুরাণ পুরুষ ইত্যর্থঃ। নন্বস্য পুরুষস্য কালকর্ম্মাদি প্রকাশ্যত্বাদহমপি কিং তথৈব। ন স্বয়ংজ্যোতিস্তন্তু স্বপ্রকাশঃ কিং সূর্য্যাদিবৎ পরিচ্ছিন্নঃ ন অনন্তঃ ন বিদ্যতেঽন্তঃ কালতো দেশতশ্চ যস্য সঃ নন্বন্যেঽপ্যবতারা এবম্ভূতা এব তেষামহং কতমস্তত্রাহ, আদ্যঃ ত্বং তেষামপি মূলভূতোঽবতারীত র্থঃ। নন্বহং দ্বিপরার্দ্ধান্তে কিমেতৎস্বরূপেণৈবাবস্থাস্যামি নবেত্যত আহ, নিত্যঃ জগদিদং পুরাতনমপি সত্যমপি দ্বিপরার্দ্ধান্তে স্বরূপেণাস্থায়িত্বাদনিত্যমুচ্যতে। ত্বন্তু তদাপি নন্দপুত্রাকারেণাপি স্থাস্যসীতি নিত্য উচ্যসে। তদাকারস্য পূর্ণব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ "যোঽসৌ সৌর্য্যে তিষ্ঠতী"ত্যাদৌ "যঃ সাক্ষাৎ পরব্রহ্মেতি গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনমি"তি বা তাপনীশ্রুতেঃ। "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহ"মিতি স্বয়ুক্তেশ্চ। নন্বাকারবতঃ ষড়্বিকারবত্ত্বেন প্রতিক্ষণক্ষরত্বাদহমপি কিং তথৈব। ন অক্ষরঃ নন্বাকারবন্তো হ্যবশ্যমেব সুখদুঃখধর্ম্মানো ভবন্তি তত্রাহ—অজস্রসুখঃ। নন্বু মম বাল্যে গোপীস্তন্যদুগ্ধদধিঘৃতাদিষু লোভঃ পৌগণ্ডে কালিয়াদিষু

কোপঃ, কৈশোরে গোপিকাসু কাম ইত্যহং কামাদিমালিন্যযুক্ত এব, ন নিরঞ্জনঃ ত্বৎকামাদীনামপি চিন্ময়ত্বাৎ। নন্বু তদপি গোপিকাদিসাপেক্ষত্বাদপূর্ণস্তু ভবাম্যেবেতি তত্রাহ—পূর্ণঃ প্রেমভক্তিসাপেক্ষত্বং হি ন পূর্ণত্বং ব্যাহন্তীত্যর্থঃ। নন্বেবম্ভূতো মদ্বিধঃ কোঽপ্যন্যো বর্ত্ততে ন বেতি তত্রাহ অদ্বয়ঃ। নন্বু সত্যমদ্বয়ত্বাৎ পূর্ণব্রহ্মৈবাহং তদপি কেচিন্মাং বিদ্যোপাধিং মন্যন্তে তত্রাহ—উপাধিতো মুক্ত ইতি "বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং ভিন্ন" ইতি গোপালতাপনীশ্রুতেঃ। যতস্ত্বমমৃত ইতি "অমৃতং শাশ্বতং ব্রহ্মে"তি শ্রুত্যুক্তমমৃতশব্দবাচ্যং নিরুপাধি ব্রহ্মৈব। শ্লেষেণ ন বিদ্যতে মৃতং মৃত্যুর্যস্মাৎ স ইতি ॥ বি০ ২৩ ॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** আরও, আপনার অনন্তমূর্তি থাকা সত্বেও আপনি অচিন্ত্য শক্তিতে এক মূর্তিই, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—এক ইতি। আপনি এক **আত্মা**—পরমাত্মা, এরূপ অর্থ। জীবাত্মা বহু বলে তার একত্বের অভাব। আচ্ছা, পরমাত্মা তো নিরাকার, পুরুষ নয়—পুরুষ শব্দে তো আকৃতি বিশিষ্টই বুঝা যায়। এঁ কি অন্য পুরুষের মতো অর্বাচীন, পুরাতন নয় ? আচ্ছা নন্দপুত্র বলেই আমি অর্বাচীন হলেও পুরাতন-আপনার স্তুতি যোগ্য হয়েছি, কিন্তু যথার্থভাবে নয়—এরই উত্তরে, **সত্যঃ**—আপনি নন্দপুত্র হলেও 'সত্য' ত্রৈকালিক সত্তাবান্ পুরাণ পুরুষ।

পূর্বপক্ষ, আচ্ছা এই পুরুষের কাল-কর্মাদির প্রকাশক ভাব হেতু আমিও কি কাল কর্মাদির মতো এই পুরুষের দ্বারা প্রকাশিত ? না আপনি তো **স্বয়ংজ্যোতিঃ**—স্বপ্রকাশ। সূর্যের মত কি সীমিত ? না, **অনন্ত**—কালতঃ দেশতঃ যাঁর অন্ত নেই সেই পুরুষ। আচ্ছা, অন্য অবতারগণও তো এই রূপই—তাদের মধ্যে আমি কোন্‌টি ? এরই উত্তরে, **আদ্যঃ** - আপনি তাদেরও মূলভূত অবতারী, এইরূপ অর্থ।

আচ্ছা আমি দ্বিপরার্ধ অন্তে কি এই স্বরূপেই বিরাজমান থাকি-বা থাকি না, এর উত্তরে বলা হচ্ছে, **নিত্যঃ**—এই জগৎ পুরাতন হলেও সত্য হলেও দ্বিপরার্ধ অন্তে স্বরূপে থাকে না বলে ইহাকে অনিত্য বলা হয়। আপনি কিন্তু তখনও নন্দপুত্র আকারেই বিরাজমান্ থাকেন, তাই নিত্য বলা হচ্ছে—সেই আকারেরই পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপ হওয়া হেতু—"যিনি এই বৃন্দাবনে থাকেন।" ইত্যাদি। বা "যিনি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম-সেই গোবিন্দ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বৃন্দাবন-কল্পতরু তলাসীন।"—তাপনী শ্রুতি থাকা হেতু। "আমি ব্রহ্মের বাসস্থান"—গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি। আচ্ছা, যার শরীর আছে, সেতো ষড়্‌বিকারবান্ হওয়া হেতু প্রতিক্ষণ অপক্ষয় শীল, আমিও কি সেইরূপ অপক্ষয়শীল ? না আপনি সেইরূপ নন—আপনি **অক্ষর**—অপক্ষয়শীল নন। আচ্ছা, যাদের শরীর আছে তারা নিশ্চয়ই সুখ-দুঃখ দেহ ধর্ম যুক্ত, এরই উত্তরে, **অজস্র সুখ**—আচ্ছা বাল্যে আমার গোপীস্তন-দুধ-দধি-ঘৃতাদিতে লোভ, পৌগণ্ডে কালিয় নাগাদিতে কোপ, কৈশোরে গোপীকাদিতে কাম এইরূপে আমি কামাদি মালিন্যযুক্তই তো হলাম এরই উত্তরে—না, তা নয়, **নিরঞ্জন**—আপনি নির্মল, কারণ আপনার কামাদিও চিন্ময়। আচ্ছা, তা হলেও তো গোপিকাদি সাপেক্ষ হওয়ায় আমি অপূর্ণ, এরই উত্তরে, আপনি প্রেমভক্তি সাপেক্ষ হওয়ায় পূর্ণত্বের হানী হচ্ছে না। আচ্ছা এইরূপ আমার মতো অন্য কেউ আছে বা নেই, এরই উত্তরে, **অদ্বয়**—আপনি অদ্বয় তত্ত্ব। আচ্ছা,

**২৪। এবংবিধং ত্বাং সকলাত্মনামপি স্বাত্মানমাত্মাত্মতয়া বিচক্ষতে।**
**গুর্ব্বর্কলব্ধোপনিষৎসুচক্ষুষা যে তে তরন্তীব ভবানৃতাম্বুধিম্॥**

**২৪। অন্বয়ঃ** যে গুর্ব্বর্কলব্ধোপনিষৎসুচক্ষুসা (গুরুরেব সূর্য্যাৎ উপনিষৎজ্ঞানং প্রাপ্য তেন সুনেত্ররূপং তেন) সকলাত্মনাং স্বাত্মানং এবম্বিধং ত্বাং আত্মাত্মতয়া (পরমাত্মত্বেন) বিচক্ষতে (পশ্যন্তি) তে ভবানৃতাম্বুধিং (মিথ্যাভবসমুদ্রং) তরন্তি ইব।

**২৪। মূলানুবাদঃ** হে কৃষ্ণ! যাঁরা গুরুকৃপা-লব্ধ উপনিষৎ জ্ঞানদৃষ্টিতে পূর্বোক্ত লক্ষণ সকল আত্মার পরমস্বরূপ কৃষ্ণ আপনাকে অন্তর্যামীরূপে অনুভব করেন, তারা অনায়াসে ভবসমুদ্র পার হয়ে যান।

---

সত্যই আমি অদ্বয় বলে পূর্ণব্রহ্ম নিশ্চয়, তা হলেও কেউ কেউ আমাকে বিদ্যা-উপাধিযুক্ত মনে করে, এরই উত্তরে, **উপাধিতো মুক্ত**—আপনি উপাধি মুক্ত—"বিদ্যা অবিদ্যার স্পর্শ মুক্ত"—গোপাল তাপনী শ্রুতি। অতএব আপনি অমৃত "অমৃত শাশ্বত ব্রহ্ম" এইরূপে শ্রুত্যুক্ত অমৃত শব্দ বাচ্য নিরুপাধি ব্রহ্ম আপনি। অর্থান্তর—যার হাতে মৃত্যু হলে মুক্তিপদ লাভ হয়, কাজেই আর পুনর্বার জন্মও হয় না মৃত্যুও হয় না॥ বি॰ ২৩॥

**২৪। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ** এতাদৃশ-ত্বজ্জ্ঞানেনানায়াসেনৈব সংসারান্মুচ্যন্তে ইত্যাহ —এবমিতি, এবম্বিধং পূর্ব্বোক্তপ্রকারকং ত্বাং শ্রীকৃষ্ণং সকলাত্মনামপি জীবভেদানাং পূর্ব্বোক্তপুরুষত্রয়ভেদানাঞ্চাপি রশ্মীনাং স্বৈকদেশানাঞ্চ সূর্যমণ্ডলমিব স্বাত্মানং পরমস্বরূপং আত্মাত্মতয়া সকলেত্যাদিনা যথোক্তং তথৈব, ন তু কেবলশুদ্ধাত্মদিতয়েত্যর্থঃ। বিচক্ষতে আত্মাদিতঃ সর্ব্বতঃ পরমপ্রেমাস্পদত্বেনানুভবন্তি, সাক্ষাত্তদুপদেষ্টৃত্বাৎ তাদৃশো গুরুরেবার্কঃ, ন ত্বন্যোপদেষ্টৃবৎ দিপাদীস্থানীয়ঃ; তদ্বিধশ্চ 'কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্' (শ্রীভা ১০।১৪।৫৫) ইত্যনুসারেণ শ্রীশুকদেবাদিঃ। উপনিষচ্ছ্রী-গোপালতাপন্যাদ্যা 'যোঽসৌ ব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম গোপালঃ' ইত্যাদিরূপা। ভবো জন্মমরণাদিময়ঃ সংসারঃ, তস্যানৃতত্বাত্তদাশ্রয়েণ চ 'ত্বয্যম্বুজাক্ষ' (শ্রীভা ১০।২'৩০) ইত্যাদিরীত্যা গোবৎসপদায়মানত্বাদিব-শব্দঃ॥ জী॰ ২৪॥

**২৪। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদঃ** ২৩ শ্লোকে যা বলা হল, এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তার দ্বারা অনায়াসে সংসার থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হয় জীব। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—এবম্ ইতি। **এবংবিধং**–পূর্বোক্ত প্রকার **ত্বাং**–আপনাকে। নিজ একদেশ রশ্মিজালের আশ্রয় সূর্য মণ্ডলের মত পূর্বোক্ত কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি পুরুষত্রয়ের আশ্রয় **স্বাত্মানং**—পরম স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে **আত্মাত্মতয়া**—অন্তর্যামীরূপে, কেবল যে শুদ্ধ জীবের অন্তর্যামীরূপে, তাই নয়, সকল জীবেরই, **বিচক্ষতে**—'বি+চক্ষতে' জীবাত্মা থেকে সর্বতোভাবে পরম প্রেমাস্পদরূপে অনুভব করে যাঁরা। **গুর্বর্ক**—গুরুরূপী সূর্য, সাক্ষাৎ উপদেশ দান করা হেতু তাদৃশ গুরু হলেন সূর্যস্বরূপ, অন্য উপদেশ দাতার মত দীপস্থানীয় নয়। শুকদেবাদিই হলেন তদ্বিধ গুরু, কারণ তিনি এই সাক্ষাৎ উপদেশ করেন, যথা—"শ্রীশুক শিষ্য পরীক্ষিৎ মহারাজকে উপদেশ

২৫। আত্মানমেবাত্মতয়াঽবিজানতাং তেনৈব জাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতম্।
জ্ঞানেন ভূয়োঽপি চ তৎ প্রলীয়তে রজ্জ্বামহের্ভোগভবাভবৌ যথা॥

২৫। **অন্বয়ঃ** আত্মানং (জীবম) আত্মতয়া (জ্ঞানানন্দময় আত্মত্বেন) অবিজানতাং নিখিলং প্রপঞ্চিতং জাতং (সর্ব্বঃ সংসারোঽভূৎ) ভূয়ঃ অপি (পুনঃ অপি) জ্ঞানেন তৎ (প্রপঞ্চিতং) রজ্জ্বাম্ অহেঃ (সর্পস্য) ভোগভবাভবৌ যথা (শরীরস্য অধ্যাসাপবাদৌ) প্রলীয়তে।

২৫। **মূলানুবাদঃ** যাঁরা শুদ্ধ জীবকে স্বয়ং মূলস্বরূপ বলে জানে, কিন্তু আপনিই যে স্বয়ং মূলস্বরূপ, তা জানে না, তাদের এই দোষে দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ নিখিল সংসার এসে যায়। পুনরায় স্বরূপ জ্ঞানের উদয় মাত্রই এই ভ্রম চলে যায়—রজ্জুতে সর্পভ্রমের অপগমের মত।

---

করছেন—হে পরীক্ষিৎ, তুমি এই কৃষ্ণকে সর্বজীবের আত্মস্বরূপ বলে জানবে।" **উপনিষৎ**—জ্ঞানরূপ সুচক্ষু, শ্রীগোপাল তাপনী আদি দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত জ্ঞান সুচক্ষু। কিরূপ উপদেশ? যথা—"যিনি সেই ব্রহ্ম-পরংব্রহ্ম গোপাল" ইত্যাদি রূপা। এবং **ভব ইতি**—জন্মমরণাদিময় সংসার। ইহা **অনৃত** মিথ্যা। এই স সারের মিথ্যাত্ব হেতু যাঁরা আপনাকে আশ্রয় করে তাঁরা ভবসাগরকে গোবৎসপদতুল্য তুচ্ছ মনে করে—'ত্বয্যম্বুজাক্ষ'—(শ্রীভা ১০।২।৩০) এই শ্লোকানুসারে॥ জী০ ২৪॥

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** কিঞ্চ ত্বদীয়নির্ব্বিশেষব্রহ্মস্বরূপোপাসকা অপি ত্বয়ি পুরুষাকার-স্বরূপে পরমাত্মত্বেন ভক্ত্যা ভাগ্যবশাদ্ যদি প্রাপ্তনিষ্ঠাঃ স্যুস্তর্হি তে শান্তভক্তাঃ সংগীয়ন্ত ইত্যাহ—এবম্বিধং উক্তলক্ষণং ত্বাং সকলাত্মনাং সর্ব্বজীবাত্মনাং স্বাত্মানং মূর্ত্তত্বেন মনোনয়নাহ্লাদকত্বাৎ শোভনমাত্মানং পুরুষ-স্বরূপমেব আত্মাত্মতয়া পরমাত্মত্বেন ভক্ত্যা যে পশ্যন্তি "পরমাত্মতয়া কৃষ্ণে জাতা শান্তীরতির্মতে"তি শ্রীভক্তিরসামৃতোক্তেঃ। কেন গুরুরেবার্কস্তস্মাল্লব্ধা অধ্যয়নেন প্রাপ্তা যা উপনিষৎ সৈব সুচক্ষুস্তেনতদার্থব-গাহনোত্থেন জ্ঞানেন ভব এব অনৃতাম্বুধিস্তং তরন্তীব॥ বি০ ২৪

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** আরও, আপনার নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপের উপাসকগণও আপ-নার পুরুষাকার স্বরূপে পরমাত্ম ভাবে ভক্তিতে ভাগ্যববশ হেতু যদি প্রাপ্তনিষ্ঠ হয় তবে তাঁদিগকে শান্তভক্ত বলা হয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, এবম্বিধং ইতি। **এবংবিধং**—পূর্বশ্লোকে যে বলা হল সেই লক্ষণযুক্ত **ত্বাং**—আপনাকে। **সকলাত্মনাঽপি**—সর্বজীবাত্মারও **স্বাত্মানং**—মূর্তরূপে মনো-নয়নের আহ্লাদক হেতু শোভন 'আত্মানম্' পুরুষরূপকেই **আত্মাত্মতয়া**—পরমাত্মরূপে ভক্তিতে যিনি দেখেন, তার শান্ত রতি হয়—"পরমাত্ম ভাবনায় কৃষ্ণে শান্ত রতি জাত হয় ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। কার দ্বারা? যে গুরু রূপ সূর্য, তাঁর থেকে লব্ধ—অধ্যয়নের দ্বারা প্রাপ্ত যে 'উপনিষৎ', উহাই সুচক্ষু, এর দ্বারা। উপনিষৎ-অর্থ অব-গাহনোত্থ জ্ঞানের দ্বারা যে পরমাত্মরূপে দর্শন করে, তিনি **ভবাম্বুধি**—সংসাররূপ মিথ্যাসমুদ্র **তরন্তীব**—উত্তীর্ণ হয়ে থাকেন॥ বি০ ২৪॥

২৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** নন্বাত্মা খলু শুদ্ধাবস্থো জীব এব মূলং, ততস্তদজ্ঞানেন এব জাতঃ প্রপঞ্চস্তজ্ জ্ঞানেনৈব নশ্যেৎ, কিং ভগবজ্ জ্ঞানেনেতি বিপ্রতিপন্নান্নিরাকরোতি—আত্মানমেবেতি, আত্মানং স্বয়মেবাত্মতয়া মূলস্বরূপত্বেন বিজানতাং জীবানাং, ভবন্তং তু তদ্রূপত্বেনাপ্যবিজানতামিত্যেবকারার্থঃ। তেনৈব মূলেন ভগবদজ্ঞানেনৈব হেতুনা নিখিলং প্রপঞ্চিতং জাতং তং দোষমসহিষ্ণ্বা ভগবদ্ভক্তয়া মায়য়া বিস্তারিতং দেহাদিকং তেষাং জাতম্। স্বরূপাস্ফূর্ত্তিপূর্ব্বক-তদধ্যাসেন তদীয়তয়া সম্পন্নং, তস্মাজ্-জ্ঞানেন মূলেন ভগবদজ্ঞানচ্ছেদকেন ভগবজ্ জ্ঞানেনৈব স্বরূপজ্ঞানং, তদধ্যাসহেতুরজ্ঞানমপি প্রলীয়তে, তৎপ্রলয়মেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টং বোধয়তি—রজ্জ্বামিতি। অত্রৈকদেশাদ্বিশেষো দ্রষ্টব্যঃ—'ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা,-দীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ। তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং, ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥' (শ্রীভা ১১।২।৩৭) ইতি; তৈশ্চ ব্যাখ্যাতম্—"যতো ভয়ং তন্মায়য়া ভবেত্ততো বুধো বুদ্ধিমাংস্তমেব আভজেৎ উপাসীত; নন্থ ভয়ং দ্বিতীয়াদ্যভিনিবেশতো ভবতি, স চ দেহাহঙ্কারবতঃ, স চ স্বরূপাস্ফুরণাৎ, কিমত্র তস্য মায়া করোতি? অত আহ—ঈশাদপেতস্য ইতি। ঈশবিমুখস্য তন্মায়য়া অস্মৃতিঃ স্বরূপাস্ফূর্ত্তির্ভবতি, ততো বিপর্য্যয়ো দেহোঽস্মীতি, ততো দ্বিতীয়াভিনিবেশাত্তয়ং ভবতি। এবং হি প্রসিদ্ধং লৌকিকীবপি মায়াসু; উক্তঞ্চ শ্রীভগবতা—'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥' (শ্রীগী ৭।১৪) ইত্যাদি। যদ্যপ্যেবং তথাপীশ্বরতত্ত্বমাত্রস্যাপেক্ষয়া তত্র চ প্রতিপত্তি মাত্রস্য, ন চাংশিনঃ, ন চানুভবস্য শ্রীরামনায়াপি তচ্ছ্রবণাৎ। তস্মাৎ তত্র জীবস্বরূপানুভব এব সম্যগপেক্ষতে, পরিপূর্ণাবির্ভাবস্য স্বয়ংভগবস্তজ্ জ্ঞানং পরমং মহদেবেতি তস্য চ ফলং ত্বয়ি চ পরমপ্রেমোদয় এবেতি ভাবঃ॥

২৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** আচ্ছা আত্মা হল শুদ্ধ জীব, ইহাই মূল। অতএব এর সম্বন্ধে অজ্ঞানতা বশতঃই সংসার এসে যায়—আর এই আত্মার জ্ঞানেই সংসার নাশ হয়ে যায়; তবে আর ভগবৎ জ্ঞানের প্রয়োজন কি? এইরূপ বিপরীত ভাবনা নিরাকৃত হচ্ছে, আত্মানমেবেতি।

**আত্মানাম্**—শুদ্ধ জীবকে **আত্মতয়া**—স্বয়ং মূলস্বরূপ বলে জানে, কিন্তু আপনিই যে স্বয়ং মূল স্বরূপ তা জানে না—এখানে 'এব' কারের এইরূপ অর্থ **তেনৈব**—এর দ্বারাই—মূলে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে অজ্ঞানতা হেতুই **নিখিল প্রপঞ্চিতম্ জাতম**—নিখিল প্রপঞ্চ তাদের জাত হল—এই অজ্ঞানরূপ দোষ-অসহিষ্ণু ভগবৎভক্ত মায়াদেবীর দ্বারা বিস্তারিত দেহাদি নিখিল প্রপঞ্চ জাত হল তাদের। স্বরূপ-অস্ফূর্তি পূর্বক দেহে আত্ম বুদ্ধি দ্বারা দেহই আমি এরূপ বুদ্ধি পাকা হয়ে গেল—সুতরাং জ্ঞানোদয়ে মূল ভগবৎ-অজ্ঞানছেদক ভগবৎ জ্ঞানের দ্বারা স্বরূপ জ্ঞানদেহে আত্মবুদ্ধি হেতু যে অজ্ঞান তাও লয় প্রাপ্ত হয়ে যায়, সেই লয় প্রাপ্ততা দৃষ্টান্তের দ্বারা স্পষ্ট করা হচ্ছে, রজ্জ্বাম্ ইতি। অজ্ঞান জন্যই রজ্জুতে সর্পভ্রম, জ্ঞানোদয়ে উহা চলে যায়। এখানে দৃষ্টান্তটি একদেশবর্তী হওয়া হেতু বিশেষ দ্রষ্টব্য—"যে ব্যক্তি ভগবানের প্রতি বিমুখ, মায়াতে তার স্বরূপ বিস্মৃতি ঘটে এবং তৎপর দেহে আত্মবুদ্ধি রূপ বিপর্যয় ঘটে, এর থেকে দ্বিতীয়াভিনিবেশ জন্মে, তৎফলে ভয়ের উদয় হয়, সুতরাং বিবেকী ব্যক্তি গুরুদেবকে দেবতা জ্ঞান করে অনন্য ভক্তিতে শ্রীভগবানের ভজন করবেন।"—(শ্রীভা ১৩।২।৩৭)।

[শ্রীস্বামিপাদের ব্যাখ্যা ঃ 'যেহেতু শ্রীভগবৎমায়া দ্বারাই ভয়ের সৃজন হয় কাজেই **বুধ**—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই মায়ার অধীশ্বর ভগবান্‌কে উপাসনা করেন। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা দ্বিতীয়াভিনিবেশ থেকেই তো ভয়ের উৎপত্তি, সেই দ্বিতীয়াভিনিবেশ দেহ-অহঙ্কার থেকে আসে, আর এই দেহ-অহঙ্কার স্বরূপ-অস্ফুরণ হেতু আসে—এখানে মায়ার কি কাজ? এরই উত্তরে, **ঈশাদপেতস্য**—ঈশ বিমুখের শ্রীভগবৎমায়া দ্বারা 'অস্মৃতি' স্বরূপের অস্ফূর্তি ঘটে, অতঃপর বিপর্যয়—আমি দেহ এইরূপ বুদ্ধি আসে, অতঃপর দ্বিতীয়াভিনিবেশ থেকে ভয় আসে।']

লৌকিক মায়াতেও এক-কে আর-এক যে দেখা যায়, তাতো প্রসিদ্ধই আছে এবং শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা গীতায় উক্তও হয়েছে—"আমার এই গুণময়ী দৈবীমায়া দুর্লঙ্ঘ্য। আমাকে যে আশ্রয় করে আমিই তাকে এই মায়া পার করে দেই।] যদিও এখানে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণই এরূপ বলেছেন, তথাপি ঈশ্বরতত্ত্ব মাত্রেরই অপেক্ষা মায়া ছাড়ানে—তাতেও আবার স্মরণ মাত্রেরই অপেক্ষা, অংশী শ্রীকৃষ্ণের নয়, অনুভবের নয়, কারণ শ্রীরাম-নামেরও এরূপ বল শোনা যায়। সুতরাং এখানে মায়া-তাড়নে জীবস্বরূপ অনুভবই সম্যক্ অপেক্ষা আছে, পরিপূর্ণ আবির্ভাব স্বয়ং ভগবানের সম্বন্ধে সেই জ্ঞান পরম মহৎই হয়ে থাকে, তার ফলও—স্বয়ং ভগবানে পরম প্রেমোদয়ই হয়ে থাকে, এরূপ ভাব ॥ জী০ ২৫ ॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নন্বু তরন্ত্যেব তে কিমিতি তরন্তীবেতি ব্রূষে? তথা ভবস্য চানৃতত্বং বা কুতস্তত্র তেষাং জ্ঞানিনামাশ্রয়ণীয়ে বিবর্ত্তবাদমতে জগদিদমনৃতমেব ইত্যত তত্তরণমনৃতমেব তরন্তীবেত্যুচ্যতে ইত্যাহ—দ্বাভ্যাম্। আত্মানং জীবং আত্মতয়া জ্ঞানানন্দময়াত্মত্বেন অবিজানতাং কিন্তু অবিদ্যয়া আবরণাজ্-জ্ঞাতুমশক্নুবতাং তেনৈবাজ্ঞানেন নিখিলং প্রপঞ্চিতং সর্ব্বঃ সংসারোঽভূৎ। ভূয়ঃ পুনশ্চ সাংখ্যযোগবৈরাগ্য-তপোভক্তিভিরাত্মনো দেহব্যতিরিক্তত্বেন যজ্জ্ঞানং তেন তৎ সর্ব্বং প্রপঞ্চিতং বিলীয়তে। যথা রজ্জ্বাং অহের্ভোগস্য সর্পশরীরস্য অজ্ঞানজ্ঞানাভ্যাং ভবাভবৌ অধ্যাসাপবাদৌ ॥ বি০ ২৫ ॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** আচ্ছা তারা কি পার হয়ে গেল? না, পারের মতো হল—এই কথার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই 'ভব' অর্থাৎ এই জগৎকে 'অনৃত' অর্থাৎ মিথ্যা বলা হল। অথবা, সেই জ্ঞানিদের আশ্রয় যোগ্য বিবর্তবাদ মতে এই জগৎ মিথ্যা, তাই এই জগৎ-পারও মিথ্যা—কাজেই বলা হল পার নয়, পারের মতো। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—দুটি শ্লোক। **আত্মানং**—জীবকে **আত্মতয়া**—জ্ঞানানন্দময় জীবাত্মারূপে অজান্তা ব্যক্তিদের নিকট (সংসার প্রকাশ পায়)। **অবিজানতাং**--কিন্তু অবিদ্যা দ্বারা আবরণ হেতু জানতে অসমর্থ জনদের **তেনৈব** সেই অজ্ঞানের দ্বারাই **নিখিলং প্রপঞ্চিতং**—সব কিছু সংসাররূপে প্রতীয়মান হয় অর্থাৎ ভ্রান্তি জ্ঞানের বিষয়রূপে সম্পাদিত হয়। **ভূয়ো**—পুনরায় সাংখ্যযোগ-বৈরাগ্য-তপো-ভক্তিদ্বারা জীবাত্মার দেহ-ব্যতিরিক্তরূপে যে জ্ঞান, তার দ্বারা সেই নিখিল সংসার বিলীন হয়ে যায় ॥ বি০ ২৫ ॥

**২৬। অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষৌ দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋতজ্ঞভাবাৎ।**
**অজস্রচিত্যাত্মনি কেবলে পরে বিচার্য্যমাণে তরণাবিবাহনী॥**

**২৬। অন্বয়ঃ** অজস্র চিত্যাত্মনি (নিরন্তরজ্ঞানস্বরূপে আত্মতত্ত্বে) কেবলে (শুদ্ধে) পরে (প্রপঞ্চাতীতে) বিচার্য্যমাণে তরণৌ (সূর্যে) অহনী (রাত্রিদিনে) ইব অনৌ দ্বৌ নাম অজ্ঞান-সংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষৌ ঋতজ্ঞভাবাৎ (সত্যজ্ঞানস্বরূপভাবাৎ) ন স্তঃ (ন বিদ্যেতে)।

**২৬। মূলানুবাদঃ** সংসার বন্ধন ও মুক্তি এই নাম দুটিই অজ্ঞানতা থেকে উদ্ভূত। সত্য জ্ঞান থেকে পৃথক্ কোনও ভাবে যে বন্ধ-মোক্ষের অস্তিত্ব বোঝা যায়, তা নিত্য জ্ঞান রূপ শুদ্ধ প্রপাঞ্চতীত আত্মতত্ত্বে বিচাররত হলে মিথ্যা হয়ে পড়ে।

---

**২৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** অনৃতত্বং দর্শয়তি—অজ্ঞানেতি। ঋত-শব্দেনাত্রাব্যভিচার্য্যুচ্যতে; জ্ঞ-শব্দেন জ্ঞাতা, ভাব শব্দেন পদার্থবিশেষঃ; ঋতশ্চাসৌ জ্ঞশ্চেতি ঋতজ্ঞঃ, স চাসৌ ভাবশ্চেতি ঋতজ্ঞভাবঃ। এষ এবাজস্রচিত্যাত্মনীত্যনুবদিষ্যতে, তত্র ঋতাজস্রয়োরেকত্বং ব্যক্তমেব, জ্ঞানচিতোরেকত্বং প্রকাশরূপস্য সূর্য্যাদেঃ প্রকাশমানত্ববচ্চিতোঽপি চেতনরূপত্বাৎ। যৎ খলু স্বপ্রকাশমজ্ঞান রহিতঞ্চ, তজ্জ্ঞাতৃ স্যাদেব, ভাবাত্মনোরেকত্বন্তু ভাবয়তি প্রকাশয়তি চেতয়তীতি নিরুক্তেঃ, আত্মনীত্যাত্মানমিত্যাভ্যাং জীবস্বরূপমেবাত্র পূর্ব্বত্র চ পদ্যে লভ্যতে। তত্রৈবাজ্ঞানজ্ঞানবন্ধমোক্ষবিচারার্হত্বাৎ। প্রকরণেঽস্মিন্নাভ্যামন্যত্র ভগবদ্বাচিত্বাৎ, যুষ্মদ্বচ্ছব্দয়োঃ সর্ব্বত্র প্রযুক্তত্বাচ্চ। তস্মাদয়মর্থঃ—দ্বৌ ভববন্ধমোক্ষৌ ঋতজ্ঞভাবাদন্যৌ স্তঃ, মায়াবৃত্তিরূপত্বাৎ, তৌ তস্মিন্নজস্রচিদাত্মরূপে ঋতজ্ঞভাবে তু বিচার্য্যমাণে ন স্তঃ। তত্রানয়োঃ সম্বন্ধোঽস্তি নাস্তি বেতি বিচারে ক্রিয়মাণে তু তত্র ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ। তর্হি কথং তৌ স্ফুরতঃ? তত্রাহ—অজ্ঞানেনৈব সংজ্ঞাপ্রতীতির্বয়োস্তৌ, তথা দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি—যে অহনী লিঙ্গসমবায়ন্যায়েন রাত্র্যহনী তরণেরন্যৌ স্তঃ, কালবৃত্তিরূপত্বাৎ, তে তু তরণৌ তথা বিচার্য্যমাণে যথা ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ॥ জী০ ২৬॥

**২৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** জন্মমরণাদিময় সংসারের অসত্যতা দেখান হচ্ছে অজ্ঞানেতি। **ঋতজ্ঞভাবাৎ**—ঋত+জ্ঞ+ভাবাৎ—এখানে 'ঋত' শব্দের অর্থ অব্যভিচারী অর্থাৎ অপরিবর্তনশীল, নিত্য ইত্যাদি। 'জ্ঞ' জ্ঞাতা। 'ভাব' পদের অর্থ বিশেষ (পূর্বাপর বিচার করে একই অর্থ জ্ঞোতনা করলে তাকে পদার্থ বলে)। ঋতজ্ঞ ভাবঃ—সত্য জ্ঞান ভাব—সত্যজ্ঞান আত্মতত্ত্ব। এই 'ঋতজ্ঞভাব' (ঋত+জ্ঞ+ভাব) পদটির অনুবাদরূপেই শ্লোকের পরবর্তী পদ অজস্র চিত্যাত্মনি (অজস্র+চিতি+আত্মনি) পদটি প্রয়োগ করা হয়েছে। সেখানে ঋত ও অজস্র এই দুটি পদের একত্ব এবং জ্ঞান ও চিৎ এই দুটি পদের একত্ব প্রকাশিত—প্রকাশরূপ সূর্যাদির প্রকাশমানতার মতো 'চিৎ' ও জ্ঞান স্বরূপ হওয়া হেতু। যা স্বপ্রকাশ এবং অজ্ঞান রহিত, তা জ্ঞাতৃ অর্থাৎ সর্বজ্ঞই হয়ে থাকে। 'ভাব' এবং আত্মনি এই দুইটি পদের একত্ব—'ভাবয়তি' প্রকাশ করে, চেতনা দান করে, এইরূপ নিরুক্তি থাকা হেতু। এই শ্লোকের 'আত্মনি' পদ ও পূর্ব শ্লোকের (২৫ শ্লোকের) 'আত্মনাম্'—এই দুই পদে 'জীবস্বরূপ অর্থই পাওয়া যায়, এখানে ও পূর্ব শ্লোকে।

২৭। ত্বামাত্মানং পরং মত্বা পরমাত্মানমেব চ।
আত্মা পুনর্ব্বহির্ম্মৃগ্য অহোঽজ্ঞজনতাজ্ঞতা ॥

২৭। **অন্বয়ঃ** ত্বাং আত্মানং পরং (পরমাত্মানং মত্বা) পরং (পরমাত্মানং) আত্মানং মত্বা আত্মা পুনঃ বহিঃ মৃগ্য অহো, অজ্ঞজনতাজ্ঞতা (অজ্ঞজনস্য অজ্ঞতা কীদৃশী)।

২৭। **মুলানুবাদঃ** হে কৃষ্ণ! অতি মূর্খ জন পরমাত্মা আপনাকে কেবল শুদ্ধ জীবস্বরূপ মনে করে এবং এমন যে পরমহরি আপনি, তাকেও অন্বেষণ অযোগ্য মনে করে। পুনরায় শুদ্ধ জীবস্বরূপ বিলক্ষণত্বে দেহের মধ্যে অন্বেষণ করে, শ্রীবৃন্দাবনে নয়।

---

সুতরাং এই জীবস্বরূপ অর্থেই অজ্ঞান-জ্ঞান, বন্ধ মোক্ষ এই সব বিচার যোগ্য। এই প্রকরণে কিম্বা অন্যত্র 'আত্মনি'-'আত্মানম্' এই দু পদ ভগবৎবাচী না হওয়া হেতু এবং সর্বত্র 'যুষ্মাৎ' 'ভবৎ' শব্দ ব্যাবহার হওয়া হেতু উপরের অর্থ ই সমীচীন। সুতরাং এই শ্লোকের অর্থ এরূপ হবে, যথা—ভববন্ধন-মোক্ষ, এদুই সত্য-জ্ঞান-আত্মতত্ত্ব থেকে ভিন্ন—মায়াবৃত্তিরূপ হওয়া হেতু। **অজস্র চিত্যাত্মনি**—নিত্যজ্ঞানরূপ শুদ্ধ প্রপঞ্চাতীত আত্মতত্ত্ব-ভূমিকায় দাড়িয়ে বিচাররত হলে বন্ধন মোক্ষ দুইই মিথ্যা হয়ে পড়ে। এই বন্ধন মোক্ষের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ আছে কি নেই? এরূপ বিচার করলে দেখা যায় কোনও সম্বন্ধ থাকা সম্ভব নয়। তা হলে এই বন্ধন মুক্তি কি করে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়? এরই উত্তরে, অজ্ঞানের দ্বারাই **সংজ্ঞা**—প্রতীতি হয় এই বন্ধ-মোক্ষের। দৃষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টি বুঝানো হচ্ছে, যথা—যে রাত্রিদিন (লিঙ্গসমবায় ন্যায়ে) সূর্য থেকে ভিন্ন সত্তাবান্—কালবৃত্তি-রূপত্ব হেতু, সেই দিন রাত্রিকে সূর্যে বসে তথা বিচারত হলে আর যেমন ভিন্নত্ব রাখা সম্ভব হয় না, সেইরূপ বন্ধ-মোক্ষ সম্বন্ধেও জানতে হবে, বন্ধনও নেই কাজেই মোক্ষও নেই। [ শ্রীসনাতন—মিথ্যাত্বের দৃষ্টান্ত, সূর্যে রাত্রি দিনের মতো—সূর্যে রাত্রির অভাব, সেই হেতু তার বিভাজ্য দিবাভাগও নেই।] ॥ জী° ২৬ ॥

২৬। **শ্রীবিশ্ব টীকাঃ** অতঃ ভবস্য অনৃতত্বাদেব তত্তরণস্যাপ্যনৃতত্বং স্পষ্টয়তি অজ্ঞানেতি। অজ্ঞানেন সংজ্ঞা যয়োস্তৌ ভববন্ধমোক্ষৌ ভবঃ সংসারস্তদ্রূপো বন্ধশ্চ তন্মোক্ষশ্চ তৌ দ্বৌ নাম জ্ঞভাবো জ্ঞ তৃত্বং জ্ঞানমিতি যাবৎ, ঋতশ্চাদৌ জ্ঞভাবশ্চ তস্মাদন্যৌ যৌ স্তঃ তৌ ঋতজ্ঞভাবে তস্মিন্নজস্রচিত্যাত্মনি তৎস্বরূপে জীবে কেবলে দেহাদি সঙ্গরহিতে বিচার্য্যমাণে সতি ন স্তঃ ন সম্ভবত ইত্যন্বয়ঃ। দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি। যে অহনী লিঙ্গ সমবায়ন্যায়েন রাত্র্যহনী তরণেরন্যৌ স্তঃ। তে তু তরণৌ তথা বিচার্য্যমাণে যথা ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ ॥ বি° ২৬ ॥

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** অতএব সংসারের অসত্যতা হওয়া হেতু এই সংসার তরণও যে মিথ্যা হয়ে দাড়াচ্ছে, তাই স্পষ্ট করা হচ্ছে—অজ্ঞান সংজ্ঞৌ ইতি। **অজ্ঞান সংজ্ঞৌ**—অজ্ঞানে কৃত নাম যাদের, সেই **ভববন্ধ মক্ষৌ**—সংসার বন্ধন মুক্তি সম্বন্ধে **জ্ঞভাব**—জ্ঞাতৃভাব অর্থাৎ জ্ঞান; সত্য জ্ঞান থেকে পৃথক্ ভূমিকায় দড়িয়ে যে বন্ধ-মোক্ষের অস্তিত্ব বোঝা যায়, তা দেহাদি সঙ্গ রহিত সত্য জ্ঞানরূপ জীবে

বিচার্যমান হলে **ন স্তুঃ**—আর বোঝা যায় না—এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—যে অহনী লিঙ্গসমবায় ন্যায়ে রাত্রিদিন সূর্য ভিন্ন অন্য স্থান থেকে সম্ভব, সেই রাত্রি দিন সূর্যের ভিতরে বসে বিচারে রত হলে যথা সম্ভব নয়, সেই রূপ বন্ধ মোক্ষ সম্বন্ধেও বুঝতে হবে ॥ বি॰ ২৬ ॥

**২৭। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ** যে তু সকলাত্মনামপ্যাত্মানং ত্বামাত্মামাত্রতয়া বিচক্ষতে, তে ত্বতিমূর্খা এবেত্যাহ—ত্বামিতি. পরমাত্মানমেব ত্বাং পরং কেবলমাত্মানং শুদ্ধজীবস্বরূপং মত্বা। অপ্যর্থে চকারঃ। আত্মা 'আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাৎ আত্মা হি পরমো হরিঃ' ইতি স ভবানপি অপুনর্বহির্মৃগ্যঃ স্যাৎ। 'অভাবে ন হ্যনো না চ' ইত্যমরঃ। ন পুনর্বহিঃ শ্রীবৃন্দাবনে মৃগ্যতে,কিন্তু শুদ্ধ জীবস্বরূপভেদেন দেহান্তরে এব মৃগ্যতে ইত্যর্থঃ। অহো বিস্ময়ে,ইয়মজ্ঞজনতায়া অজ্ঞতা, পূর্ব্বোক্তস্য বিবিধবৈলক্ষণ্যস্য হ্যাত্মন্যনুসন্ধানাৎ। যদ্বা, আত্মানং সর্ব্বেষাং মূলস্বরূপং ত্বাং পরম্ অনাত্মানং মত্বা, তথা পরং ত্বত্তোঽন্যমেব তাদৃশমাত্মানং মত্বা, যঃ কশ্চিদন্যো ভবেদিতি কল্পয়িত্বা, বহিস্ত্বৎপাদাব্জসদনাদস্মাদন্যত্র আত্মা মৃগ্যো ভবতি, মৃগ্যত ইত্যর্থঃ। ইয়মহো অজ্ঞজনতায়া অজ্ঞতেতি। যদ্বা, ত্বাং কেবলাত্মানং জীবস্য শুদ্ধস্বরূপমেব মত্বা তত উৎকর্ষাবাপ্তৌ পরমাত্মানমন্তর্য্যামিমাত্রং চ ত্বাং মত্বা তথা তথা বা যদি মন্যতে, তদাপীত্যর্থঃ। অজ্ঞজনতায়া অজ্ঞতৈব পরিশিষ্যতে। 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ' (শ্রীগী ১০।৪২) ইতি ভগবদ্বাক্যানুসন্ধানাৎ, যশ্চ আত্মা মুখ্যবৃত্ত-তচ্ছব্দবাচ্যো বহির্মৃগ্য এবেতি তর্জ্জনীযুগলেন চরণকমলযুগলং দর্শয়তি ; যদ্যেবং ন স্যাৎ, তদাহমপি স্বসদন এব স্থিত্বা মনসি সমাধাস্যং, ন পুনরত্র শ্রীবৃন্দাবনে সমায়াস্যম্, 'ন হি গৃহে নষ্টং বনে মৃগ্যতে' ইতি ভাবঃ। সন্ধিশ্ছন্দোঽনুরোধেন জ্ঞস্যজ্ঞজনতায়া অজ্ঞতেতি বা ; যদ্বা, যে জীবতত্ত্বেশ্বরতত্ত্ববিদোঽপি সর্ব্বং পরিত্যজ্য তাদৃশং শ্রীকৃষ্ণং সম্প্রতি শ্রীবৃন্দাবন এব মৃগয়ন্তি, তান্ স্তৌতি। প্রথমং তাবৎ পরং কেবলমদ্বৈতোপাসনয়া ত্বামাত্মানং জীবস্বরূপানতিরিক্তমনুভূয়, ততঃ পরমাত্মানমেব চানুভূয় পুনরধুনা আত্মা তল্লক্ষণং সর্ব্বেষাং মূলস্বরূপং বহিশ্চক্ষুরাদিগোচরে মৃগ্যঃ সম্পাদ্যতে ; তস্মাদহো বিজ্ঞজনতায়া বিজ্ঞতেতি, অজ্ঞজনাজ্ঞতেতি ক্বচিৎ পাঠঃ। তত্র চাজ্ঞ শব্দেনানুত্তমশব্দবদ্বিজ্ঞ এবাত্র ব্যাখ্যেয়ঃ। অত্র মৃগ্য অহো ইত্যত্র রোরুত্বাভাবঃ, সদৈন্যরোদনবচনত্বেন মৃগ্য ইত্যাকারস্য প্লুতত্বাৎ 'অতো রোরপ্লুতাদপ্লুতে ইতি সূত্রং ন প্রবর্ত্ততে ইতি ॥ জী॰ ২৭ ॥

**২৭। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** কিন্তু যারা আত্মারও আত্মা আপনাকে কেবল মাত্র আত্মা বলে দেখে তারা অতি মূর্খই এই আশয়ে বলা হচ্ছে, ত্বাম্ ইতি।

**পরমাত্মানমেব ত্বাম্**—পরমাত্মা আপনাকে কেবল **আত্মানং**—শুদ্ধ জীবস্বরূপ মনে করত। **চ**—অপি। **আত্মা**—"অসীম হওয়া হেতু ও মাতা স্বরূপ হওয়া হেতু আত্মাই পরম হরি" এইরূপে সেই পরমহরি আপনিও **অপুনর্বহির্মৃগ্যস্যাৎ**—খোঁজবার অযোগ্য হয়ে থাকেন মূর্খদের কাছে। (অভাবে – নহি, অ নো, না–অমর) 'পুনর্বহি' শ্রীবৃন্দাবনে খোঁজে না, কিন্তু খোঁজে শুদ্ধজীব স্বরূপ বিলক্ষণতায় দেহের ভিতরে, এরূপ অর্থ। অহো বিস্ময়ে। ইহা অজ্ঞজনতার অজ্ঞতা, পূর্বোক্ত বিবিধ বিলক্ষণতা যুক্ত স্বয়ং ভগবান্

কৃষ্ণের অনুসন্ধান না করা হেতু তাদের অজ্ঞতারই প্রকাশ। অথবা, **আত্মানং**—সকল আত্মার মূলস্বরূপ **ত্বাং**—আপনাকে **পরম্**—অনাত্মা মনে করে, তথা **পরং**—আপনা থেকে অন্যকে, সর্বমূল স্বরূপ আত্মা মনে করে। অন্য সাধারণ কিছু হবে, এইরূপ কল্পনা করে এই বৃন্দাবনে আপনার এই পদকমলের নিকট থেকে অন্যত্র আত্মার অনুসন্ধান করে। ইহা অহো অজ্ঞজনতার অজ্ঞতা। অথবা, **ত্বাং**—আপনাকে কেবল **আত্মানং**—জীবের শুদ্ধস্বরূপ মনে করে, তারপর আপনাকে উৎকর্ষ প্রাপ্ত পরমাত্মা এবং অন্তর্যামী মাত্র মনে করে - সেইরূপ সেইরূপ যদি বা মনে করে, তা হলেও এই মনে করাটা অজ্ঞজনতার অজ্ঞতাতেই পরিশেষে গিয়ে ঠেকে। "হে অর্জুন, অথবা এইরূপ বহুজ্ঞানে তোমার কি প্রয়োজন? বস্তুত তুমি ইহাই জেনো যে, আমি একাংশ দ্বারা এই সমগ্র চরাচর জগৎ ব্যাপে অবস্থান করছি।" গীতা ১০।৪২)। এইরূপ শ্রীভগবৎ-বাক্য অননুসন্ধান হেতুই তাদের এই অজ্ঞানতা। আরও যে 'আত্মা' মুখ্য বৃত্তিতে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাচ্ছে, তাঁকে 'বহিঃ' এই শ্রীবৃন্দাবনেই অনুসন্ধান করতে হবে, ব্রহ্মা এইরূপে তর্জনী যুগলের দ্বারা চরণ-যুগল দেখালেন। যদি এইরূপ না হত, তাহলে আমি ব্রহ্মলোকে নিজের ঘরে বসে মনের ভিতরে তাঁকে নিয়ে আসতাম ধ্যানযোগে—পুনরায় এই বৃন্দাবনে চলে আসতাম না। 'গৃহে হারান বস্তু বনে খোঁজে না লোকে'—এইরূপ ভাব। অথবা, যারা আসলে অজ্ঞান হয়েও নিজেদের জ্ঞানী মনে করে সেই জনদের অজ্ঞতা। অথবা, যারা জীবতত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্ববিদ হয়েও সব কিছু ত্যাগ করে তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণকে সম্প্রতি শ্রীবৃন্দা-বনেই খুঁজছেন, তাদিকে স্তব করছেন ব্রহ্মা। প্রথমে সাকল্যে **পরং**—কেবল অদ্বৈত উপাসনা দ্বারা আত্মা আপনাকে জীবস্বরূপের অতিরিক্ত অনুভব করে অতঃপর পরমাত্মাকেও অনুভব করে পুনরায় অধুনা **আত্মা**—তল্লক্ষণ সকলের মূলস্বরূপ আপনাকে মাংস চক্ষু আদির দৃশ্যাদি রূপে **মৃগ্য**—নিয়ে আসেন; সে কারণে তাঁরা বিজ্ঞ—'অহো বিজ্ঞজনদের বিজ্ঞতা,' এইরূপ পাঠও কোথাও আছে; আবার কোথাও 'অজ্ঞ-জনতার অজ্ঞতা', এরূপও আছে। আরও, যেখানে অজ্ঞ পাঠ, সেখানে অজ্ঞ শব্দে অনুত্তম শব্দবৎ বিজ্ঞই এরূপ ব্যাখ্যা এখানে করা যাবে না। [ অনুত্তম—'ন বিদ্যতে উত্তম যস্মাৎ'—অতি উত্তম।] এখানে 'মৃগ্য অহো' কাঁদতে কাঁদতে খুঁজে বেড়ায়, এরূপ অর্থ করা যাবে না ॥ জী০ ২৭ ॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা ঃ** যে ত্বাত্মবিন্মন্যাঃ পুরুষাকারং ত্বাং নাদ্রিয়ন্তে ত এব পূর্ব্বোক্তাঃ স্থূলতুষাবঘাতিন ইত্যাহ—ত্বামিতি। চ অপ্যর্থে। পরমাত্মানমেবাপি ত্বাং পুরুষাকারং পরং শুদ্ধপরমাত্ম-নোঽন্যং মায়াশবলং আত্মানং মত্বা আত্মা পরমাত্মা পুনস্তত্তোবহিরেব মৃগ্যঃ। অহো তস্যা অজ্ঞজনতায়া অজ্ঞতা অত্যদ্ভুতেত্যর্থঃ। অয়মর্থঃ বিবর্ত্তপরিণামাদয়োবাদাঃ খলু চিদ্ভিন্নে মায়িকে জগত্যেব প্রবর্ত্তন্তে। নতু পূর্ণচিতি ব্রহ্মণি তথা "শাব্দং ব্রহ্ম বপুর্দধ"দিতি তৃতীয়াৎ। "যত্তদ্বপুর্ভাতি বিভূষণায়ুধৈরব্যক্তচিদ্ব্যক্তমধারয়দ্বিভুঃ। বভূব তেনৈব স বামন" ইত্যষ্টমাৎ। "সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়" ইতি দশমাৎ। "গোবিন্দং সচ্চিদা-নন্দবিগ্রহং বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীন"মিতি "তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্ব্রহ্মগোপালপুরী হী"তি গোপালতাপনী-শ্রুতেশ্চ। পূর্ণব্রহ্মাত্মকে ভগবদ্বপুর্ধ্যামাদাবপি যে তু শ্রুতিস্মৃতীক্ষণাভাবাদন্ধাস্তত্র তত্রাপি বিবর্ত্তমন্ধপরম্পরয়ৈব

**২৮। অন্তর্ভবেঽনন্ত ভবন্তমেব হ্যতৎ ত্যজন্তো ম্বগয়ন্তি সন্তঃ।**
**অসন্তমপ্যন্ত্যহিমন্তরেণ সন্তং গুণং তং কিমু যন্তি সন্তঃ॥**

**২৮। অন্বয়ঃ** [হে] অনন্তঃ সন্তঃ (সাধবঃ) হি (নিশ্চয়ে) অতৎ ত্যজন্তঃ (জড়ং ত্যক্ত্বা) অন্তর্ভবে এব ভবন্তং মৃগয়ন্তি (বিচিন্বন্তি) অন্তি (নিকটে) অসন্তম্ (অবিদ্যমানম্) অপি অহিং (সর্পঃ) ["নায়ং সর্পঃ" ইত্যাকারং) জ্ঞানং] অন্তরেণ (বিনা) সন্তঃ (জনাঃ) কিমু সন্তং (বিদ্যমানং) তং গুণং যন্তি (জানন্তি)।

**২৮। মূলানুবাদঃ** হে অনন্ত! জগতের মধ্যে যারা বিবেকী, তারা শ্রীকৃষ্ণ আপনাকেই অন্বেষণ করে থাকেন। আপনাকে ছাড়া অন্যান্য সব কিছু বিরক্তির সহিত ত্যাগ করে থাকেন। কারণ অসত্যভূত সর্পবুদ্ধি ত্যাগ বিনা সত্যরজ্জু বুদ্ধি হয় না।

---

প্রবর্ত্তয়ন্তো ভ্রশ্যন্তি তে ত্বহো শব্দেন ব্রহ্মণা স্বসৃষ্টৌ শোচ্যেষু মধ্যে বিস্ময়রসবিষয়ী চক্রিরে ইতি। অজ্ঞ-জনাজ্ঞতেত্যপি পাঠঃ॥ বি০ ২৭॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** যারা নিজেদের আত্মবিৎ মনে করে (অথচ নয়) সেই জনেরা ব্রজবালকরূপ আপনাকে আদর করে না, তারাই পূর্বোক্ত স্থূল তুষ কুট্টনকারী লোক, এই আশয়ে বলা হচ্ছে ত্বাম্ ইতি। চ—অপি।

**পরমাত্মানমেবাপি**—বিগ্রহবান্ আপনাকে 'পরং' শুদ্ধ পরমাত্মা থেকে ভিন্ন মায়িক দেহ মনে করে। **আত্মা**—পরমাত্মা খুঁজে বেড়ায় আপনা থেকে বাইরে। অহো সেই অজ্ঞ জনতার অজ্ঞতা! অর্থাৎ ইহা অতি অদ্ভুত। বিবর্ত-পরিণামাদি বাদিগণ চিৎভিন্ন মায়িক জগতেই বিতর্ক সুরু করে দেয়। পূর্ণ চিৎব্রহ্মে করে না। এই বিগ্রহ যে পূর্ণ চিৎ ব্রহ্ম, সে সম্বন্ধে শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণ উদ্ধৃতি দিচ্ছেন, যথা—"শব্দব্রহ্মাত্মন" —(ভা ৩।১২।৪৭) অর্থাৎ বেদময় দেহধারণ করলেন।"—"শ্রীভগবানের যে-বিগ্রহ ভূষণ ও আয়ুধ সকলের সহিত নিত্য প্রকাশ পাচ্ছে; আরও, যা অব্যক্ত ও চিৎস্বরূপ, তাকেই কৃপা করে ব্যক্ত করলেন তিনি। সেই বিগ্রহেই, মাতা পিতার গোচরেই অদ্ভুত চরিত নটের ন্যায় বামন ব্রাহ্মণ কুমার হলেন।"—ভা০ ৮।১৮।১২)।—"সত্য-বিজ্ঞান আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ, সত্য-বিজ্ঞান-অনন্তই ব্রহ্মের স্বরূপ, আনন্দই ব্রহ্মের রূপ ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত সত্যাদি রূপ যে ব্রহ্ম, তাঁরই মূর্তরূপ হল এই সব বৎস বালক।" (ভা০ ১০।১৩।৫৪)। —"বৃন্দাবনের দেবতরু তলে বিরাজমান গোবিন্দ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ" ইতি—"সব ব্রজবালার মধ্যে **সাক্ষাৎ ব্রহ্ম** গোপাল পুরী" গোপালতাপনী। এইসব প্রমাণ হেতু পূর্ণ ব্রহ্মাত্মক শ্রীভগবৎ বপুতে, ধামাদিতেও যারা শ্রুতিস্মৃতি আলোচনা অভাবে অন্ধ, তারা সেই সেই স্থানেও অন্ধ গুরু পরম্পরায় বিবর্ত প্রবর্তিত করে—এরা পতিত হয়—'অহো' শব্দে ব্রহ্মা নিজ সৃষ্টিতে শোচ্যদের মধ্যে এদেরকে বিস্ময় রসের বিষয় রূপে নির্ণিত করলেন। পাঠ অজ্ঞজনতা জ্ঞজনতা ইত্যাদি দু প্রকার আছে॥ বি০ ২৭॥

**২৮। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ** পূর্ব্বত্র হেতুমাহ—হে অনন্ত সর্বব্যাপিন্, হি যস্মাৎ অন্তর্ভবে, ব্যষ্টিসমষ্টিরূপস্য ভবস্য জগতো মধ্যে সন্তো বিবেকবন্তো ভবন্তং শ্রীকৃষ্ণমেব মৃগয়ন্তি। সর্বদোষহীনং সর্বগুণপূর্ণমেব প্রাপ্তুং তেষাং মনোরথঃ ; স্বয়ং ভগবান্ ভবানেব চ তাদৃশ ইতি। কিং কুর্বন্তঃ ? অতৎত্বব্যতিরিক্তমন্যদন্যদপরিতোষেণ ত্যজন্তঃ। নন্থ জগদেব মমাবরণং, তৎ কথমত্র মৎপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ ? উচ্যতে—ভবেদেবমবিবেকিনাং, বিবেকিনান্তু গূঢ়স্য কারণস্য তব তত্তদ্গুণলেশাভাসভাষিতং কার্য্যভূতং, তদেব প্রত্যায়কং তত্র চাস্তু নাম, সদ্রূপমসদ্রূপমপানন্বিষ্যন্ তদাশ্রয়লাভো দৃশ্যত ইত্যাহ - অসন্তমপীতি। সন্তু ইতি সাধারণবিবেকিনঃ, পূর্বেষাং তদ্বিশেষাণাং দৃষ্টান্তাঃ। অত্র চ তদংশত্যাগে ব্যষ্টিপ্রক্রিয়েয়ং প্রথমতো দেহাদীনাং জড়মলিনাদিত্বাৎ ক্রমশস্ত্যাগেন তচ্চেতনাদিহেতুঃ শুদ্ধ আত্মোপলভ্যতে, নির্বিশেষব্রহ্মদৃষ্টিস্তু—'যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম,-ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ। সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ' (শ্রীভা ৪।৯।১০) ইত্যাদি ধ্রুববাক্যাদিভ্যঃ 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' ইত্যাদি শ্রীগীতাদিভ্যশ্চ (১৪।২৭) পরিহৃতৈব। ততঃ শুদ্ধজীবস্যাপি প্রকাশকঃ, 'কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্। চতুর্ভুজম্' ইতি দ্বিতীয়োক্তেঃ (২।৮) তদন্তর্যামী, তস্যাপি তত্রাল্প-গুণোল্লাসেন ততঃ পূর্ণো গর্ভোদশায়ী তৃতীয়ে বর্ণিতঃ, সমষ্ট্যন্তর্যামী তদবতারাশ্চ, ততোঽপি সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডসমষ্ট্যন্তর্য্যামী 'আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য' (শ্রীভা ২।৬।৪২) ইতি সূচিতঃ। কারণার্ণবশায়ী প্রথমপুরুষঃ। ততো 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নম্' (শ্রীগী ১০।৪২) ইত্যাদি, 'যস্যাংযুতাংশাংশে বিশ্বশক্তিরিয়ং স্থিতা' ইত্যাদিদৃষ্ট্যা সাক্ষাৎ ত্বমেব। অথ সমষ্টাবপি পূর্ব্বমিন্দ্রচন্দ্রাদিময়ং বিরাড়্রূপং মামেবেশ্বরং মন্যন্তে, পশ্চাত্তস্যাপি নশ্বরত্বাদিনা তদন্তর্যামীত্যাদি পূর্ব্ববৎ। তস্মাদধুনা কেনাপি ভাগ্যোদয়েন সাক্ষাত্তবৈব লাভে সতি সাধূক্তং 'ত্বামাত্মানম্' ইত্যাদি। অত্রেয়ং শ্রীবৈষ্ণবপ্রক্রিয়া—যত্থৈব যদেকং চিদ্বস্তু মায়াশ্রয়ং বিদ্যাময়ং, তত্থৈব তন্মায়াবিষয়মবিদ্যাপরিভূতং চেত্যুক্তমযুক্তমিতি জীবাত্ম-পরমাত্মনোর্বিভাগোঽবগতঃ। ততশ্চ স্বরূপসামর্থ্যবৈলক্ষণ্যেন তদ্দ্বিতয়ং মিথোবিলক্ষণস্বরূপমেবেত্যাগতং, ন চ পরিচ্ছেদপ্রতিবিম্বত্বাদি-ব্যবস্থয়া বিভাগঃ স্যাৎ ; তত্র যদ্যুপাধেরনাদিবিদ্যকত্বেন বাস্তবত্বং তর্হ্যবিষয়স্য তস্য কথমপি পরিচ্ছেদবিষয়ত্বাসম্ভবঃ। নির্দ্ধর্মকস্য ব্যাপকস্য নিরবয়বস্য প্রতিবিম্বত্বাযোগোঽপি উপাধিসম্বন্ধাভাবাৎ, দৃশ্যত্বাভাবাচ্চ উপাধিপরিচ্ছিন্নাকাশস্থ-জ্যোতিরংশস্যৈব প্রতিবিম্বো দৃশ্যতে, ন ত্বাকাশস্য, দৃশ্যত্বাভাবাদেব। তথা বাস্তবপরিচ্ছেদাদৌ সতি সামানাধিকরণ্য জ্ঞানমাত্রেণ ন তত্ত্যাগশ্চ ভবেৎ। শাস্ত্রে ক্বচিৎ প্রতিবিম্বত্বাদ্যঙ্গীকারশ্চ তৎসাদৃশ্যেনৈব 'অম্বুবদগ্রহণাত্তু, ন তথাত্বম্, বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্' (শ্রীব্র সূ ৩।২।৯-২০) ইতি ন্যায়েন উপাধেরাবিদ্যকত্বে তু বাস্তবপরিচ্ছেদাদ্যভাবাৎ প্রাক্তনো মায়াশ্রয়মিত্যাদ্যুভয়াত্মকো বিরোধস্তদবস্থ এব স্যাৎ। তথা শুদ্ধায়াং চিত্যবিদ্যাকল্পিতোপাধৌ তস্যামীশ্বরাখ্যায়াং বিদ্যেত্যসমঞ্জসাচ্চ কল্পনা স্যাদিত্যাদ্যনুসন্ধেয়ম্। তস্মাদেকমেব তৎ পরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে, সূর্য্যান্তর্মণ্ডলস্থতেজ ইব বহির্মণ্ডলতদ্বহির্গতরশ্ম্যাদিরূপেণ। অচিন্ত্যশক্তিত্বং চ মণিমন্ত্র মহৌষধ্যাদীনাং কারণগণকারণে তস্মিন্নাশ্চর্য্যম্ ; 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' ইতি, 'আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি' (শ্রীব্র সূ ২।১।২৭-২৮) ইতি চ ন্যায়েন 'আত্মেশ্বরোঽতর্ক্যসহস্রশক্তিঃ' (শ্রীভা ৩।৩৩।৩) ইতি ; ষষ্ঠেঽপ্যেতদ্দর্শিতম্, অতস্তত্ত্বং-

সমাবেশাদ্যুপপত্তিশ্চাচিন্ত্যশক্তিত্বেনৈব পরাহতা। দুর্ঘটঘটকত্বং হ্যচিন্ত্যত্বং, যেন খলু সা শক্তিরপরিচ্ছিন্নমপি পরিচ্ছিন্নত্বেন দর্শয়তি, যথৈব দর্শয়িষ্যতে 'একদেশস্থিতস্যাগ্নেঃ' ইতি। সা শক্তিশ্চ ত্রিধা—অন্তরঙ্গা, তটস্থা, বহিরঙ্গা চেতি, তত্রান্তরঙ্গয়া স্বরূপশক্ত্যাখ্যয়া পূর্ণেনৈব স্বরূপেণ বৈকুণ্ঠাদিস্বরূপবৈভবেন চাবতিষ্ঠতে তটস্থয়া রশ্মিস্থানীয়চিদেকাত্ম শুদ্ধজীবরূপেণ, বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যয়া আভাসগত বর্ণশাবল্যস্থানীয়-তদীয় বহিরঙ্গবৈভবজড়াত্মপ্রধানরূপেণ চেতি চতুর্ধাত্বম্; যথোক্তং শ্রীবৈষ্ণবে—'একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা। পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥' ইতি শ্রুতৌ চ—'যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি' (শ্রীকঠ ২।২।১৫) ইতি। অতএব তদাত্মত্বেন জীবস্যৈব তটস্থশক্তিত্বং প্রধানস্য চ মায়ান্তর্ভূতত্বমভিপ্রেত্য শক্তিত্রয়ং তত্রৈব দর্শিতম্। 'বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা শক্তিরিষ্যতে॥' ইতি। তত্র 'পরা যাতীত-গোচরা বাচাম্' ইত্যনেনোক্তা। ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা জীবভূতা, সেয়মপরা প্রথমতৃতীয়য়োর্মধ্যবর্ত্তিনী, তৃতীয়াপেক্ষয়া সেয়মপি পরেতি বা। তথা চ শ্রীগীতাসু ভূম্যাদিতয়া ভেদং প্রাপ্তা প্রকৃতিরষ্টধেত্যুক্ত্যা প্রাহ—'অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাম্' (শ্রীগী ৭।৫) ইতি। 'সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বাত্মন্' ইত্যনেনোক্তা তু অবিদ্যাকর্ম্ম কার্য্যং যস্যা অপরায়াঃ, সা তৎসংজ্ঞা মারেত্যর্থঃ। অতএব জীবস্য রশ্মিস্থানীয়ত্বাৎ মণ্ডলবিলক্ষণং মায়াব্যবধান-তিরোধাপনীয়বৈভবত্বং যুক্তম্। তদনন্তরং হ্যুক্তম্—'যথা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা তারতম্যেন বর্ত্ততে' ইতি। অত্রান্তরঙ্গত্বতটস্থত্ববহিরঙ্গত্বাদিনৈব তেষামেকাত্মকানাং তত্র সাম্যং, ন তু সর্ব্বাত্মনেতি তত্তৎস্থানীয়ত্বমেবোক্তং, ন তু তত্তদ্রূপত্বং, ততস্তত্তদ্দোষা অপি নাবকাশং লভন্তে। অত্র বিশেষবিবেকাঃ শ্রীভাগবতসন্দর্ভ তট্টীকয়োরবলোকনীয়া ইতি দিক্॥ জী০ ২৮॥

**২৮। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** পূর্ব শ্লোকের অজ্ঞজনের অজ্ঞতার হেতু বলা হচ্ছে—হে অনন্ত—সর্বব্যাপী শ্রীভগবান্—**হি**—যে হেতু **অন্তর্ভবে**—ব্যষ্টি-সমষ্টিরূপ জগতের মধ্যে **সন্তো**—বিবেকীজন **ভবন্তং**—শ্রীকৃষ্ণকেই অন্বেষণ করে থাকে। সর্বদোষহীন সর্বগুণপূর্ণকেই পাওয়ার জন্য তাদের মনোরথ। স্বয়ং ভগবান্ আপনিই তাদৃশ। এই বিবেকী জনেরা কি করে থাকে? **অতৎ**—আপনাকে ছাড়া অন্যান্য সব অপরিতোষ হেতু ত্যাগ করে। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা জগৎই আমার আবরণ, সুতরাং কি করে আমার প্রাপ্তি এখানে হতে পারে? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—এ হল অবিবেকীদের কথা। বিবেকীদের কথা কিন্তু সর্বকারণ-কারণ গূঢ় আপনার সেই সেই গুণলেশাভাসের দ্বারা প্রকাশিত কার্যরূপই আপনাকে জানিয়ে দেয় এবং ইহা তো প্রসিদ্ধই আছে। মৎস্য কুর্মাদির সৎরূপ এবং জগৎ প্রভৃতি অসৎরূপকেও অন্বেষণের বিষয়ীভূত না-করা জনদের স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় লাভ দেখা যায়—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—অসন্তমপীতি। **সন্তঃ**—সাধারণ বিবেকীগণ। পরের শ্লোকে বিশেষ বিবেকীর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। এই শ্লোকের এই সাধারণ বিবেকীদের শ্রীভগবৎ অংশ মৎসকুর্মাদির পরিহারের পৃথক্ পৃথক্ প্রক্রিয়া বলা হয়েছে, যথা—প্রথমতঃ দেহাদির জড়মালিন্য প্রভৃতি থাকা হেতু ক্রমশঃ ত্যাগের দ্বারা শ্রীভগবৎ-চেতনাদি হেতু শুদ্ধ আত্মার উপলব্ধি হয়। নির্বিশেষ ব্রহ্মদৃষ্টি কিন্তু নিশ্চয়রূপে পরিহৃত হয়েছে, যথা—"হে নাথ, আপনার শ্রীচরণকমল ধ্যান আপনার নিজজনের সহিত আপনার যে লীলা, তা শ্রবণ করে যে আনন্দ লাভ হয়,

ব্রহ্মানন্দেও সেরূপ সুখ অনুভব হয় না।"—(শ্রীভা০ ৪।৯।১০)। এই ধ্রুব বাক্যাদি হেতু এবং "আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি"—(গী ১৪।২৭) শ্লোক হেতু। অতঃপর শুদ্ধ জীবেরও প্রকাশক কোনও কোনও যোগী নিজ অন্তর্যামী পুরুষেরে ধারণার দ্বারা স্মরণ করে থাকে, যথা—"কোনও কোনও যোগীপুরুষ স্বস্ব দেহস্থ হৃদয়-গহ্বরে বিরাজিত চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্মধৃক্ প্রাদেশমাত্র পুরুষকে ধারণা দ্বারা স্মরণ করেন থাকেন।" —(শ্রীভা০ ২।২।৮)। এই অন্তর্যামীরও সেখানে অল্প গুণোল্লাস হেতু অতঃপর তৃতীয় স্কন্ধে বর্ণিত গর্ভোদ-শায়ীকে এবং সমষ্টি অন্তর্যামীকে ও শ্রীভগবৎ অবতারগণকে স্মরণ করে, অতঃপর সর্বব্রহ্মাণ্ড-সমষ্টি-অন্তর্যামী ও অন্য অবতার কারণার্ণবশায়ীর স্মরণ করে "শ্রীভগবানের প্রথম অবতার কারণার্ণবশায়ী-পুরুষ প্রকৃতির ঈক্ষণ কর্তা।"—(শ্রীভা০ ২।৬।৪২)। গীতার ১০।৪২ শ্লোকে কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন—"হে অর্জুন, এইরূপ বহুজ্ঞানে তোমার কি প্রয়োজন? বস্তুত তুমি ইহাই জেনো, আমি একাংশে সমগ্র জগৎ ব্যাপে অবস্থান করছি।" "যার অযুতাযুত অংশের অংশে এই বিশ্বশক্তি স্থিত"—ইত্যাদি অনুসারে সাক্ষাৎ আপনিই তাদের ধ্যানের বিষয় হয়ে থাকেন শেষ পর্যন্ত।

অতঃপর সমষ্টি প্রক্রিয়া—পূর্বে ইন্দ্রচন্দ্রাদিময় বিরাট রূপ আমাকেই ঈশ্বর মনে করে, পরে তারও নশ্বরতাদি দেখে এই বিরাটের অন্তর্যামীকে ঈশ্বর মনে করে—সে হেতু অধুনা কোনও ভাগ্যোদয়ে সাক্ষাৎ আপনারই লাভ হলে অর্থাৎ আপনিই যে সকল আত্মার মূলস্বরূপ স্বয়ংরূপ ভগবান্, ইহা জানা হলে তার পক্ষে এরূপ বলাই সমীচীন যে 'যারা আপনাকে সেরূপ জ্ঞান করে না তারা অজ্ঞ।'

এখানে বৈষ্ণবমতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধে বিচার করা হচ্ছে—যেহেতু অদ্বিতীয়-চিৎবস্তু মায়ার আশ্রয় বিদ্যাময়, তাই মায়ার বিষয় অবিদ্যা দ্বারা তাঁর পরাভূত হওয়া রূপ উক্তি যুক্তিযুক্ত নয়।—এই কথার আধারেই জীবাত্মা-পরমাত্মার বিভাগ বুঝে নিতে হবে—সুতরাং স্বরূপ-সামর্থ্যের বিভিন্নতায় জীবাত্মা-পরমাত্মা এই দুই বিভিন্ন স্বরূপ, এরূপ সিদ্ধান্ত আসছে। আবার এ-দুই পরিচ্ছেদ প্রতিবিম্বতা প্রভৃতি ব্যবস্থা দ্বারা যে বিভিন্ন স্বরূপ, তাও বলা যাবে না। পরিচ্ছেদ বাদ—যেরূপ প্রস্তর খণ্ডের পৃথক্ পৃথক্ খণ্ড দেখা যায়, সেরূপ বাস্তব উপাধি দ্বারা ছিন্ন হয়ে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের একখণ্ড ঈশ্বর ও অন্য খণ্ড জীব এরূপ কল্পনাকে পরিচ্ছেদ বাদ বলে। শুদ্ধ ব্রহ্ম কোনও কালেই কোনও বস্তুর চেষ্টা বিষয় হন না। যে সব ধর্ম থাকলে তিনি অপরের চেষ্টার বিষয় হতে পারেন, তার কোনটিই তাতে নেই। সুতরাং মায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন (খণ্ডিত) হয়ে ঈশ্বর ও জীব এই দুই হয়েছেন—এ কথা বলা যাবে না।

প্রতিবিম্ববাদ—জলে যেরূপ সূর্যতুল্য বহু সূর্য-প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ এই জগতে পরমাত্মতুল্য বহু আত্মপ্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়'—এই শ্রুতি অনুসারে প্রতিবিম্ববাদী অদ্বৈতমতাবলম্বী মণ্ডন মিশ্রন বলেন—অবিদ্যা প্রতিবিম্বিত পরমাত্মাই জীব, প্রতিবিম্ব বিম্ব থেকে অতিরিক্ত কোনও বস্তু নয়—অন্বয় ব্যতিরেকে এই তত্ত্বই নির্দ্ধারিত হচ্ছে। এর উত্তরে বলা হচ্ছে—পরমাত্মা জীব থেকে পৃথক্, তাই সূর্য তুল্য, এই বাক্য দ্বারা পরমাত্মার সহিত জীবের সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। ভিন্ন পদার্থেই বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাব ঘটে, অভিন্নে নয়।—

তাই যদি হত তবে অগ্নির ছায়ায় জ্বালা হত। ভেদ ভিন্ন সাদৃশ্যের সম্ভাবনাই হয়। পূর্বপক্ষ—জীব ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করা যায়। অবিদ্যায় পরমাত্মার আভাসকেই জীব বলা যাবে—এই পূর্বপক্ষ খণ্ডন করে বলা হচ্ছে—জীবকে পরমাত্মার প্রতিবিম্ব বলা যায় না। জীবের উপাধি যে অবিদ্যা তা পরমাত্মারই শক্তিবিশেষ। আরও পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই প্রতিবিম্ব সম্ভব। অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মার প্রতিবিম্ব হতে পারে না। জীব পরমাত্মার ন্যায় চেতন পদার্থ। আরও একটি পূর্বপক্ষ খণ্ডন করে বলা হচ্ছে—বিভুর প্রতিবিম্ব সম্ভব না। তবে শ্রুতির প্রতিবিম্ব বাক্যের কিরূপ অর্থ হবে? এরই উত্তরে, শ্রুতির এই বাক্য মুখ্যা বৃত্তিতে প্রযুক্ত হয় নি গুণ বৃত্তি-দ্বারা বৃদ্ধিহ্রাস-ভাগিতাই উহাতে প্রকাশিত হয়েছে—উহার তাৎপর্য এইরূপ—সূর্য বৃদ্ধিভাক্, বৃহদায়তন, জলাদি উপাধি ধর্মে সংস্পৃষ্ট নয়, স্বতন্ত্র। পক্ষান্তরে সূর্যের প্রতিবিম্ব—হ্রাস, হ্রাসভাক্, ছোট আকার, জলাদি উপাধি ধর্মে যুক্ত ও পরতন্ত্র। তদ্রূপ পরমাত্মা—বিভু, প্রকৃতি ধর্মে নির্লিপ্ত ও সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, কিন্তু জীব-অনু, প্রকৃতি ধর্মে সংলিপ্ত ও ভগবদধীন। সুতরাং সেই অদ্বিতীয় পরম তত্ত্বই স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা সর্বদাই চার প্রকারে বিরাজমান্ হন, যথা—সূর্য, তার অন্তর্মণ্ডলস্থ তেজ, বহির্মণ্ডল ও তার থেকে বহি-র্গত রশ্মি প্রভৃতি রূপে অবস্থিত। মণিমন্ত্রমহৌষধি প্রভৃতি যে শক্তিতে কার্যকরী হয়, তাও শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তিরই খেলা—ইহা আশ্চর্য। শ্রুতিই হল প্রমাণ শিরোমণি—শ্রুতির এই শক্তি আসছে 'শব্দ' থেকে এখানেই অচিন্ত্যতা। 'শ্রীভগবানে শক্তির এমনই বিচিত্রতা'—ব্র সু ২।৩।২৭-২৮। এই ন্যায় অনু-সারে। "আপনার অনন্ত শক্তি তর্কের অগম্য"—(ভা০ ৩।৩৩।৩)। অতএব সেই সেই সমাবেশ অসঙ্গতি এই অচিন্ত্য শক্তি দ্বারাই পরাহত হয়ে থাকে। দুর্ঘটঘটকতাই অচিন্ত্যতা—যার দ্বারা সেই শক্তি অপরিচ্ছিন্ন হলেও পরিচ্ছন্ন রূপে প্রতিভাত হচ্ছে। যথা—ঘরের এক কোনে স্থিত অগ্নির আলো যেমন সমস্ত ঘর জুড়ে থাকে সেইরূপ শ্রীভগবৎ শক্তি জগৎ জুড়ে থাকে, অর্থাৎ জগৎ-রূপে পরিণতি লাভ করে।

সেই শক্তি ত্রিবিধ—অন্তরঙ্গা, তটস্থা এবং বহিরঙ্গা। এর মধ্যে স্বরূপশক্তি নামক অন্তরঙ্গা পূর্ণ-স্বরূপে এবং বৈকুণ্ঠাদি স্বরূপবৈভবে বিরাজিত রূপে, তটস্থা রশ্মিস্থানীয় চিদেকাত্ম-শুদ্ধজীব রূপে, বহিরঙ্গা মায়া নামক আভাসগত-বর্ণ শাবল্য স্থানীয়রূপে এবং তদীয় বহিরঙ্গ বৈভব জড়াত্মক প্রধানরূপে এই চতুর্বিধ। যথা—শ্রীবৈষ্ণবে বলা হল—একদেশস্থিত অগ্নির আলো যেমন চতুর্দিক আলোকিত করে থাকে, তেমনই পরব্রহ্মের শক্তি অখিল জগৎ জুড়ে অবস্থিত। "যার দীপ্তিতে সকল জগৎ দীপ্ত হয়ে আছে।"—(শ্রীকণ্ঠ ২।২।১৫) ইতি। অতএব চিদেকাত্মক হওয়া হেতু জীবও তটস্থা শক্তি এবং প্রধানকে মায়া শক্তির অন্তর্ভুক্ত ধরে নিয়ে তিনটি শক্তি উপরে সেখানেই দেখান হয়েছে।—"বিষ্ণু শক্তি তিন প্রকার—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা এবং অবিদ্যা নামা। বিষ্ণুর পরা শক্তিই চিৎশক্তি। ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তিই জীব শক্তি। কর্মসজ্ঞারূপা অবিদ্যাশক্তির নাম মায়া।"—(বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।৬১)। এই বিষ্ণুপুরাণেই বলা আছে—যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তাই পরা।' অপরা বা ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তিই জীবশক্তি—ইহা প্রথমা শক্তি পরা ও তৃতীয়া মায়া—এ দু এর মধ্যবর্তী। অথবা, তৃতীয়া মায়ার সহিত তুলনায় এই জীব শক্তিকেও 'পরা' বলা যেতে পারে। গীতায়ও এইরূপই বলা আছে, যথা—ভূম্যাদি দ্বারা ভেদপ্রাপ্তা প্রকৃতি অষ্ট প্রকার, এইরূপ উক্তির পর বলা হয়েছে—"পূর্বে যে প্রকৃতির

বিবরণ দেওয়া হল, তা নিকৃষ্ট, তদতিরিক্ত জীবস্বরূপ আমার অন্যরূপ শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি আছে। হে অর্জুন, সেই প্রকৃতিই এই জগৎ ধারণ করে আছে।" [ শ্রীবলদেব—এই জড়া প্রকৃতি থেকে ভিন্ন পরা চেতন বলে, ভোগ-কর্তা বলে উৎকৃষ্ট জীবস্বরূপ আমার প্রকৃতিকে জান। পরত্বে হেতু—এই চেতনা দ্বারা এই জগৎ নিজ কর্ম দ্বারা শয্যাসনাদিবৎ নিজ ভোগের জন্য গৃহীত হয়। ]

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে জীবশক্তি সম্বন্ধে উপর্যুক্ত উক্তি হেতু, যথা "সর্বভূতের মধ্যে সর্বান্তর্যামী"—অবিদ্যা কার্যরূপা যে অপরা তার নাম মায়া। অতএব জীব সূর্যের রশ্মি স্থানীয় হওয়াতে মণ্ডল থেকে ভিন্ন, তা হলেও মায়ার আবরণ তিরোধাপন যোগ্য বৈভব বিশিষ্ট। এর পর বলা হয়েছে, "সেই যে ক্ষেত্রজ্ঞা বা জীবশক্তি, তা লঘু-গুরু তারতম্য ভাবে থাকে।" এখানে অন্তরঙ্গ-তটস্থ বহিরঙ্গ ভাবের দ্বারাই এক ভাব বিশিষ্ট সকলের সেই সেই বিষয়ে সমতা কিন্তু সর্ব প্রকারে নয়। সেই সেই স্থানীয়ত্ব উক্ত হয়েছে সেই সেই রূপত্ব উক্ত হয় নি। অতএব সেই সেই বিষয়ক দোষ সকলও প্রবেশ করতে অবকাশ পায় নি॥ জী০ ২৮॥

**২৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** বিজ্ঞাস্তু ত্বাং মায়োপাধিত্বেন মন্যন্তে, কিন্তু জীবাত্মানমেবতস্তমেব মায়ামালিন্যতো বিচ্যুতীকর্ত্তুং তমেব কেবলং শুদ্ধং মৃগয়ন্তীত্যাহ—অন্তর্ভবে শরীরমধ্য এব বর্ত্তমানং অনন্তভবং অনন্তা অসংখ্যা ভবা নানা যোনিষু জন্মানি যস্য তং প্রসিদ্ধমল্পজ্ঞং জীবাত্মনং মৃগয়ন্তি। কিং কুর্ব্বন্তঃ অতৎ আত্মভিন্নং মায়িকং মায়াঞ্চ ত্যজন্তঃ অপবদন্তঃ। নন্বু চিন্ময়স্য জীবাত্মানো জ্ঞানেনালং কিং চিদ্ভিন্নস্যাপবাদেনেত্যাশঙ্ক্যাধ্যস্তস্যাপবাদং বিনা অধিষ্ঠানতত্ত্বং ন সম্যক্ জ্ঞায়ত ইতি সতাং ব্যবহারেণাহ—অসন্তমিতি। অস্তি সমীপে অসন্তমপ্যহিমন্তরেণ নায়মহিরিতি তদপবাদং বিনেত্যর্থঃ। সন্তং গুণং রজ্জুং সন্তঃ কিমু যন্তি জানন্তি নৈব জানন্তি তথৈব। "অসঙ্গোঽয়ং পুরুষ ইতি শ্রুতের্জীবাত্মনঃ স্থূলসূক্ষ্মদেহসম্বন্ধো নৈবাস্তি তৎসম্বন্ধাভাবাদেব দেহো দৈহিকাঃ শোকমোহাদয়শ্চ তস্য নৈব সন্তি। তদপ্যবিদ্যয়ৈব তস্মিন্ জীবাত্মনি দেহোঽধ্যস্তঃ। ততশ্চ কদাচিদুদ্ভূতেন জ্ঞানেন নায়মাত্মা দেহ ইতি তস্য দেহস্যাসতোঽপ্যপবাদং বিনা সত্যং শুদ্ধং জীবাত্মানং কিং জানন্তি নৈব জানন্তীত্যর্থঃ॥ বি০ ২৮॥

**২৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** জ্ঞানিগণ আপনাকে মায়া-উপাধিযুক্ত মনে করে। কিন্তু জীবাত্মাকে মায়ামালিন্য থেকে পৃথক্ করবার জন্য কেবল শুদ্ধ জীবাত্মাকেই অনুসন্ধান করে—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—অন্তর্ভবে—শরীর মধ্যেই বর্তমান **অনন্তভবং**—অসংখ্য 'ভবা' নানা যোনিতে জন্ম যার সেই প্রসিদ্ধ অল্পজ্ঞ জীবাত্মাকে অন্বেষণ করে। কিরূপ ভাবে? **অতৎ**—জীব চৈতন্য ভিন্ন জড়বস্তু ও মায়াকে পরিহার করতে করতে অর্থাৎ দোষ দর্শন করতে করতে। আচ্ছা, চিন্ময় জীবের জ্ঞানে কি প্রয়োজন? তা হলে কি চিৎভিন্ন অন্যের পরিহার জন্য, এইরূপ আশঙ্কা করে, যা আরোপিত অর্থাৎ দেহে যে আত্মবুদ্ধি-তার পরিহার বিনা অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয় তত্ত্ব সম্যক্ প্রকারে জানা যায় না—এইরূপ সতের ব্যবহার অনুসারে বলা হচ্ছে, অসত্যমিতি—ঠিক যেমন **অস্তি অসন্তমপি অহিম্ অন্তরেণ**—সম্মুখে সর্প নেই, ইহা সত্য হলেও—যতক্ষণ বুদ্ধি দ্বারা তাকে পরিহার করা যাচ্ছে, ততক্ষণ সেই ব্যক্তি যার রজ্জুতে সর্পভ্রম ঘটেছে, তার **সন্তং গুণং ইত্যাদি**—রজ্জু বুদ্ধি নিশ্চয় হয় কি? হয় না। 'এই পুরুষ অসঙ্গ" এরূপ শ্রুতি

২৯। অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥

২৯। অন্বয়ঃ [হে] দেব, ভগবন্ অথ অপি তে পদাম্বুজদ্বয় প্রসাদলেশানুগৃহীতঃ (পাদপদ্মদ্বয়স্য কণামাত্র করুণাপ্রাপ্তঃ জনঃ) এব হি তত্ত্বং মহিম্নঃ (মাহাত্ম্য) জানাতি অন্যঃ একঃ অপি চিরং (দীর্ঘকালঃ) বিচিন্বন্ (বিচারয়ন্নপি) ন (ন জানাতি)।

২৯। মূলানুবাদঃ হে শ্রীবৃন্দাবন দেবতা! যিনি আপনার পাদপদ্ম যুগলের করুণাকণা মাত্রও লাভ করেছেন তিনিই অনুগৃহীত। এই অনুগৃহীত জনই আপনার অসীম মহিমার স্বরূপ যৎ কিঞ্চিৎ অনুভব করেন। প্রসাদহীন জন একাকী নিঃসঙ্গ হয়েও বহুকাল শাস্ত্রাভ্যাসে বিচার ও যোগাভ্যাসে অন্বেষণ করেও পায় না।

---

থাকা হেতু জীবাত্মার স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ সম্বন্ধ নেই, এই সম্বন্ধের অভাব হেতু দেহ-দৈহিক শোক-মোহাদিও তার নেই—ইহা দৃঢ় নিশ্চয়। তা হলেও অবিদ্যা দ্বারাই জীবাত্মার দেহ আরোপিত হয়। অতঃপর কদাচিৎ উদ্ভূত জ্ঞানের দ্বারা এই আত্মা দেহ নয়, এইরূপে সেই দেহের যা আসলে সেখানে নেই, তারও পরিহার বিনা সত্য শুদ্ধ জীবাত্মাকে কি জানা যায়?—না, জানা যায় না॥ বি॰ ২৮॥

২৯। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ যদ্যপ্যেবমপরিচ্ছিন্নং ত্বন্মাহাত্ম্যং প্রস্ফুটমেব, তথাপি ত্বৎ-প্রসাদেনৈব তদ্বিবেকস্য তৎপরিসরগমনং স্যান্ন ত্বন্যথেত্যাহ—অথাপীতি। যোজনাত্র স্পষ্টা। তত্র চাথাপি তব মহিম্নস্তত্ত্বং জানাতীত্যনেন পূর্ব্বপ্রকরণে বিবর্ত্তবাদময়ব্যাখ্যাপনয়নঞ্চ প্রস্ফুটমেব, পদার্থান্তু দর্শ্যন্তে। দেব হে সর্ব্বপ্রকাশক, সর্ব্বত্র প্রকাশমানেতি বা; যদ্বা, দীব্যতি শ্রীবৃন্দাবনে সদা ক্রীড়তীতি সম্বোধনম্; প্রসাদঃ কৃপা, তস্য লেশেনাপ্যনুগৃহীত এবেতি। 'যমেবৈষ বৃণুতে' (শ্রীমু ৩।২।৩) ইত্যাদি-শ্রুতিং সূচয়তি; ভক্ত্যা তু পদাম্বুজশব্দপ্রয়োগঃ, হি নিশ্চিতম, ভগবন্ হে নিজকারুণ্যাদিগুণপ্রকটনপরেত্যর্থঃ। অয়ং প্রসাদে হেতুরূহ্যঃ। মহিম্নঃ স্ফুটম্—'অস্যাপি দেববপুষঃ' (শ্রীভা ১০।১৪।২) ইত্যাদিভিরপরিচ্ছিন্ততয়োপক্রান্তস্য 'কো বেত্তি ভূমন্' (শ্রীভা ১০।১৪।২১) ইত্যাদিনা তথাভূতস্যাপি তত্ত্বং স্বরূপং জানাতি যৎকিঞ্চিদনুভবতি। অন্যঃ প্রসাদহীনঃ, একঃ একাকী নিঃসঙ্গঃ সন্নপীত্যর্থঃ; শ্রেষ্ঠো রুদ্রাদিরপীতি বা বিচিন্বন্, তত্ত্বং কীদৃক্ কিয়দ্বেতি শাস্ত্রাভ্যাসেন বিচারয়ন্, যোগাভ্যাসেন চ মৃগয়ন্নপীত্যর্থঃ। লেশেত্যুক্তিস্তস্য বর্দ্ধিষ্ণোঃ ক্রমেণ পূর্ণপ্রাপ্ত্যভিপ্রায়েণ॥ জী॰ ২৯॥

২৯। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদঃ [স্বামিপাদ: আচ্ছা, এরূপ জ্ঞানৈক সাধ্য মোক্ষে কি প্রয়োজন, তাই ভক্তিকে উন্মেষিত করা হচ্ছে, অথাপি ইতি। যদিও হস্তপ্রাপ্য সম জ্ঞানের কথা বলা হল, তথাপি হে দেব! আপনার পদকমল যুগলের একদেশের যে প্রসাদলেশ মাত্র, তার দ্বারা অনুগৃহীত জনই আপনার মহিমা জানতে পারে।]

যদিও এইরূপে পূর্ববর্তী কয়েকটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের অপরিসীম মাহাত্ম্য নিশ্চয় রূপেই প্রস্ফুটিত করা হল, তথাপি তাঁর প্রসাদে সেই মহিমার ধারে কাছেই বিবেকীজনের গমন হয়। যদি কৃপাস্পর্শ না হয়, তবে অন্য পথে বৃথা অন্বেষণ চলতে থাকে, এই আশয়ে বলা হয়েছে, অথাপি ইতি। তৎসম্বন্ধে আরও বক্তব্য—**অথাপি**—যদ্যপি কৃপা প্রাপ্ত জন আপনার মহিমার তত্ত্ব জানে, এই বাক্যের ধ্বনি—পূর্ব প্রকরণে বিবর্তবাদময় (মায়াবাদ সম্মত সিদ্ধান্ত বিশেষময়) ব্যাখ্যা ভাল ভাবেই খণ্ডন করত সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। **দেব**—হে সর্বপ্রকাশক, অথবা সর্বত্র প্রকাশমান, অথবা 'দিব্যতি' শ্রীবৃন্দাবনে বিহারশীল দেবতাকে সম্বোধন। **প্রসাদঃ**—কৃপা, এর লবলেশমাত্র। লেশমাত্র হলেও অনুগৃহীতই। "শ্রীভগবান্ যাকে নিজের বলে স্বীকার করেন, তার দ্বারাই তিনি লভ্য হন"—(শ্রীমু ৩।২।৩)। ইত্যাদি শ্রুতির কথাই এখানে প্রকাশ করা হল। পূর্বে জ্ঞানাদি সম্বন্ধে কখনও-ই 'পদাম্বুজ' পদের ব্যবহার দেখা যায় নি, কাজেই বুঝা যাচ্ছে, ভক্তি সম্বন্ধেই এই পদের উল্লেখ এখানে **হি**—নিশ্চয়ার্থে। **ভগবন্**—হে কারুণ্যাদি গুণ প্রকটন পর—এই গুণই প্রসাদের হেতুরূপে অনুমান করা হল। **মহিম্ন তত্ত্ব**—শ্রীকৃষ্ণের মহিমার তত্ত্ব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে, এই স্তবের "অস্যাপি দেব বপুষো"—১৪।২) প্রভৃতি উপক্রম শ্লোকের দ্বারা নিরবচ্ছিন্নভাবে কথিত, এবং পরে 'কো বেত্তি ভূমন্' ইত্যাদি শ্লোকে একই ভাবে কথিত অসীম মহিমার **তত্ত্ব**—স্বরূপও **জানাতি**—যৎ কিঞ্চিৎ অনুভব করে। **অন্যঃ**—প্রসাদহীন, **একঃ**—একাকী নিঃসঙ্গ হয়েও। অথবা শ্রেষ্ঠ রুদ্রাদিও। **বিচিন্বন্**—মহিমার স্বরূপ কিদৃক্ কি পরিমান, এইরূপ শাস্ত্রাভ্যাসের দ্বারা বিচার এবং যোগাভ্যাসের দ্বারা অন্বেষণ করেও (পায় না), এইরূপ অর্থ। **লেশ** এইরূপ উক্তি করা হয়েছে, একবিন্দু মাত্র দিয়ে আরম্ভ হলেও পরে ক্রমে বাড়তে বাড়তে পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়, সেই অভিপ্রায়ে॥ জী॰ ২৯॥

**২৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** কিঞ্চ তস্য জীবাত্মনো ব্রহ্মসুখানুভবস্তু কেবলেন ত্বদ্ভক্তিলেশেনাপি ভবতি নান্যথেত্যাহ—অথাপীতি। যদ্যপি মায়ামায়িকসমস্তাংশ বিচ্যুতঃ স্যাৎ তথা স জীবাত্মা। তদপি তব পদাব্জপ্রসাদলেশেনানুগৃহীত এব ভগবতস্তব যো মহিমা মহিমশব্দবাচ্যং ব্রহ্ম তস্য তত্ত্বং জানাতি। যদুক্তং ত্বয়ৈব মৎস্যরূপেণ—"মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতং। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদী"তি। ব্যাখ্যাচ তত্রত্যা শ্রীস্বামিপাদানাং—মে ময়া অনুগৃহীতং তুভ্যং প্রসাদীকৃতং পরব্রহ্ম বেৎস্যসীতি। অত্র প্রসাদলেশো গুণীভূতভক্তিযোগো জ্ঞানিনাং পূর্ব্বসিদ্ধো বর্ত্তত এব। তেনানুগৃহীত ইতি অবিদ্যায়ামুপরতায়াং বিদ্যায়াশ্চোপরমারম্ভে "জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেদিতি ভগবদুক্তের্জ্ঞানমপি ত্যক্ত্বা তত উর্দ্ধরিতাং ভক্তিমেব কেবলাং বহু মানয়ংস্তামেবাভ্যসেৎ যো জ্ঞানী তমেব প্রসাদলেশরূপো ভক্তিযোগোঽনুগৃহ্ণাতীত্যর্থঃ। যস্তু ফলপ্রাপ্তৌ সত্যাং ন সাধনোপযোগ ইতি, মত্বা জ্ঞানং ভক্তিঞ্চ ত্যক্ত্বা কেবল ব্রহ্মানুভব এবোদ্যতঃ স্যাৎ স একোঽপি মুখ্যোঽপি জ্ঞানিসহস্রগুরুর্ভবন্নপীত্যর্থঃ। চিরং বিচিন্বন্ বহুশাস্ত্রাভ্যাসযোগাভ্যাসাভ্যাং বিচারয়ন্নপি॥

**২৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** আরও, জীবাত্মার ব্রহ্মসুখানুভব কিন্তু কেবল তার ভক্তি লেশের দ্বারাই হয়, অন্য কোনও প্রকারে নয় এই আশয়ে বলা হচ্ছে—অথাপি ইতি। যদিও মায়া মায়িক

**৩০। তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।**
**যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥**

**৩০। অন্বয়ঃ** [হে] নাথ, অত্র ভবে (ব্রহ্ম জন্মনি) অন্যত্র তিরশ্চাং বা পশু পক্ষ্যাদীনামপি মধ্যে বা জন্ম তস্মিন্ বা) যেন অহং ভবজ্জনানাং একঃ অপি ভূত্বা তব পাদ-পল্লবম্ নিষেবে (পূজয়িষ্যামি) সঃ ভূরিভাগঃ (মহদ্ ভাগ্যম্) অস্তু।

**৩০। মূলানুবাদঃ** তাই বলছি হে সর্বকামপূরক! এই ব্রহ্ম জন্মেই হোক কিম্বা পশু-পক্ষী প্রভৃতি জন্মেই হোক আমার সেই মহৎভাগ্য হোক, যাতে আপনার ভক্তগণের অনুগতরূপা কোনও কিছু হয়ে আপনার পাদপল্লব সেবা করতে পারি।

---

সমস্ত অংশ খসে পড়ে গিয়েছে যার থেকে সেই জীবত্মার কথা বলা হল এখানে, তথাপি আপনার পদকমল-প্রসাদলেশের দ্বারা অনুগৃহীত ব্যক্তিই ভগবান্ আপনার যে 'মহিমা' মহিম শব্দবাচ্য ব্রহ্ম, তার তত্ত্ব জানে' যা মৎসরূপে তিনি নিজেই বলেছেন, যথা "তৎকালে আমা কর্তৃক উপদিষ্ট এবং তোমার প্রশ্ন দ্বারা হৃদয়ে প্রকাশিত পরব্রহ্ম শব্দে প্রকাশিত মদীয় মহিমাও অবগত হবে।" এখানকার ব্যাখ্যায় শ্রীস্বামিপাদ—"মৎস-রূপী শ্রীভগবান্ বলছেন—আমার দ্বারা তুমি 'অনুগৃহীতং' প্রসাদীকৃত হয়েছ, তুমি পরব্রহ্মকে জানবে।"

এখানে **প্রসাদলেশো** –গুণীভূত ভক্তিযোগ জ্ঞানিদের পূর্ব সিদ্ধরূপে ছিলই। শ্রীভগবানের অনু-গৃহীত, এই কথার অর্থ হল, অবিদ্যা চলে গেলে বিদ্যাও চলে যাওয়ার আরম্ভে 'জ্ঞানও আমাতে বিসর্জন দিয়ে' এইরূপ ভগবৎ-উক্তি হেতু জ্ঞানও ত্যাগ করে—অতঃপর অবশিষ্ট কেবলা ভক্তিকেই বহুমানন্ করত তাকেই অভ্যাস করে যে জ্ঞানী, তাকেই প্রসাদলেশরূপা ভক্তিযোগ অনুগ্রহ করে দেই। যিনি ফলপ্রাপ্তি হলেও সাধন-উপযোগ করে না, জ্ঞানকেই মানন্ করে এবং ভক্তি ত্যাগ করে কেবল ব্রহ্মানুভবেই উদ্যত,তিনি **একোঽপি**—মুখ্য হলেও অর্থাৎ জ্ঞানিসহস্র গুরু হলেও বহুকাল **বিচিন্বন্**—বহু শাস্ত্রাভ্যাস ও যোগাভ্যাস দ্বারা বিচার করেও পান না॥ বি০ ২৯॥

**৩০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** মম তু তাদৃশপ্রসাদস্য ফলং যজ্ জ্ঞানং, তস্যাপি যৎ ফলমুপাসনং, তস্যাপি যৎ ফলং সাক্ষাৎকারঃ, স এব সহসা সংবৃত্তস্তস্মাদেতদেব প্রার্থয়ে ইতি নৌমীত্যাদি-প্রতিজ্ঞামেব সঙ্গময়ন্, সর্ব্বং প্রকরণং তাদৃশে শ্রীকৃষ্ণ এব পর্য্যবসায়য়ন্নাহ—যাবৎসমাপ্তি। তত্তস্মাৎ নাথ হে সর্ব্বকামপরিপূরক! পারমেষ্ঠ্যপদপ্রাপকং যন্মম ভাগ্যং, তন্মহন্ন ভবতি, কিন্তু স এব ভূরিভাগঃ মহদ্ভাগ্যং, যদ্ভবজ্জনানামেকোঽপীতি সেবায়াঃ সম্যক্ত্বাদ্যপেক্ষয়া, অতএব নি-শব্দঃ। তত্র চ তত্র ব্রজজন্মনি, অন্যত্র তৎপ্রতিযোগি-হরিণাদিতির্য্যগ্ যোনৌ বা ন মমাগ্রহঃ, কিন্তু তদ্ভক্তাবেবেতি বা শব্দাভ্যাং সূচ্যতে, হরিণাদি-যোনৌ সেবা চ স্নেহেন রজআদিমার্জনায়াবহেলনাদিরূপা গম্যা, সা চ তদ্বিধানাং দৃষ্টৈব কিল প্রার্থ্যতে, পদ্যদ্বয়মিদম্ ইত্থং বা সঙ্গমনীয়ম্—যদ্যপ্যেবং তব মহিমা, তথাপি ত্বৎপদাম্বুজদ্বয়স্য যঃ প্রসাদোঽনুগ্রহঃ,

তস্য লেশোঽপি যত্র, কিমুত পূর্ণঃ স তেনানুগৃহীত এবেতি, ভবজ্জনানামনুগতরূপ একোঽপি কশ্চনাপি ভূত্বেতি চ ॥ জী০ ৩০॥

**৩০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** আমার তো তাদৃশ প্রসাদের ফল জ্ঞান, তারও যে ফল উপাসনা, তারও যে ফল সাক্ষাৎকার, তাও সহসাই ঘটে গিয়েছে ; সুতরাং এই প্রার্থনা করছি—এইরূপে স্তবারম্ভের 'নৌমিড্যতে' ইত্যাদি প্রতিজ্ঞাকেই অর্থাৎ কৃষ্ণের রূপাদি বর্ণনময় বাক্যকেই অন্বয় করে নিয়ে সর্বপ্রকরণ তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণেই পর্যবসিত করে ব্রহ্মা যাবৎ সমাপ্তি বলছেন—তদস্তু মে ইত্যাদি। **তৎ**—সেই হেতু **নাথ**—হে সর্বকাম পূরক ! ব্রহ্মাপদ প্রাপক এই যে আমার ভাগ্য, তা মহৎ নয়। **ভূরি-ভাগ্য**—মহৎভাগ্য উহাই, যার ফলে **ভবজ্জানানাং**—আপনার জনের মধ্যে **একোঽপি**—হরিণাদি পশু-পক্ষী কোনও একটা কিছু **ভূত্বা**—হয়েও **নিষেবে**—আপনার পাদপল্লব সেবা যেন করতে পারি এরূপ প্রার্থনা। অতএব সম্যক্ প্রকারে সেবা প্রাপ্তির অপেক্ষায় 'নি' শব্দের প্রয়োগ। **ভবেঽত্রবা**—তার মধ্যেও সেই ব্রহ্ম জন্মে, **অন্যত্র বা**—অথবা, ব্রহ্ম জন্মের মত উচ্চ জন্মের উল্টা দিক্ নীচু জন্ম হরিণাদি পশুপক্ষী যোনিতে আমার আগ্রহ নেই—কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তের মধ্যেই উচু বা নীচু যোনিতে জন্মের আগ্রহ, বা শব্দ-দ্বয়ের দ্বারা ইহাই প্রকাশিত হচ্ছে। হরিণাদির জন্মে সেবা হল, স্নেহে কৃষ্ণের অঙ্গ থেকে জিব্ দ্বারা চেটে রজাদি মুছিয়ে দেওয়া রূপ সেবা। হরিণাদির এইরূপ সেবা যা ব্রহ্মা ব্রজে দেখেছেন, সেই অনুরূপ প্রার্থনা করলেন। ২৯ ও ৩০ এই পদ্যদ্বয় এই ভাবেও একীভূত করা যেতে পারে—যদিও এইরূপই আপনার মহিমা, তথাপি আপনার পদকমলের যে অনুগ্রহ, তার লেশ মাত্রও যার উপরে আছে, সেই আপনার তত্ত্ব জানে। পূর্ণ অনুগ্রহ যাঁর উপর, তিনি যে আপনার মহিমা জানবেন, তাতে আর বলবার কি আছে ? ব্রহ্মা কৃষ্ণের দ্বারা অনুগৃহীতই—এখন প্রার্থনা হচ্ছে, আপনার ভক্তগণের অনুগতরূপা 'একোঽপি' কোনও কিছু হয়ে যেন আপনার পাদপল্লের সেবা করতে পারি ॥ জী০ ৩০ ॥

**৩০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ভো ব্রহ্মন্ সাধ্যসাধনতত্ত্বজ্ঞশিরোমণেস্তত্ত্যৈব ব্যঞ্জিতলক্ষণয়োর্ভক্তি-জ্ঞানয়োর্মধ্যে তব কুত্র স্পৃহেত্যত আহ—তদস্ত্বিতি। হে নাথেতি সম্বোধনেনৈব ব্যঞ্জিতায়াং সত্যামপি দাস্যস্পৃহায়াং ভো ব্রহ্মন্, উৎকর্ষনিকর্ষৌ সম্যক্তয়া বিচার্য্যৈব সর্ব্বোৎকৃষ্টং বস্তু স্পষ্টং প্রার্থয়স্বেতি চেৎ স এব মে ভূরি ভাগো মহদেব ভাগ্যং মনসা নির্দ্ধারিতমেব বর্ত্ততে ইতি ভাবঃ। যেন ভূরিভাগেন অত্র ভবে ব্রহ্মজন্মনি বা তিরশ্চামপি মধ্যে যজ্জন্ম তস্মিন্ বেতি ব্রহ্মজন্মারভ্যতির্য্যগ্যোনিপর্য্যন্তং যাবন্তি জন্মানি সন্তবন্তি তেষ্বপি ক্বাপি জন্মনীতি ভাবঃ। "গজোগৃধ্রোবণিক্পথ" ইতি বচনাত্তির্য্যগ্যোনাবপি ভক্তিশ্রবণাৎ। তিরশ্চাপীতি বহুবচনেনাপিশব্দেনচ মোক্ষায় জলাঞ্জলিং দত্ত্বা স্বস্যতু অত্রার্থে সহস্রজন্মপ্রার্থনাপি ব্যঞ্জিতা। ভবদীয়ানাং জনানাং মধ্যে একো যঃ কশ্চিদপি নিতরাং সাধকত্বসিদ্ধত্বয়োর্দ্দশয়োঃ সেবেতদেবং "নৌমিড্য তে" ইত্যেকেন মাধুর্য্যঃ 'অস্যাপি দেবে'ত্যাদিভিঃ 'তদস্তু মে নাথেত্যন্তৈঃ' পদ্যৈরৈশ্বর্য্যং বিবৃতবতা ব্রহ্মণা তন্মধ্য এব জ্ঞানে প্রয়াসমিতি তত্তেঽনুকম্পা'মিত্যাভ্যাং কেবলায়া ভক্তেরুৎকর্ষঃ, "ত্বামাত্মানং পরং মত্বে"তি

"অজনতাং ত্বৎপদবী"মিত্যাভ্যাং কেবলজ্ঞানস্যাক্ষেপঃ। 'শ্রেয়ঃস্থতিমিতি' 'পুরেহভূম'ন্নিত্যাভ্যাং কেবলয়োর্জ্ঞানভক্ত্যোঃ ক্রমেণ বৈফল্যসাফল্যে 'অন্তর্ভবে 'অনন্তেতি' 'অথাপি তেদেবে'ত্যাভ্যাং ভক্তিমিশ্রং জ্ঞানম্। 'এবম্বিধং ত্বাং সকলাত্মনা'মিত্যনেন শান্তভক্তিঃ। 'তদস্তু মে' ইত্যনেন দাস্যভক্তিশ্চাভ্যধায়ি। অতঃ পরন্তু মাধুর্য্যসিন্ধাবেব নিপতিষ্যতা ব্রহ্মণা 'অহোঽতিধন্যা' ইত্যাদিভিঃ রাগাত্মক বাৎসল্যাদিরতিমন্ত এব স্তোষ্যন্তে ইতি স্তুত্যর্থতাৎপর্য্যনিষ্কর্ষঃ ॥ বি০ ৩০ ॥

**৩০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** পূর্বপক্ষ, ভো ব্রহ্মণ, সাধ্যসাধন-তত্ত্বশিরোমণে! স্তুতিদ্বারা প্রকাশিত ভক্তি-জ্ঞান ভাবের মধ্যে আপনার কোনটায় স্পৃহা? এর উত্তরে ব্রহ্মা বলছেন- তদস্তু মে নাথ। 'মে নাথ'—এই সম্বোধনের দ্বারাই আপনার দাস্যে স্পৃহা প্রকাশিত হলেও ভো ব্রহ্মণ! উৎকর্ষ নিকর্ষ সম্যক্ প্রকারে বিচার করে সর্বোৎকৃষ্ট বস্তু স্পষ্ট করে প্রার্থনা করুন, কৃষ্ণ এইরূপ কথা উঠালে, ব্রহ্মা বললেন—**স ভূরিভাগো**—উহাই আমার পরমভাগ্যরূপে মনের মধ্যে নিশ্চয়রূপে স্থির হয়ে আছে, এরূপ ভাব। যে পরমভাগ্যের দ্বারা **ভবেঽত্র বা**—ব্রহ্ম জন্মেই হোক, কিম্বা **তিরশ্চাম্ বা**—হরিণাদি নিম্ন যোনিতে যে জন্ম, তাতেই হোক্ অর্থাৎ ব্রহ্মজন্ম থেকে আরম্ভ করে হরিণাদি নিম্ন যোনি পর্য্যন্ত যত কিছু জন্ম সম্ভব, তার মধ্যে যে কোনও জন্মে, এরূপ ভাব—'গজো গৃধ্রো বণিক্পথ' এইরূপ শাস্ত্রবচন থাকায় পশুপক্ষী জন্মেও, ভক্তি শ্রীনামাদি শ্রবণ হেতু। 'তিরশ্চামপীতি' এখানে বহুবচন প্রয়োগ এবং 'অপি' শব্দ থাকায় বুঝা যাচ্ছে মোক্ষে জলাঞ্জলি দিয়ে; এদিকে কিন্তু ব্রহ্মার নিজের ভক্তির জন্য সহস্র জন্ম প্রার্থনাও প্রকাশ পাচ্ছে। আপনার নিজজনদের মধ্যে **একো**—উচ্চ নীচ যা কিছু হয়েও সাধক-সিদ্ধ উভয় দশায় সেবা যেন করতে পারি, এই প্রার্থনা। এই ইচ্ছাতেই "নৌমিড্য তে" ইতি প্রথম শ্লোকে মাধুর্য, অস্তাপি দেব' দ্বিতীয় শ্লোকাদি দ্বারা এবং 'তদস্তু মে নাথ' ইতি এই শেষের ৩০ শ্লোকে ঐশ্বর্য বিবরণকারী ব্রহ্মা জ্ঞান-ভক্তি এ দু-এর মধ্যে "জ্ঞানে প্রয়াসম্" ইতি ৩ শ্লোকে, 'তত্ত্বেঽনুকম্পাং' ইতি ৮ শ্লোকে কেবলা ভক্তির উৎকর্ষ দেখালেন এবং 'ত্বামাত্মানং পরং মত্বা' ইতি ২৭ শ্লোকে, "অজানতাং ত্বৎপদবীম্" ১৯ শ্লোকে কেবল জ্ঞানকে তিরস্কার করলেন। 'শ্রেয়ং স্থতিম্' ৪ শ্লোকে এবং পুরেঽভুমন্' ৫ শ্লোকে কেবল জ্ঞান ও কেবল ভক্তি দ্বারা ক্রমে জ্ঞান ও ভক্তির বৈফল্য দেখিয়ে তৎপর 'অন্তর্ভবেঽনন্ত' ইতি, 'অথাপি তে দেব' এই দুই শ্লোকের দ্বারা ভক্তি মিশ্র জ্ঞানের কথা বললেন ব্রহ্মা। 'এবং বিধম্ ত্বাং সকলাত্মনাম্' ২৪ শ্লোকের দ্বারা শান্ত ভক্তির কথা বলা হল। 'তদস্তু মে' ইতি ৩০ শ্লোকের দ্বারা দাস্য ভক্তি বলা হল। অতঃপর পরে কৃষ্ণের মাধুর্যসিন্ধু নিপতিত ব্রহ্মা 'অহো অতি ধন্যা' ইত্যাদি ৩১ শ্লোকাদির দ্বারা রাগাত্মক বাৎসল্যাদি রতিমন্ত-দিগকে স্তব করছেন—এইরূপে ব্রহ্মার স্তবের তাৎপর্য সার ॥ বি০ ৩০ ॥

**৩১। অহোঽতিধন্যা ব্রজগোরমণ্যঃ স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা।**
**যাসাং বিভো বৎসতরাত্মজাত্মনা যৎতৃপ্তয়েঽদ্যাপিনচালমধ্বরাঃ।**

**৩১। অন্বয়ঃ** [হে] বিভো যৎ তৃপ্তয়ে অদ্যাপি অধ্বরা (সর্বেঽপি যজ্ঞাঃ) ন অলং (ন সমর্থা অভবন্) তে (ত্বয়া) বৎসতরাত্মজাত্মনা (গোবৎস গোপবালকরূপেণ) যাসাং (গবাম্ ব্রজগোপীনাং চ) স্তন্যামৃতং অতীব মুদা (হর্ষেণ) পীতং অহো! ব্রজগোরমণ্যঃ (ব্রজ গো গোপ্যঃ) অতিধন্যাঃ।

**৩১। মূলানুবাদঃ** হে বিভো! যজ্ঞ সকল আজ পর্যন্ত যাঁর তৃপ্তি সাধনে অসমর্থ, অহো সেই আপনি গোবৎস গোপবালক মূর্তিতে পরমানন্দে যাঁদের স্তন্যামৃত অত্যন্ত আবেশের সহিত পান করেছেন সেই ব্রজ গো-গোপীগণ অতি ধন্য।

---

**৩১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** নন্বু ভবেয়ং নাম সর্ব্বপূর্ণঃ ত্বয়াপি সেবিতুমন্বেষণীয়ঃ, কিন্তু ভবান্ পরমেষ্ঠী, মজ্জনাশ্চাত্র গোপা গো-রক্ষকা এব, তস্মাৎ কথঞ্চিৎ যাদবাদিসঙ্গ এব ত্বৎপ্রাপ্তু-মর্হিষ্যতীত্যাশঙ্ক্য এষামেব মহিমা সর্ব্বতঃ পর ইতি তদেকদেশোদাহরণেন ব্যঞ্জয়তি, তেন চ স্বাভিলাষং সূচয়তি—অহো ইতি। প্রথমত এব বিস্ময়বাচক-প্রয়োগোঽয়মতীব-বিস্ময়েন অতিধন্যাঃ কৃতার্থতা-পরম-কাষ্ঠাং প্রাপ্তাঃ। কে তে? ব্রজগোরমণ্য ইতি রমণী-শব্দেন পরমোৎকৃষ্টত্বং, স্তন্যদানেন ভগবৎসুখহেতুত্বঞ্চ ব্যঞ্জিতম্; বহুত্বমন্যত্র একস্যা অপি তথা ভাগ্যং দুর্লভমিতি বোধয়তি। কথং ধন্যাঃ; তত্রাহ—হে বিভো পরিপূর্ণ! তে ত্বয়াপি যাসাং স্তন্যামৃতং পীতম্। বিভুত্বমেব দর্শয়তি—অথ কার্ৎস্ন্যে সর্ব্বেঽপ্যধ্বরা ইত্যর্থঃ। তে যস্য তবাদ্যাপি বেদস্যানাদিত্বাত্তদ্বিহিতানামধ্বরাণামপ্যনাদিকালতোঽদ্যপর্য্যন্তং তৃপ্তয়ে সন্তোষমাত্রায় নালং ন সমর্থাঃ, পরিপূর্ণত্বাদেবেতি ভাবঃ। তথাভূতেনাপি পীতমিত্যনেন অদ্যামৃতাশিনোঽপি, যজ্ঞভাগমাত্রোপ-জীবিনস্ত্বন্ত তত্র চ তেষু চ ন সাদরঃ, তস্মাদহো কিমিদমমৃতমিতি ভাবঃ। তত্রাপি স্তন্যমিত্যনেন তাদৃশস্যাপি তস্য তচ্ছরীরোদ্ভবরসবিশেষাস্বাদনমিতি, তথা পীতমিত্যর্থ-বৈশিষ্ট্যেন স্বয়ং শ্রীমুখেন চুষিতমিতি, তত্র চাতী-বেত্যনেনাত্যন্তমিতি, তত্র চ মুদেত্যনেন পরমামোদ-পূর্ব্বকমিতি, তত্রাপি বৎস বৎসপরূপেণ ইত্যনেন পরমলোভেন কোটিধা ভূত্বা ইত্যেবমুত্তরোত্তরচমৎকারবৈশিষ্ট্যং বোধয়তি। কিঞ্চ, ন কেবলমস্মিন্ ব্রজে তাসামেব পরমবিশিষ্টানাং কাদাচিৎকমেবেদৃশং ভাগ্যং, ন চ কর্ম্মকাণ্ডমাত্রানুসারেণ; 'যত্তৃপ্তয়েঽদ্যাপ্যথ নালমধ্বরাঃ' ইতি যদেব ভবন্মাহাত্ম্যং মদ্বিধচমৎকারকরম্, অপি তু তদ্বাসিমাত্রেষ্বেব নিত্যমেব চ কিমপি তদ্বিরাজতে॥ জী০ ৩১॥

**৩১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** [শ্রীসনাতন: আরও কৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রীনন্দব্রজজনের সদৃশ ভক্তি, বা তাদের পাদপল্লব সেবাই প্রার্থনা করছি—এই আশয়ে, তথা 'মধুরেণ সমাপেয়েৎ' এই ন্যায়ে, তথা ভগবানের প্রিয়জনদের মাহাত্ম্য বর্ণনই শ্রীকৃষ্ণের পরম স্তুতি এই অভিপ্রায়ে তাঁদিগকে বন্দনা করা হচ্ছে—অহো ইতি।]

পূর্বপক্ষ, হে ব্রহ্মন্ ! কি সেই সেবা ? সর্বপূর্ণ হয়েও আপনার দ্বারা যে সেবা অন্বেষণীয়। আপনি হলেন ব্রহ্মা আর আমার জনগণ, এই এখানে যাদের দেখছেন এরা সব একে জাতিতে গোয়ালা, তাতে আবার গরুর রাখাল—তাই বলছি, কোনও প্রকারে যাদবাদি সঙ্গই সেই সেবা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে, এইরূপ পূর্বপক্ষ আশঙ্কা করে তার উত্তরে—এই কৃষ্ণের জনদের মহিমাই সব থেকে শ্রেষ্ঠ সুনিশ্চয় করে তাদের মহিমারই কিঞ্চিৎ উদাহরণের দ্বারা প্রকাশ করছেন এবং তার দ্বারা নিজ অভিলাষও ব্যঞ্জিত করছেন—অহো ইতি।

**অহো**—প্রথমেই এই বিস্ময় বাচক প্রয়োগ অতীব বিস্ময় হেতু। **অতিধন্যা**—কৃতার্থতা, পরম-কাষ্ঠা (সীমা) প্রাপ্তা। তারা কে ? **ব্রজগোরমণ্য**—'রমণী' শব্দে পরম উৎকৃষ্টত্ব, স্তন দানের দ্বারা ভগবৎ সুখ হেতুত্ব ব্যঞ্জিত হল। 'রমণ্য' এই বহুবচন প্রয়োগ অন্যত্র একজনেরও তথা ভাগ্য দুর্লভ, এইরূপ বুঝাচ্ছে। ধন্য কেন ? এরই উত্তরে, **হে বিভো**—হে পরিপূর্ণ ! **তে**—আপনিও **যাসাং স্তন্যামৃতম্**—যাদের স্তন্যামৃত **পীতম্**—পান করছেন। 'বিভুত্ব'ত্ত দেখান হচ্ছে—বেদ অনাদি বলে তৎবিহিত **অধ্বরা**—যজ্ঞও অনাদিকাল থেকে আজ পর্যন্তও **যৎ তে**—যে-আপনার, **তৃপ্তয়ে**—সন্তোষমাত্র বিধান করতে **ন অলং**—সমর্থ নয়, পরিপূর্ণ হেতু, এরূপ ভাব। তথাভূত হয়েও **পীতম্**—এই বাক্যে অর্থ আসছে, অন্য অমৃত ভোজী হয়েও। যজ্ঞভাগমাত্র উপজীবী আপনি কিন্তু না-স্থানের প্রতি, না-সেই যজ্ঞভাগের প্রতি আদর বুদ্ধি সম্পন্ন—তাই বলছি **অহো**—অহো এই স্তনদুগ্ধ কি এক অনির্বচনীয়, এরূপ ভাব। সেখানেও **স্তন্য**—এই শব্দের দ্বারা তাদৃশ হয়েও সেই গো গোপী শরীর থেকে-উদ্ভূত রসবিশেষ আস্বাদন, তথা 'পীতম্' পদের অর্থ বৈশিষ্ট্যের সহিত অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীমুখে চুষে চুষে পান, তার মধ্যেও আবার **অতীব**—এ পদে অত্যন্ত আবেশে পান, তার মধ্যেও **মুদা**—এই পদে পরম আমোদ পূর্বক পান, তার মধ্যেও 'বৎস-বৎসপালকরূপে' এর দ্বারা পরম লোভে কোটি গুণে বিভক্ত হয়ে—এইরূপে উত্তরোত্তর চমৎকার বৈশিষ্ট্য বোঝান হল। কেবল মাত্র এই ভৌমব্রজে পরম বিশিষ্ট গো-গোপীদেরই কোনও এক সময়েই মাত্র-যে এরূপ ভাগ্য, তা নয়। আর কর্মকাণ্ডমাত্রা অনুসারেও এরূপ ভাগ্য ধারণা করা যায় না—"যজ্ঞ যার তৃপ্তি বিধান অদ্যাপিও করতে পারে নি"—এইরূপে যদিও আপনার মাহাত্ম্য মৎবিধ জনের চিত্তচমৎকারকারী, কিন্তু ব্রজবাসিমাত্রেই নিত্যই কি এক অনির্বচনীয় মাহাত্ম্য বিরাজিত। ]॥ জী০ ৩১॥

**৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** কিঞ্চ তত্র ত্বদ্ভক্তেষ্বতি নিকৃষ্টস্য মমৈতাবত্যেব প্রার্থনা সমুচিতা ত্বৎ-প্রসাদাৎ ফলবতী ভূয়াৎ যে তু ত্বদ্ভক্তেষ্বতিপ্রকৃষ্টাস্তেষাং ত্বয়ি শুদ্ধবাৎসল্যাদিরতিভাজাং পদবী প্রার্থয়িতুম-যোগ্যা অস্মদাদিভিরতিদুর্ল্লভা কেবলং স্তূয়ত এবেত্যাহ—অহো ইতি দ্বাভ্যাং। ব্রজস্থা গাবো গোপ্যশ্চ অতিধন্যাস্তত্রাপ্যহো ইত্যাশ্চর্য্যাভিধায়কপদেন বাঙ্মনসা গোচরাশ্চমৎকারাতিশয়ো ব্যঞ্জিতঃ। তমেবাহ—তে ত্বয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপেণাপি যাসাং স্তন্যং দেহৈকাবয়বস্তনোদ্ভবং অমৃতং পীতং তত্রাপি মুদা তত্রাপ্যতীবেতি পুনঃ পুনঃ পানেঽপি মুদঃ প্রতিক্ষণবর্দ্ধিষ্ণু ত্বমেব তত্রাপি গবাং বৎসতরাত্মনেতি দোহনাদি ব্যবধানস্যাসহত্বং

GAUDIYA MISSION GRANTHAGAR CALCUTTA-3 A.C.C. No.

৩২। অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥

**৩২। অন্বয়ঃ** অহো ভাগ্যং অহো ভাগ্যং যৎ পরমানন্দং পূর্ণং সনাতনং ব্রহ্ম নন্দগোপব্রজৌকসাং (ব্রজগোপজনানাঞ্চ) মিত্রং (মিত্রত্বেন বর্ত্ততে)।

**৩২। মূলানুবাদঃ** অহো ভাগ্য অহো ভাগ্য নন্দগোপ প্রমুখ ব্রজবাসীগণের, যাঁদের মিত্র পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।

---

গোপীনামাত্মজাত্মনেত্যন্যথা তৎ প্রাপ্ত্যভাবঃ তত্রাপি বিভো, ইত্যতিলোভাৎ স্বস্য বহুস্বরূপীকরণেনেতি তাসাং মধ্যে একস্যা অপ্যেক স্তনোত্থো রসোঽপি ত্বয়া ত্যক্তুমশক্য ইত্যানন্দমাত্র স্বরূপস্য তবাপ্যানন্দকত্বাত্তাসাং বপুষঃ সচ্চিদানন্দত্বে কে নাম সংশেরতে ইতি ভাবঃ। যস্য তব তৃপ্তয়ে "তৃপ প্রীণনে" যং ত্বাং প্রীণয়িতুমিত্যর্থঃ। অদ্যাপি অনাদিকালতঃ প্রবৃত্তা অদ্যপর্য্যন্তা অপি সর্ব্বেঽপি যজ্ঞা অস্মাদিকৃতা মন্ত্রানুষ্ঠানপাবিত্র্যাদ্যবিকলা অপি নালং ন সমর্থাঃ॥ বি০ ৩১॥

**৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** আরও তদ্বিষয়ে আপনার ভক্তের মধ্যে অতি নিকৃষ্ট আমার এই পর্যন্তই প্রার্থনা সমুচিত—ইহা আপনার প্রসাদে ফলবতী হোক। আপনার ভক্তের মধ্যে যাঁরা অতি উচ্চ কক্ষায় অবস্থিত সেই শুদ্ধ বাৎসল্যাদি রতিমতীদের আপনাতে যে গতি, তা আমি প্রার্থনা করতে অযোগ্য—আমাদের দ্বারা অতি দুর্লভ তাঁরা কেবল স্তুতই হতে পারেন—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, অহো ইতি দুইটি শ্লোকের দ্বারা। ব্রজস্থ গো রমণী-গোপগণ অতি ধন্য—এরূপ বলবার পরও পুনরায় অতি আশ্চর্যদ্যোতক 'অহো' পদের দ্বারা বাক্য মনের অগোচর চমৎকারাতিশয় প্রকাশ করা হচ্ছে। তাই বলা হচ্ছে, **তে**—'ত্বয়া' আপনার দ্বারা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হয়েও যাঁদের **স্তন্যং**—দেহ সম্বন্ধীয় অবয়ব স্তন থেকে জাত অমৃত পীত—তন্মধ্যেও আবার **মুদা**—অতি আনন্দের তন্মধ্যেও আবার **অতীব**—এইরূপে পুনঃ পুনঃ পানেও 'মুদঃ' প্রতিক্ষণ বৃদ্ধিশীল আনন্দ—তদ্বিষয়েও **বৎসতরাত্মজাত্মনা**—গোপবালক ও দুধের বাছুবরূপী আপনার দ্বারা (পান)। তাই দোহনাদি ব্যবধানের অসহ্যতা। গোপীদের পুত্ররূপে আপনি নিজেই পান করেন। কারণ দামাদি রূপা না হলে দামাদি মায়েদের স্তন্যামৃত প্রাপ্তি হত না। এর মধ্যেও আবার **বিভো**—এইরূপে অতি লোভ হেতু নিজের বহুরূপী করণের দ্বারা (পান)। এতে বুঝা যাচ্ছে, তাদের মধ্যে একেরও, এক স্তনোত্থ স্তন্য রসও আপনি ত্যাগ করতে অসমর্থ। এইরূপে আনন্দমাত্র স্বরূপ আপনারও আনন্দ দানকারী হওয়া হেতু এঁদের দেহের সচ্চিদানন্দত্বে কি সংশয় থাকতে পারে, ইতি ভাব। **অদ্যাপি**—অনাদিকাল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্তও নিখিল যজ্ঞও, আমি ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি দ্বারা কৃত মন্ত্র-অনুষ্ঠান পাবিত্র্যাদি অবিকল হলেও, তৃপ্তি সাধনে সমর্থ হয় নি যাঁর॥ বি০ ৩১॥

**৩২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** ব্রহ্মকাণ্ডানুসারেণ ভবন্মাহাত্ম্যমপি ন তাবন্মাত্রতাযোগ্যমিত্যস্তি, অতিশয়ান্তরমপীতি স্মরন্নিব পুনরতীব সচমৎকারমাহ—অহো ইতি। অহো আশ্চর্য্যে, ভাগ্যমনির্ব্ব-

চনীয়স্তৎপ্রসাদঃ, বীপ্সা তদতিশয়িতা প্রাগল্‌ভ্যেন, পুনঃ পুনশ্চমৎকারাবেশাৎ। নন্বু কথং প্রথমতশ্চমৎকারমাত্রং ব্যঞ্জয়সি ? যেষাং তৎ, তান্ কথয়। তত্রাহ—শ্রীমন্নন্দরাজ ব্রজবাসিমাত্রাণাম্ ; পশু-পক্ষিপর্য্যন্তানাং কথমাশ্চর্য্যম্ ? কথং বা ভাগ্যম্ ? তত্রাহ—পরমানন্দং যৎ তদেব যেষাং মিত্রং স্বাভাবিক-বন্ধুজনোচিতপ্রেমকর্ত্তৃ তাদৃশপ্রেমবিষয়শ্চ ইত্যর্থঃ। তথা চ বক্ষ্যতে শ্রীগোপৈঃ—'দুস্ত্যজশ্চানুরাগোঽস্মিন্ সর্ব্বেষাং নো ব্রজৌকসাম্। নন্দ তে তনয়েঽস্মাসু তস্যাপ্যৌৎপত্তিকঃ কথম্॥' (শ্রীভা ১০।২৬।১৩) ইতি। আনন্দস্য ক্লীবত্বং ছান্দসম্, তেন চ বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' (শ্রীবৃ উ ৩।৯।৩২) ইতি শ্রুতিবাচ্যং তৎ সূচয়তি। যত্র ক্বাপ্যানন্দ এব খলু সর্ব্বে তাদৃশপ্রেমকর্ত্তারো দৃশ্যন্তে, ন ত্বানন্দঃ, কুত্রচিৎ এষু ত্বানন্দোঽপি তৎকর্ত্তা, তত্র চ শ্রুতিমাত্রবেদ্যত্বেন পরমঃ খণ্ডামৃত-তারতম্যবৎ স্বরূপত এবালৌকিকমাধুর্য্যঃ, অত আশ্চর্য্যং ভাগ্যং চেতি ভাবঃ। অন্যদপ্যাশ্চর্য্যময়মিদমিত্যাহ—সনাতনম্ ; তত্তাদৃশমপি নিত্যং কস্যচিৎ ক্ষুদ্রানন্দোঽপি ন নিত্যো দৃশ্যতে, এষান্তু তাদৃশোঽপি ; পুনঃ কথম্ভূতম্ ? 'অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম বৃংহতি বৃংহয়তি চ' শ্রুতেঃ। 'বৃহত্ত্বাদ্‌বৃংহণত্বাচ্চ যদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ' ইতি বিষ্ণুপুরাণাচ্চ। বৃহত্তমত্বেন ব্রহ্মসংজ্ঞমপি, 'অথানন্দস্য মীমাংসা ভবতি' ইত্যারভ্য 'যে তে শতম্' ইতি বারং বারং মনুষ্যানন্দান্নৎপর্য্যন্তানন্দং দশধা শতশতগুণাধিক্যেন গণয়িত্বা মত্তোঽপি শতগুণমানন্দং পরব্রহ্মণঃ প্রোচ্যাপি সভ্রমেণ যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥' (শ্রীতৈঃ ২।৪।১) ইত্যনেনান্ত্যং স্মৃত্বা বাঙ্মনসাতীতে সর্ব্বতো বৃহত্তমত্বেন শ্রুতিভির্গীতমপীত্যর্থঃ। ততঃ আনন্দস্যৈতাদৃশত্বমেতাদৃশবৃহতোঽপ্যনেন মিত্রত্বং ক্বচিদ্দৃষ্টমিতি ভাবঃ। ন চৈতাবদেব, কিং তর্হি পূর্ণমপ্যমৃতং সৌরভ্যাদিভিরিব স্বাভাবিকরূপ-গুণ লীলৈশ্বর্য্য মাধুরীভিঃ সর্ব্বাভিরেব পূরিতং সৎ, এতদপি কুত্রাপি ন দৃষ্টং শ্রুতং, ন চ তাদৃশমিত্রমিত্যর্থঃ। অত্রাপরোক্ষেঽপি শ্রীকৃষ্ণে পরোক্ষবৎ, নির্দ্দেশঃ কৌতুকবিশেষায় ; কিঞ্চ, মিত্রত্বমত্র বিধেয়ং পরমানন্দমনূদ্যম্ ; ততশ্চানূদ্য-ধর্ম্মবিধেয়বৈশিষ্ট্যায় প্রযুজ্যন্তে ইতি মিত্রতায়া অপি তত্তদ্ভাবো লভ্যতে, মনোরমং সুবর্ণমিদং কুণ্ডলং জাতম্ ইতিবৎ। যুজ্যতে চ—অনূদ্যস্য বিধেয়তাদাত্ম্যাপন্নত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ, তত্র চ পরমানন্দত্বং পূর্ণত্বঞ্চ তস্যাঃ সিদ্ধমেব, তৎপ্রেমরূপত্বাৎ, সনাতনত্বমপি তস্য সনাতনত্বাৎ, নিরুপাধিত্বেনোক্তত্বাৎ, কালবৈশিষ্ট্যানির্দ্দেশেন কালসামান্যলাভাৎ। অন্যত্র শ্রীরুক্মিণ্যাদৌ দৃষ্টত্বাৎ, এষামপি তথৈব শ্রুতি তন্ত্রাদৌ দৃষ্টত্বাচ্চ। এবং পূর্ব্ববৎ শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বমপি দর্শিতম্, তথা নিজাভিলাষস্য যুক্ততা চেতি॥ জী০ ৩২॥

**৩২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** ব্রহ্মকাণ্ড অনুসারে আপনার যে মাহাত্ম্য, তাও অতখানি উচ্চকক্ষায় পৌছবার যোগ্য নয়—অতিশয় ব্যবধান বর্তমান—ইহাই যেন স্মরণ করতে করতে পুনরায় অতীব সচমৎকার ৩২ শ্লোকে বললেন—অহো ইতি। **অহো**—আশ্চর্যে। **ভাগ্যং**—অনির্বচনীয় সেই প্রসাদ—'অহো ভাগ্যং অহো ভাগ্যং' দুবার বলা হল বীপ্সায়-ভাগ্যের অতিশয়তা-প্রাগল্‌ভে পুনঃ পুনঃ চমৎকার আবেশ হেতু। আচ্ছা, প্রথমে কেন চমৎকার মাত্র প্রকাশ করলে, যাঁদের সেই চমৎকার তাঁদের কথা বল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—শ্রীনন্দরাজ এবং ব্রজবাসি মাত্রদের ; পশু পক্ষিপর্যন্তদের কি করেই বা আশ্চর্য, আর কি করেই বা ভাগ্য এরই উত্তরে—পরমানন্দস্বরূপ যিনি, তিনিই যাঁদের মিত্র—স্বাভাবিক

বন্ধুজনোচিত তাদৃশ প্রেমবিষয়। এবং তথা বলাও আছে, যথা—"হে নন্দ, তোমার এই পুত্রের প্রতি আমাদের ব্রজজনদের দুষ্পরিহার্য অনুরাগ বর্তমান, আমাদের প্রতিও তার স্বাভাবিক স্নেহ বর্তমান, এর কারণ কি ?—(ভা॰ ১০।২৬।১৩), **পরমানন্দং**—পরম আনন্দস্বরূপ। 'আনন্দ' পদ ক্লীবলিঙ্গ ; বৈদৈকবাক্য আর্ষ-প্রয়োগ। এই পদে 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' (শ্রীবৃ॰ ভ॰ ৩।৯।৩৪) এই শ্রুতি বাচ্য ব্রহ্মকে বুঝানো হচ্ছে। কোথাও কিছু অল্প আনন্দ হলে সেখানে সকলে তাদৃশ প্রেমকর্তাকেই দেখে, কিন্তু কোথাও 'আনন্দ'কে দেখতে পায় না। ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিন্তু আনন্দই তৎকর্তা এবং সেখানে শ্রুতিমাত্র বেদ্য বলে **পরম**—গুড়-অমৃত তারতম্যবৎ স্বরূপত অলৌকিক মাধুর্য্য। অতএব আশ্চর্য, ভাগ্য, এরূপ ভাব। এই ব্রহ্ম অপর আশ্চর্য-ময়ও, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**সনাতনম্**—ব্রহ্ম তাদৃশ হয়েও নিত্য। এই জগতে কারুর ক্ষুদ্র আনন্দ হয়ও যদি, তা 'নিত্য' হয় না। এই ব্রহ্মানন্দ কিন্তু নিত্য। পুনরায় ব্রহ্ম কিরূপ ? "ব্রহ্ম বৃহৎ ও অন্যকে বৃহৎ করে দেওয়ার গুণবিশিষ্ট"—শ্রুতি। "যিনি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সর্বব্যাপক তাকেই পরব্রহ্ম বলে জান।"—বিষ্ণুপুরাণ। ["সেই ব্রহ্ম শব্দে কহে স্বয়ং ভগবান্"—চৈ॰ চ॰]। সর্ববৃহৎ বলে ব্রহ্ম সংজ্ঞা হলেও "অতঃপর আনন্দের তত্ত্ব নির্ণয় করা হচ্ছে"—এই বাক্য থেকে আরম্ভ করে "যে তে শতম্" পর্যন্ত—আলোচনা থেকে পাওয়া যায়—মনুষ্যানন্দ থেকে আমা পর্যন্ত আনন্দ বার বার দশবার শত শত গুণাধিক্যে গণনা করত আমার থেকেও শতগুণ আনন্দ পরব্রহ্মের—সভ্রমের সহিত বলাও হয়েছে—যেখান থেকে বাক্য-মনের সহিত ফিরে আসে না পেয়ে। ব্রহ্মের আনন্দ জানলে আর কোথাও ভয় থাকে না।—(শ্রীতৈ॰ ২।৪।১)। এই সব শ্রুতি বাক্যের দ্বারা বাক্য মনের অতীত অসীমত্ব স্মরণ করে সর্বভাবে বৃহত্তমরূপে গীতও হয়েছে। অতঃপর আনন্দ তাদৃশ গুণসম্পন্ন ও তাদৃশ বৃহৎ হলেও, এর সাহিত মিত্রত্ব ক্বচিৎ দেখা যায়, এরূপ ভাব। এবং শুধু যে এই পর্যন্তই সমাপ্তি তাই নয় ; তা হলে কি ? এরই উত্তরে, **পূর্ণং**—পূর্ণামৃত—সৌরভ্যাদির মতো স্বাভাবিক রূপ-গুণ-লীলা-ঐশ্বর্য মাধুর্যের দ্বারা সকলকেই পরিপূর্ণ করে দেয়। ইহা কোথাও-ই দেখা বা শোনা যায় না এবং তাদৃশ মিত্রও কোথাও-ই দেখা বা শোনা যায় না। এখানে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ সম্মুখে উপস্থিত থাক-লেও তাতে অপ্রত্যক্ষের মতো নির্দেশ কৌতুক বিশেষ রচনার জন্য। আরও এখানে 'মিত্রতা' বিধেয় (যা অজ্ঞাত) আর পরমানন্দ অনুবাদ (যা জ্ঞাত), কাজেই যা জ্ঞাত সেই 'পরমানন্দ' পদটি আগে বলে তৎ পশ্চাৎ অজ্ঞাত 'মিত্রতা' পদটি প্রয়োগ করাই বিধি—কিন্তু এখানে অনুবাদের (জ্ঞাতের) অর্থাৎ পরমানন্দের আগেই বিধেয় (অজ্ঞাত) 'মিত্রত্ব'কে প্রয়োগ করা হয়েছে তাকে বৈশিষ্ট্য দানের জন্য ; অতএব মিত্রতারও পরমানন্দের সেই সেই ভাব লাভ হয়ে গিয়েছে,—"মনোরমং সুবর্ণমিদং কুণ্ডলং জাতম্' ইতিবৎ। এরূপ প্রয়োগের আরও হেতু দেখান হচ্ছে, যথা—

অনুবাদ পরমানন্দের মিত্রতা-তাদাত্ম্যপ্রাপ্তরূপে উক্ত হওয়া হেতু এরূপ প্রয়োগ, এতে পরমা-নন্দত্ব ও পূর্ণত্ব মিত্রতার সিদ্ধই হল—পরমানন্দ প্রেমরূপ হওয়া হেতু। মিত্রতার সনাতনত্বও সিদ্ধ হল—পরমানন্দ সনাতন ধর্ম সম্পন্ন হওয়া হেতু, নিরুপাধিরূপে উক্ত হওয়া হেতু, কাল বৈশিষ্ট্যের অনির্দেশের দ্বারা কাল সামান্য লাভ হেতু, অন্যত্র রুক্মিণী আদিতে এই মিত্রতা দেখা যাওয়া হেতু এবং ব্রজবাসিদের

সহিত এই মিত্রতা শ্রুতি-তন্ত্রাদিতে দেখা যাওয়া হেতু। এইরূপে পূর্ববৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তাও দেখান হল, তথা ব্রহ্মার নিজের অভিলাষ যে সমীচীন, তাও দেখান হল॥ জী০ ৩২॥

**৩২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** রাগাত্মকবাৎসল্যপ্রেমবতীঃ স্তুত্বা রাগাত্মকসখ্যপ্রেমবতঃ স্তুবন্নেব তন্ত্রেণ বাৎসল্যাদিসর্ব্বরতীরতোঽপ্যুপশ্লোকয়তি অহো ভাগ্যমহোভাগ্যমিতি। বীপ্সা অত্যানন্দচমৎকারেণ পরমানন্দমিতি ক্লীবত্বমার্ষম্। তেন চ 'সত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি' শ্রুতিবাচ্যং ব্রহ্ম সূচয়তি। পরম পদেন শ্রীকৃষ্ণস্য তৎপ্রতিষ্ঠাভূতত্বং পূর্ণপদেন ব্রহ্মস্বরূপাণামংশাবতারাণাং ব্যাবৃত্তিঃ। এতাদৃশং ব্রহ্ম যেষাং শ্রীদামাদি-বালকানাং মিত্রং সখা। মিত্রত্বস্য ত্বৎকাল ভবত্বং বারয়ন্ বিশিনষ্টি। সনাতনং সার্ব্বকালিকমিতি মিত্রত্বস্য সার্ব্ব-কালিকত্বেন শ্রীদামাদীনামপি সার্ব্বকালিকত্বং জ্ঞাপিতম্। 'অয়ন্তূত্তমো ব্রাহ্মণ' ইত্যুক্তে ব্রাহ্মণ্যস্যৈবোত্তম-ত্বাত্তদ্বিশিষ্টোঽপ্যুত্তম ইতিবদত্রাপি মিত্রত্বস্যৈব সনাতনত্বং বিবক্ষিতম্। তথা মিত্রশব্দস্য বন্ধুমাত্রবাচকত্বাদেবঞ্চ ব্যাখ্যেয়ম্। শ্রীমন্নন্দরাজব্রজবাসিমাত্রাণাং পশুপক্ষিপর্যন্তাণাং সর্ব্বেষামেবাহো ভাগ্যমহোভাগ্যং কিং পুনর্নন্দস্য তস্য তদীয়গোপানাঞ্চ। কিং তৎ যেষাং বাৎসল্যাদিসর্ব্ববিধপ্রেমবতাং পরমানন্দং ব্রহ্ম সনাতনং মিত্রং বন্ধুঃ। বন্ধুত্বোচিতপ্রীতিকর্ত্তৃ। যদ্বক্ষ্যতে গোপৈঃ— দুস্ত্যজশ্চানুরাগোঽস্মিন্ সর্ব্বেষাং নো ব্রজৌকসাম্। 'নন্দ। তে তনয়েঽস্মাসু তস্যাপ্যেৎপত্তিকঃ কথ'মিত্যত এষু ব্রজবাসিষ্বৌৎপত্তিকানুরাগ্যেব পূর্ণব্রহ্মেত্যর্থ আয়াতঃ। তেন পরমানন্দমপ্যানন্দয়ন্তি ব্রজবাসিন ইতি। তে সচ্চিদানন্দময়া এবাথ চ পরমবিস্ময়রসবিষয়ীভূতা ইতি ধ্বনিতম্॥ বি০ ৩২॥

**৩২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** রাগাত্মক বাৎসল্য প্রেমবতীগণকে স্তুতি করবার পর রাগাত্মক সখ্যপ্রেমবান্দের স্তব-করারূপ উপায়েই বাৎসল্যাদি সর্বরতিমতীদেরও শ্লোকের দ্বারা স্তব করছেন— অহো ভাগ্য অহো ভাগ্য ইতি। বীপ্সা (ছড়িয়ে পরার ইচ্ছা)—অত্যানন্দ চমৎকারে দুবার বলা হল। **পরমানন্দম্**—পুংলিঙ্গ 'আনন্দ' শব্দের ক্লীবলিঙ্গরূপে ব্যবহার আর্ষ প্রয়োগ। এই আনন্দ পদের দ্বারা 'সত্যং বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্মেতি' এই শ্রুতিবাচ্য ব্রহ্মকে বুঝাচ্ছে। 'পরম' পদে কৃষ্ণ যে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা আর 'পূর্ণং' পদে কৃষ্ণ ব্রহ্মস্বরূপ অংশ অবতারগণ থেকেও যে পৃথক্ তাই বুঝানো হল। এতাদৃশ ব্রহ্ম যৎ —'যেষাং' যে শ্রীদামাদি বালকদের **মিত্রং**—সখা, এই মিত্রতা যে শুধু তৎকালীন, তা বারণ করত ইহাকে বিশিষ্টতা দান করা হচ্ছে—**সনাতনং**—সর্বকালিক এই মিত্রতা। এইরূপে মিত্রতার সর্বকালিকতার দ্বারা শ্রীদামাদিরও সার্বকালিকতা জানানো হল। যেমন নাকি 'এই ব্যক্তি উত্তম ব্রাহ্মণ' এরূপ বললে ব্রাহ্মণত্বের উত্তমতা হেতুই সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিরও উত্তমতা এসে যাচ্ছে, সেইরূপ এখানেও মিত্রতারও সনাতনত্ব বলা হল। তথা 'মিত্র' শব্দের বন্ধুমাত্র বাচকত্ব হেতু এরূপই ব্যাখ্যা করতে হবে। **নন্দগোপব্রজৌকসাম্**— নন্দগোপের যে ব্রজ সেই ব্রজের আশ্রয়ী মাত্রদের—পশু-পাখী পর্যন্ত সকলেরই অহো ভাগ্য অহো ভাগ্য। নন্দের নিজের ও তদীয় গোপেদের কথা আর বলবার কি আছে?

**যন্মিত্রং ইত্যাদি**—বাৎসল্যাদি সর্ববিধ প্রেমবান্ যাঁদের বন্ধু হলেন পরমানন্দ ব্রহ্ম সনাতন, তাঁদের যে কি ভাগ্য তা কো ভাষায়ন্ ব্যক্ত হবে? অর্থাৎ তা অনির্বচনীয়। গোপেদের মুখেই ইহা বলা আছে, যথা

**৩৩। এষান্তু ভাগ্যমহিমাচ্যুত তাবদাস্তামেকাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ।**
**এতদ্ধৃষীকচষকৈরসকৃৎ পিবামঃ শর্ব্বাদয়োঽঙ্ঘ্র্যুদজমধ্বমৃতাসবং তে ॥**

**৩৩। অন্বয়ঃ** [হে] অচ্যুত, এষাং (ব্রজবাসিনাং) ভাগ্যমহিমা তু তাবৎ আস্তাং ন কোঽপি তন্মহিমানং বক্তুং সমর্থঃ' সর্বাদয়ঃ (রুদ্রাদয়ঃ) বয়ম্ একাদশ (অহং ব্রহ্মা চন্দ্রাদয়শ্চ) এব হি এদদ্ হৃষীক-চষকৈঃ (ইন্দ্রিয়রূপ পানপাত্রৈঃ) অসকৃৎ (সদৈব) তে অঙ্ঘ্রিদজমধ্বমৃতাসবম্ (পদকমলমধুস্বরূপামৃতমদ্যং) পিবামঃ যত বয়ং [অপি] ভূরিভাগাঃ।

**৩৩। মূলানুবাদঃ** হে অচ্যুত! এই ব্রজের গোপ-গোপী সমূহের ভাগ্য মহিমার কথা দূরে থাকুক, রুদ্রাদি আমরা একাদশ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাও ধন্য। কারণ এই সব ব্রজবাসিগণের একাদশ ইন্দ্রিয়রূপ পানপাত্রে আমরা একাদশ জনও আপনার চরণকমল-মধু মুহুর্মুহু পান করছি।

---

—"হে নন্দ তোমার এই পুত্রের প্রতি আমাদের সমস্ত ব্রজজনের দুষ্পরিহার্য অনুরাগ বর্তমান, তাঁরও আমা-দের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ বর্তমান। এর কারণ কি?"– (ভা০ ১০।২৬।১৩)। এর থেকে তিনি যে পূর্ণ ব্রহ্ম তাই বুঝা যাচ্ছে। তাই পরমানন্দ স্বরূপকেও ব্রজবাসিগণ আনন্দিত করেন, এইরূপে ব্রজবাসিগণ সচ্চিদা-নন্দময়। অথচ 'অহো ভাগ্য' এইরূপ পরমবিস্ময়-রসবিষয়ীভূত, এরূপ ধ্বনিত হচ্ছে ॥ বি০ ৩২ ॥

**৩৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** অহো এষাং মাহাত্ম্যং কো নাম বর্ণয়িতুং শক্নুয়াৎ? বয়মপ্যেষাং সম্বন্ধেনৈব পরমকৃতার্থা জাতা, ইত্যাহ—এষামিতি। তু-শব্দো ভিন্নোপক্রমে, অঙ্ঘ্রিদজমধু শ্রীচরণারবিন্দমাধুর্য্যম্; তৎপানং তু তদীয়াভিমানাধ্যবসায়-সঙ্কল্পদর্শনশ্রবণাদিরূপম্, দেবতাশ্চ শর্ব্বব্রহ্মচন্দ্র-দিগ্বাতার্ক-প্রচেতোঽশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ; গুহ্যেন্দ্রিয়দ্বয়স্যানুপযোগাদশ্লীলত্বাচ্চ তদধিষ্ঠাত্রোর্মিত্র-প্রজাপত্যোস্ত্যাগেনৈকাদশ। পাদাধিষ্ঠাতোপেন্দ্রস্তু তদীয়-ধারণশক্ত্যাবেশাবতারো দেবতাবিশেষ এব কশ্চিৎ। চিত্তাধিষ্ঠাতারং শ্রীবাসুদেবং বিনা তেষাং সর্ব্বেষামপ্যকর্ত্তুং ক্ষমত্বেন তৃতীয়েঽভিধানাৎ, তস্য তু তৎসমীপ-গত্যনুভবসুখং শ্রীগোপাদীনাং স্বয়ং ভগবতো নিত্যাপ্রাকৃতপরিকরত্বাদেতেষাঞ্চ প্রাকৃতাধুনিকত্বাত্তদসম্ভবেঽপি তন্নিত্যাবরণস্থ-দেবগণাভেদবিবক্ষয়েদমুক্তং, তদাবেশিরূপাত্তেষাম্; তথা চ পাদ্মোত্তরখণ্ডে—'নিত্যাঃ সর্ব্বে পরে ধাম্নি যে চান্যে চ দিবৌকসঃ। তে বৈ প্রাকৃতনাকেঽস্মিন্ননিত্যাস্ত্রিদিবেশ্বরাঃ ॥' ইতি। উভয়থাপি তস্য চ নিত্যত্বাদিত্যত্র করণপক্ষস্যৈব হি দেবতা, ন ভোক্তৃপক্ষস্যেতি শারীরকনির্ণয়ঃ। শ্রীগোপাদীনামন্তরঙ্গ-পরিকরত্বেন স্বতঃ সর্ব্বশক্তিত্বমিতি—শ্রীকৃষ্ণোপাসনা-শাস্ত্রাভিপ্রায়ঃ। পূর্ব্ববদশ্লীলপরিহারঃ, সূর্য্যাদীনাং নয়নাদিকোটিভিঃ যুগপদ্দর্শনাদি সুখাধিক্যসাতত্যপরিহারশ্চ বিরুদ্ধ্যেত। তত ইয়ং বা ব্যাখ্যা—শ্রীমন্নন্দরাজ-ব্রজৌকসাং তাদৃশং ভাগ্যমেব কৈমুত্যেন স্তোতুং কাদাচিৎকেনাপি তন্মাধুরীমাত্রলাভেন স্বেষামপি ভাগ্যমভি-নন্দতি, তেন চ তাদৃশনিজাভিলাষমপি দ্রঢ়য়তি—এষামিতি; যদ্বা, একাঽদ্বিতীয়াঽনুপমেত্যর্থঃ। এতদ্ব্রজে প্রথমানং তদেতদিত্যর্থঃ। তে তবাঙ্ঘ্র্যুদজমধু হৃষীকচষকৈর্নিজনিজচক্ষুরাদিভিরেব পানপাত্রৈঃ শক্ত্যা ভক্ত্যা চ প্রাধান্যাৎ শর্ব্ব আদির্যেষাং তে দশদিক্পালদেবতা বয়মসকৃৎ পুনঃ পুনরিহাগত্য পিবামঃ। বক্ষ্যতে চ—

'বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ' (শ্রীভা ১০।৩৫।২২) ইতি, 'শক্রশর্ব্ব পরমেষ্ঠিপুরোগাঃ' (শ্রীভা ১০।৩৫।১৫) ইতি চ। কীদৃশম্ অমৃতাসবম্? পরমস্বাদুত্বাদিনাঽমৃতং পরম মাদকত্বেন চাসবঃ, তয়োর্দ্বন্দ্বৈক্যং তদ্রূপম্; যদ্বা, এতে চ তে হৃষীকচষকাশ্চ, তৈঃ; এতচ্ছব্দ প্রয়োগশ্চাত্যন্তচমৎকারেণ। অমৃতা মৃত্যুহীনা মুক্তাস্তেষামপ্যাসবং মাদকমিত্যর্থঃ॥ জী০ ৩৩॥

**৩৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** অহো, এই ব্রজবাসিদের মাহাত্ম্য কে বর্ণনা করতে সমর্থ? এঁদের সম্বন্ধেই আমরা কৃতার্থ হয়ে গিয়েছি, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—এষাম ইতি। **তু**—ভিন্ন উপক্রমে। **অঙ্ঘ্রি দ্বজমধু**—শ্রীচরণারবিন্দ মাধুর্য। **পিবাম**—পান করছি। সেই পান ব্রহ্মার অভিমান নিশ্চয়-সঙ্কল্প-দর্শন শ্রবণাদিরূপ। **একাদশ বয়ং**—আমরা ১১ জন দেবতা। মোট ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠাতা তো ১৪ জন, তবে ১১ জন কেন বলা হল? এর উত্তরে—আমরা শিব, ব্রহ্মা ও চন্দ্র। দশ দেবতা—দিক্ পবন, সূর্য, প্রচেতা বরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং কর্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র, প্রজাপতি=সাকুল্যে ১৩ জন। (কৃষ্ণের সহিত অভেদ হেতু চিত্তাধিষ্ঠাতা বাসুদেবকে বাদ দিয়ে) গুহ্যেন্দ্রিয়ের আনুকূল্য না থাকা হেতু এবং অশ্লীলতা হেতু তাদের অধিষ্ঠাতা মিত্র ও প্রজাপতির ত্যাগে ১১ জনই হল। পা এর অধিষ্ঠাতা উপেন্দ্র তদীয় ধারণশক্তির আবেশ অবতার কোনও দেবতা বিশেষ। কৃষ্ণের সঙ্গে অভেদ হেতু চিত্ত-অধিষ্ঠাতা শ্রীবাসুদেবকে বাদ দিয়ে ইন্দ্রিয়-অধিষ্ঠাতা দেবতা একাদশ। শ্রীবাসুদেব বিনা ব্রহ্মাদি একাদশ জনের কোনও ক্ষমতা নেই, এরূপই তৃতীয়ে আছে। শ্রীবাসুদেবের কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সামীপ্য অনুভব সুখ হয়, আরও এই সুখ হয় ব্রজের গোপব্রহ্মাদির, স্বয়ংভগবানের নিত্য অপ্রাকৃত পরিকরতা হেতু। আর এই ব্রহ্মাদি একাদশজনের প্রাকৃত আধুনিকতা হেতু তা তা অসম্ভব হলেও সেই নিত্য আবরণস্থ দেবতাগণ সহ অভেদ বিচারে এখানে এরূপ উক্ত হয়েছে ব্রহ্মার দ্বারা। অপ্রাকৃত রাজ্যের ব্রহ্মাদি একাদশ শ্রীভগবৎ-আবেশরূপা। শ্রীপাদ্মোত্তর খণ্ডে এরূপই আছে, যথা—"চিন্ময় ধামে সকলেই নিত্য। অন্য যে সব দেবতা আছেন, প্রাকৃত এই সর্গলোকে, তারা সব অনিত্য দেবতা।" উভয় প্রকারেই শ্রীবাসুদেবের নিত্যতা হেতু তিনি ইন্দ্রিয় পক্ষের দেবতা, ভোগকর্তার পক্ষের নয়—এইরূপ শারীরিক নির্ণয়।

শ্রীগোপাদি অন্তরঙ্গ পরিকর বলে তাদের সর্বশক্তি আছে—তাদের পক্ষে এই সর্বশক্তি দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা শাস্ত্র অভিপ্রায়। এই বৃন্দাবনেও পূর্ববৎ গোপেদের ইন্দ্রিয়ের অশ্লীলতা হেতু পরিহার এবং বৃন্দাবনের সূর্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের নয়নাদি কোটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যুগপৎ কৃষ্ণদর্শনাদি সাতত্য পরিহার নিষেধ করা হল এখানে। অতঃপর ব্যাখ্যা এরূপ হবে, যথা—শ্রীমৎনন্দরাজের ব্রজবাসিগণের তাদৃশ ভাগ্যকেই কৈমুতিক ন্যায়ে স্তুতি করার জন্য কদাচিৎ কোন প্রকারে লবলেশ কৃষ্ণ-মাধুরী লাভে নিজেদেরও ভাগ্যকে অভিনন্দিত করছেন ব্রহ্মা। এবং তার দ্বারা তাদৃশ নিজ অভিলাষও দৃঢ় করছেন—এষাম্ ইতি। অথবা, **একাদশ**—একা+দশ। 'একা' অদ্বিতীয় অনুপম। এই ব্রজে প্রসিদ্ধ অনুপম দশজন দিক্‌পাল। **তে অঙ্ঘ্রি দ্বজমধ্বমৃতাসবং**—আপনার পাদপদ্ম মাধুর্য। **হৃষীকচষকৈঃ**—নিজনিজ নয়নাদিরূপ পানপাত্রে (পান করব)। শক্তি ও ভক্তিতে প্রাধান্য হেতু **শর্ব**—শিব আদি-যাঁদের সেই দশদিকপাল

দেবতা আমরা বার বার এই বৃন্দাবনে এসে পান করব।—শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে—"বৃন্দাবনের পথে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ গিরিধারীর শ্রীচরণ বন্দনা করছেন।"—(শ্রীভা০ ১০।৩৫।২২)।—"শ্রীকৃষ্ণ যখন বংশী-বাদন করতে থাকেন, তখন শিব ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবতাগণ মোহপ্রাপ্ত হন আকাশমার্গে।"—(শ্রীভা০ ১০।৩৫।১৫)। **অমৃতাসবং**—কিরূপ অমৃতাসব? পরম স্বাদু বলে অমৃত, পরম মাদক বলে মদ। এ দু-এর মিশ্রনে যেরূপ হয় সেরূপ অপূর্ব সেই মাধুর্য। অথবা, এই ইন্দ্রিয়রূপ পান পাত্রে—এখানে অত্যন্ত চমৎকারে 'এতৎ' শব্দ প্রয়োগ। **অমৃতাসবং**—মুক্তগণেরও মাদক॥ জী০ ৩৩॥

**৩৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** কিঞ্চৈভি ব্রজবাসিভির্বয়মপি ভূরিভাগাঃ ক্রিয়ামহে ইত্যাহ—এষাস্তু ভাগ্যস্য মহিতা মহিমা তাবদাস্তাং কস্তাং বক্তুং শক্নোতি। বয়মেকাদশ এতেষামিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারোঽপি ভূরি-ভাগাঃ। যত এতেষাং হৃষীকাণীন্দ্রিয়াণ্যেব চষকানি পানপাত্রাণি তৈস্তব অঙ্ঘ্রিদ্বয়োশ্চরণকমলয়োর্মঞ্জীর-রঞ্জিতয়োর্মধু তত্রত্যাভিমানাধ্যবসায়সঙ্কল্প শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ কীর্ত্তন সম্বাহনান্তিক গত্যাত্মকং তদেব অমৃতং স্বাদু আসবং মাদকং শর্ব্বাদয়ো রুদ্রাদয় ইত্যশ্লীলস্যেন্দ্রিয়দ্বয়স্যাধিষ্ঠাতৃদেবতাদ্বয়স্য ত্যাগাৎ চিত্তাধিষ্ঠা-তুর্বাসুদেবস্যাপি তদভেদ দৃষ্ট্যা ত্যাগাদেকাদশৈরপিবামঃ। অত্র যদ্যপ্যেষামন্তরাত্মন এব বিষয়ভোগো নতু তত্তৎকর্তৃণামিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃণামিত্যধ্যাত্মসিদ্ধান্তস্তথাপি বুদ্ধৌ ব্রহ্মা তিষ্ঠতি চক্ষুষি সূর্য্যস্তিষ্ঠতি তং তমধিষ্ঠা-তারং বিনা তত্তদিন্দ্রিয়ং শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠানামপি রূপরসাদীনাং গ্রাহকং ন স্যাদিতি, সামান্য দৃষ্ট্যা অধ্যাত্মবিদাং প্রবাদোঽপি শ্রীকৃষ্ণে রত্যোৎকণ্ঠাবতাং ব্রহ্মাদীনামানন্দহেতুঃ কর্তৃত্বমাত্রেণৈব ভোক্তৃত্বাভিমানস্বীকারাৎ তথৈব স্বেষাং প্রাকৃতত্বেঽপি অপ্রাকৃত-তত্তদিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃত্বাভিমানাচ্চ। প্রেম্নামেব বিলক্ষণেয়ং প্রক্রিয়া দৃশ্যতে চান্যত্র পদ্যাবল্যাদৌ মিথ্যাপবাদবচসাপ্যভিমানসিদ্ধেরিত্যাদীতি। অন্যথা চিদানন্দময় বপুষাং শ্রীভগবৎ পরি-বারাণামিন্দ্রিয়াদীনামপি ভগবত ইব তন্ময়ত্বমেব নতু প্রাকৃতত্ব সম্ভবেৎ কুত্রস্তত্র প্রপঞ্চগতানাং ব্রহ্মাদীনাং প্রবেশ ইতি জ্ঞেয়ম্। যদ্বা, কাদাচিৎ কেনাপি তন্মাধুরীলাভেন স্বেষামপি ভাগ্যমভিনন্দতি এষামিতি। ভাগ্যমহিতা একা অদ্বিতীয়া অনুপমেত্যর্থঃ দশৈব দশাপি বয়ং দিক্‌পাল দেবতা ভূরিভাগা ভবামঃ। কুত ইত্যত আহ—এতদিতি। স্বতর্জ্জন্যা স্বনেত্রশ্রোত্রাণি স্পৃশতি। বৎসচারণায় ব্রজান্নিষ্ক্রান্তস্য তব চরণসৌন্দর্য্য-সৌস্বর্য্যামৃতং নেত্রশ্রোত্রৈঃ পিবাম ইতি॥ বি০ ৩৩॥

**৩৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** আরও, এই ব্রজবাসিগণ আমাদিকেও ভূরিভাগ্যবান্ করে দিচ্ছেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—কিন্তু এদের ভাগ্যের চরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত মহিমার কথা দূরে থাকুক—কে তা বলতে সমর্থ? এদের ইন্দ্রিয়-অধিষ্ঠাতা আমরা একাদশ জনও ভূরিভাগ্যবান্। কারণ এদের **হৃষীক**—ইন্দ্রিয় সমূহই **চষক**—পানপাত্র। এই পানপাত্র সমূহের দ্বারা আপনার অঙ্ঘ্রিদ্বয়োঃ—চরণকমলযুগলের 'মঞ্জীর' নূপুরে রঞ্জান **মধ্বামৃতাসবং**—সুমিষ্ট অমৃতমদ; মধুপান করছি, এরূপ অভিমান অধ্যবসায় সঙ্কল্প যথা—শব্দ স্পর্শ-রূপ-রস গন্ধ-কীর্তন-সম্বাহন-নিকটে গমন—ইহাই অমৃত স্বাদু মদ। **শর্বাদয়**—রুদ্র প্রমুখ। অশ্লীল ইন্দ্রিয়দ্বয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতাদ্বয়ের ত্যাগ হেতু চিত্তের অধিষ্ঠাত বাসুদেবেরও কৃষ্ণের সহিত অভেদ দৃষ্টিতে ত্যাগ হেতু 'ইন্দ্রিয় একাদশ' বলা হল। এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পান করছি।

**৩৪। তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোভিষেকম্।**
**যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দস্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব॥**

**৩৪। অন্বয়ঃ** অদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যম্ এব (শ্রুতিভিঃ মৃগ্যতে এব) [সঃ] ভগবান্ মুকুন্দঃ তু যজ্জীবিতং (যেষাং জীবনং) নিখিলং (সর্বস্বঞ্চ তেষাং) কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকং (যস্য কস্যাপি চরণধূলি-কণিকয়া সর্বাঙ্গস্নপনং) [যত্র জন্মনি তৎ] ইহ অটব্যাং (শ্রীবৃন্দাবনে) গোকুলে গো গোপগোপীনাং বাসভূমৌ) যৎ কিমপি জন্ম তৎ ভূরিভাগ্যং (ব্রহ্মজন্মনোঽপি অধিক সৌভাগ্যাস্পদং মন্যে)।

**৩৪। মূলানুবাদঃ** শ্রুতিগণ অদ্যাবধি যাঁর পদরজ খুঁজে বেড়াচ্ছে, সেই ভগবান্ মুকুন্দ যাঁদের জীবন সর্বস্ব সেই ব্রজজনদের চরণস্পর্শ, অথবা গোকুল নগরের প্রান্তবাসী হাড়ী ডোমদের চরণ রজে স্নান যে জন্মে লাভ হতে পারে, সেই জন্ম লাভই জীবের মহাভাগ্য।

---

এখানে বিবেচ্য—[ চিন্ময় ধামের চন্দ্র সূর্যাদি, দেবতা মনুষ্য পশু প্রভৃতি সমস্তই সচ্চিদানন্দময়। এবং তারই জড়ানুকরণে আমাদের এই প্রাকৃত চন্দ্র সূর্য প্রভৃতি নির্মিত। আমাদের এই প্রাকৃত জগতের দেবতাগণ অপ্রাকৃত জগতের দেবতারই শক্ত্যাবিষ্ট জীব বিশেষ; জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জীবের বিষয় গ্রহণ সামর্থ্য নেই—ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠাতৃ দেবতার শক্তিতেই জড়বিষয় মাত্র গ্রহণ হতে পারে। পার্ষদগণের সচ্চিদানন্দময় ইন্দ্রিয় নিজ শক্তিতেই শ্রীভগবানের রূপ-রসাদি গ্রহণ করে।] ব্রহ্মা উৎকণ্ঠ-উদ্বেগ বশতঃ উপযুক্ত সিদ্ধান্ত ভুলে গিয়ে নিজে প্রাকৃত অন্তকরণের অধিষ্ঠাতা হয়েও ব্রজবাসিগণের অন্তকরণের সহিত সাদৃশ্য লেশ গন্ধে নিজেকে কৃতার্থ মনে করছেন। যদিও ব্রহ্মা রুদ্রাদির অন্তরাত্মারই বিষয় ভোগ, সেই সেই ব্রহ্মারুদ্রাদি কর্তাদের ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠাতা দেবতাদের নয়, এইরূপ আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত (অন্তকরণের দোষ গুণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত); তথাপি বুদ্ধিতে ব্রহ্মা চক্ষুতে সূর্য অবস্থিত, সেই সেই ব্রহ্মাদি অধিষ্ঠাতা বিনা সেই সেই ইন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ রূপরসাদির গ্রাহক হতো না। সামান্য দৃষ্টিতে আধ্যাত্মবিদ্দের এরূপ পরস্পর বলা বলিও শোনা যায়। শ্রীকৃষ্ণে রতি-উৎকণ্ঠাবান্ ব্রহ্মাদির আনন্দের কারণ হচ্ছে ক্রিয়ার নিষ্পাদক ও প্রযোজক দুপ্রকার কর্তা হলেও নিষ্পাদক কর্তাই ভোগ করে থাকে—কিন্তু ব্রহ্মাদি প্রযোজক কর্তা হয়েও এঁদের ভোক্তৃত্ব অভিমান স্বীকার করে নিলেন, ইহাই এক কারণ। আরও, ব্রহ্মাদি দেবতারা প্রাকৃত হলেও তদেরই অপ্রাকৃত সেই সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বলে অভিমান, ইহাই দ্বিতীয় কারণ। ইহাই প্রেমেরই বিপরীত প্রক্রিয়া—অন্যত্র পদ্যাবলী আদিতেও দেখা যায়, "মিথ্যা নিন্দা বাক্যের দ্বারাও অভিমান সিদ্ধি" ইত্যাদি। অন্যথা চিদানন্দ বপু শ্রীভগবৎপরিবারদের ইন্দ্রিয়াদিরও ভগবানের মত তন্ময়ত্বই হত, প্রাকৃতত্ব সম্ভব হত না। তবে কি করে আর সেখানে প্রপঞ্চগত ব্রহ্মাদির সেই অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদিতে প্রবেশ হয়? এরূপ বুঝতে হবে।

অথবা, কদাচিৎ কেউ শ্রীকৃষ্ণ মাধুরী লোভে নিজেদের ভাগ্যকেও স্তুতি করে—এষাম ইতি। ব্রজবাসিগণের ভাগ্যমহিমা এক অদ্বিতীয়, অর্থাৎ অনুপম। **দশৈব**—আমরা দশ জন দিগ্‌পাল দেবতাও

ভূরি ভাগ্যবান্। কি করে? এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**এতদ্ ইতি**—নিজের তর্জনী দ্বারা নিজের নেত্র-কর্ণ, স্পর্শ করে বললেন এই সব ইন্দ্রিয় (দ্বারা পান করছি)। বৎস চরাবার জন্য ব্রজ থেকে নিষ্ক্রান্ত আপনার সৌন্দর্য সৌষ্ঠব অমৃত নয়ন কর্ণদ্বারে পান করছি ॥ বি॰ ৩৩ ॥

**৩৪। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ** তদেবং তেষাং মহামাহাত্ম্যমনুবদন্ জাতদৈন্যস্তজ্জনান্তঃপতিতয়া তচ্চরণসেবেচ্ছামপি ধার্ষ্ট্যেনৈবাকরবমিতি ব্যঞ্জয়ন্ যৎকিঞ্চিত্তজ্জনচরণরজ এব বহুমন্যমানঃ প্রার্থয়তে—তদিতি, তৎপ্রতিকূলং মুক্ত্যাদিপঞ্চকম্ ইহেত্যাদি-পদপঞ্চকেন নিরস্তম্। তত্র জন্মেতি মুক্তিরিহ মথুরামণ্ডল ইতি, বৈকুণ্ঠাদিকমপীতি সারূপ্যাদি, অটব্যামিতি মথুরাদি, গোকুল ইতি মধুবনাদি ; তত্রাপি কিমপি দূর্ব্বাদিমৃদুতৃণত্বমিত্যভিপ্রায়ঃ, তত্রৈবাঙ্ঘ্রিরজোভিঃ সম্যগভিষেকসিদ্ধেঃ, তচ্চরণসেবায়ামন্তরীণাভিলাষাচ্চ। অভিষেক ইতি—সর্ব্বাঙ্গসাফল্যলোভাদুক্তম্। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা নন্বু কথং সাক্ষাদ্গোপাদিজন্মৈব ন প্রার্থ্যতাম্? তত্রাহ—যদিতি ; যস্য গোকুলস্য তদ্বাসিমাত্রস্য নিখিলং জীবিতং ভগবান্ মুকুন্দ এব, তত্র যঃ স্বয়ং ভগবান্ পরাৎপরত্বাৎ সাধয়িতুমশক্য ইত্যর্থঃ। সাধিতোঽপি যো মুকুন্দঃ প্রায়শো মুক্তিমেব দাতা, ন তু ভক্তিযোগমাত্রমপি, তমেতং বিনা মজ্জনঃ ক্ষণমপি ন জীবিতুং শক্নোতীত্যর্থঃ, ইতি পরমপ্রেমবিশেষবত্ত্বমুক্তম্। আস্তাং তাবদন্যৈর্দুঃসাধ্যত্বং দুর্লভপ্রেমত্বঞ্চ, যস্য পাদরজঃ শ্রুতিভিরদ্যাপি ত্বয়ি সাক্ষাদত্রাবতীর্ণেঽপি দৃশ্যত এব ; কতমং রজঃ কিয়ন্মহিমেতি জ্ঞাতুমিষ্যত এব, ন তু তদন্তঃ প্রাপ্যত ইত্যর্থঃ। 'যতো বাচঃ' (শ্রীতৈ ২।৪।১) ইত্যাদি-শ্রুতেঃ। অতঃ পরমপ্রাচীন মাদৃশ সর্ব্বজ্ঞানপ্রদ শ্রুতিদুর্ল্লভ-জ্ঞানে ত্বৎপাদরজস্যাপি প্রার্থনা মেঽনুপযুক্তা ; কুতঃ? পুনঃ প্রেমভরবশীকৃত-ত্বৎপাদাব্জক শ্রীগোপাদিজন্ম প্রার্থনেতি ভাবঃ। এবম্ 'অহোঽতিধন্যা' ইত্যারভ্য শ্রীব্রজবাসিভেদানাং যথা পূর্ব্বমাহাত্ম্যকৈমুত্যং দর্শয়িত্বা শ্রীব্রজেশ্বরয়োস্তু তদতীব বোধিতং, সাক্ষাত্তৎপ্রভাবশ্চ তৌ প্রশংসিতুমপি 'কোঽহং বরাকঃ' ইতি বিবক্ষয়া সখায়স্তু স্বাপরাধজ-ভয়-লজ্জাভ্যাং ন প্রস্তুতা এব, অতশ্চ তদাচ্ছাদনায় লব্ধানন্দবিশেষাস্তন্মাতর এব প্রথমত উপন্যস্তা ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ জী॰ ৩৪ ॥

**৩৪। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** এইরূপে ব্রজবাসিদের মহামাহাত্ম্য কীর্তন করতে করতে দৈন্যের উদয়ে সেই ব্রজজনদের মধ্যে আমিও একজন, এরূপ মননের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবা ইচ্ছাও ধৃষ্টতা বশেই করব, এইরূপ প্রকাশ করে যৎকিঞ্চিৎ শ্রীকৃষ্ণজন চরণরজই বহুমাননা করে প্রার্থনা করছেন ব্রহ্মা—তদ্ ইতি। শ্রীকৃষ্ণ সেবার প্রতিকূল মুক্ত্যাদি পঞ্চক নিরস্ত হল, 'ইহ' ইত্যাদি পদ পঞ্চকের দ্বারা। এই শ্লোকে **জন্ম**—মুক্তি, **ইহ**—এখানে, মথুরা মণ্ডলে, বৈকুণ্ঠাদিতেও সারূপ্যাদি মুক্তি, **অটব্যাম্**—মথুরাদি, **গোকুলে**—মধুবনাদিতে জন্ম, তার মধ্যেও **কিমপি**—দূর্বাদি কোমল তৃণজন্ম অভিপ্রায়—সেখানে আপনার পদধূলি দ্বারা সম্যক্রূপে অভিষেক সিদ্ধি হেতু এবং আপনার চরণ সেবাতে গোপন অভিলাষ হেতু। **অভিষেক ইতি**—পদধূলিতে স্নান, সর্বাঙ্গ সাফল্য লাভের জন্য উক্ত হয়েছে।

[স্বামিপাদের টীকা—গোকুলবাসিগণ ধন্য কেন? **যৎ ইতি**—এদের জীবন ও যথাসর্বস্ব ভগবান্ মুকুন্দ, তাই এরা ধন্য। মুকুন্দপরই জীবন এদের।] অথবা পূর্বপক্ষ, আচ্ছা সাক্ষাৎ গোপাদি জন্ম কেন-না প্রার্থনা

করছেন ? এরই উত্তরে—যদিতি। **যৎ**—'যস্য' যে গোকুলের অর্থাৎ যে গোকুলবাসি মাত্রেরই নিখিল জীবন ভগবান্ মুকুন্দ—এখানে ইনি স্বয়ং ভগবান্ পরাৎপর বলে সাধন ক্ষমতার অতীত, তাই প্রার্থনা করছি না, এরূপ অর্থ। সাধনার সিদ্ধিতেও যে-মুকুন্দ প্রায়শঃই মুক্তিই দিয়ে থাকেন, ভক্তিযোগ মাত্রও দেন না—সেই পদরজে মজ্জন বিনা বাঁচতে পারবো না এইরূপে ব্রহ্মার পরম প্রেমবিশেষবত্ত্বা বলা হল। তাবৎ দৈন্য সাধ্যত্ব দুর্লভ প্রেমের কথা দূরে থাকুক যাঁর পদরজ শ্রুতি সমূহও অদ্যাপি অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছেন—সেই তিনিই সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হয়ে সকলের নয়নগোচর হচ্ছেন। **কতমৎ রজঃ**—রজের কি অদ্ভুত মহিমা, তা জানতে ইচ্ছা করি, কিন্তু তার অন্ত পাই না, এরূপ অর্থ। কারণ 'বাক্যমন সেখান থেকে ফিরে আসে।' —(শ্রীতৈ ২।৪।১) এইরূপ শ্রুতি আছে। অতএব পরম প্রাচীন মাদৃশজনকে সর্বজ্ঞানপ্রদ যে শ্রুতি, সেই শ্রুতির জ্ঞানের সীমার বাইরে অবস্থিত আপনার নিকট পদরজের প্রার্থনাই আমার পক্ষে অনুপযুক্ত, প্রেম-ভরবশীকৃত আপনার চরণ-কমলসেবী শ্রীগোপাদি জন্ম প্রার্থনার কথা আর বলবার কি আছে, এরূপ ভাব। এইরূপে 'অহোঽতিধন্যা' ৩১ শ্লোক থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন ব্রজবাসীর মাহাত্ম্য যেরূপে পূর্বে দেখিয়ে কৈমুতিক ন্যায়ানুসারে শ্রীব্রজেশ্বর-ব্রজেশ্বরীর মাহাত্ম্যের আতিশয্য বুঝানো হয়েছে—তাতে সাক্ষাৎ তাঁদের প্রভাব এবং তাঁদিকে প্রশংসা করতে 'আমি কে এক তুচ্ছজন' এই বিচারে স্বাপরাধ-ভয়-লজ্জাতে সম্মুখে উপস্থিত সখাগণের কথা আর তোলা হল না এবং অতঃপর তাঁদেরকে গোপন করার জন্য লব্ধানন্দ বিশেষ তাঁদের মায়েদের কথাই প্রথমে উল্লিখিত হল, এরূপ বুঝতে হবে॥ জী॰ ৩৪॥

৩৪। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা ঃ** তস্মাজ্জগদৈশ্বর্য্যায় প্রাপ্তায় প্রাপ্তব্যায় মোক্ষায় চ ময়া জলাঞ্জলি-র্দত্তঃ কেন প্রকারেণৈষাং ব্রজবাসিনাং চরণধুলয়ো লভ্যন্ত ইতি বিভাব্য সনিশ্চয়মাহ,—তদেব মে ভূরিভাগ্যং ভবত্বিতি শেষঃ। যদি শ্রীমৎকৃপাকটাক্ষা উদারা ভবন্তীতি ভাবঃ। কিং তৎ ইহ অটব্যাং বৃন্দাবনে যৎ কিমপি কোমলতৃণদূর্ব্বাদিজন্ম যদুপরি ত্বৎপ্রিয়সখাদিব্রজবাসিজনচরণবিন্যাসসৌভাগ্যং সম্ভবেৎ। নন্বস্মিন্নতিদুর্লভে লোভং বিহায় স্বযোগ্যমন্যৎ প্রার্থয়স্বেতি চেৎ তর্হি গোকুলেঽপি ত্বন্নগরপ্রান্তাদাবপি কতমস্য ত্বদীয় সৌচিক-কারু হড্ডিপাদ্যেকতরস্যাজ্ঘ্রিরজসোঽভিষেকো যত্র তথাভূতং শিলাশীঠপট্টিকাদিজন্ম ভবতু। নন্বেষাং ব্রজ-বাসিনামেতাবন্মাহাত্ম্যবত্ত্বে কো হেতুঃ কথং বা জগৎপূজ্যস্য জগৎস্রষ্টুঃ পরমেষ্ঠিন স্তবৈষাং নীচজাতীনাং পাদধূলিলিপ্সায়াং নাস্তি লজ্জেতি তত্রাহ—যেষাম্ জীবিতং ভগবান্ ভগং শ্রীকামমাহাত্ম্যে"ত্যমরণানার্থ-বর্গাৎ সৌন্দর্য্যসৌষ্ঠর্য্যাদি গুণবিশিষ্টো ভগবান্, মুকুন্দঃ মুখে কুন্দবদ্ধাস্যং যস্য সঃ ইতি ত্বৎসৌন্দর্য্যাদি মন্দ-হসিতাদ্যেক জীবনোপায়ঃ তেন বিনা সদ্য এবামী ম্রিয়ন্তে ইত্যেতেষামসাধারণং ত্বয়ি মহাপ্রেমৈব সর্বোৎ-কর্ষে হেতু ইতি ভাবঃ। নিখিলমিতি কিঞ্চিদপি জীবিতং ন ভোজনপানাদিহেতুকমিত্যর্থঃ। অতোঽদ্যাপি যেষাং পদরজঃশ্রুতিভির্মৃগ্যতে এব নতু প্রায়ঃ প্রাপ্যত ইত্যতোঽহং ব্রহ্মাপি কিং বেদেভ্যোঽপ্যধিকো যত এতৎপ্রার্থনে মম লজ্জা স্যাদিতি ভাবঃ। অতো ময়া তদস্তু মে নাথেতি যৎ পূর্ব্বং প্রার্থিতং তৎ স্বস্য বৈধভক্তিমত্ত্বে এব যদি ব্রজজনানুগতিমত্ত্বেন মাং রাগানুগাম্ তাম্ভোধৌ নিমজ্জয়তি তদেবং প্রার্থিতম্॥ বি৩৪

৩৫। এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেবরাতেতি ন।
শ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্মুহ্যতি।
সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা
যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়-প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে॥

**৩৫। অন্বয়ঃ** [হে] দেব, সকুলা পূতনা অপি সদ্বেষাৎ ইব (ভক্তবেশানুকরণমাত্রেন) ত্বাং এব আপিতা (প্রাপিতা) যদ্ধামার্থ সুহৃৎ প্রিয়াত্মতনয় প্রাণাশয়াঃ (যেষাং গৃহং অর্থঃ তনয়ঃ প্রাণাঃ আশয়ঃ চ এতে) ত্বৎকৃতে এষাং ঘোষ নিবাসিনাং (ব্রজগোপজনানাং বিষয়ে) ভবান্ কিং রাতা (দাস্যসি) বিশ্বফলাৎ ত্বং (ভবদ্রূপাৎ) অপরং ফলং কুত্রাপি উত ইতি অয়ং (চিন্তয়ং) নঃ (অস্মাকং) চেতঃ মুহ্যতি।

**৩৫। মূলানুবাদঃ** হে দেব! যাঁদের গৃহ-ধন-সুহৃৎ-দেহ-মন-প্রাণ-পুত্র ইত্যাদি প্রিয় বস্তু সব কিছুই আপনার প্রীতির নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত, সেই ব্রজবাসিদের আপনি কি দিতে পারেন, মাত্র মাতৃ-বেশের অনুকরণ হেতুই যখন পূতনাকে সবংশে আপনার নিজেকে দিয়ে দিলেন। সর্ব ফলাত্মক আপনা থেকে উৎকৃষ্ট ফল অন্যদেশে বা কালে বহু বহু অন্বেষণেও না পেয়ে আমি মোহিত হয়ে পড়ছি।

---

**৩৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** সুতরাং আমি জগৎ-ঐশ্বর্য প্রাপ্তি এবং প্রাপ্তব্য মোক্ষকে জলাঞ্জলি দিয়েছি, কি করে এই ব্রজবাসিদের চরণধূলি লাভ হতে পারে, এরূপ চিন্তাযুক্ত ব্রহ্মা সনিশ্চয় বললেন,-**তদ্ভূরিভাগ্যম্**—উহাই আমার ভূরিভাগ্য হোক। যদি আপনার শোভা যুক্ত কৃপাকটাক্ষ আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হয়, এরূপভাব। সেই ভূরিভাগ্য কি? **ইহ অটব্যাং**—এই বৃন্দাবনে কোনও তুচ্ছ কোমল তৃণ তুর্বাদি জন্ম, যার উপরে আপনার প্রিয় সখাদি ব্রজবাসিজনের চরণ-বিন্যাস সৌভাগ্য সম্ভব হতে পারে। পূর্বপক্ষ, ওহে ব্রহ্মা এই অতি তুর্লভ লোভ ছেড়ে দিয়ে নিজ যোগ্য অন্য কিছু প্রার্থনা কর, এরূপ যদি বলা হয়, তারই উত্তরে, **গোকুলেঽপি**—সেই নগরের প্রান্তদেশেও **কতমস্য**—আপনার দরজি হাড়ি-ডোমাদি কোন একজনের পদধূলির স্থান যে স্থানে হতে পারে, সেই স্থানের শিলাপীঠ-ছোট্ট পাটাদি জন্ম হউক। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা এই ব্রজবাসিদের এতদূর মাহাত্ম্য হওয়ার কারণ কি? কেনই বা জগৎপূজ্য জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা আপনার এই নীচ জাতিদের পাদধূলি লিপ্সাতে লজ্জা নেই। এরই উত্তরে, **যৎজীবিতম্**—যাদের জীবন **ভগবান্**—'ভগং' 'শোভা, কাম মাহাত্ম্য'—অমরকোষ—সৌন্দর্য, সৌস্বর্যাদি গুণ বিশিষ্ট ভগবান্। **মুকুন্দ**—মুখে কুন্দবৎ হাস্য যার তিনি—এইরূপে আপনার সৌন্দর্যাদি, মন্দহাসি প্রভৃতি একমাত্র জীবনোপায় যাঁদের। ইহা বিনা সদ্যই এরা মরে যাবে, এইরূপে আপনাতে এদের অসাধারণ প্রেমই সর্বোৎকর্ষে হেতু, এরূপ ভাব। অতএব অদ্যাপি যাঁদের পদরজ শ্রুতিগণও খুঁজেই বেড়াচ্ছে, কিন্তু প্রায়শঃ পায় না—অতএব আমি ব্রহ্মাও কি বেদের থেকেও অধিক যে এই প্রার্থনার জন্য আমার লজ্জা হবে, এরূপ ভাব। অতএব হে নাথ, তাই হউক। পূর্বে যা প্রার্থনা করলাম তা আমি নিজে বৈধী ভক্তিমান্ হলেও যদি ব্রজজনানুগতি-

মান্ হওয়ার দরুন আমাকে রাগানুগা অমৃত সাগরে নিমজ্জিত করে দেয়—এই আশায় এরূপ প্রার্থনা ॥ বি০ ৩৪ ॥

**৩৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** নন্থ ভবদ্বিধায়াপি যত্তেষাং চরণরজ এব পরমফলত্বেন দাস্তে, তর্হ্যেভ্যো বা কিং দাস্তে ? কিঞ্চ, পূর্ব্বং ভবতা 'ত্বাং লব্ধুমেব ত্বাং স্তৌমি' ইতি প্রতিজ্ঞাতম্ ; অধুনা পুনরেতচ্চরণরজ এব প্রার্থ্যতে, ভদ্রেয়ং নিষ্ঠা ভবদ্বিধানামিতি সনর্ম্মপ্রশ্নমাশঙ্ক্য তথৈবাহ—এষামিতি, পূর্ব্বোক্তমাহাত্ম্যানাম্। উত প্রশ্নে, বিশ্বফলাদপীত্যপি-শব্দান্বয়ঃ। ততশ্চাস্যাঃ শ্রীব্রজভূমেরূর্দ্ধং তব স্থানং নাস্তি, এতৎ-স্বরূপাদূর্দ্ধং চ ফলং নাস্তীতি, কুত্র চ কিং দাতেত্যর্থঃ। অয়দিতি—নঞপূর্ব্বমিণ্-ধাতোরূপম্, ত্বত্তঃ পরং ফলং কুত্রাপ্যজানদিত্যর্থঃ। মুহ্যতীতি নিশ্চয়াশক্তেঃ সতাং সদ্ভাবযুক্তানাং ব্রজবাসি-বিশেষাণাং ধাত্রীজনানাং বেশাৎ 'লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যম্' ইতি তৃতীয়োক্তেঃ (২।২৩)। ইবেতি তত্রাপি হিংসাময়দম্ভেনৈব, ন তু ভক্ত্যেত্যর্থঃ, অতঃ সমানফলত্বং কথং স্যাদিতি ভাবঃ। পূতনাপীত্যন্যস্য কা বার্ত্তেত্যর্থঃ। অপি-শব্দোঽয়ং যথাযোগমন্যত্রাপি যোজ্যঃ। সকুলেতি—প্রাক্তনাধুনিকতৎকুলোৎপন্নসহিতা, ত্বামেবেতি পূতনায়াঃ সাক্ষাৎ ত্বৎপ্রাপ্তি অন্যেষান্তু ভগবদ্দ্বেষিণাং পূতনানুবর্ত্তিত্বেনৈব ; বকাঘয়োস্তু বিরোধিবেশাস্মুক্তিমাত্রমিতি জ্ঞেয়ম্, আপিতা ত্বয়ৈব । সুহৃৎ নিরুপাধিহিতকারী ; প্রিয়স্তাদৃশপ্রীতিবিষয়ঃ। ত্বংকৃত ইতি প্রত্যেকং স্বাভাবিকমেব তেষাং তদেকার্থত্বম্, তব পুনঃ তত্তদ্ভেদেনানেক-প্রিয়জনার্থত্বমিত্যর্থঃ। তদেবং তে পূর্ণা এব শ্রীভগবচ্চরণাস্তু প্রত্যুপকারাসামর্থ্যেনাপূর্ণা ইব, ততস্তেভ্যঃ কিমিব দাস্যন্তি ? অতোঽহমপি ভবতাঋণিত্বেন পারবশ্যমাশঙ্ক্য তাদৃশনিজাভিলাষসিদ্ধয়ে তচ্চরণরজঃশরণ এব ভবিতুং যুক্ত ইতি ভাবঃ। তদেবমপি শ্রীকৃষ্ণ-তদ্বাসিনোরব্যভিচারিত্বমেব ব্যঞ্জিতম্, তথা পূর্ব্বপক্ষভঙ্গ্যৈবায়ং পরমসিদ্ধান্তঃ সূচিতঃ, তাদৃশ-তদ্বশীকারময়প্রেম্ণ এব পরমফলত্বাৎ ॥ জী০ ৩৫ ॥

**৩৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** পূর্বপক্ষ, আচ্ছা হে ব্রহ্মা আপনাদের মত জনদেরই যদি ব্রজবাসিদের চরণরজ পরমফলরূপে দেওয়া যায়, তবে আপনাদের সম্মানীয় এই অতি উচ্চ কক্ষায় অবস্থিত এই ব্রজজনদের বা কি দেওয়া যাবে ? আরও, পূর্বে আপনি প্রতিজ্ঞা করে রেখেছেন—শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য তাঁকে স্তুতি করছি, অধুনা পুনরায় ব্রজবাসিদের চরণরজমাত্রই প্রার্থনা করছেন, ভাল ভাল আপনার এই নিষ্ঠা—এইরূপ সনর্ম প্রশ্ন আশঙ্কা করে এরূপ বলা হচ্ছে—এষাম্ ইতি। **এষাম্**—পূর্বোক্ত মহা মহিমাবিশিষ্ট জনদের। **উত**—প্রশ্নে। দ্বিতীয় চরণের 'বিশ্বফলাৎ' পদের সহিত 'অপি' শব্দ যোগ করে অর্থ করতে হবে, যথা 'বিশ্বফলাদপি' এইরূপে অর্থ হবে, সর্বফলরূপ এই ব্রজভূমির ঊর্ধ্বে আপনার কোন স্থান নেই—এই আপনার এই স্বরূপ থেকে ফলও কিছু নেই, কাজেই কোথা থেকে আর কি দিতে পারেন এদের। **অয়ৎ ইতি**—'অজানৎ' উহা থেকে শ্রেষ্ঠ ফল কুত্রাপি আছে বলে জানি না। **মুহ্যতি ইতি**—কিছু নিশ্চয় করার অসামর্থ্যে মোহ প্রাপ্ত হচ্ছি। **সদ্বেষাদিব**—'সতাং, সদ্ভাব যুক্ত ব্রজবাসিবিশেষ ধাত্রী জনদের বেশ অনুকরণ হেতু 'ধাত্রীগতি প্রাপ্ত হয়েছে পূতনা' এইরূপ(ভা৩।২।২৩)শ্লোকের বাক্য

হেতু মোহপ্রাপ্ত হচ্ছি। **ইব ইতি**—এর মধ্যেও হিংসাময় দম্ভেই বেশানুকরণ, ভক্তিতে বেশানুকরণ নয়। অতএব এই পূতনার ধাত্রীদের সমানগতি কি করে হতে পারে? এরূপ অর্থ। **পূতনাপি**—পূতনাও আপনার চরণাশ্রয় পেল, অন্যের কথা আর বলবার কি আছে। এই 'অপি' শব্দটি যথাযোগ্য অন্যত্রও যোজনীয়। **সকুলা**—প্রাক্তন আধুনিক তার কুলোৎপন্ন অসুরদের সহিত (পূতনা গতি পেল)। **ত্বামেব ইতি**—পূতনাকে স্বীকার করেন। পূতনার সাক্ষাৎ কৃষ্ণ প্রাপ্তি। তার কুলে জাত অন্য ভগবৎবিদ্বেষীদের পূতনার আনুগত্যেই প্রাপ্তি। অঘবক তার কুলের হলেও আনুগত্যহীন বিরোধিবেশ, তাই মুক্তি মাত্র পেল, এরূপ বুঝতে হবে। **সুহৃৎ**—নিরুপাধি হিতকারী। প্রিয়ঃ—তাদৃশ প্রীতিবিষয়। **ত্বৎকৃতে ইতি**—ব্রজবাসিদের প্রত্যেকেই স্বাভাবিক ভাবেই একমাত্র আপনারই সম্পত্তি। আপনি কিন্তু পুত্র-সখা ইত্যাদি ভেদে বহু প্রিয়জনের সম্পত্তি। এইরূপে ব্রজবাসিগণ পরিপূর্ণ। শ্রীভগবৎচরণ আপনি কিন্তু প্রত্যুপকারে অসমর্থ হেতু যেন অপূর্ণ। অতএব এই ব্রজবাসিদের আপনি কি দিতে পারেন। অতএব ঋণ হেতু ব্রজবাসিদের নিকট আপনার অধীনতা আশঙ্কা করে আমি তাদৃশ নিজ অভিলাষ সিদ্ধির জন্য তাঁদের চরণরজের শরণাগত হওয়াই আবশ্যক বলে ঠিক করলাম, এরূপ ভাব। এরূপ হলেও শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজবাসিদের মধ্যে ঐকান্তিকতা সূচিত হল এখানে। টীকারম্ভে ভঙ্গীক্রমে পূর্বপক্ষের যে প্রশ্ন, তার দ্বারাই পরম সিদ্ধান্ত সূচিত হয়েছে—ব্রজজনদের তাদৃশ শ্রীভগবৎবশীকারময় প্রেমই পরমফল স্বরূপ হওয়া হেতু॥ জী॰ ৩৫॥

৩৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** কিঞ্চ যেষাং পাদরজো ময়া লোভাৎ প্রার্থ্যতে তল্লভ্যতাং ন লভ্যতাং বা ময়েতি স্পষ্টং ন ব্রূষে চেৎ মা ব্রূহি কিন্ত্বন্যদেকং যৎ পৃচ্ছ্যতে তদুত্তরমবশ্যমেব দেহীত্যাহ—এষাং এভ্যো ভবান্ কিং রাতেতি কিং ফলং দাস্যতীতি উক্ত প্রশ্নে ইত্যহং পৃচ্ছামীত্যর্থঃ। নন্বু সর্ব্ববেদার্থতত্ত্বজ্ঞেন ত্বয়ৈব চেতসা বিচার্য্য স্বয়মেব জ্ঞায়তাং তত্রাহ,—নোঽস্মাকং চেত ইতি। বহুবচনেন ন কেবলং মমৈব অপিতু রুদ্রস্য সনকাদীনাং নারদাদীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব সর্ব্বজ্ঞানাং চেতো মুহ্যতি। চেতঃ কীদৃশং বিশ্বফলাৎ সর্ব্বফলাত্মকাত্ত্বত্তোঽপি অপরমন্যৎ ফলং কুত্রাপি দেশে কালে বা অয়ং বুদ্ধ্যা বহুধা অন্বিষ্যাপি অপ্রাপ্নুবৎ। "ইন্ গতৌ" শতৃন্তঃ। অয়মর্থঃ—সর্ব্বফলরূপস্ত্বমেভিরনাদিত এব পুত্রাদিরূপত্বেন প্রাপ্ত এব বর্ত্তসে। অতএব ময়া এষাং ভবানিতি। ষষ্ঠীপ্রযুক্তা। যদি তু ত্বত্তোঽপ্যধিকমন্যৎ কিঞ্চন বস্তু প্রশস্তমস্থাস্যৎ তদৈবৈতেভ্যোদেয়ত্বেন যোগ্যমভবিষ্যৎ তন্তু নাস্তীত্যস্মাকং চেতো মোহে হেতুরিতি। নন্বু ব্রহ্মন্, সত্যং ত্বং তত্ত্বানভিজ্ঞ এবাসি মত্বৈতেষাং ভবিষ্যন্তিমনুরাগময়ীমদ্ভুতাং ভক্তিং জানতৈব তৎসাধ্যফলভূতঃ স্বাত্মা পুত্রাদিরূপঃ প্রথমমেব দত্ত ইত্যন্যে খলু কৃতজ্ঞা ভবন্তি, অহং তু করিষ্যমাণবিজ্ঞ ইতি ময়ৈব জিতমিতি চেৎ সত্যং প্রভো, তদপি ত্বং ন্যায়েন জীবসে এবেত্যাহ—সদ্বেশাদিব সদ্বেশাদেবেত্যর্থঃ। পূতনা পাপিষ্ঠাপি স্বকুলসহিতাপি ত্বামেব আপিতা ত্বয়ৈব ত্বাং স্বাত্মানাং প্রাপিতা। তথা যেষাং ধামাদয়ো মমতাস্পদাহন্তাস্পদানি ত্বৎকৃষ্ণে ত্বদর্থমেব তে চৈতে ব্রজবাসিনোঽপি ত্বয়া ত্বামেবাপিতা ইতি বাক্যশেষো নাসানেত্রভ্রূগ্রীবাভঙ্গ্যৈব জ্ঞাপিতঃ। যত্র এব স্বাত্মা অতিনিকৃষ্টায়ৈ পাপিষ্ঠায়ৈ পূতনায়ৈ দত্তঃ স এব স্বাত্মা অতিপ্রকৃষ্টেভ্যঃ পুণ্যবচ্ছিরো মণিভ্যো ব্রজ-

**৩৬। তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।**
**তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রিনিগড়ো যাবৎকৃষ্ণ ন তে জনাঃ॥**

**৩৬। অন্বয়ঃ** [হে] কৃষ্ণ, তাবৎ রাগাদয়ঃ স্তেনাঃ (চৌরাঃ) [ভবন্তি] তাবৎ গৃহং কারাগৃহং তাবৎ মোহঃ অঙ্ঘ্রিনিগড়ঃ (পাদশৃঙ্খলঃ) [ভবতি] যাবৎ জনাঃ তে (তব) ন (অনুরাগিনঃ ন ভবন্তি)।

**৩৬। মূলানুবাদঃ** হে কৃষ্ণ! যে পর্যন্ত জীব আপনার প্রতি অনুরাগী না হয়, সে কাল পর্যন্তই রাগাদি তস্কর, গৃহ কারাগার এবং মোহ পাদশৃঙ্খলস্বরূপ হয়ে থাকে।

---

বাসিভ্যো দত্ত ইতি প্রথমতো দানেঽপ্যনুচিতানুষ্ঠিতির্দুর্বারেত্যেষাং ঋণিত্বস্বীকার এব তব নিষ্কৃতিরিতি ভাবঃ॥ বি০ ৩৫॥

**৩৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** আরও,যাদের পদরজ আমি লোভবশে প্রার্থনা করলাম, তা আমার লাভ হবে কি না, হবে, তা যদি স্পষ্ট না বলতে চান, নাই বা বললেন ; কিন্তু অন্য এক যা জিজ্ঞাসা করছি, তার উত্তর অবশ্যই দিন, এই আশয়ে ব্রহ্মা বলছেন—**এষাং**—এদিগকে অর্থাৎ এই ব্রজজনদের আপনি **রাতেতি**—কি ফল দিতে পারেন ? **উত**—প্রশ্নে। এই প্রশ্ন করছি আপনাকে। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা সর্ববেদার্থ-তত্ত্বজ্ঞ আপনিই মনে মনে বিচার করত নিজেই বুঝে নিন না, এরই উত্তরে, **নো চেত**—আমাদের মন ; এখানে বহুবচন ব্যাবহারে কেবল যে আমারই মনের কথা বলা হচ্ছে তাই নয়, কিন্তু রুদ্র, সনকাদি নারদাদি সকল সর্বজ্ঞগণের মন **মুহ্যতি**—মোহ প্রাপ্তি হচ্ছে। চিত্তের কি অবস্থা ? **বিশ্বফলাৎ**—সর্বফলাত্মক আপনা থেকে **অপরং**—অন্য ফল **কুত্রাপি**—কোনও দেশে বা কালে **অয়ৎ**—বুদ্ধি দ্বারা বহু বহু অন্বেষণ করেও না পেয়ে (চিত্ত মোহ প্রাপ্ত)। এর অর্থ—সর্বফলরূপ আপনাকে এরা অনাদিকাল থেকেই পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয়েই আছে। কিন্তু যদি আপনা থেকে অধিক অন্য কোনও বস্তু প্রশস্ত থাকে, তবে তাই এদিগকে দেওয়ার যোগ্য হতে পারে—তাতো নেই, আমাদের মনের মোহের ইহাই হেতু। পূর্বপক্ষ, হে ব্রহ্মা, সত্যই আপনি তত্ত্ব সম্বন্ধে একেবারেই অনভিজ্ঞ—আমি এদের হবু অনুরাগময়ী অদ্ভুত ভক্তি জেনেই তো তৎসাধ্যফলভূত আত্মভূত পুত্রাদিরূপ নিজেকে প্রথমেই দিয়ে রেখেছি—এইরূপে অন্যে শুধু কৃতজ্ঞ, আমি কিন্তু হাতে কলমে করা বিজ্ঞ—অতএব আপনার সঙ্গে কথায় আমিই জিতে গেলাম—হে কৃষ্ণ, এরূপ যদি জয়ধ্বনি করেন, তবে বলছি শুনুন—সত্যই তো প্রভু আপনি খুব ন্যায় পথেই চলছেন বটে, **সদ্বেশাদিব**—সাধুর বেশ অনুকরণের দ্বারাই, পূতনা পাপিষ্ঠা হয়েও নিজকুলের সকলের সহিত, **ত্বামেব আপিতা**—তাকে আপনি নিজেকে পাইয়ে দিলেন। অহো যাঁদের গৃহ-ধন-সুহৃৎ-নিজপ্রিয় দ্রব্য এবং দেহ মন-প্রাণ-পুত্র **ত্বৎকৃতে**—আপনার প্রীতির নিমিত্ত, সেই অনন্যরতি বিশিষ্ট ব্রজবাসিদেরও অহো সেই একই ভাবে নিজেকে পাইয়ে দিলেন—এরূপে বাক্য শেষ করলেন, নাসা-নেত্র-ভ্রূ গ্রীবাভঙ্গী দ্বারাই—যেখানে নিজ দেহ অতি নিকৃষ্ট পাপিষ্ঠা পূতনাকে দান করলেন, সেই দেহই অতি প্রকৃষ্ট পুণ্যবত্ত্বার শিরোমণি ব্রজবাসিদেরও দিলেন—এইরূপে প্রথম থেকেই দানেও অনুচিত অনুষ্ঠান অনিবার্য হয়ে উঠেছে, অতএব এই ব্রজবাসিদের কাছে আপনার ঋণিত্ব স্বীকারই আপনার নিষ্কৃতি, এরূপ ভাব॥ বি০ ৩৫॥

**৩৬। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ** নন্থ ধামাদীনাং মদেকার্থতয়ৈব যদি তেষাং মহিমা, তর্হি ভবানপি নিজগৃহং গত্বা তথৈবাচরেদিতি চেৎ আস্তাং তাবদেষামাত্মনোঽপি ত্বদেকার্থত্বেনাত্মারামগণেভ্যোঽপি মহত্তরং ভাব-মাহাত্ম্যং, মাদৃশান্তু ভবদুন্মুখত্বমপি দুর্ঘটমিত্যাহ—তাবদিতি। অয়মর্থঃ—রাগো বিষয়-প্রীতিঃ, তদাদয়স্তন্ময় বিষয়লাভালাভহানিষু হর্ষবিষাদশোকাদ্যা গৃহং বিষয়মাত্রং মোহো রাগাদিহেতুরবিবেকস্তে চ তত্তদ্বিক্রিয়ায়াং রাগমুখনিরীক্ষকা এব সর্ব্ব ইতি প্রথমং স এবোক্তঃ। তত্র নিরুপাধি-প্রেমাস্পদস্যাত্মনোঽপ্যাত্মত্বেন ত্বমেব রাগস্য স্বাভাবিকপরমযোগ্যাশ্রয়ঃ। অতস্তল্লক্ষণ-নিজস্বামিনমনুপলভ্যৈব ভ্রমন্নসৌ জনানাং শুভবাসনারূপাং ত্বদ্ভজনসামগ্রীং হরংশ্চৌর এব, ততস্তদনুবর্ত্তিনোঽপি তাদৃশাঃ। অথ গৃহময়ো বিষয়োঽপ্যবশিষ্টদণ্ডনায়ৈব কারাগারীকৃতঃ স্যাৎ, ত্বৎপদানুসরণবিরোধিবোধ-প্রদত্বাৎ। মোহোঽপ্যসৌ তেন তেনাবস্থাবৈশিষ্ট্যং প্রাপ্তস্তত্র স্বয়ং নিগড়ায়তে। নষ্টেঽপি তাদৃশকারাগৃহে রাগাদিময়স্য তস্যাবশেষেণাপি ত্বৎপাদানুসরণোন্মুখত্বাশক্তেঃ। তদেবং ত্বদীয়ানুস্থতৌ তে তাবত্তাদৃশা ভবন্তি, যাবজ্জনাস্তে তব ন ভবন্তি, ত্বয়া ন স্বীক্রিয়ন্ত ইত্যর্থঃ। জাতে তু তাবকত্বে রাগাদীনামপ্যাত্মনোঽপ্যাত্মনস্তব প্রাপ্তৌ সত্যাং তৈর্নাত্মাপ্যাশ্রিয়ত ইতি স্বয়মেব তে দোষা অপগচ্ছন্তীত্যর্থঃ। অত্র রাগস্য তৎপ্রাপ্তিঃ। 'যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতু॥' ইত্যনুসারেণ গৃহস্য ত্বদর্পিতত্বেন মোহস্য চ ত্বৎপ্রেমময়ত্বেনেতি; অতএব তে তাবত্তাবকানাং শিরোমণয়ো মাদৃশস্ত্বেতচ্চরণরেণুস্পর্শিগণে যৎকিঞ্চিত্তৎপ্রাপ্তাবপ্যভিলাষিণ এব কথমেতৎ কক্ষাং প্রাপ্নুম ইতি ভাবঃ। যদ্বা, নন্থ তেষাং প্রত্যুপকারাসমর্থমপি মাং সদা সেবমানাস্ত এব দূষণীয়াঃ, তত্রাহ—হে কৃষ্ণ সর্ব্বচিত্তাকর্ষক যাবত্তে তব জনা ন ভবন্তি, ত্বৎসেবাং ন প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ; অর্থাৎ ত্বদ্ভক্তানাং তাবৎ তেষাং ত্বৎস্মৃতৌ স্বাভাবিকভোজনেচ্ছাদয়ো নিবাসস্থানং কদাচিন্নিদ্রাদিনা ত্বদ্বিস্মৃতিলক্ষণো মোহোঽপি তাবৎ পরমদুঃখদা এব ভবন্তি; যদ্বা, তব রাগাদয়স্তব লীলাস্থানমপি ত্বৎপ্রেমমূর্চ্ছাপি তাবৎ পরমদুঃখদা ভবন্তি, যাবৎ সাক্ষাৎ ত্বৎসেবাং ন প্রাপ্নুবন্তীতি পূর্ব্ববৎ। তদেবং সতি তব মোহনত্বমেবৈষাং ব্রজবাসিনামপি তবানুসরণে কারণং, তস্মাদেষাং কো দোষ ইতি ভাবঃ॥ জী॰ ৩৬॥

**৩৬। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** পূর্বপক্ষ, আচ্ছা এই গৃহবাসিদের মদ্গতপ্রাণ হেতুই যদি মহিমা, তবে আপনিও নিজ গৃহে গিয়ে সেইরূপ আচরণ করুন-না, এরূপ যদি বলা হয়, এরই উত্তরে—এই ব্রজবাসি সকলের কথা দূরে থাকুক, 'আত্মা' পদে জীবাত্মারও আপনা-গত প্রাণ হওয়া হেতু আত্মারামগণ থেকে মহত্তর ভাব-মাহাত্ম্য। আমাদের তো ভগবৎ-উন্মুখতাই দুর্ঘট। এই আশয়ে—তাবদ ইতি। **রাগঃ**—বিষয় প্রীতি। **রাগাদয়ঃ**—রাগময় বিষয় লাভ অলাভ-হানিতে হর্ষ-বিষাদ-শোক প্রভৃতি। **গৃহং**—বিষয়মাত্রই। **মোহঃ**—রাগাদি হেতু বিবেক হীনতা—এই অবিবেকীরা সকলেই সেই সেই বিক্রিয়াতে রাগমুখ নিরীক্ষকই হয়ে থাকে অর্থাৎ ঐ বিষয় প্রীতিতেই গাঁ ভাসিয়ে দেয়, তাই তাদের কথাই প্রথমে বলা হল। এ সম্বন্ধে নিরুপাধি প্রেমাস্পদ আত্মারও আত্মা বলে হে কৃষ্ণ, আপনিই রাগের স্বাভাবিক পরম যোগ্য আশ্রয়। কিন্তু এইরূপ নিজ স্বামীকে আশ্রয় না করে এই রাগ ঘুরতে ঘুরতে লোকের শুভবাসনারূপ

শ্রীভগবৎ ভজন সামগ্রী হরণ করে নেয় চোরের মত। অতঃপর এই রাগের অনুগত অন্যান্য রিপুও একই প্রকার কাজ করে। অতঃপর গৃহময় বিষয়ও অবশিষ্ট দণ্ডদানের জন্য বন্ধন-আগারে পরিণত হয়—শ্রীকৃষ্ণপদ অনুসরণ-বিরোধি-জ্ঞানপ্রদ বলে।

সেই **মোহ**—সেই সেই ভাবে অবস্থা-বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত মোহ **অঙ্ঘ্রি নিগড়ো**—স্বয়ংই পায়ের শৃঙ্খল হয়; কারণ তাদৃশ কারাগৃহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে গেলেও রাগাদিময় সেই মোহের অবশেষ থাকা হেতু শ্রীকৃষ্ণ-চরণ অনুসরণ-উন্মুখতার সামর্থ্য হয় না। এইরূপে আপনার অনুসরণ সম্বন্ধে এই সকল মোহগ্রস্তজন তাবৎ তাদৃশ থাকে যাবৎ সেই সকলজন **তে**—আপনার না হয় অর্থাৎ আপনি-না তাদের স্বীকার করেন। আপনার দ্বারা স্বীকৃত হয়ে গেলে রাগাদিরও আত্মার আত্মা আপনার প্রাপ্তি হয়ে যায়, এ অবস্থায় সেই সকল দোষ নিজে নিজেই চলে যায়। এখানে রাগেরই কৃষ্ণ প্রাপ্তি।—"যেরূপ নিশ্চলা প্রীতি অবিবেকীদের বিষয়ের প্রতি,সেইরূপ প্রীতি আপনার প্রতি নিরন্তর স্মরণের ফলে আমার হৃদয় থেকে চলে না যাউক।"এই অনুসারে গৃহ শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হওয়া হেতু এবং মোহ কৃষ্ণময় হওয়া হেতু সেই সকল দোষ চলে যায়। আপনার যত নিজজন আছে, তার মধ্যে এই ব্রজবাসিগণ সকলের শিরোমণি. আর মাদৃশ জন তো তাদের চরণরেণু-স্পর্শিগণের মধ্যে একজন। আমি যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্তির জন্যই অভিলাষ করতে পারি—কি করে এই কক্ষা লাভ করব, এরূপ ভাব। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা এই ব্রজবাসিদের প্রত্যুপকার করতে অসমর্থ হওয়া সত্বেও আমাকে সদা সেবা করেই চলেছে, তারা দূষণীয়ই বটে, এরই উত্তরে, **হে কৃষ্ণ**—সর্বচিত্তাকর্ষক যাবৎ **তে**—আপনার, জন না হয় অর্থাৎ যাবৎ আপনার সেবা না পায় তাবৎ এই ব্রজবাসি পর্যন্ত আপনার সকল ভক্ত সদা আপনার স্মৃতিতে থাকে; দেহাভ্যাসে তাঁদের যে ভোজনেচ্ছাদি-গৃহবাস, নিদ্রাদিতে আপনার বিস্মৃতি লক্ষণ মোহ,—সে সব কিছুই তাদের পক্ষে পরম দুঃখদ হয়ে থাকে। অথবা, আপনার প্রীতি প্রভৃতি আপনার লীলা স্থান, আপনার প্রেমমূর্চ্ছা, এসব কিছুই তাঁদের পরম দুঃখদ হয়, যাবৎ আপনার সেবা না পায়। ব্রজবাসিরা যে আপনার অনুসরণ করে তার কারণ, আপনার মোহন-গুণই, কাজেই তাদের কি দোষ, এরূপ ভাব॥ জী॰ ৩৬॥

**৩৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নন্বেতে গৃহস্থাঃ পুত্রকলত্রাদিসংসারজালে নিপতিতা ইতি সন্ন্যাসিভি-রুচ্যতে, সত্যং ত্বল্লক্ষণপুত্র-ত্বদ্ভক্তলক্ষণকলত্রাদিমন্ত এতে গৃহস্থা বর্ত্তন্তাং, দেশান্তরস্থা যে ত্বদ্ভক্তগৃহস্থাস্তেঽপি সন্ন্যাসিভ্যোঽপ্যধিকা ইত্যাহ—তাবদিতি। রাগাদয়ো রাগদ্বেষাদভিনিবেশাস্তে চ মহাচৌরা জীবনিষ্ঠজ্ঞানা-নন্দাদিমহাধনান্যপহৃত্য পরমেশ্বরে রাজনি এতে মা ফুৎ কুর্ব্বন্ত্বিতি বুদ্ধ্যা কর্ম্মাধিকারময়ে গার্হস্থ্যকারাগারে মোহনিগড়েন নিবদ্ধ্য জীবাঃ স্থাপ্যন্তে। হে কৃষ্ণ, জনা জীবা যাবন্তে ত্বদ্ভক্তানুগ্রহভাজনত্বেন ত্বদীয়া ন ভবন্তি তাবদেব রাগাদয়স্তেনাঃ চৌরাঃ। ত্বদীয়ত্বে সতি তেষাং ত্বদ্ভক্তেষ্বেব রাগঃ, ভক্তিপ্রতিকূলে বস্তুন্যেব দ্বেষঃ, ত্বয্যেবাভিনিবেশ ইতি, প্রত্যুত ত্বন্নিষ্ঠজ্ঞানানন্দাদিকমপ্যানীয় দধানাস্ত এব পরমসাধবো ভূত্বা নিত্যমুপ-কুর্ব্বতে। এবমেব গৃহং ভদ্রাভদ্রকর্ম্মসাধনং যৎ কারাগারমাসীত্তদেব তেষাং ত্বৎপরিচর্য্যাকীর্ত্তনাদিসাধনং ত্বদীয়

**৩৭। প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।**
**প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো ॥**

**৩৭। অন্বয়ঃ** [হে] প্রভো, প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং (আশ্রিতাভক্তানামানন্দসমূহং) প্রথিতুং (প্রথয়িতুম্) নিষ্প্রপঞ্চঃ অপি [ত্বং] ভূতলে প্রপঞ্চং বিড়ম্বয়সি (লৌকিক ব্যবহারমনুকরোষি)।

**৩৭। মূলানুবাদঃ** হে বিভো! আপনি এই সংসারের অতীত হয়েও শরণাগত ভক্তদের আনন্দপুঞ্জ উচ্ছলিত করে উঠাবার জন্য এই সাংসারিক পুত্রাদি ভাব অনুকরণ করেন।

---

নিত্যধামপ্রাপকং ভবেৎ এবং মোহবিষয়স্য ত্বদ্ভক্তত্বাৎ সোঽপি ত্বৎপ্রেমানুভাবরূপমোহপ্রাপক ইতি কথমেতৎ সমকক্ষতাং সন্ন্যাসিনো লভন্তাম্। যে "কৃচ্ছ্রোমহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশাং ষড়্বর্গনক্রসুখেন তিতীর্ষন্তী"-ত্যুক্ত্যা মৎপুত্রেণ সনৎকুমারেণাপকর্ষিতাস্তেভ্যঃ সন্ন্যাসিভ্যোঽপি ভক্ত্যা পরমাধিকা যে, দেশান্তরস্থ গৃহস্থ-ভক্তাস্তেভ্যঃ পরঃসহস্রগুণতোঽপি প্রেম্না অধিকতমা যে ব্রজবাসিনস্তৈরেভিস্ত্বং সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্মস্বরূপোঽপি পুত্রাদিরূপত্বেন স্বাধীনীকৃত এব বর্ত্তসে ইতি ভাবঃ ॥ বি০ ৩৬ ॥

**৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** পূর্বপক্ষ, এই ব্রজের গৃহস্থগণ পুত্রকলত্রাদি সংসার-জালে নিপতিত, সন্ন্যাসিগণ এরূপ বলেন—এর উত্তরে—ঠিক ঠিক, আপনার মতো পুত্র, আপনার ভক্তরূপ কলত্রাদি যুক্ত এই ব্রজের গৃহস্থের কথা দূরে থাকুক, দেশান্তরে আপনার যে সব ভক্ত আছে তারাও সন্ন্যাসী থেকেও অধিক, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তাবৎ ইতি। **রাগাদয়ঃ ইত্যাদি**—রাগদ্বেষাদি অভিনিবেশ, এসব মহাচোর। এইসব মহাচোর জীবনিষ্ঠ (শুদ্ধ জীবের স্বরূপের) জ্ঞান-আনন্দাদি মহাধন অপহরণ করে। অতঃপর যাতে জীব সর্বহারা হয়ে মহারাজ পরমেশ্বরের নিকট গিয়ে ফুৎকার করে নালিশ জানাতে না পারে সে জন্য তাকে কর্মাধিকারময় গার্হস্থ কারাগারে মোহনিগড়ে আবদ্ধ করে ফেলে রাখে। হে কৃষ্ণ! **জনাঃ**—জীব **যাবৎ তে**—যাবৎ আপনার ভক্তের অনুগ্রহভাজন হয়ে আপনার জন না হয় সেই সময় পর্যন্তই রাগাদি **স্তেন**—চোর। আপনার জন হয়ে গেলে আপনার ভক্তেই রাগ, ভক্তি প্রতিকূল বস্তুতেই দ্বেষ, আপনাতেই অভিনিবেশ। বরং শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ অসীম জ্ঞানানন্দাদি নিয়ে এসে হাতে ধরে অপেক্ষমান সেই চোর রাগ-দ্বেষাদিই তখন পরম সাধু হয়ে নিত্য উপকার করে। এইরূপেই **গৃহং**—ভদ্রাভদ্র কর্মসাধন যে কারাগার ছিল তাই তাদের শ্রীকৃষ্ণপরিচর্যা-কীর্তনাদি সাধন ত্বদীয় নিত্যধাম প্রাপক হয় এবং ঐ জীব তখন কৃষ্ণভক্ত হয়ে যাওয়াতে তার নিকট মোহের বিষয় সেই স্ত্রীপুত্রাদি কৃষ্ণপ্রেমের অনুভাব মূর্চ্ছারূপ মোহ প্রাপক হয়। এইরূপে কি করে এর সমকক্ষতা সন্ন্যাসিগণ লাভ করতে পারে। "ইন্দ্রিয়াদি নক্র-মকরে পরিপূর্ণ এই সংসার-সমুদ্রকে যোগাদি দ্বারা যারা পার হতে চান, ভবসমুদ্র পারের নৌকস্বরূপ আপনার আশ্রয় বিনা তাদের মহা ক্লেশই সার হয়ে থাকে।"—(ভা০ ৪।২২।৪০)। এই উক্তি দ্বারা আমার পুত্র সনৎকুমার যাদের অপকর্ষতা খ্যাপন করল সেই সন্ন্যাসিগণের থেকে ভক্তগণ পরম অধিক—দেশান্তরস্থ যে সব গৃহস্থ ভক্ত, তাঁদের থেকে পরঃসহস্রগুণে প্রেমে অধিকতম হল ব্রজবাসিগণ। তাদের দ্বারা এবং দেশান্তরস্থ গৃহস্থ-

ভক্তগণের দ্বারা আপনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপ হয়েও পুত্রাদিরূপে অধীনীকৃত হয়ে বিরাজমান্ থাকেন, এরূপ ভাব ॥ বি০ ৩৬ ॥

৩৭। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা :** কিমর্থম্ ? তত্রাহ—প্রপন্নজনতা নিজব্রজজনরূপা মদাদিরূপা চ। প্রথিতুং প্রথয়িতুং, ঐশ্বর্য্যলীলাতোঽপ্যস্যা লীলায়া ভক্তপরমানন্দপ্রদত্বাদিত্যর্থঃ ; তদুক্তম্—'নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্, ( শ্রীভা০ ১০।৮।৪৬ ) ইত্যাদৌ, 'গায়ন্ত্যদ্যাপি কবয়ো যল্লোকশমলাপহম্' (শ্রীভা০ ১০।৮। ৪৭ ) ইতি, 'যেন যেনাবতারেণ' ( শ্রীভা০ ১০।৭।১ ) ইত্যাদি, যচ্ছৃণ্বতোঽপৈত্যরতিঃ' ( শ্রীভা০ ১০।৭।২ ) ইত্যাদি। নন্বু 'অহো ভাগ্যম্' ইত্যাদৌ মিত্রত্বস্য কালবিশেষানির্দ্দিষ্টত্বেন পরমানন্দাদীনামনূক্তধর্ম্মাণাং তস্মিন্ বিধেয়ে সংক্রমণেন চ ব্রজৌকোভিঃ সমং মম লীলায়া নিত্যত্বমভিপ্রেতম্, 'এষাং তু' ইত্যাদাবেকেত্যনেন তদেবং নির্দ্দিষ্টম্, 'তদ্ভূরি' ইত্যাদৌ বৈকুণ্ঠাদিপরিত্যাগ-পূর্ব্বকমেষাং চরণরজঃসম্বন্ধেন স্বজন্ম প্রার্থ্য পুনরেষামনাদিশ্রুতিমৃগ্যমদ্রূপপুরুষার্থপ্রাপ্তিঞ্চ জীবনরূপাং সমর্প্য তদেব দৃঢ়ীকৃতং 'এষাং ঘোষ' ইত্যাদৌ মম তদৃণবিগণনাসমর্থত্বে নানাদিকল্পপরম্পরায়াং পুত্রাদিরূপেণানুগত্বপ্রাপ্ত্যা তদেবানীতম্ ; তাবদিত্যাদৌ তত্র বিঘাতকাসম্ভবাত্তদেব পর্য্যবসায়িতম্, তত্তদপ্যাস্তাং নৌমীড্যেত্যাদৌ তেষাং এষাং সম্বন্ধি যদেতন্মম রূপং, তদেব নিজপুরুষার্থত্বেন প্রতিজ্ঞাতম্ ; তত্র কৈশ্চিৎ প্রপঞ্চরীতিদৃষ্ট্যা লীলেয়মন্যথেত্যাশঙ্ক্যেত, তত্র কিং বক্তব্যম্ ? তত্রাহ—প্রপঞ্চমিতি। নিত্যমেবৈতৈঃ সমং লীলায়মানস্ত্বং নিষ্প্রপঞ্চঃ প্রপঞ্চাস্পৃষ্টলীলোঽপি মধ্যে মধ্যে হেতৈঃ সমং ভূতলেঽবতীর্য্য প্রপঞ্চং বিড়ম্বয়সি, নরান্তরবজ্জন্মাদিলীলয়ানুকুর্ব্বন্নপি মহান্তমেব তত উৎকর্ষং দর্শয়সীত্যর্থঃ। নন্বু কিমর্থমিদম্ ? তত্রাহ—প্রপন্নেতি। যদ্যপি তস্যাং নিত্যায়াং ভূতলাপ্রকটলীলায়াং নিত্যানাং প্রপন্নজনসমূহানামেষামনিত্যানাং চাস্মাকং যথাস্বং দর্শনেন শ্রবণেন চানন্দো ভবত্যেব, তথাপ্যস্যাং ভূতলে প্রকটায়াং জন্মাদিলীলায়াং ত্বানন্দানাং সন্দোহঃ প্রথিতো ভবতীত্যেতদর্থমিত্যর্থঃ ॥ জী০ ৩৭ ॥

৩৭। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ :** এই লীলার প্রয়োজন কি ? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, **প্রপন্ন জনতা**—এই বাক্যে নিজব্রজজনদের ও আমাদের প্রভৃতিকে বুঝানো হল। **প্রথিতুং**—জগতে প্রচার করবার জন্য—ঐশ্বর্য লীলা হতেও এই মাধুর্য লীলার ভক্ত পরমানন্দ প্রদত্ব হেতু। তাই বলা হচ্ছে—"পরীক্ষিৎ বলছেন, হে ব্রহ্মন্ ! সেই নন্দ যশোদা কি এমন তপস্যা করেছিল, যার জন্য শ্রীহরি যশোদার স্তন পান করল। এই সব লীলা লোককলুষ নাশন, অদ্যাপি কবিগণ গান করে থাকেন।"—(শ্রীভা ১০।৮।৪৬-৪৭)।—"পরীক্ষিৎ বলছেন—প্রভু, ভগবান্ শ্রীহরির নানা অবতারে যে সব লীলা করে থাকেন, তা কর্ণের আস্বাদ্য ও মনের আনন্দকর বটে, তথাপি তার মধ্যে যা শ্রবণ মাত্রেই জীব মাত্রেরই শ্রবণ-অপ্রবৃত্তি নাশ হয়ে যায়—অতঃপর অনর্থ নিবৃত্তির পর ক্রমশঃ নিষ্ঠা রুচি আসক্তি, রতি, প্রেম হয়। ভক্তে মৈত্রীর ভাব জন্মে—যদি কৃপা হয় তাদৃশী মনোহরা শ্রীহরিকথা বলুন।—(ভা০ ১০।৭।১-২)। পূর্বপক্ষ—(১৪।৩২) 'অহো ভাগ্য' ইত্যাদি শ্লোকে 'মিত্রতার' কাল বিশেষ নির্দিষ্ট না করা হেতু এবং 'পরমানন্দাদি'র অনুক্ত ধর্ম সমূহের এই বিষয়ে সঞ্চার হেতু ব্রজবাসিদের সঙ্গে আমার লীলার নিত্যত্ব অভিপ্রেত।

(১৪।৩৩) 'এষাং তু' ইত্যাদিতে সেই লীলার নিত্যতাই নির্দিষ্ট করা হল, (১৪।৩২) 'তদ্ভূরি' ইত্যাদিতে বৈকুণ্ঠাদি পরিত্যাগ পূর্বক এ ব্রজবাসিদের চরণরজ সম্বন্ধে স্বজন্ম প্রার্থনা করে এবং পুনরায় এই ব্রজবাসিদের জীবনরূপা অনাদি শ্রুতিমৃগ্য মদ্রূপ পুরুষার্থ প্রাপ্তি দৈন্য বশতঃ সঁপে দিয়ে লীলার নিত্যতাই দৃঢ়ীকৃত করা হল। (১৪।৩৫) 'এষাং ঘোষ' 'এই ব্রজবাসিদের দেবার মতো আপনার ভাণ্ডারে কোন ধন নেই' ইত্যাদিতে—ব্রজবাসিদের কাছে আমার সেই ঋণ শোধের অসামর্থ্যে কল্প পরম্পরাতে পুত্রাদিরূপে আনুগত্য প্রাপ্তি দ্বারা সেই লীলাই জগতে নিয়ে আসা হল। 'তাবৎ' ইত্যাদি শ্লোকে বাধা বিঘ্নের সম্ভাবনা না থাকায় ঐ লীলার নিত্যতাই নির্ধারিত হল। এ সব কথাও থাকুক, 'নৌমিড্য' ইত্যাদি শ্লোকে ব্রজের বাইরের ভক্তদের এবং ব্রজবাসিজনের সম্বন্ধী আমার যে এই রূপ, তাই নিজপুরুষার্থরূপে ব্রহ্মার দ্বারাও প্রতিজ্ঞাত হল। এ সম্বন্ধে কেউ কেউ প্রপঞ্চ দৃষ্টিতে এই লীলা ভিন্ন প্রকার, এরূপ আশঙ্কা করে। এতে কি বক্তব্য? এরই উত্তরে—(১৪।৩৭) প্রপঞ্চং ইতি। নিত্যই এই ব্রজবাসিদের সঙ্গে লীলায়মান আপনি নিষ্প্রপঞ্চঃ—প্রপঞ্চ-অস্পৃষ্ট-লীল হয়েও মধ্যে মধ্যে কিন্তু এদের সঙ্গে ভূতলে অবতরণ করে প্রপঞ্চকে **বিড়ম্বয়সি**—অন্য নরবৎ জন্মাদি লীলা অনুকরণ করলেও, উহা অতিশ্রেষ্ঠই অর্থাৎ প্রপঞ্চ-স্পৃষ্ট লীলা থেকে যে শ্রেষ্ঠ তাই দেখান হল। পূর্বপক্ষ, কি প্রয়োজনে এই লীলা? এরই উত্তরে - প্রপন্ন ইতি। যদিও এই নিত্য ভৌম-বৃন্দাবনের অপ্রকট লীলাতে নিত্য প্রপন্ন ব্রজজনদের এবং অনিত্য আমাদের কৃষ্ণের দর্শনে শ্রবণে আনন্দ হয়, তথাপি এই বৃন্দাবনে প্রকট জন্মাদি লীলাতে আনন্দের **সন্দোহং**—সাগর **প্রথিতো**—উচ্ছলিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এর জন্যই ভৌম বৃন্দাবনে এই প্রকট লীলা ॥ **জী**০ ৩৭ ॥

**৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা ঃ** নন্বব্রজেঽস্মিন্নেতৎ পুত্রাদিভাবং পূর্ণব্রহ্মণো মম ন বস্তু ইতি কেচিন্মন্যন্তে, সত্যং তে ভ্রান্তা এবেত্যাহ—প্রপঞ্চমিতি। নিষ্প্রপঞ্চোঽপি প্রপঞ্চাতীতোঽপি ত্বং ভূতলে সদা স্থিতঃ সন্ প্রপঞ্চং বিড়ম্বয়সি প্রপঞ্চস্থং পুত্রাদিভাবং অনুকরোষি। প্রাপঞ্চিকেষু পিত্রাদিষু প্রাপঞ্চিকাঃ পুত্রাদয়োঃ যথা চেষ্টন্তে তথৈব ত্বমপি চেষ্টসে ইত্যর্থঃ। তেন জীবানাং যথা পিতৃপুত্রাদিভাবো হ্যবাস্তবস্তথা তব ন। তব তু স নিষ্প্রপঞ্চত্বাদ্বাস্তবো নিত্য এবেতি, তব লীলা নিত্যা প্রপঞ্চাতীতাপি প্রপঞ্চানুকরণময়ীতি সিদ্ধান্ত উক্তঃ, কিমর্থং বিড়ম্বয়সি প্রপন্না যা জনতা তস্যা যস্তাদৃশীলীলাস্বাদনোত্থ আনন্দসন্দোহস্তং প্রথয়িতুং ব্রহ্মানন্দাৎ বৈকুণ্ঠীয় লীলানন্দাদপি বিস্তৃতীকর্ত্তুং ভূতলে ইতি। অয়ং ভাবঃ। প্রকাশে দীপো নাতিশোভতে যথান্ধকারে এবং শ্বেতরাজতপাত্রে হীরকরত্নং নাতিশোভতে যথা নীলকাচাদি পাত্রে। তথৈব চিন্ময়ে বৈকুণ্ঠে চিন্ময়ী লীলা নাতিচমৎকরোতি যথা মায়াময়ে প্রপঞ্চে ইতি। যদ্যপি ব্রজমণ্ডলমপি চিন্ময়মেব তদপি কৃষ্ণস্য প্রাকৃতপুরুষসাধর্ম্ম্যমিব ভূতলস্থ ব্রজমণ্ডলস্যাপি প্রাকৃত-ভূতলসাধর্ম্ম্যমেব দৃষ্টমতোঽত্র লীলা চমৎকরেত্যেবেতি। হে প্রভো, ইতি মামপি প্রপন্ন মধ্যে গণয়েতি ভাবঃ ॥ বি০ ৩৭ ॥

**৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** পূর্বপক্ষ, আচ্ছা এই ব্রজে পূর্ণব্রহ্ম আমার এই পুত্রাদি ভাব বাস্তব নয়, এইরূপ কেউ কেউ মনে করেন, সত্যই তারা ভ্রান্ত, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—প্রপঞ্চম্ ইতি।

**৩৮। জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।**
**মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥**

**৩৮। অন্বয়ঃ** [হে] প্রভো, জানন্তঃ (ভগবৎ তত্ত্বং জানামীত্যভিমানবন্তো জনাঃ) জানন্তু (তব মহিমা জানন্তু) কিং বহূক্ত্যা (এতৎ বিষয়ে বহূবক্তব্যেন কিং ফলং মে স্যাৎ) তব বৈভবং মে মনষঃ বপুষঃ বাচঃ ন গোচরঃ।

**৩৮। মূলানুবাদঃ** হে প্রভো! যারা জানে, তারা জানুক-না। এ বিষয়ে আমার বেশী বলবার কি আছে? আপনার মহিমা আমার তো কায়-বাক্য-মনের গোচরীভূত নয়।

---

**নিষ্প্রপঞ্চোঽপি**—এই সংসারের অতীত হলেও **ভূতলে**—আপনি সদা ভূতলে স্থিত হয়ে **প্রপঞ্চং**—এই সংসারের ভাব **বিড়ম্বয়সি**—এই সংসারের পুত্রাদি ভাব অনুকরণ করেন—এই সংসারের পিতা প্রভৃতি সম্বন্ধে এই সংসারের পুত্রাদি যেরূপ ব্যবহার করেন, সেইরূপ আপনিও চেষ্টা করেন, এরূপ অর্থ। সংসারের সেই জীবদের যেরূপ পিতা-পুত্র প্রভৃতি ভাব অবাস্তব সেরূপ আপনার নয়। আপনার কিন্তু সেই পিতা-পুত্রাদি ভাব এই সংসারের অতীত বলে বাস্তব ও নিত্য। আপনার লীলা নিত্য ও সংসারের অতীত হলেও এই সংসারের অনুকরণময়ী, এরূপ সিদ্ধান্ত বলা হল। কি প্রয়োজনে অনুকরণ করেন? এরই উত্তরে, **প্রপন্ন জনতা আনন্দ সন্দোহং**—প্রপন্ন জনতার তাদৃশী লীলা আস্বাদন থেকে উত্থিত আনন্দরাশি **প্রথয়িতুং**—উচ্ছলিত করে উঠাবার জন্য, এরূপ ভাব। সূর্যলোকে দীপ তেমন শোভা পায় না যেরূপ অন্ধকারে শোভা পায় এবং সাদা রং এর পাত্রে হীরক-রত্ন তেমন শোভা পায় না, যেরূপ নীল কাচাদি পাত্রে শোভা পায়। সেইরূপ চিন্ময় বৈকুণ্ঠে চিন্ময়ী লীলা অতিশয় চিত্তচমৎকারী হয় না, যেরূপ না-কি মায়াময় সংসারে হয়। যদিও ব্রজমণ্ডলও চিন্ময়ই তা হলেও কৃষ্ণের প্রাকৃত পুরুষের সহিত সমধর্মবত্তার মতো ভূতলের ব্রজমণ্ডলেরও প্রাকৃত ভূতলের সহিত সমধর্মবত্তা দেখা যায়, অতএব এখানে লীলা-চমৎকারই হয়॥ বি০ ৩৭॥

**৩৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** তদেবম্ 'অস্যাপি দেববপুষঃ' ইত্যাদিভিঃ সামান্যতস্তস্য মহিম্নো দুস্তর্কত্বং দর্শিতম্, পুনশ্চ 'পশ্যেশ মেঽনার্য্যম্' ইত্যাদিভিঃ স্বরূপশক্তি-মায়াশক্ত্যোঃ স্বরূপস্য চ বিশেষতঃ অথ 'অহোঽতিধন্যাঃ' ইত্যাদিভিস্তন্নিজজনপ্রেম্ণঃ, 'এষাং ঘোষনিবাসিনাম্' ইত্যাদিনা, 'কারুণ্যস্য, প্রপঞ্চম্' ইত্যাদিনা লীলায়াশ্চেতি তত্তন্নিরূপণং পরিত্যজ্যোপক্রমার্থমেব নিজাভীষ্টত্বেনাভিপ্রেয়ন্নুপসংহরতি—জানন্ত ইতি। প্রভো হে বিচিত্রানন্তমহাপ্রভাব! তব বৈভবং বেদাদিভিঃ শ্রুতমপি মম মনসো ন গোচরো ন পরিচ্ছেদ্যং, সামক্ষ্যেণ দৃষ্টাদিরূপমপি বপুষশ্চক্ষুরাদিগোলকস্য ন, অতএব ন বাচস্তুস্মান্নৌমীত্যাদিনা যৎ প্রার্থিতং, তদেব প্রার্থয়ে ইতি ভাবঃ॥ জী০ ৩৮॥

**৩৮। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** অতএব (১৪।২) "অস্যাপি দেব" ইত্যাদি বাক্যে কৃষ্ণের মহিমা যে তর্কাতীত, তাই সামান্য ভাবে দেখান হল। পুনরায় (১৪।৯) "পশ্যেশ মেঽনার্য" ইত্যাদি

বাক্যে স্বরূপশক্তি, মায়াশক্তির ও স্বরূপের মহিমা যে তর্কাতীত, তাই বিশেষ ভাবে দেখান হল। অতঃপর (১৪।৩১) 'অহো অতি ধন্যা' ইত্যাদি বাক্যে নিজজনের প্রেমের, (১৪।৩৫) "এষাং ঘোষ নিবাসিনাম্" ইত্যাদি বাক্যে করুণার এবং (১০।৩৭) "প্রপঞ্চ নিষ্প্রপঞ্চোঽপি" ইত্যাদি বাক্যে লীলার মহিমা যে তর্কাতীত, তাই দেখান হল। অতএব এদের নিরূপণের চেষ্টা পরিত্যাগ করে নিজ অভিষ্টরূপে যা অভিলাষ, তার দ্বারাই উপসংহার করা হচ্ছে—জানন্তি ইতি। প্রভো! হে বিচিত্র অনন্ত মহাপ্রভাব! আপনার বৈভব বেদাদিতে শুনলেও আমার মনের গোচর নয়, অর্থাৎ মনের দ্বারা অবধারণ করা যায় না। সাক্ষাৎ সম্মুখে দৃষ্ট প্রভৃতি হচ্ছেন, এরূপ হলেও **বপুষঃ**—চক্ষুরাদি গোলকের গোচর নন, অতএব বাক্যেরও গোচর নন, অর্থাৎ এই চর্মচক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের শক্তিতেই যে গোচরীভূত হচ্ছেন তা নয়, কৃপা করে নিজেই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হচ্ছেন। সেই হেতু 'নৌমি' ইত্যাদি প্রথম শ্লোকে যা প্রার্থিত হয়েছে তাই প্রার্থনা করছি পুনরায়, এইরূপ ভাব॥ জী০ ৩৮॥

**৩৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** সত্যং তর্হি মৎস্বরূপস্য মদ্ব্রজবাসিনাং মদীয়লীলা মদ্ভক্তেশ্চ সর্ব্বমেব তত্ত্বং মদগ্রেঽপি সপ্রতিভমেবং ব্যাচক্ষাণা ভবদ্বিধা অস্মিন্ জগতি কিয়ন্তো বর্ত্তন্তে। তান্ জিজ্ঞাসে কথয়েতি বক্রোক্তিমাশঙ্ক্য সত্রপং সকম্পং সানুতাপমাহ—জানন্ত এবেতি। যে জানন্তস্তে জানন্তু অহন্তু মহামূর্খ এবাস্মীতি ভাবঃ। নন্বু তর্হি কথমেতাবৎক্ষণপর্য্যন্তং ব্রূষে এব তত্রাহ—কিং বহূক্তেতি। ত্বদগ্রে বহূক্তিরেবন্মূর্খত্বদ্যোতনীত্যর্থঃ। নন্বু ব্রহ্মন্, নিষ্কপটং ব্রূহীতি তত্রাহ—নেতি। তব বৈভবমৈশ্বর্য্যং মম মনসো ন গোচর ইতি ধ্যানেনান্তপ্রাপ্ত্যভাবাৎ বপুষ ইত্যধুনৈব চক্ষুষাপি বাচ ইতি "গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতু" মিতি ময়া তাবদুক্তমেব। যদ্বা, তব মনসো বৈভবং মম ন গোচর ইতি ত্বন্মনসি যৎ কিমপ্যস্তি তৎ কিং ময়া জ্ঞাতুং শক্যতে "সাক্ষাত্তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতে"রিতি পূর্ব্বমেব মদুক্তেঃ। এবং তদ্বপুষ ইতি তদ্বপুষি কিং কিমস্তীতি, তব বাচ ইতি তব বেদলক্ষণায়াং বাচি কিমস্তীতি সাক্ষাত্তব তু ময়ি মৌনবত্ত্বাৎ বচনগন্ধস্যাপ্য প্রাপ্তিরেব। তস্মাৎ কে খলু ত্বদগ্রে মদাদয়ো বরাকা ইতি ভাবঃ॥ বি০ ৩৮॥

**৩৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** হে ব্রহ্মা, আপনি যা বললেন, তা সত্যই, তবে আমার স্বরূপের, আমার ব্রজবাসিগণের, আমার লীলার এবং আমার ভক্তির সকল কিছু তত্ত্ব আমার সম্মুখেও সপ্রতিভ ভাবে বলবার লোক আপনার মতো এই জগতে কতই-না আছে। তাদের জিজ্ঞাসা করে বলুন-না, এইরূপ বক্রোক্তি আশঙ্কা করত লজ্জা, কম্প, অনুতাপের সহিত ব্রহ্মা বললেন, জানন্ত এব ইতি। যাঁরা জানে, তাঁরা জানুক-না, আমি তো মহা মূর্খ, এরূপ ভাব। আচ্ছা, তা হলে এতক্ষণ পর্যন্ত বলছিলেন কেন? এরই উত্তরে বলছেন,—কিং বহূক্ত্যেতি। আপনার সম্মুখে বাগাড়ম্বর মূর্খত্ব দ্যোতনী, এরূপ অর্থ। ওহে ব্রহ্মণ, নিষ্কপট ভাবে বলুন তো, এরই উত্তরে—'ন' ইতি। আপনার **বৈভবং**—ঐশ্বর্য আমার **মনসো**—মনের গ্রাহ্য নয়—ধ্যানের দ্বারা অন্তরের মধ্যে না আসা হেতু। **বপুষ**—বপুর গোচর নয়—এই তো অধুনা চক্ষুর গোচর নয়। **বাচঃ**—বাক্যেরও গোচর নয়—"আপনার গুণরাশি কে গণনা করত বলতে পারে" এরূপে পূর্বেই আমার দ্বারা ইহা উক্ত হয়েছে। অথবা, আপনার **মনসো বৈভবং**—আপনার মনের বৈভব

**৩৯। অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্ব্বং ত্বং বেৎসি সর্ব্বদৃক্।**
**ত্বমেব জগতাং নাথো জগদেতৎ তবার্পিতম্॥**

**৩৯। অন্বয়ঃ** কৃষ্ণ ত্বং সর্ব্বং বেৎসি সর্ব্বদৃক্ এতৎ জগৎ তব অর্পিতম্ (ত্বয্যেবাধিষ্ঠিতম্) ত্বমেব জগতাং নাথঃ মাম্ অনুজানীহি (গৃহগমনায় অনুজ্ঞাং দেহি)।

**৩৯। মূলানুবাদঃ** হে কৃষ্ণ! আমাকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিন, আপনি সর্বদর্শী, আমাদের কায় বাক্য-মনের মহিমা সব কিছু জানেন। আপনিই এই জগতের সত্ত্বাধিকারী, আপনার সম্পত্তি এই জগৎ ও মদীয় দেহ আপনার চরণেই অর্পণ করলাম।

---

আমার ইন্দ্রিয়-গোচর নয়। তাই আপনার মনে যা কিছু আছে, তা কি আমি জানতে পারি—"নিজ কর্তৃত্বে স্বতন্ত্রভাবে সুখানুভূতি যাঁর তাঁর মহিমা কেউ জানতে পারে না।"—(১৪।২) পূর্বেই আমার এরূপ উক্তি হেতু। এবং **তদ্বপুষঃ**—আপনার বপুতে কি কি আছে, **তব বাচঃ**-আপনার বেদ লক্ষণা বাক্যে কি আছে, তা আমার গোচর নয়। আরও এখন সাক্ষাৎ উপস্থিতিতেও আমার প্রতি মৌনতা অবলম্বন হেতু আপনার বচন-গন্ধও অপ্রাপ্তই রয়ে গেল। তাই বলছি আপনার সম্মুখে আমরা অতি তুচ্ছই বটে, এরূপ ভাব॥ বি০ ৩৮॥

**৩৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** অথ তত্তৎপ্রকরণান্তে যা দৈন্যাত্মিকা ভক্তিরেব তৎ-প্রাপ্তিকারণত্বেন দর্শিতা, তামেবাবিষ্কুর্ব্বন্ননুজ্ঞাং প্রার্থয়তে—হে কৃষ্ণ সর্ব্বেন্দ্রিয়াকর্ষকরূপগুণ! অনুজানীহি; অনেন গমনানুজ্ঞেয়ং নাত্মেচ্ছয়া প্রার্থ্যতে, কিন্ত্বত্রাবস্থানানর্হতয়ৈব, ইতি সা চ প্রার্থিতস্যাপি তস্য মৌনিতয়েতি ভাবঃ। ত্বয়ি চ যন্ময়োক্তং, যদ্বা, বক্তব্যং, তৎ সর্ব্বং পুনরুক্তমেবেত্যাহ—সর্ব্বং স্ববৈভবং মদ্বৈভবঞ্চ স্বমনোগতং মন্মনোগতং চ স্বনিগূঢ়লীলত্বং মদযোগ্যত্বঞ্চ ইত্যাদিকং ত্বমেব বেৎসি, নাহমিতি। অতস্ত্বদাজ্ঞাং বিনা তৃণাদিরূপেণাপ্যেষাং তৃণাদীনাং সৌভাগ্যমাসাদয়িতুং ন শক্নোমীতি ভাবঃ। বিষয়মপি ন ত্যক্তুং শক্নোমীত্যাহ—ত্বমেবেতি। তব ত্বয়ৈব মহ্যমর্পিতম্, দাসস্যাজ্ঞাস্থায়িত্বমেব যুক্তমিতি ভাবঃ। যদি চৈবং ব্রূষে—অপহৃতাত্মনাং বালবৎসানাং দর্শনং বিনা কথমনুজ্ঞাং যাচসে? তত্রাপ্যেবং নিবেদয়ামীত্যাহ—সর্ব্বং ত্বং বেৎসি, সর্ব্বদৃগিতি নাত্র জ্ঞাপিতম্॥ জী০ ৩৯॥

**৩৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** অতঃপর পূর্বের সেই সেই প্রকরণের শেষে যে দৈন্যাত্মিকা ভক্তিকে তৎপ্রাপ্তি কারণরূপে দর্শিত হয়েছে তাই প্রকাশ করত অনুজ্ঞা প্রার্থনা করা হচ্ছে—**হে কৃষ্ণ!**—হে সর্বেন্দ্রিয়ের আকর্ষক রূপগুণ! **অনুজানীহি**—এই বাক্যে যে গমনের অনুজ্ঞা চাওয়া হল, তা নিজের ইচ্ছায় নয়, কিন্তু এখানে তার অবস্থান-অযোগ্যতা হেতুই—যাঁর নিকট প্রার্থনা করা হচ্ছে, সেই কৃষ্ণের মৌনতা দেখেই মনে হল, তার এখানে থাকার যোগ্যতা নেই। আপনার কাছে যা বললাম, অথবা যা আমার বক্তব্য, তা সব কিছুই পুনরুক্তি মাত্র, তাই বলা হচ্ছে, **সর্ব্বং**—নিজ বৈভব, আমার বৈভব, নিজ মনোগত এবং আমার মনোগত ভাব, নিত্য নিগূঢ় লীলা এবং আমার যোগ্যতা ইত্যাদি আপনিই

জানেন, আমি না। অতএব আপনার আজ্ঞা বিনা তৃণাদি রূপেও এই তৃণাদির সৌভাগ্য লাভ করতে পারব না, এরূপ ভাব।

আমার উপর ন্যস্ত এই সৃষ্ট্যাদি বিষয় আমি ত্যাগ করতেও পারব না—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—ত্বমেব ইতি। আপনিই জগতের নাথ ইত্যাদি। **তব অর্পিতম্**—আপনার দ্বারা আমার উপর ন্যস্ত এই সৃষ্ট্যাদি কর্মভার। দাসের পক্ষে প্রভুর আজ্ঞা চিরকাল পালন করে চলাই উচিত, এরূপ ভাব। যদি বলেন, অপহৃত নিজ সখাদের এবং গোবৎসদের দেখলাম না, এর পূর্বেই কি করে অনুজ্ঞা চাইছ, এরই উত্তরে নিবেদন করছি—আপনি যে সর্বদৃক্ অর্থাৎ সব কিছুই দেখেন, এতে অন্যের জানানোর অপেক্ষা নেই॥

**৩৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নন্বু মম বৈভবং তব মাস্তু গোচরস্তব বৈভবং অহং বেদ্মি ন বেতি তত্র কিমহমত্র প্রত্যুত্তরং কুর্য্যামিতি ব্যঞ্জয়ন্ সলজ্জং সনির্ব্বেদমাহ—অনুজানীহীতি। অন্তর্ভাবিতমর্থং অনুজ্ঞাপয়েত্যর্থঃ। অত্র স্থলে ক্ষণমপি স্থাতুমযোগামতিনীচং মামাজ্ঞাপয়। যাদৃশোঽহং তাদৃশং স্থলং সত্যলোকমেব গচ্ছেয়মিতি ভাবঃ। হে কৃষ্ণেতি চিত্তন্তু ত্বমত্রাকর্ষস্যেব, কিন্তু "তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্মে"তি মৎপ্রার্থনায়াং দৃগিঙ্গিতেনাপ্যস্তিতি শ্রীমচ্চরণৈর্নোক্তমতং কিং কুর্ব্বে তস্মাৎ তৎপুলিনভোজনকেলেরন্তরায়ং কুর্ব্বন্নয়মপরাধী ত্বল্লীলাপ্রাতিকুল্যাদেব শ্রীমুখোদ্গতবচনসুধালেপমপ্যনাপ্নুবন্নহমিতো ঝটিত্যেব দূরমপসরামি ত্বং বৎসান্ কালয়িত্বা পুলিনে ভুঞ্জানৈঃ প্রিয়সখৈঃ সহ সহাসোক্তিপ্রত্যুক্তিকৌতুকং ভোজনলীলাশেষং সমাপয়েতি ধ্বনয়ঃ। অয়মহন্ত্বতিতারল্যাৎ পুনঃ পুনঃ কিং বা বিজ্ঞাপয়ামীত্যাহ—সর্ব্বমস্মদাদীনাং মনোবপূর্বাচাং বৈভবং ত্বমেব বেৎসি কিঞ্চ নাহমস্য জগতঃ স্রষ্টৃত্বান্নাথঃ কিন্তু ত্বমেব জগতামন্যেষামপি বহূনাং নাথঃ। অত এতচ্চ জগৎ ক্ষুদ্রতরং তব ত্বদীয়মেব ত্বয্যর্পিতম্। যমিচ্ছসি যোগ্যমস্য জানাসি তমস্যাধিকারিণং কুর্ব্বিতি ভাবঃ॥

**৩৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** পূর্বপক্ষ, আচ্ছা আমার বৈভব আপনার গোচর না হউক—হে ব্রহ্মা আপনার বৈভব আমি জানি কি জানি না—যেন এরই উত্তরে,—সে সম্বন্ধে আমি এখানে কি প্রত্যুত্তর করতে পারি, এইরূপ ভাব প্রকাশ করে ব্রহ্মা সলজ্জ সনির্বেদ বলছেন—**অনুজানীহীতি**—অন্তর্ভাবিত অভিপ্রায় আজ্ঞা করুন,—এই স্থানে একটি ক্ষণও থাকার অযোগ্য এই অতি নীচ আমাকে আজ্ঞা করুন। আমি যেরূপ নীচ সেইরূপ আমার যোগ্য নীচ স্থান সত্যলোকেই চলে যাই, এরূপ ভাব। **হে কৃষ্ণ**—এই সম্বোধনের ধ্বনি—আমার চিত্তকে কিন্তু আপনি এখানে এই বৃন্দাবনেই আকর্ষণ করছেন—কিন্তু "আমার এই ভূরিভাগ্য হোক, যাতে এই গোকুলে তৃণাদি জন্ম হতে পারে।"—(ভা॰ ১০।১৪।৩৪)। আমার প্রার্থনার উত্তরে শ্রীমৎচরণের দ্বারা চোখের ইঙ্গিতেও বলা হল না—'অস্তু' তাই হোক। অতঃপর এখানে দাঁড়িয়ে আর কি করি, এখান থেকে ঝটিতি দূরে সরে যাওয়াই ভাল। হে নন্দনন্দন! পুলিনভোজন-কেলির অন্তরায়কারী এই অপরাধী আপনার শ্রীমুখোদ্গত বচনসুধালেপ থেকেও বঞ্চিত হল, আপনার লীলা প্রাতিকূল্য হেতুই। আপনিও গো বৎসদের একত্র করে পুলিনে ভোজনরত প্রিয়সখাগণের সঙ্গে সহাস উক্তি প্রত্যুক্তি কৌতুক-ভোজন-লীলাশেষ সমাপন করুন, এরূপ ধ্বনি। আমি কিন্তু অতি তরলতা বশে

৪০। শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলপুষ্করজোষদায়িন্ ক্ষ্মানির্জ্জরদ্বিজপশূদধিবৃদ্ধিকারিন্।
উদ্ধর্ম্মশার্ব্বরহর ক্ষিতিরাক্ষসঘ্রুগ্ আকল্পমার্কমর্হন্ ভগবন্ নমস্তে ॥

৪০। **অন্বয়ঃ** শ্রীকৃষ্ণ, বৃষ্ণিকুলপুষ্করজোষদায়িন্ (যাদবকুলকমল-প্রকাশকঃ) ক্ষ্মানির্জ্জরদ্বিজপশূদধিবৃদ্ধিকারিন্ (পৃথিবী, দেবাঃ, দ্বিজাঃ গাবশ্চ ত এব সমুদ্রাঃ তেষাং বৃদ্ধিকারিন্) উদ্ধর্ম্মশার্ব্বরহর (পাষণ্ড ধর্ম্মরূপতমনিবারক) ক্ষিতিরাক্ষসঘ্রুগ্ (ক্ষিতৌ যে অসুরাঃ তেষাং বিমর্দ্দক) আকল্পং (কল্পপর্য্যন্তং) আর্কং (অর্কমভিব্যাপ্য) অর্হন্ (সর্ব্বেষাম্ পূজ্য) ভগবন্ তে নমঃ।

৪০। **মূলানুবাদঃ** হে শ্রীকৃষ্ণ! হে বৃষ্ণিকুলরূপ কমলের প্রফুল্লতা দায়ী সূর্য! হে সাগর স্বরূপ! হে পৃথিবীস্থ মানুষ, স্বর্গের দেবতা, ব্রাহ্মণ, পশু, বৃন্দাবনের পশু পাখীর বৃদ্ধিকারী চন্দ্র! হে পাষণ্ড ধর্মরূপ ঘনান্ধকার নাশকারি! হে দ্রোহকারী রাক্ষসেরও মুক্তি দাতা! হে আমার পূজ্য! গুঞ্জাদি বেশ, এমন কি পূজার অযোগ্য বৃন্দাবনীয় অর্কপুষ্পে মণ্ডিত আপনার শ্রীচরণকমলে জীবিত কাল পর্যন্ত প্রণত হয়ে রইলাম।

---

পুনঃ পুনঃ কিই বা নিবেদন করবো। এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **সর্বং**—আমাদের মন বপু-বাক্যের বৈভব আপনিই 'বেৎসি' জানেন, আরও এই জগতের সৃষ্টিকর্তা বলে আমি 'নাথ' নই, কিন্তু আপনিই এই জগতের এবং অন্য বহু জগতেরও নাথ। অতএব এই ক্ষুদ্রতর জগতও **তব**—আপনারই সম্পত্তি, ইহা আপনাকেই অর্পণ করলাম। এর যোগ্য আপনি যাকে মনে করেন, যাকে ইচ্ছা, তাকে এর অধিকারী করুন, এরূপ ভাব ॥ বি০ ৩৯ ॥

৪০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** শ্রীতি—সাদর-সর্ব্বসম্পদনুভবপূর্ব্বকং প্রণামায় প্রথমতঃ কৃষ্ণেতি স্বরূপনাম্না সম্বোধনং, পুনঃ ক্রমেণ ততো বহির্বহির্বিশেষং ব্যঞ্জয়ন্ জন্মকর্ম্মনামভিরপি সম্বোধয়তি—বৃষ্ণীত্যাদিনা। বৃষ্ণিকুলং শ্রীবসুদেবাদিকং শ্রীনন্দাদিকঞ্চ, পূর্ব্বোক্তপ্রামাণ্যাৎ তত্র প্রস্তুতত্বেন শ্রীনন্দাদিকমেবাত্র মুখ্যং জ্ঞেয়ম্, পশুপাঙ্গজায়েতি প্রতিজ্ঞাতত্বাৎ, ক্ষ্মেত্যবিশেষেণ প্রাপ্তত্বেঽপি বিশেষবিবক্ষয়া দ্বিজপশ্বোরুপাদানং গোব্রাহ্মণহিতাবতারতাপ্রসিদ্ধেঃ। উদ্ধর্ম্মো ভগবদ্বিমুখো ধর্ম্মঃ, ক্ষিতিরাক্ষসা উদ্ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকাঃ কংসাদয়শ্চ। চন্দ্রসূর্য্যরূপোভয়ত্বেন রূপকব্যঞ্জনা সর্ব্বশুভকারিতা বিবক্ষয়া, কীর্ত্তিপ্রতাপপ্রশংসাদ্যোতনেচ্ছয়া চ, হে ভগবন্! এবম্ভূত-শ্রীকৃষ্ণরূপত্বেন স্বয়ং ভগবন্নিত্যর্থঃ। তথার্কং স্বর্ভূর্ভূর্লোকব্যাপকপ্রকাশমর্কমারভ্য মহাবৈকুণ্ঠপর্য্যন্তমর্হন্ পূজ্য! যদ্বা, এতচ্চাপূর্ব্বং দৃষ্টং ত্বমেব কর্ত্তুমর্হসি, নান্যঃ কোঽপীত্যাহ—অর্হতীত্যর্হন্, হে সর্ব্বং কর্ত্তুং যোগ্য সমর্থেতি বা। অত আকল্পং মজ্জীবনকালরূপান্ কল্পানভিব্যাপ্য; যদ্বা, আকল্পং ত্বদীয়-গুঞ্জাবতংস-বর্হাপীড়াদিকং বামহস্তস্থ-কবলাদিকং চ ভূষণমভিব্যাপ্য; তথা আর্কম, অর্কো নাম বৃক্ষো ভগবদনর্হপুষ্পো—বৈষ্ণবানামনাদরণীয়ঃ, তমপ্যত্যন্তমভিব্যাপ্য তত্তৎসহিতায়েত্যর্থঃ।

শ্রীমচ্চৈতন্যদেবানুগৃহীতানামনুগ্রহাৎ।
তেষাং মুদে স্তুতির্ব্রাহ্মী ব্যাখ্যাতেয়ং যথামতি ॥ জী০ ৪০ ॥

৪০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ শ্রী ইতি**—কৃষ্ণের সর্বসম্পদ আদরের সহিত অনুভব পূর্বক প্রণাম করার জন্য প্রথমতঃ 'কৃষ্ণ' এইরূপ স্বরূপনামে সম্বোধন। পুনরায় ক্রমে ক্রমে তার থেকে বাইরের বাইরের বিশেষ প্রকাশ করতঃ জন্মকর্ম সূচক নামে সম্বোধন করছেন—বৃষ্ণি ইত্যাদি দ্বারা। **বৃষ্ণিকুলং**—এই পদে শ্রীবসুদেবাদিকে এবং শ্রীনন্দাদিকে বুঝানো হল—পূর্বোক্ত প্রমাণের দ্বারা, এর মধ্যে প্রস্তুত প্রকরণ অনুসারে শ্রীনন্দাদিকেই মুখ্য বলে জানতে হবে—পশুপালক শ্রীনন্দমহারাজের অঙ্গ থেকে জাত, (১৪।১) শ্লোকে এইরূপ অবধারিত থাকা হেতু। **ক্ষ্মাঃ**—পৃথিবী—পৃথিবী বললেই তার মধ্যে দ্বিজ-পশু সাধারণ ভাবে পাওয়া গেলেও এদিকে বিশেষ ভাবে বলার ইচ্ছায় পুনরায় এদের উল্লেখ—গো-ব্রহ্মণের হিতার্থে তার অবতার, ইহা প্রসিদ্ধ থাকা হেতু। **উদ্ধর্ম্মো**—ভগবদ্বিমুখ ধর্ম। **ক্ষিতিরাক্ষসধ্রুগ্**—উদ্ধর্ম প্রবর্তক কংসাদি। 'উদধি' সাগর বৃদ্ধিকারী বাক্যে 'চন্দ্র' আর 'শর্বরহর' রাত্রি-অন্ধকার দূরকারী বাক্যে সূর্য—চন্দ্র সূর্য এই উভয় উপমা একই সঙ্গে দেওয়া হল কৃষ্ণের সর্বশুভকারিতা বলবার ইচ্ছায় এবং কীর্তি-প্রতাপ-প্রশংসা প্রকাশের ইচ্ছায়। **হে ভগবন্**—এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে স্বয়ং ভগবান্। **আর্কং**—আ+অর্ক, স্বর্গ-আকাশ-মর্তলোক ব্যাপক প্রকাশ—'অর্ক' সূর্য থেকে আরম্ভ করে মহাবৈকুণ্ঠ পর্যন্ত **অর্হন্**—পূজ্য হে ভগবন্! আপনাকে প্রণাম। অথবা—'অর্হন' এই অপূর্ব দৃষ্ট আপনিই সব কিছু করতে পারেন, অন্য কেউ-ই নয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—'অর্হতি ইতি অর্হন্' অর্থাৎ হে সর্ব কিছু করতে যোগ্য বা সমর্থ। অতএব **আকল্পং**—আমার জীবন-কালরূপ কল্পসমূহ সর্বতোভাবে ব্যাপে। অথবা, 'আকল্পং' ত্বদীয় গুঞ্জা-কর্ণভূষণ-ময়ূরপুচ্ছের মুকুট প্রভৃতি এবং বাম হস্তে কবলাদি ভূষণ তথা আর্কম্' শ্রীভগবানের পূজার অযোগ্য আকন্দফুল, ইহা বৈষ্ণবদের অনাদর যোগ্য—তাকেও অত্যন্ত ভাবে 'অভিব্যাপ্য' অর্থাৎ সেই সেই আভরণ সহিত বিরাজমান আপনাকে প্রণাম করছি।

শ্রীচৈতন্যদেবর অনুগৃহীত জনদের অনুগ্রহ হেতু তাঁদের আনন্দের জন্য এই ব্রহ্মার স্তুতি যথামতি ব্যাখ্যা করলাম ॥ জী০ ৪০ ॥

৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** যদ্যপি মামপরাধিনং বিজ্ঞায় ন ব্রূষে তদপি স্বনেত্রাভ্যাং সানুগ্রহাবলোকনামৃতন্তু মহ্যং দেহি। যথা তেনৈবাহারেণ নিত্যং প্রাণান্ রক্ষন্ কল্পপর্য্যন্তং জীবিতুং প্রভবিষ্যামীতি ব্যঞ্জয়ন্ প্রণমতি—শ্রীকৃষ্ণেতি। সূর্য্যস্বরূপং দক্ষিণং নেত্রমালক্ষ্যাহ—বৃষ্ণিকুলপদ্মস্য জোষঃ প্রফুল্লত্বং তৎপ্রদায়িন্ মামপি পদ্মসন্তানং কৃপয়া প্রফুল্লয়েতি ভাবঃ। চন্দ্রস্বরূপং বামং নেত্রমালক্ষ্যাহ—ক্ষ্মাঃ ক্ষ্মাতলস্থা মনুষ্যাদয়ঃ নির্জরাঃ স্বর্গস্থা দেবা দ্বিজাঃ পশবশ্চ বৃন্দাবনস্থাঃ পক্ষিণো গাবশ্চ ত এবোদধয়স্তেষাং বৃদ্ধিকারিন্ মামপি দেবাধমং কৃপয়া বর্দ্ধয়েতি ভাবঃ। যুগপদেব নেত্রে দ্বে এব পুষ্পবন্তাবালক্ষ্যাহ, উদ্ধর্ম্মঃ পাষণ্ডধর্ম্মঃ স এব শার্ব্বরমন্ধতমসং। "শার্ব্বরন্ত্বন্ধতমস" ইত্যমরঃ। তৎ হরতীতি তথা তেন স্বপ্রভো ত্বয্যপি মায়াচিকীর্ষালক্ষণং মম পাষণ্ডং কৃপয়া হর যথা পুনরেবং ন কুর্য্যামিতি ভাবঃ। ক্ষিতৌ রাক্ষসা অঘাসুরাদয়স্তেভ্যো দ্রুহ্যসি দ্রোহেণাপি স্বগতিং দদাসীত্যতস্ত্বদ্বয়স্যবৃন্দবৎসবৃন্দবিদ্রোহিত্বাৎ সত্যলোকব্রহ্মরাক্ষসং মামপি দণ্ডপ্রদা-

নেনাপি সংস্কুরুষ্বেতি ভাবঃ। স্বপ্রভোরনুগ্রহং নিগ্রহং বা দৃষ্ট্বা দাসো জীবিতুমুৎসহতে ঔদাসীন্যং দৃষ্ট্বাতু ন প্রাণান্ ধর্ত্তুমীষ্টে ইতি ভাব। হন্ত হন্ত, মহামহেশ্বরোঽপি বেত্রগুঞ্জাগৈরিকপিচ্ছাদিরচিতাকল্পো গোচরক-বালকৈঃ সমং খেলন্ হৃষ্যতীত্যনৌচিত্যং মৎপ্রভোরিতি পূর্ব্বং বিচারিতবতাত্বনভিজ্ঞেন ময়া যেষ্বপরাদ্ধং তানপি প্রসাদয়ামীতি মনসি বিভাব্যাহ—আকল্পং ত্বদীয়গুঞ্জাদিবেশমভিব্যাপ্য আর্কং অর্কো নাম বৃক্ষো ভগবদনর্হপুষ্পস্তমপি ব্রজস্থমভিব্যাপ্য হে অর্হন্, মৎপূজ্য, কিং বা হে যোগ্য কৃপাকৃপাভ্যাং মদ্ভদ্রাভদ্রং কর্ত্তুং সমর্থ, তে তত্তৎসহিতায় ভুভ্যং নমঃ। "সর্ব্বসংশয়হৃৎ সর্ব্বভক্তিসিদ্ধান্তসন্ততিঃ। অস্তু ব্রহ্মস্তুতিশ্চিত্তভিত্তৌ মে চারুচিত্রিতা" ॥ বি০ ৪০ ॥

**৪০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** যদিও আমাকে অপরাধী জেনে কথা বললেন না, তা হলেও নিজ নেত্রদ্বয়ের দ্বারা সানুগ্রহ-অবলোকন অমৃত তো আমাকে দান করুন, যাতে সেই আহারের দ্বারাই নিত্য প্রাণ রক্ষা করে কল্প পর্যন্ত জীবন ধারণ করতে পারি, এইরূপ ভাব প্রকাশ করে ব্রহ্মা প্রণাম করলেন —হে শ্রীকৃষ্ণ ইতি। সূর্যস্বরূপ দক্ষিণ নেত্র বেশ করে লক্ষ্য করে বললেন—হে কৃষ্ণ! আপনি বৃষ্ণিকুল রূপ পদ্মের **জোষঃ**—প্রফুল্লতা প্রদায়ী, আর আমি হলাম পদ্ম-সন্তান; সুতরাং আমাকে কৃপা করে প্রফুল্লিত করে তুলুন। চন্দ্র স্বরূপ বাম চক্ষু লক্ষ্য করে বললেন, **ক্ষ্মাঃ**—এই পৃথিবীস্থ মনুষ্য সকল, **নির্জ্জরাঃ**—স্বর্গস্থ দেবতাগণ, ব্রাহ্মণগণ, পশুগণ ও বৃন্দাবনের পক্ষী ধেনুকুল—এই সকল হল সাগরস্বরূপ—আপনি এদের সকলের বৃদ্ধিকারী—আমিও দেবাধম আমাকে কৃপা করে বাড়িয়ে উঠান, এরূপ ভাব। যুগপৎ দু নয়নেই সূর্য চন্দ্র লক্ষ্য করে বললেন—**উদ্ধর্মঃ**—পাষণ্ডধর্মরূপ **শার্বরহরঃ**—নৈশ অন্ধকার হরণকারী হে ভগবন্— (শার্বর অন্ধতমস-অমর)। নিজপ্রভু আপনার উপরও মায়াজাল বিস্তার করার ইচ্ছারূপ আমার পাষণ্ডতা কৃপা করে হরণ করুন, যাতে পুনরায় এরূপ কাজে লিপ্ত না হই। **ক্ষিতিরাক্ষসধ্রুক্**—এই জগতে অঘাসুরাদি রাক্ষস আপনাকে দ্রোহ করে—করলেও তাদিকে আপনি নিজদেহে প্রবেশাদিরূপ গতি দান করেছেন—অতএব সখাদের এবং গোবৎসদের বিদ্রোহিতা হেতু, সত্য লোকের ব্রহ্ম রাক্ষস আমাকেও দণ্ড প্রদান করেও সংস্কার করুন, এরূপ ভাব। নিজ প্রভুর অনুগ্রহ বা নিগ্রহ দেখে দাস জীবন ধারণ করতে উৎসাহিত হবে, কিন্তু উদাসীনভাব দেখলে প্রাণ ধারণ করতে ইচ্ছা হবে না, ইতি ভাব। হায় হায় মহামহেশ্বর হয়েও বেত্র-গুঞ্জা-গৈরিক ময়ূরপুচ্ছাদি রচিত **আকল্প**—বেশ, রাখাল বালকদের সঙ্গে খেলতে খেলতে আনন্দে উচ্ছলিত হয়ে উঠছেন, ইহা আমার প্রভুর পক্ষে অনুচিত, এইরূপ পূর্বে বিচার পরায়ণ অনভিজ্ঞ আমার দ্বারা যাঁর প্রতি অপরাধ করা হয়েছিল, সেই তাঁকে সন্তুষ্ট করবো, এইরূপ মনে মনে ভেবে বললেন— 'আকল্পং'—গুঞ্জাদি বেশের সহিত বিরাজমান, **আর্কং**—আ+অর্কং=আকন্দ পুষ্প পূজার অযোগ্য হলেও ব্রজে জাত বলে তাতেও সজ্জিত হয়ে বিরাজমান **তে**--আপনাকে প্রণাম। **হে অর্হন্**— হে আমার পূজ্য! কিম্বা হে যোগ্য অর্থাৎ কৃপা অকৃপায় আমার মঙ্গল অমঙ্গল করতে সমর্থ। "সর্বসংশয়হারী সর্বভক্তিসিদ্ধান্ত সমুদ্র এই ব্রহ্মস্তুতি আমার চিত্তভিত্তিতে চারুচিত্রিত হোক ॥ বি০ ৪০ ॥

**শ্রীশুক উবাচ।**

**৪১। ইত্যভিষ্টূয় ভূমানং ত্রিঃ পরিক্রম্য পাদয়োঃ।**
**নত্বাভীষ্টং জগদ্ধাতা স্বধাম প্রত্যপদ্যত॥**

**৪১। অন্বয়ঃ** জগদ্ধাতা (ব্রহ্মা) ইতি ভূমানং (শ্রীকৃষ্ণং) অভিষ্টূয় (স্তুত্বা) ত্রিঃ পরিক্রম্য পাদয়োঃ নত্বা অভীষ্টং স্বধাম প্রত্যপদ্যত (জগাম)।

**৪১। মূলানুবাদঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—এইরূপে অনন্ত শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি পূর্বক ভক্তিভরে তিনবার পরিক্রমা করত পদযুগলে প্রণাম করে কৃষ্ণের অভিপ্রেত স্বধামে চলে গেলেন জগৎস্রষ্ট ব্রহ্মা।

---

**৪১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** ভূমানং সর্ব্বথৈবাথরিচ্ছিন্নমিত্যবমভিষ্টূয় অভিষ্টূত্য অভিতঃ স্তুত্বা, যদ্বা, সর্ব্বব্যাপকমেব তথাবস্থিতং ভক্ত্যা ত্রিঃ পরিক্রম্যাভীষ্টং সামীপ্য-যাচ্ঞায়াং কৃতমৌনেন শ্রীকৃষ্ণেনাভিপ্রেতং ধাম, যতো জগদ্ধাতা, অন্যথা তৎপদত্যাগে বিশ্বসৃষ্ট্যসিদ্ধেঃ। এবং 'যাবদধিকারমবস্থিতি রাধিকারিকাণাম্' (শ্রীব্র সূ ৩।৩।৩২)—ইতি ন্যায়েন তদন্তে তদভীষ্টসিদ্ধির্ভবিষ্যতীতি জ্ঞাপ্যতে॥ জী০ ৪১॥

**৪১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ ভূমানং**—সর্ব প্রকারেই যিনি অনন্ত সেই তাকে **ইতি**—এইরূপে **অভিষ্টূয়**—পরিক্রমা করতে করতে স্তুতি করত। অথবা, সর্বব্যাপক হয়েও বৃন্দাবনে দধি-মাখা ভাত হাতে অবস্থিত কৃষ্ণকে তিনবার পরিক্রমা করে **অভীষ্টং**—অভীষ্ট স্বধাম ইত্যাদি,ব্রহ্মার অভীষ্ট হল শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণের সমীপে থাকা। এই প্রার্থনার উত্তরে মৌনতা দ্বারা কৃষ্ণের সম্মতি ব্যঞ্জিত হলেও কৃষ্ণের অভীষ্ট অর্থাৎ অভিপ্রেত হল; ব্রহ্মা এখন তার স্বধাম ব্রহ্মলোকে যাক্, কারণ ব্রহ্মা জগৎস্রষ্টা; কাজেই সেখানে না গিয়ে এখনই পদত্যাগ করলে বিশ্বসৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে, এই হেতু এবং "অধিকারিক দেবতাদের যাবৎ অধিকার তাবৎ অবস্থিতি"—(শ্রীব্র সূ ৩।৩।৩১) এই ন্যায়ে অধিকার অন্তে ব্রহ্মার অভীষ্ট শ্রীবৃন্দাবন-বাস সিদ্ধি হবে, এরূপ জানানো হল॥ জী০ ৪১॥

**৪১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** অভীষ্টং ভগবতা প্রস্থাপয়িতুমিতি শেষঃ। যতো জগদ্ধাতা অন্যথা সহসা তৎপদত্যাজনে বিশ্বসৃষ্টেরসিদ্ধেঃ। ততশ্চ "যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণামিতি ন্যায়েনাধিকারান্তে তদভীষ্টং সেৎস্যতীতি বুদ্ধ্যতে॥ বি০ ৪১॥

**৪১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ অভীষ্টং ইতি**—ব্রহ্মার অভীষ্ট তো শ্রীবৃন্দাবন-স্থিতি—তবে আপাততঃ 'অভীষ্ট' প্রিয়তম নিজ ব্রহ্মলোকে কৃষ্ণের দ্বারা প্রেরিত হওয়ার ইচ্ছা করলেন ব্রহ্মা, যেহেতু তিনি জগৎস্রষ্টা—অন্যথা সহসা সেই পদ ত্যাগ করলে বিশ্ব সৃষ্টিই অসিদ্ধ হয়ে যাবে, "আধিকারিক দেবতাদের যাবৎ অধিকার তাবৎ সেই স্থানে অবস্থিতি।"—অতঃপর এই ন্যায় অনুসারে অধিকার অন্তে ব্রহ্মার নিজ আকাঙ্ক্ষিত বৃন্দাবন বাসরূপ অভীষ্ট লাভ হবে, এরূপ বুঝানো হল॥ বি০ ৪১॥

৪২। ততোঽনুজ্ঞাপ্য ভগবান্ স্বভুব প্রাগবস্থিতান্।
বৎসান্ পুলিনমানিন্যে যথাপূর্ব্বসখং স্বকম্॥

৪২। **অন্বয়ঃ** ততঃ ভগবান্ স্বভুবং (ব্রহ্মাণং) অনুজ্ঞাপ্য (অনুজ্ঞাং প্রদায়) প্রাগবস্থিতান্ বৎসান্ যথাপূর্ব্বসখং স্বকং (স্বভোজনস্থানং) পুলিনম্ আনিন্যে (আনীতবান্)।

৪২। **মূলানুবাদঃ** অতঃপর ভগবান্ নিজ নাভিকমল জাত ব্রহ্মাকে মৌনলক্ষণে ব্রহ্মলোকে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে পূর্ববৎ তৃণচরণ-রত বৎসদের নিজ ভোজন স্থান পুলিনে নিয়ে এলেন, যেখানে পূর্ব উপবেশনাদি-অবস্থা পরিবর্তন বা ত্যাগ না করে একই ভাবে সখাগণ ভোজন-কৌতুক পরায়ণ রয়েছেন।

---

৪২। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ** স্বভুবম্ আত্মজম ইতি সর্ব্বাপরাধক্ষমাদিকং সূচিতম্। অনুজ্ঞাপ্যোদানীমপ্যানয়ানীতি—সস্মিতং পৃষ্ট্বা, অনুজ্ঞাপনঞ্চেদং স্বসার্ব্বজ্ঞাদি-ব্যঞ্জনোপালম্ভনোৎপ্রাসশিক্ষা-ক্ষমানুগ্রহ-বিনয়াদিব্যঞ্জকমপীদং ব্যঞ্জয়তি, তাদৃশস্বরূপৈরপি বালবৎসৈর্ন মম সুখং, কিন্তু তৈরেব মম লীলা-সুখম্; ততো ব্রহ্মানুজ্ঞাপনানন্তরং প্রাক্ প্রাগ্বদেবাবস্থাচেষ্টাদিভিরবস্থিতান্ যথাপূর্ব্বং পূর্ব্ববদবস্থাচেষ্টাদ্যন-তিক্রমেণ বর্ত্তমানাঃ সখায়ো যত্র তৎ স্বকং স্বভোজনস্থানং পুলিনমানিন্যে, অত্র সকবলপাণেঃ কৃষ্ণস্যাগতস্য তৈঃ পূর্ব্ববদেব দৃশ্যমানস্যাবস্থিতিশ্চ পূর্ব্ববদেব জ্ঞেয়া। এতৎসর্ব্বসমাধানঞ্চ শ্রীকৃষ্ণেচ্ছাসম্বলিতমায়াবৈভবমেব, তথা মাত্রাদিভির্ব্যবহারোপযিকং হ্যস্তনাদি তত্তদ্বালকাদিচরিতং স্মৃতমপি প্রাচীনেষু স্মারয়িতুং নেষ্টমিত্যপি বোধ্যম্॥ জী॰ ৪২॥

৪২। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদঃ স্বভুবম্**—'আত্মজং' নিজ পুত্রকে—স্নেহ সূচক পুত্র পদে অপরাধ ক্ষমাদি সূচিত হচ্ছে। **অনুজ্ঞাপ্য**—কৃষ্ণ যে হাসি মুখের মৌনতায় ব্রহ্মাকে স্বধামে যাওয়ার অনুমতি দিলেন, এতে ধ্বনিত হচ্ছে, কৃষ্ণের সর্বজ্ঞতা প্রভৃতি শক্তি-ব্যঞ্জিত তিরস্কার উপহাস-শিক্ষা ক্ষমা-অনুগ্রহ এবং বিনয়াদি ব্রহ্মার প্রতি। আরও ধ্বনিত হচ্ছে - লুকানো বৎস বালক আসলদের মতো হলেও তাদের সঙ্গে আমার সুখ হবে না, কিন্তু এখনও পুলিনে আসল যারা ভোজন রত রয়েছে তাদের সঙ্গেই লীলা সুখ আমার, এরূপ মনোভাব। অতঃপর ব্রহ্মাকে অনুমতি দেওয়ার পর **প্রাগবস্থিতান্**—'প্রাক্' পূর্বের মতোই তৃণময় মাঠে চরে বেড়ানো অবস্থা-চেষ্টাদির সহিত অবস্থিত বৎসদের, **যথাপূর্বং**—পূর্ববৎ বন-ভোজন অবস্থা-চেষ্টাদি অতিক্রম না করে বর্তমান সখাগণ যেখানে সেই **স্বকং**—নিজ ভোজন-স্থান পুলিনে নিয়ে এলেন। এই পুলিনে 'সকবলপাণি' আগত কৃষ্ণ সখাদের দ্বারা পূর্বের মতোই দৃশ্যমান হতে থাকলেন, অবস্থিতিও পূর্বের মতই হল, এরূপ জানতে হবে। এখানে বুঝতে হবে, ঠিক সখাগণ পূর্বের মতই 'সপাণিকবল' কৃষ্ণকে বৎসগণ সহ ফিরে আসতে দেখলেন। আসলে তো কৃষ্ণ সখাগণের সঙ্গে ভোজন রত অবস্থায় বরাবরই ছিলেন—কোথাও মোটে যান-ই নি। তথা মায়েদের সহিত ব্যবহারোপ-যোগী গতকালাদিকৃত কৃষ্ণ-স্বরূপভূত সেই সেই বালকাদির চরিত মনে পড়লেও প্রাচীনগণের নিকট স্মরণ করার পক্ষে বাঞ্ছিত নয়, এরূপ বুঝতে হবে॥ জী॰ ৪২॥

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** স্বভুবং ব্রহ্মাণং অনুজ্ঞাপ্যতি মৌনেনৈব। 'অনুজানীহি মাং কৃষ্ণে'-ত্যাজ্ঞাপ্রার্থনে কৃতে 'মৌনং সম্মতিলক্ষণ'মিতি ব্রহ্মণা সহসাবগমাৎ। মৌনত্যাগাভাবস্তু পশুপবংশশিশুত্ব-দশায়ামঙ্গীকৃতস্য ব্রহ্মমোহনার্থং নাট্যস্যারম্ভপরিসমাপ্তিসিদ্ধ্যর্থম্। তত্র "ততো বৎসানদৃষ্ট্বৈত্য পুলিনেঽপিচ বৎসপান্। উভাবপি বনে কৃষ্ণো বিচিকায় সমন্তত" ইতি বৎসবালকান্বেষণনাট্যারম্ভঃ। 'নৌমীড্যে'ত্যাদি ব্রহ্মস্তুতৌ প্রবৃত্তায়াং কুতস্ত্যোঽয়ং চতুর্ম্মুখঃ, কিং চেষ্টতে, কিং বা মুহুর্ব্রূতে ইতি স্ববৎসান্বেষণ ব্যাগ্রোঽহং গোপশিশুর্ন বুদ্ধ্যে ইতি ব্যঞ্জকেন মৌনেনৈব তস্যৈব নাট্যস্য পরিসমাপ্তিরিতি। স্বাধীনব্রহ্মণোঽগ্রে কৃষ্ণেন নিজমহৈশ্বর্য্যস্যজ্ঞানমভিনীয়তে স্মেতি তন্নাট্যশব্দেনোচ্যতে। তত্রোদ্বহৎপশুববংশশিশুত্বনাট্য"মিত্যাদিনা বাৎসল্যাদিরসপরিকরব্রজেশ্বর্য্যাদীনামগ্রেতু তন্মহাপ্রেমাধীনেন কৃষ্ণেন নিজমহৈশ্বর্য্যস্য তন্মহাপ্রেমমাধুর্য্যরসা-চ্ছাদিতস্যাজ্ঞানং যথার্থমেবেতি তত্র ন তস্যাভিনয় ইতি। ন তন্নাট্যশব্দেন বাচ্যমিতি বিবেচনীয়ম্। প্রাক্ প্রাগ্বদেব তৃণচরণাদিচেষ্টাভিরবস্থিতান্ স্বকং স্বভোজনস্থানং পুলিনমানিন্যে কীদৃশং যথাপূর্ব্বং পূর্ব্বোপবেশা-দিকমনতিক্রম্য অপরিত্যজ্য বর্ত্তমানাঃ সখায়ো যত্র তৎ। সমাসান্তআর্ষঃ। যদ্বা, যথা যথাবদেব স্থিতাঃ পূর্ব্ব-সখাঃ স্বরূপভূতসখিভ্যঃ পৃথক্ পূর্ব্বসখায়ো যত্র তৎ॥ বি০ ৪২॥

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ স্বভুবং**—ব্রহ্মাকে **অনুজ্ঞাপ্য**—মৌনের দ্বারাই সম্মতি জানিয়ে—কারণ 'আমাকে অনুমতি করুন'—(১৪।৩৯) এইরূপে আজ্ঞা প্রার্থনা করলে কৃষ্ণ মৌন ধরে থাকলে 'মৌনই সম্মতি লক্ষণ' এই ন্যায়ে ব্রহ্মা সহসা সম্মতি বুঝতে পারলেন। ব্রজরাজ কুমার দশাতে ব্রহ্ম-মোহনের জন্য অঙ্গীকৃত নাট্যের আরম্ভ-পরিসমাপ্তি সিদ্ধির জন্য মৌন ত্যাগ করলেন না কৃষ্ণ। "অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বৎসগুলিকে দেখতে না পেয়ে পুলিনে ফিরে এসে সেখানেও রাখাল সখাদের ও ভোজন সামগ্রী কিছুই না দেখে বনের চতুর্দিকে বৎস-রাখাল বালক সকল উভয়ই খুঁজে বেড়াতে লাগলেন"—(১০।১৩।১৬) এইরূপে বৎস-বালক অন্বেষণ-নাট্য আরম্ভ। 'নৌমীড্য' ইত্যাদি ব্রহ্মস্তুতির আরম্ভে কোথা থেকে এই ব্রহ্মা এল, কি করছে, বা কি বলছে মুহুর্মুহু—ইহা নিত্য বৎস-অন্বেষণে ব্যাগ্র আমি গোপ-শিশু বুঝতে পারলাম না—এইরূপ ভাব ব্যাঞ্জক মৌনের দ্বারাই কৃষ্ণের নাট্যের পরি সমাপ্তি। নিজ অধীন ব্রহ্মার সম্মুখে কৃষ্ণের দ্বারা নিজ মহা ঐশ্বর্যের সম্বন্ধে অজ্ঞানের ভাব অভিনীত হল—নাট্য শব্দে তাই বলা হল—(শ্রীভা০ ১০।১৩।৬১) শ্লোকে, যথা—"ব্রজকুমার-লীলা-নাটুয়া" ইত্যাদি। কিন্তু বাৎসল্যাদি রস-পরিকর ব্রজেশ্বরী প্রভৃতির অগ্রে তাঁদের প্রেমাধীন কৃষ্ণের দ্বারা যে অভিনীত হল, সেই ব্রজেশ্বরীদের মহাপ্রেম-মাধুর্য রসের দ্বারা আচ্ছাদিত নিজ মহা ঐশ্বর্য সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞানতা—ইহা যথার্থই, ইহা কৃষ্ণের অভিনয় নয়, ইহা 'নাট্য' শব্দে বাচ্য নয়, এরূপ বিবেচনীয়। **প্রাক্**-পূর্বের মতোই,তৃণচরণাদি ব্যাপারে নিবিষ্ট বৎস-গুলিকে **স্বকং**—নিজ ভোজনস্থান পুলিনে কৃষ্ণ নিয়ে এলেন। সেই ভোজন স্থল কিরূপ? এরই উত্তরে, **যথাপূর্বং**—পূর্বে উপবেশনাদি পরিবর্তন বা ত্যাগ না করে সখাগণ যেখানে বিরাজমান্ সেই ভোজন স্থানে। অথবা, পূর্বে যেরূপ ছিলেন, ঠিক সেই রূপেই স্থিত **পূর্বসখং**—স্বরূপভূত সখাগণ যাঁদের নিয়ে একবৎসর লীলা করলেন তাঁদের থেকে পৃথক্ আসল সখাগণ যেখানে বিরাজমান্ সেই ভোজনস্থলে॥ বি০ ৪২॥

**৪৩। একস্মিন্নপি যাতেঽব্দে প্রাণেশং চান্তরাত্মনঃ।**
**কৃষ্ণমায়াহতা রাজন্ ক্ষণার্দ্ধং মেনিরেঽর্ভকাঃ॥**

**৪৩। অন্বয়ঃ** [হে] রাজন্, আত্মনঃ প্রাণেশং (প্রিয়তমং) কৃষ্ণং অন্তরা (বিনা) একস্মিন্ অব্দে র্যাতে (গতে) মায়াহতা (কৃষ্ণস্য মায়া মোহিতাঃ) অর্ভকাঃ (বালকাঃ) ক্ষণার্দ্ধং মেনিরে।

**৪৩। মূলানুবাদঃ** হে রাজন্! নিজেদের প্রাণদেবতা কৃষ্ণ বিনা একবৎসর কাল চলে গেলেও ভোজনরঙ্গে মাতোয়ারা বালকগণ এই বিচ্ছেদ কালকে ক্ষণার্ধ কাল মনে করলেন কৃষ্ণ মায়ায়।

---

**৪৩। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ** তথা তেষাং কালাজ্ঞানঞ্চ মায়য়ৈবেত্যাহ—আত্মনঃ স্বস্য প্রাণেশম্, আত্মনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মায়াহতা ইতি বা; মায়া যদ্যপি ব্রাহ্ম্যেব, তথাপি শ্রীভগবতা অনুমোদিতা সতী ভাগবত্যেব সংবৃত্তেতি, অতঃ শ্রীবলদেবচিন্তনে 'প্রায়োমায়াঽস্তু মে ভর্তুঃ' ইতি। তত্তচ্চাঽসম্ভবমপি তদিচ্ছাশক্তেঃ সর্ব্বশক্তিতঃ বলবত্ত্বাৎ নাত্যসম্ভবম্, অতস্তয়া হতাঃ প্রতিবদ্ধাঃ 'মনোহতঃ প্রতিবদ্ধো হতশ্চ স' ইত্যমর। প্রাণেশত্বে হেতুঃ—কৃষ্ণং বল্লবেন্দ্রকুমারম্; কিঞ্চ, অর্ভকাঃ ক্ষণার্দ্ধং পলপঞ্চকং মেনিরে। অত্র তেষাং প্রতীতৌ মুহূর্ত্তযাম-দিবস ঋত্বাদিপরিবর্ত্তনং বিনা এব তস্য কালস্য স্থিতেঃ। হে রাজন্নিতি পরমাদ্ভুতত্বাৎ॥ জী॰ ৪৩॥

**৪৩। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদঃ** তথা ভোজন রত কৃষ্ণসখাদের সময় সম্বন্ধে অজ্ঞানও মায়া দ্বারাই হয়েছে, এই আশয়ে—একস্মিন্ অপি। **আত্মনঃ**—নিজের, **প্রাণেশং**—প্রাণদেবতা অথবা **আত্মনঃ**—'শ্রীকৃষ্ণস্য' শ্রীকৃষ্ণের **মায়াহতা**—মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন। যদিও ইহা ব্রাহ্মী মায়াই, তথাপি শ্রীভগবানের দ্বারা অনুমোদিত হওয়াতে ভগবানেই বর্তাচ্ছে। অতএব শ্রীবলদেবের চিন্তনে এইরূপ দেখা যায়, যথা—"এ আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই মায়া। অন্য তুচ্ছ মায়ার কি শক্তি আছে যে আমারও বিমোহিনী হবে।"—(শ্রীভা॰ ১০।১৩।৩৭)। এবং সেই সেই ব্যাপার অসম্ভব হলেও কৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি সর্বশক্তি থেকে বলবান্ হওয়া হেতু অতি অসম্ভব নয়। অতএব সেই মায়া দ্বারা 'হতাঃ' ব্যাহত তাঁদের জ্ঞান।—(মনোহত, প্রতিহত প্রতিবদ্ধ, হত-অমর) **প্রাণেশং**—প্রাণ-দেবতা হওয়ার হেতু **কৃষ্ণং**—বল্লবেন্দ্র কুমার **অন্তরা**—বিনা, আরও গোপবালকগণ **ক্ষণার্দ্ধং**—(বৎসর কালকে) পঞ্চপল মাত্র মনে করলেন,—এখানে তাদের প্রতীতিতে মুহূর্ত-যাম-দিবস ঋতু আদি পরিবর্তন বিনাই সেই কালের স্থিতি হেতু। হে রাজন্—ব্যাপারটা পরমাদ্ভুত বলে বিস্ময়ে রাজাকে সম্বোধন করা হল॥ জী॰ ৪৩॥

**৪৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** অত্র তাবৎ কালাজ্ঞানং তথৈব কবলপাণেঃ কৃষ্ণস্যাগতস্য তৈঃ সহ তথৈব ভোজনলীলাশেষাদিকং দুস্তর্কযোগমায়াবৈভবমেবেত্যাহ—একস্মিন্নিত্যাদি চতুর্ভিঃ। আত্মনঃ স্বস্য প্রাণেশং কৃষ্ণমন্তরা বিনাপি যোগমায়য়া আহতা আবৃতাঃ॥ বি॰ ৪৩॥

**৪৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** এখানে তাবৎ কাল সম্বন্ধে অজ্ঞান ও 'কবলপাণি' অবস্থায় আগত কৃষ্ণের সেই বালকদের সহিত পূর্বের মতই ভোজন লীলা শেষাদি দুস্তর্ক যোগমায়া বৈভবই—এই

৪৪। কিং কিং ন বিস্মরন্তীহ মায়ামোহিতচেতসঃ।
যন্মোহিতং জগৎ সর্ব্বমভীক্ষ্ণং বিস্মৃতাত্মকম্॥

৪৪। **অন্বয়ঃ** মায়ামোহিতচেতসঃ ইহ কিং কিং ন বিস্মরন্তি (সর্ববিস্মরণমপি সম্ভাব্যতে) যন্মোহিতং সর্বং জগৎ অভীক্ষ্ণং (পুনঃ পুনঃ) বিস্মৃত্মাকং (বিস্মৃতং নিজস্বরূপং)।

৪৪। **মূলানুবাদঃ** যার দ্বারা নিখিল জগৎ মুহুর্মুহু মোহিত হচ্ছে সেই আত্মা বিস্মরণকারী মায়ার দ্বারা মোহিত জীবের কি কি ই না বিস্মরণ হয়ে যায়।

---

আশয়ে বলা হচ্ছে—একস্মিন্ ইত্যাদি চারটি শ্লোকে। **আত্মনঃ**—নিজের **প্রাণেশং**—প্রাণদেবতা—**কৃষ্ণম্ অন্তরা**—কৃষ্ণ বিনাও, (কৃষ্ণ সঙ্গমেই বহু সময় অল্প একটু সময় বলে প্রতীত হয় ব্রজজনের নিকট, এখানে কিন্তু বিপরীত ভাব কৃষ্ণ বিচ্ছেদেও একটি বৎসর সময়কে ক্ষণার্ধের মতো প্রতীত হল)। **মায়াহতা**—যোগমায়ার আবরণেই ইহা সম্ভব হল॥ বি॰ ৪৩॥

৪৪। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ** তত্র দৃষ্টান্তমাহ—কিং কিমিতি। ইহ জগতি অভীক্ষ্ণমিতি সুষুপ্তৌ শাস্ত্রে বাঽজ্ঞাতস্যাপি দেহদ্বয়াতিরিক্তস্য তস্য মুহুর্বিস্মরণাৎ ইতি মায়ামহিমোক্তঃ; অতো ভগবদিচ্ছাবলায়াস্তস্যাস্তাদৃশেষ্বপি মোহনত্বং ঘটত ইতি ভাবঃ॥ জী॰ ৪৪॥

৪৪। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদঃ** সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত—কিং কিং ইতি। **ইহ**—এই জগতে। **অভীক্ষ্ণং**-পুনঃ পুনঃ। **জগৎ বিস্মৃতাত্মকম্**-সুষুপ্তিতে বা শাস্ত্রে জ্ঞাত হলেও বহিরঙ্গা মায়ামোহিত জীবের স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের অতিরিক্ত জীবাত্মার কথা মুহুর্মুহু বিস্মরণ হয়ে যায়—দেহকেই আমি ও দেহ সম্বন্ধীয় বস্তুকেই আমার বলে মনে করে। বহিরঙ্গ মায়ারই এত মহিমা। অতএব শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তিতে বলীয়ান এই মায়ার মোহন প্রভাব শ্রীকৃষ্ণসখা হলেও এঁদের উপরও বিস্তারিত হল, এরূপ ভাব॥ জী॰ ৪৪॥

৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** মোহনসাধর্ম্ম্যেণ যোগমায়য়া বহিরঙ্গমায়াং দৃষ্টান্তয়তি—কিং কিমিতি। বিস্মৃত আত্মা যেন তৎ, তথৈব যোগমায়য়া বর্ষং ব্যাপ্য কৃষ্ণ-বিরহদুঃখং তে বিস্মারিতা ইতি ভাবঃ॥ বি॰ ৪৪॥

৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** মোহন সম্বন্ধে একই ধর্ম বিশিষ্ট হওয়ায় যোগমায়ার প্রভাব বুঝতে গিয়ে বহিরঙ্গা মায়ার প্রভাব দৃষ্টান্ত রূপে আনা হচ্ছে—কিং কিং ইতি। **বিস্মৃতাত্মকং**—যার প্রভাবে আত্মা ভুল হয়ে গিয়েছে জীবের সেই মায়া। যেমন না কি বহিরঙ্গা মায়া আত্মাকে ভুলিয়ে রাখে, সেইরূপ যোগমায়া প্রভাবে একবৎসর ধরে কৃষ্ণবিরহ-দুঃখ ভোজনরত সখাগণ ভুলে থাকলেন,—এরূপ ভাব॥ বি॰ ৪৪॥

৪৫। উচুশ্চ সুহৃদঃ কৃষ্ণং স্বাগতং তেঽতিরংহসা।
নৈকোঽপ্যভোজি কবল এহীতঃ সাধু ভুজ্যতাম্॥

৪৫। **অন্বয়ঃ** তে সুহৃদঃ কৃষ্ণং উচুঃ চ তে (ত্বয়া) অতির হসা (সত্বরমেব) স্বাগতং (সুষ্ঠু আগতম্) ইতঃ এহি সাধু ভুজ্যতাম্, [অস্মাভিঃ] একঃ অপি কবলঃ (গ্রাসঃ) ন অভে জি (ন ভুক্তঃ)।

৪৫। **মূলানুবাদঃ** বৎস সকল সঙ্গে নিয়ে সুখে আগত কৃষ্ণকে দেখে সুহৃদ্‌গণ বলে উঠলেন—অহো তুমি তো দেখছি অতি শীঘ্রই এসে গিয়েছ। হাতের গ্রাস হাতেই ধরা আছে, একটি গ্রাসও খাওনি দেখছি, এসো মণ্ডল মধ্যে ঢুকে বস, মনের সুখে ভোজন কর।

---

৪৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** স্বাগতং সর্ব্ববৎসানয়নপূর্ব্বকং সুখেনাগতমিত্যর্থঃ। এবং বর্ষেঽপ্যতীতে তথৈব কবলাদিস্থিতিঃ শ্রীভগবদিচ্ছাবৈভবেন জ্ঞেয়া। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, ত্বয়াপ্যেকোঽপি কবলো নাভোজি, শ্রীহস্তে পূর্ব্ব কবলবৃত্তেঃ। অতঃ ইতঃ অস্মিন্ সর্ব্বেষামস্মাকং মণ্ডলমধ্যস্থানে এহি প্রবিশ, সাধুবৎসান্বেষণে সংপ্রত্যপি তৎসম্ভালনে বা জাতং বৈয়গ্র্যং ত্যক্ত্বা সম্যগ্ যথা স্যাত্তথা ভুজ্যতাম্॥জী৪৫॥

৪৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ স্বাগতং**—বৎস সকল নিয়ে সুখে আগত (কৃষ্ণকে) এইরূপে এক বৎসর চলে গেলেও পূর্বের মতোই অন্নের গ্রাস হস্তে স্থিতি, শ্রীভগবৎ ইচ্ছা শক্তিতেই হয়েছে, এরূপ জানতে হবে। (স্বামিপাদ—তোমাকে ছাড়া একটি গ্রাসও আমরা মুখে তুলিনি, অথবা, তুমিও একটি গ্রাসও খাও নি—শ্রীহস্তে পূর্বের গ্রাসটি তেমনি ধরা আছে বলে, এইরূপ কথার অবতারণা)।

অতএব **ইতঃ**—আমাদের সকলের মণ্ডলের মধ্যস্থানে এই এখানে এসে বস। **সাধু ভুজ্যতাম্**—বৎসাদি অন্বেষণে বা সম্প্রতি তাদিগকে সামলানো ব্যাপারে তোমার যে এস্ত ব্যস্ততা, তা ছেড়ে দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসে আনন্দে খেয়ে নেও॥ জী০ ৪৫॥

৪৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** অর্ভকা উচুঃ। অতিরংহসা সুখেনৈবাগতম্। দূরগতবৎসানয়নে ঘটিকৈকাত্ববশ্যং ভবিষ্যতীত্যস্মাভির্বিচারিতং ত্বয়া তু ক্ষণার্দ্ধেনৈবাগতমিতি ভাবঃ। একোঽপি কবলোগ্রাসস্ত্বয়া বিনা নাভোজি তস্মাদিত এহি॥ বি০ ৪৫॥

৪৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** গোপবালকগণ বললেন—অতিদ্রুত সুখেই আগত (কৃষ্ণকে)। দূরে চলে যাওয়া গোবৎস আনয়নে এক ঘটিকা তো অবশ্যই লাগবে, এরূপ আমরা বিচার করেছিলাম, তুমি তো ক্ষণার্ধ সময়েই এসে গেলে, এরূপ ভাব। তোমাকে ছাড়া একটি গ্রাসও আমরা খাই নি, সুতরাং এখানে এসে বস॥ বি০ ৪৫॥

GAUDIYA MISSION GRANTHA MANDIR A.C.C. No. CALCUTTA-3

৪৬। ততো হসন্ হৃষীকেশোঽভ্যবহৃত্য সহার্ভকৈঃ।
দর্শয়ংশ্চর্ম্মাজগরং ন্যবর্ত্তত বন দ্ব্রজম্।

৪৬। **অন্বয় ঃ** ততঃ হৃষীকেশঃ হসন্ অর্ভকৈঃ ( বালকৈঃ ) সহ অভ্যবহৃত্য ( দধ্যোদন গ্রাসাদীন্ ভুক্ত্বা ) আজগরং চর্ম্ম দর্শয়ন বনাৎ ব্রজং ন্যবর্ত্তত ( প্রত্যাগতঃ )।

৪৬। **মূলানুবাদ ঃ** এই কথা শুনে ব্রজবালকদের ইন্দ্রিয়াধিদেবতা কৃষ্ণ ভোজন-কৌতুক লীলা সমাপন করে সেই অজগরের রক্তক্লেদ মাখা চর্ম সখাদের দেখাতে দেখাতে বন থেকে ঘরে ফিরে এলেন।

---

৪৬। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** হসন্নিতি—তেষাং মায়ামুগ্ধানাং বাক্যশ্রবণাৎ দুঃখাদি-ব্যঞ্জকোক্ত্যশ্রবণেন প্রহর্ষোদয়াচ্চ। হৃষীকেশ ইতি তেষাং পরমপ্রেষ্ঠত্বাৎ ; ব্রজং প্রতি ন্যবর্ত্তত, নিরবর্ত্তৎ ইতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। পরস্মৈপদমার্ষম্। আজগরং চর্ম্ম দর্শয়ন্নিতি, অঘাসুরবধস্য ব্রজে কথনায় ইতি তচ্চর্ম্মাপি শ্রীভগবতা তাবৎকালং মায়য়াচ্ছাদ্য তথৈব রক্ষিতমাসীদিতি জ্ঞেয়ম্॥ জী° ৪৬॥

৪৬। **শ্রীজীব বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ হসন্ ইতি**—সেই মায়া মুগ্ধ বালকগণের এই বাক্য শ্রবণ করে, তথা তাঁরা দুঃখাদি ব্যঞ্জক কিছু কথা না বলাতে অতিশয় আনন্দ উদয় হেতু হাসতে হাসতে ভোজনলীলা সমাপ্ত করলেন। **হৃষীকেশ ইতি**—কৃষ্ণ এই বালকদের ইন্দ্রিয়াধিদেবতা—পরম প্রেষ্ঠ স্বরূপ হওয়া হেতু। **ব্রজং ন্যবর্ত্তত**—ব্রজে ফিরে গেলেন। পাঠান্তর, **নিরবর্ত্তত**—অর্থ একই। আজগর চর্ম **দর্শয়ন্**—দেখাতে দেখাতে—অঘাসুর বধ-বৃত্তান্ত ব্রজে বলাবার জন্য—তার জন্যই অঘাসুরের চর্মও শ্রীভগবান্ একবৎসর ব্যাপি মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত করত একইরূপে রক্ষা করে রেখেছিলেন—এরূপ বুঝতে হবে॥ জী° ৪৬॥

৪৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** হসন্নিতি, তেষামানন্দদর্শনাৎ। অভ্যবহৃত্যেতি বর্ষে গতেঽপ্যন্নব্যঞ্জনাদীনাং ক্ষণার্দ্ধমাত্রপরিণামিত্বং জাতং তচ্চরণবৈরস্যং জনয়তীতি ভাবঃ। দর্শয়ন্নিত্যহো সখায়ঃ অদ্য মৃতোঽয়ং সর্পো রসা রক্তাদিকলিলো বর্ত্ততে এবেতি পশ্যতেতি তদ্বধস্য ব্রজে প্রখ্যাপনার্থং যোগমায়ৈব তাবৎকালপর্য্যন্তং তত্তদাচ্ছাদিতমাসীদিতি জ্ঞেয়ম্। বনাৎ বনবিহরণাৎ ব্রজং জগামেতি শেষঃ॥ বি° ৪৬॥

৪৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ হসন্ ইতি**—হাসতে হাসতে, সখাদের আনন্দ দর্শন হেতু। **অভ্যবহৃত্য ইতি**—ভোজন করে। এক বৎসর গত হলেও, অন্ন ব্যঞ্জনাদি কৃষ্ণের মুখে ততটুকুই বিরস হল ক্ষণার্ধমাত্র বাসি হলে যতটুক হয় অর্থাৎ একটুও বিরস হয় নি। **দর্শয়ন্ ইতি**—অহো সখাগণ ! দেখ দেখ অদ্য মরা এই সর্প রস রক্তাদি মাখা অবস্থায় ঐ পড়ে আছে। বালকগণের দ্বারা এই বধ-ব্যাপার ব্রজে প্রচার করাবার জন্যই যোগমায়াই তাবৎকাল পর্যন্ত ঐ সব কিছু আচ্ছাদিত করে রেখেছিলেন, এরূপ বুঝতে হবে। **বনাৎ**—বনবিহার ছেড়ে দিয়ে **ব্রজং**—ঘরে ফিরে গেলেন॥ বি° ৪৬॥

৪৭। বর্হপ্রসূনবনধাতুবিচিত্রিতাঙ্গঃ প্রোদ্দামবেণুদলশৃঙ্গরবোৎসবাঢ্যঃ।
বৎসান্ গৃণন্ননুগগীতপবিত্রকীর্ত্তির্গোপীদৃগুৎসবদৃশিঃ প্রবিবেশ গোষ্ঠম্॥

৪৭। **অন্বয়ঃ** বর্হপ্রসূনবনধাতুবিচিত্রিতাঙ্গঃ (ময়ূরপিচ্ছানি পুষ্পাণি গৈরিকাদয়শ্চ তৈঃ চিত্রিতানি অঙ্গানি যস্য সঃ) প্রোদ্দামবেণুদলশৃঙ্গরবোৎসবাঢ্যঃ (অত্যুচ্চ বেণুদলশৃঙ্গরবেন উৎসবাঢ্যঃ) অনুগগীতপবিত্র-কীর্ত্তিঃ (অনুচরৈঃ গীত পবিত্র কীর্ত্তি) গোপীদৃগুৎসবদৃশিঃ (গোপীনয়নানাং উৎসবরূপা দর্শনং যস্য সঃ) বৎসান্ গৃণন্ (আহ্বয়ন্) গোষ্ঠং প্রবিবেশ।

৪৭। **মূলানুবাদঃ** ময়ূরপুচ্ছ-বন্যপুষ্প গৈরিকাদি ধাতুতে বিচিত্রিত শরীরধারী বেণু ও পত্র-শিঙ্গার অতি উচ্চ শব্দরূপ উৎসবে সমৃদ্ধ, যশোদাদি গোপী-নয়নের উৎসবরূপ দর্শন এবং সখাদের দ্বারা গীত পবিত্র কীর্তি শ্রীকৃষ্ণ বৎসদের নাম ধরে ধরে আদর করতে করতে গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন।

---

৪৭। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** ইতি নিজপ্রিয়সহচর বালকবৎস-সঙ্গতিজনিতহর্ষভরতো বন্যবেশাদি-বিশেষেণ ব্রজস্থ-স্ত্রীজনানাং নেত্রানন্দং সঞ্জনয়ন্ ব্রজান্তর্জগাম—ইত্যাহ—বর্হেতি। বনধাতুর্গৈরি-কাদিঃ; বনপদং গৃহলভ্য সুবর্ণাদি-ব্যবচ্ছেদার্থং, বর্হাদিভির্বিশেষেণ চিত্রিতানি ভূষিতান্যঙ্গানি যেন, কিংবা সখিভির্যস্য সঃ; অতঃ প্রোদ্দামো অত্যুচ্চো যো বেণুদলশৃঙ্গাণাং রবঃ, তেন স এব বোৎসবঃ, কিংবা স চ উৎসবশ্চ নৃত্যক্রীড়াগীতাদিরূপস্তেনাঢ্যঃ পরমসমৃদ্ধিমান্; অতএবানুগৈস্তৈরেব বালকৈর্গীতা হর্ষভরেণ গীত-বৎ সুস্বরং তালাদিসহিতমুচ্চৈঃ কীর্ত্তিতা পবিত্রা নির্ম্মলা জগৎপাবনী বা কীর্ত্তিরঘাসুরাদিবধরূপা যস্য, গোপী-শব্দেন শ্রীযশোদাদয়ঃ সর্ব্বা এব ব্রজস্ত্রিয়ঃ, তাসামপীদানীমেব শ্রীকৃষ্ণহর্ষভরেণাধিকনেত্রানন্দোৎপত্তেঃ। এবং সখ্যাংশেন শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবেভ্যস্তেভ্যোঽপ্যেষামাধিক্যং দর্শিতম্॥ জী০ ৪৭॥

৪৭। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** এইরূপে নিজ প্রিয় সহচর বালকবৎস মিলন জনিত হর্ষভরে বন্যবেশাদি বৈশিষ্ট্যে ব্রজস্থ স্ত্রীজনদের নেত্রানন্দ জন্মাতে জন্মাতে ব্রজের ভিতরে গেলেন। এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **বর্হ**—ইতি **বনধাতু**—গৈরিকাদি, এখানে 'বন' পদ দেওয়া হল গৃহলভ্য সুবর্ণাদি যে বাদ তাই বুঝাবার জন্য। **বর্হ** ময়ূর-পুচ্ছাদির দ্বারা **বিচিত্রিত অঙ্গঃ**—'বি' বিশেষ ভাবে 'চিত্রিত' ভূষিত হয়েছে নিজের বিভিন্ন অঙ্গ যাঁর দ্বারা সেই কৃষ্ণ, অথবা সখাগণের দ্বারা যাঁর অঙ্গ ভূষিত সেই কৃষ্ণ। অতএব **প্রোদ্দাম**—বেণু ও পাতার শৃঙ্গ সকলের তুমুল শব্দ একটি উৎসবের রূপ নিল, কিম্বা সেই যে উৎসব তা নৃত্যগীতাদিরূপ, তার দ্বারা **আঢ্যঃ**—পরম সমৃদ্ধিমান্ (কৃষ্ণ)। অতএব **অনুগঃ**—সেই অনুচর বালকদের দ্বারা **গীত**—হর্ষভরে গীতবৎ সুস্বরে তালাদি সহিত উচ্চকণ্ঠে কীর্তিত **পবিত্রকীর্তিঃ**—নির্মল বা জগৎপাবনী 'কির্তি' অঘাসুরাদি বধ রূপা যাঁর (সেই কৃষ্ণ)। **গোপী**—এই পদে শ্রীযশোদাদি সকল ব্রজস্ত্রীকেই বুঝাতে হবে, কারণ ব্রজস্ত্রী মাত্রেরই ইদানীং আসল সখাংদের সঙ্গগুণে কৃষ্ণের যে হর্ষভর—তার দ্বারা অধিক নেত্রা-নন্দ উৎপত্তি হেতু। এরূপে সখ্যাংশে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবদের অর্থাৎ কৃষ্ণস্বরূপভূত সখাদের থেকে এই আসল শ্রীদামাদি সখাদের আধিক্য দেখান হল॥ জী০ ৪৭॥

৪৮। অদ্যানেন মহাব্যালো যশোদানন্দসূনুনা।
হতোঽবিতা বয়ঞ্চাস্মাদিতি বালা ব্রজে জগুঃ॥

শ্রীরাজোবাচ।

৪৯। ব্রহ্মন্ পরোদ্ভবে কৃষ্ণে ইয়ান্ প্রেমা কথং ভবেৎ।
যোঽভূতপূর্ব্বস্তোকেষু স্বোদ্ভবেষ্বপি কথ্যতাম্॥

**৪৮। অন্বয়ঃ** অদ্য অনেন যশোদানন্দসূনুনা (শ্রীকৃষ্ণেন) মহো ব্যালঃ (কশ্চিৎ ভীষণাকারঃ সর্পঃ) হতঃ বয়ঞ্চ অস্মাৎ (সর্পাৎ) অবিতাঃ (রক্ষিতাঃ) ইতি বালাঃ (ব্রজবালকাঃ) ব্রজে জগুঃ (সুস্বরম্ উচুঃ)।

**৪৯। অন্বয়ঃ** শ্রীরাজোবাচ—(শ্রীরাজা উবাচ) - ব্রহ্মন্! স্বোদ্ভবেষু (স্বগর্ভজাতেষু) তোকেষু অপি (বালকেষু অপি) যঃ অভূতপূর্বঃ (যঃ পূর্বং নাসীৎ) ইয়ান্ প্রেমা পরোদ্ভবে (যশোদানন্দনে) কৃষ্ণে কথং ভবেৎ [তৎ] কথ্যতাম্।

**৪৮। মূলানুবাদঃ** বালকগণ ব্রজে কীর্তন করে বেড়াতে লাগলেন—আজ এই যশোদা-নন্দসূনু এক মহা সর্প বধ করেছে, আর তাতেই আমরাও বেঁচে গেলাম।

**৪৯। মূলানুবাদঃ** রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—হে ব্রহ্মন্! পর পুত্র কৃষ্ণে এত প্রেম ব্রজবাসিদের কি করে হল, যা ব্রহ্মমোহনের পূর্বে নিজ পুত্রেও হয় নি, এর রহস্য বলুন।

---

**৪৭। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকাঃ** গৃণন্ উপালালনৈরাহ্বয়ন্ গোপীনাং বৎসলানাং দৃশামুৎসবরূপা দৃশির্দর্শনং যস্য সঃ॥ বি০ ৪৭॥

**৪৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** বৎসদের **গৃণন্**—অতি আদরে গা হাতিয়ে হাতিয়ে নাম ধরে ডাকতে ডাকতে। **গোপীদৃক্**—বাৎসল্য রসাধার গোপীদের নয়নের উৎসবরূপা 'দৃশি' দর্শন যাঁর সেই কৃষ্ণ॥ বি০ ৪৭॥

**৪৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** মাতৃকুলোৎপন্নৈর্যশোদাসূনুনা অন্যৈর্নন্দসূনুনা ইতি প্রোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্; যদ্বা, অতিসন্তোষেণ দ্বয়স্যৈবাবিশেষতঃ প্রশংসা দ্বাভ্যামপি তাভ্যাং গোকুলকুল-ভাগ্যদ্যোতনায়॥ জী০ ৪৮॥

**৪৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ যশোদানন্দ সূনুনা**—কৃষ্ণের মাতৃকুলে উৎপন্ন সখারা 'যশোদাপুত্র' নামে উল্লেখ করলেন আর অন্যরা নন্দপুত্র বলে। অথবা অতি সন্তোষে যশোদা-নন্দ দুজনেরই সাধারণ ভাবে প্রশংসা—তাদের দুজনের দ্বারাই গোকুলকুল-ভাগ্য প্রকাশের জন্য॥ জী০ ৪৮॥

**৪৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** যশোদানন্দয়োর্ভাগ্যমানন্দো যশো বা যস্মাত্তথাভূতেন সূনুনেতি শাকপার্থিবাদিত্বান্মধ্য পদলোপী কর্ম্মধারয়স্তস্মান্মহাব্যালাৎ বয়ং চ অবিতাঃ॥ বি০ ৪৮॥

**৪৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** যশোদা-নন্দ এই দুজনের ভাগ্য বা আনন্দ যশ, যাঁদের থেকে তথাভূত ছোট্ট শিশু পুত্র (দ্বারা এক মহাসর্প হত হল)। আর সেই হেতুই মহাসর্প থেকে আমরাও রক্ষিত হলাম ॥ বি॰ ৪৮ ॥

**৪৯। শ্রীজীব বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ** নন্থ স্নেহস্তাবত্রিধা দৃশ্যতে—বিষয়সৌন্দর্য্যেণ মমতা-বিশেষেণ স্বাভাবিক-দৈহিকসম্বন্ধ-বিশেষেণ চ, তত্র প্রথমং প্রাগ্বদেব যাবৎ বৎসপেত্যাদ্যুক্তত্বাৎ ; দ্বিতীয়শ্চ তদ্বদেব, তত্তৎসম্বন্ধস্যানতিরেকাৎ। যশ্চ তৃতীয়ঃ শ্রীপ্রদ্যুম্নাগমনে তন্মাতরি শ্রুতঃ, স ত্বত্র বিপরীত এব, তর্হি কথং ব্রজৌকসাং স্বতোকেষ্বিত্যাদিকমুক্তম্ ? ইত্যভিপ্রেত্য বিশেষবুভুৎসয়া পরিবিবোধিষয়া বা পৃচ্ছতি—ব্রহ্মন্নিতি। শ্রীকৃষ্ণে শ্রীদামাদি-নামরূপাভ্যাং ব্যক্তে, ন তু স্বস্বরূপেণৈব ব্যক্তে তস্মিন্ যঃ যাবান্ ; অত্র পরোদ্ভবত্বং 'নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে' ( শ্রীভা॰ ১০।৫।১ ) ইত্যুক্ত-সিদ্ধান্তানুসারেণৈব উক্তম্ ; অন্যথা শ্রীমন্নন্দ-যশোদে প্রত্যপি অয়ং পূর্ব্বপক্ষঃ প্রসজ্জেত, স চ পুরাণকৃত ইতি ; যদ্বা, যথা কৃষ্ণে ত্বপূর্ব্ববদিতি দৃষ্টান্তিতে শ্রীকৃষ্ণ এব পূর্ব্বপক্ষঃ, এতৎপক্ষে বিষয়সৌন্দর্য্যস্যাধিক্যমস্ত্যেব, কিন্তু ততোঽপি মমতা-দেহসম্বন্ধয়োরাধিক্যং বিবক্ষিতম্ ; তচ্চ সিদ্ধান্তবিশেষ বুভুৎসয়েতি জ্ঞেয়ম্ ॥ জী॰ ৪৯ ॥

**৪৯। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** পূর্বপক্ষ, স্নেহোৎপত্তি সাকুল্যে তিন প্রকারে হতে দেখা যায়—স্নেহ পাত্রের সৌন্দর্যে, মমতা বিশেষে, স্বাভাবিক দেহ সম্বন্ধ বিশেষে—এখানে প্রথম, সৌন্দর্য—কৃষ্ণ-স্বরূপভূত সুদামাদির সৌন্দর্য পূর্বের আসল সুদামাদির মতোই হল—"যাবৎ বৎসপ"—(ভা॰ ১০।১৩।১৯) ইত্যাদি উক্তি হেতু। দ্বিতীয়, মমতা বিশেষ—পূর্বের মতোই হল—মাতা পুত্র প্রভৃতি সেই সেই সম্বন্ধের আধিক্য না থাকা হেতু। তৃতীয়, স্বাভাবিক দেহ সম্বন্ধ বিশেষ—ইহা শ্রীপ্রদ্যুম্ন আগমনে তার মাতা সম্বন্ধে শোনা যায়, যথা—"স্নেহস্নুতপয়োধরা" পুত্র দর্শন মাত্র তাঁর স্তন থেকে দুগ্ধধারা বইতে লাগল—(ভা॰ ১০।৫৫।৩০)। এতো এখানে বিপরীত, অর্থাৎ এখানে স্বাভাবিক দেহ সম্বন্ধ কিছু নেই—তা হলে কি করে ব্রজজনদের আগে নিজ নিজ পুত্র সম্বন্ধে যে স্নেহ ছিল, তার চেয়ে বেশী হল, এই কৃষ্ণ-স্বরূপভূত পুত্র সম্বন্ধে ? এ-বিষয় লক্ষ্য করে বিশেষ জানবার ইচ্ছায় বা পরকে বুঝাবার ইচ্ছায় মহারাজ পরীক্ষিৎ পূর্বপক্ষ তুললেন, **ব্রহ্মন্ ইতি। কৃষ্ণে ইত্যাদি**—কৃষ্ণের প্রতি এত প্রেম কি করে হল ? যিনি নামে ও চেহারায় শ্রীদাম রূপে প্রকাশিত সেই কৃষ্ণের প্রতি। স্বস্বরূপ প্রকাশের প্রতি নয়—সুদামাদি বালকদের নামরূপগুণ প্রভৃতি যা যেমন ঠিক তেমনই হল এই প্রকাশে। এখানে যে কৃষ্ণকে 'পরোদ্ভব' বলা হল তা ( শ্রীভা॰ ১০।৫।১ ) শ্লোকের 'নন্দস্তু আত্মজ উৎপন্নে' এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই—শ্রীদামাদির পিতামাতা থেকে জাত নয় এইসব গোপবালক, এরা 'পর'নন্দ যশোদা থেকে জাত। অন্যথা শ্রীবসুদেব নন্দন বলে 'পরোদ্ভব' এরূপ সিদ্ধান্তে শ্রীনন্দ যশোদার প্রতিও এই পূর্বপক্ষের (পরের পুত্রের প্রতি কি করে এত স্নেহ নন্দ যশোদার) অবকাশ হত। এই সিদ্ধান্ত পুরাণকৃত। অথবা, "যথা কৃষ্ণে ত্বপূর্ববৎ"—(ভা॰ ১০।১৩।২৬)।—পূর্বে যেমন যশোদা-নন্দনে ব্রজবাসিদের স্নেহ নিজ পুত্র থেকে বৃদ্ধিশীল ছিল ইদানীং এক বৎসর পর্যন্ত নিজ পুত্রেও সেইরূপ বৃদ্ধিশীল হল—যশোদা-নন্দনে কিন্তু এই স্নেহবল্লী নিত্য নবনবায়মানরূপে বেড়ে

**শ্রীশুক উবাচ।**

**৫০। সর্ব্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ।**
**ইতরেঽপত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি॥**

**৫০। অন্বয়ঃ** শ্রীশুক উবাচ—[হে] নৃপ, সর্বেষাম্ অপি ভূতানাং স্বাত্মা (স্ব স্ব আত্মা) এব বল্লভঃ ইতরে (আত্ম ভিন্না) অপত্যবিত্তাদ্যা হি তদ্‌বল্লভতয়া এব।

**৫০। মূলানুবাদঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! নিজ আত্মাই প্রাণী সকলের প্রিয় হয়ে থাকে। পুত্র-ধন প্রভৃতি অপর বস্তু আত্মার প্রিয় বলে গৌণভাবে প্রিয়।

---

উঠ্‌তে লাগল।" এই শ্লোকের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পূর্বপক্ষের অবকাশ হচ্ছে, যথা—আচ্ছা কৃষ্ণে কি করে স্নেহের আধিক্য হচ্ছে এখানে? এর উত্তরে—কৃষ্ণের বেলায় বিষয় সৌন্দর্যের আধিক্য তো আছেই—কিন্তু এর থেকেও আধিক্য যে মমতা ও দেহ সম্বন্ধের, তাই বক্তব্য এ সম্বন্ধে। এই সিদ্ধান্ত বিশেষ জানবার ইচ্ছাতেই এই পূর্বপক্ষ, এরূপ ভাব॥ জী০ ৪৯॥

**৪৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** "ব্রজৌকসাং স্বতোকেষু স্নেহবল্ল্যাব্ধমন্বহম্। শনৈর্নিঃসীম ববৃধে যথা কৃষ্ণে ত্বপূর্ব্বব" দিত্যাদিনা স্বতোকেভ্যোঽপি পরপুত্রে কৃষ্ণেপ্রেমাধিক্যং ব্যঞ্জিতম্। তত্র পৃচ্ছতি ব্রহ্মন্নিতি, পরোদ্ভবে নন্দপুত্রে স্বোদ্ভবেষু স্বস্বপুত্রেষপি যঃ প্রেমা অভূতপূর্ব্বং ব্রহ্মমোহনাৎ পূর্ব্বং ন ভূতঃ। লোকে হি অতিগুণবত্তমাদপি পরপুত্রাৎ গুণহীনেঽপি স্বপুত্রে প্রেমাধিক্যং দৃশ্যত ইত্যতো লোকবিরুদ্ধত্বাদিদং পৃচ্ছতে ইতি ভাবঃ॥ বি০ ৪৯॥

**৪৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** পূর্বে যেমন কৃষ্ণে স্নেহ স্বপুত্র থেকেও ব্রজজনদের বৃদ্ধিশীল ছিল ইদানীং নিজপুত্রেও সেই রূপ হল, কৃষ্ণে কিন্তু ইহা নবনবায়মান রূপে বেড়ে উঠল" ইত্যাদি দ্বারা নিজনিজ পুত্র হতেও পরপুত্র কৃষ্ণে প্রেমাধিক্য প্রকাশিত হল। সে সম্বন্ধে রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করছেন—ব্রহ্মন্ ইতি। **পরোদ্ভবে**—নন্দপুত্রে। **স্বোদ্ভবেষু অপি**—নিজ নিজ পুত্রেও **যঃ প্রেমা**—যে প্রেম **অভূতপূর্বঃ**—ব্রহ্ম-মোহনের পূর্বে হয় নি। এই জনসমাজে অতিশয় গুণবান্ পরপুত্র থেকেও গুণহীন হলেও নিজ পুত্রে প্রেমাধিক্য দেখা যায়। অতএব লোকবিরুদ্ধ হওয়ার দরুণ এই জিজ্ঞাসা—এরূপ ভাব॥ বি০ ৪৯॥

**৫০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণোঽসৌ সর্ব্বেষামেব প্রিয়দাত্মনঃ অপ্য-ধিকপ্রিয়ঃ, কিমুত আত্মীয়েভ্যঃ সুখদবিষয়াদিভ্য ইতি বক্তুমাদাবাত্মনঃ স্বতঃ প্রেষ্ঠত্বমন্যেষাং তদুপাধিকমেবে-ত্যাহ—সর্ব্বেষামিতি পঞ্চভিঃ। তত্র প্রথমতঃ স্বাত্মেতি—দেহদেহ্যবিবেকেনাহংতাস্পদমাত্রমুচ্যতে, মমতা-স্পদে প্রেমব্যবচ্ছেদার্থম্। স্ব-শব্দশ্চ প্রতিস্বম্ অনুভবাপেক্ষয়া। হে নৃপেতি—ত্বাদৃশস্য স্বধর্ম্মতঃ প্রজা-পালনমপি তথৈবেতি ভাবঃ। হীতি—তত্রানুভবাদিপ্রামাণ্যং বোধয়তি॥ জী০ ৫০॥

**৫০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** [শ্রীধর—শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আত্মধর্ম থাকায় তাতে

**৫১। তদ্রাজেন্দ্র যথা স্নেহঃ স্বস্বকাত্মনি দেহিনাম্।**
**ন তথা মমতালম্বিপুত্রবিত্তগৃহাদিষু॥**

**৫১। অন্বয়ঃ** [হে] রাজেন্দ্র, তৎ ( তস্মাৎ ) দেহিনাং স্বস্বকাত্মনি ( স্বং স্বং আত্মানাং প্রতি ) যথা স্নেহঃ মমতালম্বিপুত্রবিত্তগৃহাদিষু ন তথা।

**৫১। মূলানুবাদঃ** অতএব হে রাজেন্দ্র! সকল জীবেরই নিজ আত্মার প্রতি যেরূপ ভালবাসা, মমতার বিষয় পুত্রধন গৃহাদিতে সেরূপ নয়।

---

সকল আত্মীয় থেকে প্রেমাধিক্য সম্মিলিত, এই কথা বলার জন্য প্রথমে তাবৎ আত্মার স্বতঃ পে্রষ্ঠত্ব, অন্যে যে পে্রষ্ঠত্ব তা আরোপিত।]

পরমাত্মা এই শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই প্রিয় বলে আত্মা থেকেও অধিক প্রিয়। আত্মীয় ও সুখদ বিষয় থেকে যে অধিক পিয়, সে আর বলবার কি আছে? ইহা বলার জন্য প্রথমে আত্মার যে স্বতঃ প্রেষ্ঠত্ব ও অন্য সবের যে এই প্রেষ্ঠত্ব আরোপিত, ইহাই বলা হচ্ছে—সর্বেষাম্ ইতি পাঁচটি শ্লোকে। এ সম্বন্ধে প্রথমে **স্বাত্মা ইতি**—নিজ আত্মাই সমস্ত প্রাণীর প্রিয়। দেহ দেহী অবিবেক হেতু যে 'অহং ভাব' তার আশ্রয় আত্মার কথাই যে মাত্র এখানে উল্লেখ করা হল, মমতাস্পদ দেহাদির কথা হল না—তার উদ্দেশ্য -'আত্মাই' প্রীতির আধার, মমতাস্পদ পুত্রাদি নয়। পুত্রাদি নিজে থেকেই প্রিয় হয় না, আত্মার সম্বন্ধেই প্রিয় হয়, এই পার্থক্য বুঝানো। 'স্বং' 'নিজ' শব্দটি প্রাণী সকল প্রত্যেকের নিজ নিজ আত্মার অনুভব অপেক্ষায়। হে নৃপেতি—এই সম্বোধনের ধ্বনি, রাজাদের স্বধর্মতঃ প্রজা পালনও নিজেদের আত্মার সুখের জন্যই হয়ে থাকে। **হি ইতি**—এই পদে এই বিষয়ে অনুভবাদিই যে প্রমাণ তাই বুঝানো হচ্ছে॥ জী০ ৫০॥

**৫০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** ভো রাজন্, মমতাস্পদেভ্যঃ পুত্রাদিভ্যঃ সকাশাদহন্তাস্পদে আত্মনি প্রেমাধিক্যমিতি লোকরীতিঃ প্রথমং দৃশ্যতাং তত এবাস্য সিদ্ধান্তো ভবিষ্যতীত্যাহ—সর্ব্বেষামিতি পঞ্চভিঃ। বল্লভঃ লোকদৃষ্ট্যা আত্যন্তিকপ্রীতিবিষয়ঃ স চ প্রতিদেহমেকৈক এব ন তথান্যে ইত্যাহ—ইতরে ইতি॥ বি৫০॥

**৫০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** শ্রীশুকদেব বলছেন—হে রাজন্! মমতাস্পদ পুত্রাদি থেকে 'অহন্তাস্পদ' অর্থাৎ অহং ভাবের আশ্রয় আত্মাতে প্রেমাধিক্য—এই লোকরীতি প্রথমেই দেখা হউক, অতঃপরই এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত এসে যাবে—ইহাই বলা হচ্ছে সর্বেষাম্ ইতি পাঁচটি শ্লোকে। **বল্লভঃ**—লোক দৃষ্টিতে আত্যন্তিক প্রীতিবিষয় (আত্মা)। সেই আত্মা প্রতি দেহে একই—অপর সব সেইরূপ নয়। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—ইতরে ইতি॥ বি০ ৫০॥

**৫১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** তদেব ব্যতিরেকেণাহ—তদিতি। তত্রাহঙ্কারাস্পদ ইত্যাদ্যৈব তেষাং ব্যাখ্যা, পরত্র পদ্যে তু অহঙ্কারাস্পদেঽপি দেহ-আত্মেত্যাদিকা জ্ঞেয়া। পাঠান্তরন্তু ন সঙ্গতম্, অস্যৈব বিবক্ষিতত্বাৎ দেহস্য নিরন্তরশ্লোকে বক্ষ্যমানত্বাৎ; মমতাবলম্বীতি ষষ্ঠ্যর্থস্য বা ব্যবহিতত্বাৎ

**৫২। দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম।**
**যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা নহ্যনু যে চ তম্॥**

**৫২। অন্বয়ঃ** [হে] রাজন্য সত্তম্, দেহাত্মবাদিনাং পুংসাম্ অপি দেহঃ যথা প্রিয়তমঃ তং (দেহং) অনু (পশ্চাৎ) যে চ (গেহ কলত্র পুত্রাদয়ঃ) তথা ন হি [ন ভবন্তি]।

**৫২। মূলানুবাদঃ** হে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজর্ষি! দেহাত্মবাদী লোকেদেরও যথা দেহ প্রিয়তম বলে অনুভূত হয়, সেইরূপ হয় না পুত্রবিত্তাদি।

---

ন্যূনতা যোগ্যেবেত্যর্থঃ। হে রাজেন্দ্র ইতি সাম্রাজ্যেঽপ্যাত্মবৎ স্নেহো নাস্তীতি ভবতা জ্ঞায়ত এব ইতি ভাবঃ॥ জী০ ৫১॥

**৫১। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** উহাই ব্যতিরেক মুখে বলা হচ্ছে—তৎ ইতি। এ বিষয়ে শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা **স্বস্বকাত্মনি**—'অহঙ্কারাস্পদ দেহে'—সেই কারণে নিজ অহঙ্কারাস্পদ আত্মার প্রতি স্নেহ। এখানেই ৫১ শ্লোকের ব্যাখ্যা শেষ করেছেন স্বামিপাদ। পরে ৫২ শ্লোকের 'দেহাত্মবাদিনাং পদের সহিত অন্বয় করে ব্যাখ্যা এরূপ হবে, যথা—এরূপ হলেও যারা দেহকেই আত্মবুদ্ধি করেছে সেই জীবের যথা দেহ প্রিয়তম ইত্যাদি। পাঠান্তরও সঙ্গত হবে না স্বামিপাদের মতে। **হে রাজেন্দ্র**—এই সম্বোধনের ধ্বনি—সাম্রাজ্যেই আত্মবৎ স্নেহ নয়—হে রাজা, তুমি তো এ ভালভাবেই জান॥ জী০ ৫১॥

**৫১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** যথা নিরুপাধিকঃ॥ বি০ ৫১॥

**৫১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ যথা**—নিরুপাধিক॥ বি০ ৫১॥

**৫২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** দেহ এবাত্মেতি-বাদিনাম্ অত্যন্তাবিবেকিনামিত্যর্থঃ; তন্মতেঽপ্যাত্মন এব প্রিয়তমত্বং পর্যবস্যেৎ; আত্মতয়ৈব দেহেঽভিমানেন প্রিয়তমত্বাৎ। হি নিশ্চয়ে, ত্বর্থে চকারঃ। হে রাজন্যসত্তমেতি—কেচিদ্রাজন্যা দেহাত্মবাদিনোঽসন্ত এব, আত্মবাদিনশ্চ সন্ত, ঈশ্বরবাদিনঃ সত্তরাঃ, তেষু শ্রীকৃষ্ণৈকপ্রিয়ত্বাত্ত্বং সত্তম ইতি ভাবঃ॥ জী০ ৫২॥

**৫২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** দেহই আত্মা এরূপ যারা বলে অর্থাৎ অত্যন্ত অবিবেকীদের। তাদের মতেও আত্মারই প্রিয়তমত্ব পর্যবসিত হয়। এরা দেহকেই আত্মা বলে অভিমান করে, সেই হেতুই প্রিয়তম হয় দেহ। **হি**—নিশ্চয়। **চ**—তু অর্থে 'চ' কার। **হে রাজন্যসত্তম**—রাজন্য পাঠও আছে কোথাও কোথাও। দেহাত্মবাদিরা অসাধু। আত্মবাদিরা সাধু। ঈশ্বরবাদিরা সাধুতর। এদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণৈকপ্রিয়ত্ব হেতু তুমি সত্তম—সর্বশ্রেষ্ঠ সাধু, এরূপ ভাব॥ জী০ ৫২॥

**৫২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** সচাত্মামূঢ়ৈর্দেহ এব জ্ঞায়তে ইতি তন্মতেনাহ—দেহ এবাত্মেতি বদিতুং শীলং যেষাং তং দেহং অনুভবন্তি যে পুত্রাদয়স্তে তথা ন প্রিয়তমা ইত্যর্থঃ॥ বি০ ৫২॥

**৫৩। দেহোঽপি মমতাভাক্ চেত্তর্হ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়ঃ।**
**যজ্জীর্য্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী ॥**

**৫৩। অন্বয়ঃ** দেহঃ অপি চেৎ মমতাভাক্ তর্হি অসৌ (দেহঃ) আত্মবৎ প্রিয়ঃ ন ভবতি যৎ অস্মিন্ দেহে জীর্যতি (জরাগ্রস্তে) অপি জীবিতাশা বলীয়সী।

**৫৩। মূলানুবাদঃ** যদিও এই দেহ মমতাস্পদ, তথাপি উহা আত্মতুল্য প্রিয় নয়। যেহেতু এই দেহ জরাগ্রস্ত হলেও বাঁচবার ইচ্ছা বলবতী থাকে।

---

**৫২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** সেই আত্মাকে মূঢ়গণ দেহ বলেই জানে। তাদের মতানুসারে বলা হচ্ছে, **দেহাত্মবাদিনাং**—দেহাত্মবাদিদের দেহই আত্মা, এরূপ বলাই স্বভাব যাদের। **তম্**—দেহকে **অনু**—অনুভব করে (প্রিয়তম বলে)। **যে**-পুত্রবিত্তাদি, 'তে' সেই সব তথা প্রিয়তম নয়, যথা দেহ ॥বি০৫২॥

**৫৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** মমেতি দেহং মন্যমানানামবিবেকিনাং মতমালম্ব্যাহ—দেহোঽপীতি। তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র প্রথমপক্ষেঽপীতি সম্ভাবনায়াং, পুত্রাদ্যপেক্ষয়া সমুচ্চয়ে বা, দ্বিতীয়-পক্ষেঽবিবেকদশায়ামিতি, বলীয়সীতি বিশেষণেনাক্ষিপ্যতে। এতৎপ্রতিযোগিতয়া বিবেকিন ইত্যপি, অসৌ দেহোঽপীত্যনয়োর্দ্বিতয়োরর্থং ব্যাচষ্টে—সোঽপীতি। নাতীবাস্থা ইতি ম্রিয়তাং জীবতু বেত্যপেক্ষাধিক্যং নাস্তীত্যর্থঃ। ইদং নাত্মবৎ প্রিয় ইত্যস্য ব্যাখ্যানমিতি; যদ্বা, আত্মবৎ পূর্ব্বমবিবেকেনাত্মতয়া গৃহীতোঽহংতা-বিষয়ো দেহস্তদ্বৎ প্রিয়ো ন ভবতীত্যর্থঃ। যদ্যস্মাজ্জীর্য্যতি রোগাদিনাভিভূতেঽস্মিন্ মমতাস্পদে দেহবিষয়ে জীবিতাশা—'অয়ং দেহস্তিষ্ঠতু' ইতি বাঞ্ছাপি অবলীয়সী পূর্ব্বাপেক্ষয়া স্বল্পাপি ভবতি, বিবেকতোঽস্মিন্নাত্ম-তাপগমেনাতিপ্রিয়ত্বাভাবাৎ ॥ জী০ ৫৩ ॥

**৫৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ মম ইতি**—দেহেতেই যাদের আত্মবুদ্ধি সেই অবিবেকিগণের মত অবলম্বন করে বলা হচ্ছে—দেহোঽপি। শ্রীস্বামিপাদের ব্যাখ্যার বিশ্লেষণ করা হচ্ছে—স্বামিপাদের প্রথম ব্যাখ্যা "যেহেতু 'জীয়ত্যপি' আসন্ন মরণেও বাঁচবার ইচ্ছা হয়। এর ভাব এরূপ—বাচব না, এই ভাব নিশ্চিত হলেও দেহে যে প্রেমাস্পদত্ব, তা আত্মগত হয়ে যায়"। এই প্রথম ব্যাখ্যার উপর শ্রীজীবের টিপ্পনী—এখানে 'নিশ্চিতে অপি' সম্ভাবনায় 'অপি' পদের প্রয়োগ অর্থাৎ বাচব না, এরূপ যদি নিশ্চিত হয়; বা 'দেহে অপি' সমুচ্চয়ে অপি—দেহ পুত্রবিত্ত প্রভৃতিতে প্রেমাস্পদত্ব ইত্যাদি। স্বামিপাদের দ্বিতীয় ব্যাখ্যার উপর টিপ্পনী—দ্বিতীয় ব্যাখ্যা—'যেহেতু যে দেহে বাঁচবারও ইচ্ছা অবিবেকদশায় ছিল, বিবেকিগণ যদা মমতাভাগী হয় তদা সেই দেহও সেই আত্মবৎ প্রিয় হয় না, অতএব দেহে অতীব আস্থা থাকে না।' টিপ্পনী—'অবিবেকিদশাতে এই যে বলবতী ইচ্ছা,—ইচ্ছার পূর্বে বলবতী বিশেষণ দেওয়াতে এ বিষয়ে আক্ষেপ (নিন্দা) ধ্বনিত হচ্ছে। এরই প্রতিযোগি বিবেকীদশায় দেহ আত্মবৎ প্রিয় হয় না। সেই দেহে বাঁচবার ইচ্ছাও বলবতী হয় না। 'নাতীবাস্থা' ঐ দেহে আস্থাও থাকে না অর্থাৎ মরণে বাঁচনে বিশেষ কিছু অপেক্ষা নেই। দেহ আত্মবৎ প্রিয় হয় না। এই পর্যন্ত স্বামিপাদের ব্যাখ্যা।

**৫৪। তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্।**
**তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্॥**

**৫৪। অন্বয়ঃ** তস্মাৎ সর্ব্বেষাম্ অপি দেহিনাং স্বাত্মা প্রিয়তমঃ এতৎ সকলং চরাচরং জগৎ তদর্থম্ এব।

**৫৪। মূলানুবাদঃ** সেই হেতু সকল জীবেরই নিজ নিজ আত্মাই প্রিয়তম, এই আত্মার সুখের জন্যই চরাচর সকল জগৎ যৎকিঞ্চিৎ প্রিয় হয়ে থাকে।

---

অথবা, **আত্মবৎ**—পূর্বে অবিবেকে আত্মরূপে গৃহীত অহন্তা-বিষয় দেহ আত্মবৎ প্রিয় হয় না। **যৎ**—যেহেতু **জীর্যতি**—রোগাদি অভিভূত এই মমতাস্পদ দেহ বিষয়ে **জীবিতাশা**—বাচন-ইচ্ছা—এই দেহ টিকে থাকুক, এরূপ বাঞ্ছাও 'অবলীয়সী' পূর্বাপেক্ষা স্বল্পও হয়ে থাকে—বিবেকতঃ এ দেহেতে আত্মতা অপগমে অতিপ্রিয়ত্ব অভাব হেতু॥ জী॰ ৫৩॥

**৫৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** দেহাত্মবাদিনাং তেষামপি কদাচিদীষদ্বিবেকে সতি আত্মৈব প্রিয়ঃ স্যান্নতথা দেহ ইত্যাহ—দেহোঽপি অহন্তাস্পদীভূতোঽপি দেহ ঈষদ্বিবেকেন যদি মমতাভাক্ স্যাত্তদাসৌ দেহ আত্মবৎ প্রিয়ো ন ভবেৎ। কিন্ত্বাত্মানুরোধেনৈব প্রিয়ঃ স্যাদিত্যর্থঃ। তত্র লোকানুভবমেব প্রমাণয়তি—যদিতি। সর্ব্বত্র দেহত্যাগে আত্মনোঽতিকষ্টং দৃষ্ট্বা তদতিকষ্টং মমাত্মনো মা ভবত্বিতি বুদ্ধৈব আত্মন্যতিস্নেহাদেব দেহে জীবিতাশা অধিকা ভবতীত্যর্থঃ॥ বি॰ ৫৩॥

**৫৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** দেহাত্মবাদী তাদেরও কদাচিৎ ঈষৎ বিবেক হলে আত্মাই প্রিয় হয়ে থাকে, দেহ তথা নয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **দেহোঽপি**—অবিবেক হেতু দেহ অহন্তাস্পদীভূত হলেও ঈষৎ বিবেকের উদয়ে যদি মমতাপাত্র হয় তদা এই দেহ আত্মবৎ প্রিয় হয় না। কিন্তু আত্মার অনুরোধেই প্রিয় হয়, এরূপ অর্থ। সেখানে লোকানুভবই প্রমানরূপে উল্লেখ করা হচ্ছে, যথা—যৎ ইতি। যেহেতু সর্বত্র দেহ ত্যাগে আত্মার অতিকষ্ট দেখে সেই অতি কষ্ট আমার আত্মার না হউক, এই বুদ্ধিতেই আত্মাতে অতি স্নেহ হেতুই দেহে 'জীবিতাশা' বাঁচবার ইচ্ছা অধিক হয়ে থাকে, এরূপ অর্থ॥ বি॰৫৩॥

**৫৪। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ** চরং দেহাপত্যাদি, অচরং গেহাদি, তদাত্মকমেতজ্জগচ্চাপি সকলমপি যৎকিঞ্চিদিত্যর্থঃ। এতেনাত্মনঃ সুখস্বরূপত্বঞ্চ বোধিতম্॥ জী॰ ৫৪॥

**৫৪। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদঃ চরং**—দেহ পুত্রাদি, **অচরং**—গেহাদি। এবং তদাত্মক এই জগৎ সকলও যৎকিঞ্চিৎ প্রিয় হয়॥ জী॰ ৫৪॥

**৫৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** তস্মাদিতি। চরং পুত্রকলত্রাদি। অচরং গৃহঘটপটাদি। তেন লোকদৃষ্ট্যা পুত্রাদিভ্যঃ সকাশাদাত্মন এবাত্যন্তিক প্রীতিবিষয়ত্বং প্রতিপাদিতম্॥ বি॰ ৫৪॥

**৫৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ তস্মাৎ**—সেই হেতু। **চরং**—পুত্রকলত্রাদি। **অচরং**—ঘটপটাদি। এর দ্বারা লোকদৃষ্টিতে পুত্রাদি থেকে আত্মারই আত্যন্তিক প্রীতি-বিষয়ত্ব প্রতিপাদিত হল॥

**৫৫। কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।**
**জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥**

**৫৫। অন্বয়ঃ** ত্বং এনং কৃষ্ণং অখিলাত্মনাং (সর্বজীবানাং) আত্মানং অবেহি (জানীহি) সঃ জগদ্ধিতায় অত্র অপি মায়রা দেহী ইব আভাতি।

**৫৫। মূলানুবাদঃ** তুমি এই কৃষ্ণকে অখিল জীবের পরমাত্মা বলে জানবে। পরমকরুণ বলে স্বভক্ত-প্রসঙ্গে জগতের মঙ্গলের জন্য তিনি কল্পে কল্পে এই জগতে আবির্ভূত হন। মূঢ়গণ মায়ামুগ্ধ হয়ে তাঁকে দেহধারী সাধারণ জীব বলে মনে করে।

---

**৫৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** এবং দেহদ্বয়াতিরিক্তস্য শুদ্ধস্য আত্মনঃ স্বতঃ প্রিয়ত্বমুক্ত্বা বিবক্ষিতমাহ—কৃষ্ণমিতি। 'কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥' ইত্যেতল্লক্ষণত্বেন তন্নামানমেনং শ্রীযশোদানন্দনরূপমখিলানামাত্মনাং সূর্য্যমণ্ডস্থানীয়স্য তস্য রশ্মিপরমাণুস্থানীয়ানাং শুদ্ধানামপি ক্ষেত্রজ্ঞানাং পরমস্বরূপত্বেন পরমাত্মানমবেহি, তর্হি কথং লোকে দৃশ্যতয়া ভাতি? তত্রাহ—জগদ্ধিতায়েতি। সোঽপি সর্ব্বাত্মপরমস্বরূপোঽপি পরমকল্যাণগুণত্বেন পরমকারুণিকত্বাৎ স্বভক্তপ্রসঙ্গেন জগতোঽপি হিতায়াত্র জগতি ভাতি, কল্পে কল্পে স্বরূপশক্ত্যা প্রকাশতে। নন্বু যদি তাদৃশ এব কৃষ্ণস্তর্হি কথং দেহাত্মবিভাগাদিনা তদ্বিরুদ্ধধর্ম্ম ইবাভাতি? তত্রাহ—মায়য়েতি। আত্মারামাণাং তৎপ্রিয়জনানাঞ্চাত্মাধিক-নিরুপাধিপরমপ্রেমাস্পদসর্ব্বাংশত্বেন তদ্ব্যতিরিক্তবস্তু-সম্ভেদাভাবাদিতি ভাবঃ। নিরুপাধিপরমপ্রেমাস্পদত্বং খল্বাত্মত্বমানন্দত্বঞ্চেতি, অতএব শ্রীমধ্বাচার্যধৃতং মহাবারাহ-বচনম্—দেহদেহিবিভাগোঽত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ' ইতি। তদেবমসুরাদীনাং মায়াবরণান্ন তথা ভাতি; 'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ' ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসু (৭।২৫) চ। তত্র যোগমায়াতুর্ঘটঘটনাকারি কিমপি মম বুদ্ধিসৌষ্ঠবমিতি শ্রীস্বামিচরণাশ্চ। তৎপ্রিয়জনানাং তৎপ্রেমভাবিতান্তঃকরণে ক্ষীরে সিতোৎপলবদেকজাতীয়ত্বেন প্রেমাস্পদতাস্বভাবোঽসৌ স্বমাধুরীভিঃ অধিকমাভাতি, অন্যত্র যথোচিতমিতি স্থিতে সর্বাতিশয়িতপ্রেমস্বভাবানাং শ্রীব্রজবাসিনাং কিমুতেতি ভাবঃ॥ জী০ ৫৫॥

**৫৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** এইরূপে দেহদ্বয়ের অতিরিক্ত শুদ্ধ আত্মার স্বতঃ প্রিয়ত্ব বলে বক্তব্য বিষয় বলা হচ্ছে—কৃষ্ণম্ ইতি। 'কৃষি'=সত্তাবাচক, ণ=নিবৃত্তি বাচক—সুতরাং কৃষ্ণনামে সৎস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মই বোদ্ধব্য। এই লক্ষণে লক্ষিত কৃষ্ণনামক একে—শ্রীযশোদানন্দনরূপ কৃষ্ণকে **অখিলাত্মনাম্**—অখিল আত্মার, সূর্যমণ্ডল স্থানীয় কৃষ্ণের রশ্মিপরমানু স্থানীয় শুদ্ধ জীবাত্মা সকলেরও পরম স্বরূপ বলে যিনি পরমাত্মা সেই তাকে জানো। তাই যদি হয় তবে এ জগতে তিনি কি করে দৃশ্যরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—জগদ্ধিতায় ইতি। **সোঽপি**—সকল আত্মার পরমস্বরূপ হয়েও পরমকল্যাণ-গুণস্বরূপ বলে পরমকারুণিক হওয়া হেতু স্বভক্ত-প্রসঙ্গে জগতেরও মঙ্গলের জন্য এই জগতে **আভাতি** কল্পে কল্পে স্বরূপশক্তিদ্বারা প্রকাশিত হন। পূর্বপক্ষ,

আচ্ছা, কৃষ্ণ যদি তাদৃশই হন, তা হলে কেন দেহ আত্মা বিভাগাদি দ্বারা বিরুদ্ধধর্ম দেহীর মত প্রকাশিত হন। এরই উত্তরে,মায়য়া ইতি। আত্মারামগণের এবং কৃষ্ণের প্রিয়জনদের আত্মা থেকেও অধিক নিরুপাধি পরম প্রেমাস্পদ সর্বাংশ স্বরূপের সহিত তদ্ব্যতিরিক্ত বস্তুর মিলন হয় না বলে—একাজ মায়ারই বলতে হয়। নিরুপাধি পরমপ্রেমাস্পদ স্বরূপই আত্মস্বরূপ এবং আনন্দ স্বরূপ—অতএব শ্রীমধ্বাচার্য ধৃত মহাবারাহ বচনে—'ঈশ্বরের বেলায় কখনও দেহ দেহী আলাদা নয়"। তাই অসুরাদির মায়ার আবরণ থাকায় সেরূপ প্রকাশ পান না, 'যোগমায়া সমাবৃত আমি সকলের নিকট প্রকাশ পাই না'—(শ্রীগীতা ৭।২৫)। শ্রীস্বামিচরণও বলেছেন—সেখানে দুর্ঘটঘটনাকারী যোগমায়াই সব কিছু সমাধান করছেন—আমার বুদ্ধির সৌষ্ঠব এ বিষয়ে তুচ্ছ। কৃষ্ণের প্রিয়জনদের কৃষ্ণপ্রেমভাবিত অন্তকরণে ক্ষীরে মিছরিখণ্ডের মতো এক-জাতীয় গুণের দ্বারা সেই প্রেমাস্পদতা স্বভাব কৃষ্ণ নিজমাধুরীর দ্বারা অধিক রূপে প্রকাশ পান—অন্যত্র প্রকাশ পান যথোচিত—এইরূপ পরিস্থিতিতে সর্বাতিশয়িত প্রেমস্বভাব শ্রীব্রজবাসিদের কথা আর বলবার কি আছে? এরূপ ভাব ॥ জী০ ৫৫ ॥

**৫৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** বিবক্ষিতং সিদ্ধান্তং প্রতিপাদয়ংস্তত্ত্বদৃষ্ট্যা তস্যাপ্যাত্মন আপেক্ষিকপ্রীতিবিষয়ত্ব-মেব আত্যন্তিকপ্রীতিবিষয়ত্বং কেবলং কৃষ্ণস্যৈবেত্যাহ—কৃষ্ণমিতি। অখিলানামাত্মনাং জীবানামপ্যাত্মানং পর-মাত্মামেব কৃষ্ণমবেহি, তেন পুত্রাদিষু প্রীতির্যথা দেহানুরোধেন দেহে চ প্রীতির্যথা আত্মানুরোধেন তথৈবাত্মন্যপি প্রীতিঃ পরমাত্মানুরোধেন সচ পরমাত্মা কৃষ্ণ এব মূর্ত্তঃ পূর্ণ এব। যদুক্তং"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদিত্যতঃ কৃষ্ণস্যৈবাত্যন্তিক প্রীতিবিষয়ত্বাত্তত্রৈব প্রীতেঃ পরাকাষ্ঠেতি স্বপুত্রেভ্যোঽপি তত্র যৎ প্রেমাধিক্যং তদুপপাদিতম্। কিঞ্চ, জীবানাং ভক্ত্যভাবাৎ মায়য়া জ্ঞানাবরণাচ্চ ভক্ত্যৈক প্রকাশ্যে তস্মিংস্তাদৃশত্বেনানুভবো মায়িকজীবানামভক্তানাং কথমস্তিত্যতঃ পুত্রাদিষ্বেব লোকানাং প্রীতিবিষয়ত্বেনানুভবো ন তস্মিন্, ব্রজবাসিনাস্তু মায়াতীতত্বাদ্ভক্তিপূর্ণত্বাচ্চ যথার্থ এবানুভব ইত্যতস্তেষাং স্বপুত্রোদিভ্যোঽপি তস্মিন্ প্রেমাধিক্যং স্বাভাবিকং বর্ত্তত এবেতি সমাধেয়ম্। জগদ্ধিতায়াবতীর্ণঃ স কৃষ্ণোঽপি মায়য়া দেহীব আভাতি স্বাবিদ্যয়া মূঢ়ৈর্জীব ইব ভৌতিদেহবান্ প্রতীয়তঃ ইত্যর্থঃ। যদ্বা, মায়য়ৈব যো দেহস্তদ্বানিব মায়োপাধিরিব প্রতীয়তে নতু স মায়ো-পাধিরিত্যর্থঃ। অতএব মধুসূদনসরস্বতীপাদৈরপি "সচ্চিৎ সুখৈকবপুষঃ পুরুষোত্তমস্য নারায়ণস্য মহিমা নহি মানমেতি"। "চিদানন্দাকারং জলদরুচিসারং শ্রুতিগিরাং ব্রজস্ত্রীণাং হার" মিত্যাদি বহুশো বর্ণিতম্। যদ্বা, নন্বু পরমাত্মা খল্বিন্দ্রিয় গ্রাহ্যো ন ভবেৎ। কৃষ্ণস্তু সর্ব্বৈর্দৃশ্যত এবেতি তত্রাহজগত এব হিতায় মায়য়া নির্হেতুকাচিন্ত্যয়া কৃপয়া সোঽপি অত্র জগজ্জনেন্দ্রিয়েষু দেহীব আভাতি স্বয়মেব তদগ্রাহ্যত্বেন প্রকাশতে ইতি। অতর্কতদিচ্ছয়া তদ্গৃহীতৈরিন্দ্রিয়ৈরেব স গৃহ্যতে ন পুনরিন্দ্রিয়ৈঃ স্বয়মেব শব্দাদিরিব গ্রহীতুং শক্য ইতি ভাবঃ। অতএব ভাগবতামৃতধৃতং নারায়ণাধ্যাত্মবচনম্। "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমানন্দং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্"। ইতি তত্রত্যা কারিকা চ ততঃ স্বয়ং প্রকাশত্বশক্ত্যা স্বেচ্ছা প্রকাশয়া। 'সোঽভিব্যক্তো ভবেন্নেত্রে ন নেত্রবিষয়ত্বতঃ' ইতি তত্র হিতমন্যদেশীয়ানামানুকূলজনানাং স্বকৃপা-দৃষ্টিদানেনৈব স্বমাধুর্য্যগ্রাহণম্, প্রতিকূলানাং কংসাদ্যসুরাণান্তু পিত্তদূষিতরসনয়া মৎস্যণ্ডিকাভোজনমিব

প্রাকৃতৈরেবেন্দ্রিয়ৈস্তন্মাধুর্য্যগ্রহণরহিতমেব দর্শনং ধ্যানাবেশ সিদ্ধ্যর্থং আবেশফলঞ্চ সর্ব্বাপরাধোপশমন-পূর্ব্বকো মোক্ষঃ স এব তেষাং হিতম্। কিঞ্চ, ব্রজস্থানামৈশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্যানামন্যেষামনুকূলপ্রতিকূলানামপি যদ্যপি সদেহ্যেবাভাতি তদপি "দেহদেহিবিভাগোঽত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিদি"তি মধ্বাচার্য্যধৃত মহাবারাহ-বচনাদেব শাস্ত্রজ্ঞৈর্দেহীতি বক্তুমযোগ্যত্বাদিবশব্দপ্রয়োগঃ ॥ বি॰ ৫৫ ॥

**৫৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** বক্তব্য সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করতে গিয়ে তত্ত্ব দৃষ্টিতে সেই আত্মারও আপেক্ষিক প্রীতিবিষয়ত্বই এসে যায়। আত্যন্তিক প্রীতিবিষয়ত্ব কেবল কৃষ্ণেরই, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—কৃষ্ণম্ ইতি। **অখিলাত্মনাম্**—কৃষ্ণকে অখিল জগতের আত্মার ও সকল জীবাত্মার আত্মা—পরমাত্মা বলে জানবে। অতএব পুত্রাদিতে প্রীতি যেরূপ দেহানুরোধে এবং দেহে প্রীতি যথা আত্মানুরোধে সেইরূপই আত্মায় প্রীতি পরমাত্মা অনুরোধে, সেই পরমাত্মাই কৃষ্ণ মূর্ত পূর্ণ। তাই গীতাতে বলা হয়েছে—আমি এই নিখিল জগৎ এক অংশে ধারণ করে আছি।

অতএব কৃষ্ণই আত্যন্তিক প্রীতিবিষয় হওয়া হেতু তাতেই প্রীতি পরাকাষ্ঠা, এইরূপে স্বপুত্র থেকেও গোপীদের কৃষ্ণে যে প্রেমাধিক্য তা সিদ্ধান্ত হল। আরও, জীব সকলের ভক্তি অভাব হেতু এবং মায়া দ্বারা জ্ঞান আবরণ হেতু একমাত্র ভক্তি দ্বারাই প্রকাশ্য তাতে তাদৃশ ভাবে অনুভব অভক্ত মায়িক জীব সকলের কি করে হতে পারে? অতএব পুত্রাদিতেই লোকের প্রতি বিষয়রূপে অনুভব, তাতে নয়। কিন্তু ব্রজবাসি-গণের মায়াতীত এবং ভক্তিপূর্ণ হওয়া হেতু, যথার্থ অনুভবই হয়. তাঁদের নিজ নিজ পুত্রাদি থেকেও কৃষ্ণে প্রেমাধিক্য স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমান, এইরূপ সমাধান করতে হবে। জগৎ মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ সেই কৃষ্ণও মায়ায় দেহধারী জীবের ন্যায় প্রকাশ পান, অর্থাৎ নিজ অবিদ্যায় মূঢ়গণ জীবের মতো ভৌতিক দেহবান্ বলে জ্ঞান করে। মায়ার দ্বারাই সৃষ্ট যে দেহ, সেই দেহ **ইব**—মায়া-আধারের মতো প্রতীয়মান্ হন মাত্র, কিন্তু আসলে তিনি মায়া-আধার নন, এরূপ অর্থ। অতএব মধুসূদন সরস্বতী পাদের দ্বারাও এইরূপ বর্ণিত হয়েছেন, যথা—"সচ্চিদানন্দ সুখৈক বপু পুরুষোত্তম নারায়ণের মহিমা পরিমাপ করা যায় না। এই কৃষ্ণ চিদানন্দকার জলদরুচিসার শ্রুতি উল্লিখিত ব্রজস্ত্রীদের গলার হার", ইত্যাদি।

অথবা, পরমাত্মা কখনও-ই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। কৃষ্ণ কিন্তু সকলের দ্বারাই দৃষ্ট হন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **জগদ্ধিতায়**—জগতের মঙ্গলের জন্যই **মায়য়া**—নির্হেতুক অচিন্ত্য কৃপায় **সোঽপি**—সেই কৃষ্ণই **অত্র**—জগজ্জনের ইন্দ্রিয়ে **দেহীব**—দেহধারী জীবের মতো **আভাতি**—নিজে নিজেই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যরূপে প্রকাশ পান—। তাঁর অতর্ক ইচ্ছার দান, তাঁকে গ্রহন যোগ্য ইন্দ্রিয়েই তিনি গৃহীত হন—পরন্তু ইন্দ্রিয়ের শক্তিতে আপনা আপনি শব্দাদির মতো গৃহীত হন না, এরূপ ভাব। অতএব ভাগবতামৃতে ধৃত নারায়ণ আধ্যাত্মবচন—"শ্রীভগবান নিত্য অব্যক্ত হলেও নিজ শক্তিতে নয়ন গোচর হন—এ ছাড়া পরমা-নন্দ প্রভুকে কে দেখতে পেত।" শ্রীভাগবতামৃতে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের শ্লোকেও আছে—"অতঃপর স্বেচ্ছা প্রকাশ স্বয়ং প্রকাশতা শক্তিতে তিনি অভিব্যক্ত হন—নেত্র-বিষয়রূপে নেত্রে অভিব্যক্ত হন না।"

**৫৬। বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।**
**ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন॥**

**৫৬। অন্বয়ঃ** বস্তুতঃ অত্র কৃষ্ণং জানতাং [পুংসাং] স্থাস্নুং চরিষ্ণু চ (স্থাবরজঙ্গমঞ্চ) অখিলং (ব্রহ্মাণ্ডং) ভগবদ্রূপং (তদাকাররূপেণ প্রকাশতে) ইহ অন্যৎ বস্তু কিঞ্চন ন।

**৫৬। মূলানুবাদঃ** বস্তুতঃ কৃষ্ণকে যাঁরা জানেন সেই ভক্তদের মতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই নিখিল বিশ্ব কৃষ্ণেরই রূপ। কৃষ্ণের অন্তর্ভুক্তরূপে যা নেই, তার কোনও অস্তিত্বই নেই।

---

প্রস্তুত শ্লোকের **হিতম্**—পদের অর্থ—শ্রীবৃন্দাবন ভিন্ন অন্যদেশীয় অনুকূল জনদের স্বকৃপাদৃষ্টি দানেই স্বমাধুর্য গ্রহণ করান, প্রতিকূল কংসাদি অসুরদের পিত্তদূষিত রসনায় মিছরি খাওয়ার মতো প্রাকৃত ইন্দ্রিয়েই ধ্যান-সিদ্ধির জন্য মাধুর্য গ্রহণ রহিত দর্শন এবং আবেশ ফল সর্বাপরাধ উপশমন পূর্বক মোক্ষ—ইহাই তাদের হিত। আরও, ঐশ্বর্যজ্ঞানশূন্য ব্রজস্থজনদের এবং অন্য অনুকূল প্রতিকূল জনদের নিকট যদিও দেহধারী জীবরূপেই প্রতিভাত হন, তথাপি 'দেহ দেহী বিভাগ এই ঈশ্বরে কখন-ই নেই'—মধ্যাচার্যধৃত মহাবারাহ বচন অনুসারে শাস্ত্রজ্ঞগণের 'দেহী পক্ষে এরূপ বাক্য উচ্চারণের অযোগ্য হওয়া হেতু এখানে 'দেহী ইব' প্রয়োগ হয়েছে॥ বি॰ ৫৫॥

**৫৬। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ** ন কেবলং সর্ব্বেষাং ক্ষেত্রজ্ঞানামেব পরমস্বরূপম্, অপি তু অন্তে সর্ব্বেষাং জড়ানাম্, আদৌ সর্ব্বেষাং সাক্ষাত্তদ্রূপাণাঞ্চেতি বক্তুং তস্য ভূমত্বমাহ—বস্তুত ইতি, বস্তুতস্তত্ত্বতঃ, কৃষ্ণম্ অত্র জগতি জানতাং বিচারয়তাং তদ্বিচারজ্ঞানামিত্যর্থঃ। সৎ স্থাবর-জঙ্গমরূপমখিলং যচ্চ ভগবতো রূপং নারায়ণাদ্যাভিধমখিলং, তত্তৎ সর্ব্বম্ ইহ শ্রীকৃষ্ণে এব তদন্তর্ভূতত্বেনৈব স্ফুরতীত্যর্থঃ। নান্যৎ কিঞ্চন যত্তত্র নাস্তি, তন্নাস্ত্যেব ইত্যর্থঃ। কারণাংশিনোর্বিজ্ঞানে কার্য্যাংশয়োর্বিজ্ঞানাৎ তদ্ব্যতিরেকেন তদ্ব্যতিরেকাচ্চ, মহাসমুদ্রস্য সাগরতরঙ্গফেনাদিবৎ, সূর্য্যস্যান্তরীণমণ্ডলাত্মকস্য বহির্মণ্ডলকিরণপরমাণুগণ-মরীচিকাদিবদিতি জ্ঞেয়ম্; তদুক্তং দ্বিতীয়ে (৭।৫০)—'সোঽয়ং তেঽভিহিতস্তাত ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ। সমাসেন হরের্নান্যদন্যস্মাৎ সদসচ্চ যৎ॥' ইতি॥ জী॰ ৫৬॥

**৫৬। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদঃ** কৃষ্ণ যে কেবল সকল আত্মার পরম স্বরূপ, তাই নয়, পরন্তু শেষ পর্যন্ত যে সকল জড়বস্তুরই এবং প্রথমে সকল সাক্ষাৎ ভগবৎরূপের যে পরম স্বরূপ, ইহা বলবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের ভূমত্ব বলা হচ্ছে—বস্তুত ইতি। **বস্তুতঃ**—তত্ত্বতঃ **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণকে **অত্র**—এই জগতে **জানতাং**—বিচার পরায়ণ জনদের অর্থাৎ কৃষ্ণ তত্ত্ব জানা লোকদের (মতো)। **স্থাস্নু চরিষ্ণু চ**—'সৎ' সর্বত্র সত্তারূপে বিরাজমান নিত্য বস্তু—স্থাবর-জঙ্গমরূপ অখিল যা কিছু এবং **ভগবদ্রূপম্**—ভগবানের রূপ—নারায়ণাদি নামক অখিল রূপ—সেই সেই সব কিছুই **ইহ**—এই শ্রীকৃষ্ণেই, তাঁর অন্তর্ভূত রূপেই স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়। মহাসমুদ্রের অসংখ্য তরঙ্গফেনাদিবৎ, সূর্যের মধ্যবর্তী মণ্ডলাত্মকের বহির্মণ্ডল কিরণ-

**৫৭। সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।**
**তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তু রূপ্যতাম্॥**

**৫৭। অন্বয়ঃ** সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থঃ (কারণং তদ্রূপোঽর্থঃ) স্থিতঃ ভবতি ভগবান্ কৃষ্ণঃ তস্য অপি [কারণমিত্যর্থঃ] অতদ্বস্তু (কৃষ্ণসম্বন্ধরহিতং বস্তু) কিং [অস্তি] রূপ্যতাম্ [কিমপি নাস্তি ইতি ভাবঃ]।

**৫৭। মূলানুবাদঃ** স্থাবর জঙ্গম নিখিল বস্তুর কারণ হল প্রধান। এই প্রধানেরও কারণ হল কৃষ্ণ। এরূপ অর্থ নির্ধারিত হয়েই আছে। অতএব কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত অন্য কি বস্তু নিরূপণ করা যায়?

---

পরমাণুগণ-মরীচিকাদিবৎ কৃষ্ণের অন্তর্ভূতরূপে যা নেই, তার অস্তিত্বই নেই—কারণ অংশীর অনুভবে কার্য্যাংশের অনুভব এবং কারণের অভাবে কার্যের অভাব॥ জী০ ৫৬॥

**৫৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** কিঞ্চাপেক্ষিক প্রেমাস্পদানি যে চাত্মদেহপুত্রাদ্যাস্তেঽপি বিচারবতঃ স এবেত্যাপেক্ষিকপ্রেমাস্পদত্বমপি তস্যৈবেত্যাহ—বস্তুত ইতি। বস্তুতস্ত্বিত্যর্থঃ। কৃষ্ণং জানতাং পুংসাং মতে স্থাবরজঙ্গমঞ্চ সর্ব্বং তদ্রূপমেব তস্যৈব সর্ব্বকারণত্বাৎ কারণস্যৈব কার্য্যকারত্বাদিতি ভাবঃ॥ বি০ ৫৬॥

**৫৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** আরও, আপেক্ষিক প্রেমাস্পদ যে সকল আত্মা-দেহ পুত্রাদি, তারাও সেই কৃষ্ণই—বিচারবান জনের কার্য-কারণ বিচারে—সুতরাং আপেক্ষিক প্রেমাস্পদত্ব কৃষ্ণেতেই বর্তাচ্ছে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—বস্তুতঃ ইতি। এখানে 'বস্তুতঃ' পদের অর্থ 'কিন্তু'। কৃষ্ণকে যারা জানে সেই ব্যক্তিদের মতে স্থাবর-জঙ্গম যা কিছু সব কৃষ্ণেরই রূপ—কৃষ্ণই সর্বকারণ হওয়া হেতু, আর তাঁরই 'কার্য' আকার সব কিছু হওয়া হেতু, এরূপ ভাব॥ বি০ ৫৬॥

**৫৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** বিচারমেবাহ—সর্ব্বেষামপি প্রাকৃতাপ্রাকৃতবস্তূনাং ভাব রূপো যোঽর্থঃ সত্তা, স ভবতি, তৎসত্তাশ্রয়সত্তাবত্তি উপাদানাদৌ বস্তুনি স্থিতঃ স্যাৎ। এবং যদ্যদুপাদানাত্মকং বস্তু, তস্য সর্বস্যাপি ভগবাংস্তত্তৎসর্ব্বশক্তিবিশিষ্টঃ শ্রীকৃষ্ণঃ একান্তাদৃশ ইত্যর্থঃ। 'অন্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং মম ন তে' (শ্রীভা০ ১০।১৪।১৮) ইত্যাদিকস্য শ্রীব্রহ্মণৈবানুভূতত্বাদিতি ভাবঃ। তস্মাদেতং সর্ব্বকারণাদিত্বেন স্বয়ং ভিন্নাদপি তস্মাদন্যৎ কিং বস্ত্বিতি তন্নিরূপ্যতামিত্যর্থঃ। তদেবং তস্য সর্ব্বমূলাধারত্বে সিদ্ধে বালবৎসানাঞ্চ তৎপ্রাদুর্ভাবত্বে স্থিতে স্বভাবত এব তাদৃশপ্রেমাস্পদত্বং পূর্ব্বযুক্ত্যা শ্রীব্রজবাসিষু তচ্চাধিকং যুক্তমেবেতি জ্ঞাপিতম্। অথবা, নন্বু কথং এষু শ্রীযশোদানন্দন এব সর্ব্বাত্মোচ্যতে? যদি ভগবদ্রূপত্বেনোচ্যতে, তর্হি সন্ত্যন্যানি বহূনি তদ্রূপাণীত্যাশঙ্ক্যাহ—বস্তুতঃ ইতি। স্থাস্নু সহস্রশীর্ষাদিচরিষ্ণু তত্তদবতারাদি তত্তদখিলং ভগবদ্রূপম্ ইহ শ্রীকৃষ্ণে এব ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। কিঞ্চ, সর্ব্বেষামিতি ভবানাং পদার্থানাং মধ্যে ভাবঃ প্রেমা, তদ্রূপ এবার্থঃ পুরুষার্থঃ স্থিতঃ পর্যবসিতো ভবতি, তাৎপর্য্য-পর্য্যবসানবিষয়ো ভবতীত্যর্থঃ। তস্য প্রেম্ণোঽপি ভগবান্ কৃষ্ণ ইতি পূর্ব্ববৎ। তং তিরোহিতসর্ব্ববিলক্ষণগুণরূপত্বেঽপি সর্ব্বতঃ পূর্ণপরমা-

নন্দস্বরূপং বিনা তস্যাপ্যলব্ধপ্রতিষ্ঠত্বাৎ ; তস্মাত্ততোঽন্যদ্বস্তু নিরূপ্যতাং, যৎ প্রেমযোগ্যং স্যাদিতি, তদেবমপি পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিকপ্রেমাস্পদত্বমেব স্থাপিতমিতি ॥ জী০ ৫৭ ॥

**৫৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** [ স্বামিপাদ—শ্রীভগবান্ ভিন্ন অন্য কিছুই নেই, একথা বলা হল কেন ? এরই উত্তরে—সর্বেষাম্ ইতি। **ভাবার্থ**—পরমার্থ। **ভবতিস্থিত**—'ভব্য' পরিণামি কারণ, তাতে স্থিত—নিখিল বস্তুরই পরমার্থ পরিণামি-কারণে স্থিত। এই কারণেরও পরিণামি কারণ হল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ সর্বকারণকারণ। ]

এই বিষয়ে বিচার করা হচ্ছে—সর্বেষামপি। প্রাকৃতাপ্রাকৃত সকল বস্তুর **ভাবার্থঃ**—ভাবরূপ যে 'অর্থঃ' সত্তা, তা **ভবতিস্থিত**—'ভবৎ' পরিণামি কারণ, এই পরিণামি কারণে স্থিত—অর্থাৎ কৃষ্ণ-সত্তার আশ্রয়ে সত্তাবিশিষ্ট উপাদানাদি বস্তুতে স্থিত। এইরূপ যে যে উপাদানাত্মক বস্তু আছে **তস্যাপি**—তারও সকল কিছুর পরিণামি কারণ শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য বস্তু কি আছে ? **ভগবান্**—সেই সেই সর্বশক্তি বিশিষ্ট এক শ্রীকৃষ্ণই তাদৃশ, এরূপ অর্থ।

"আজই আপনার মঞ্জুমহিমা প্রকাশ কালে আমি যে অসংখ্য বিশ্ব দেখলাম, সেই বিশ্বসম্বন্ধী কি বস্তু আপনা বিনা অস্তিত্ব প্রাপ্ত ? সবই আপনার স্বরূপভূত।"—( শ্রীভা০ ১০।১৪।১৮ )।—শ্রীব্রহ্মা নিজেই এইসব কিছু অনুভব করা হেতু শ্রীশুক বলছেন। সুতরাং এই সর্বকারণাদি গুণে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সিদ্ধ [ সুষ্ঠু শুভাবহ বিধির প্রতিদানকারী—( আ০ বৃ০ ১২।৩২ ]। এই কৃষ্ণ থেকে ভিন্ন অন্য কি বস্তু হতে পারে, **রূপ্যতাম্**—তা নিরূপণ কর দেখি। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বমূলাধার তা সিদ্ধ হলে, ব্রহ্মমোহন লীলার সেই বৎসবালকগণ যে কৃষ্ণ-প্রাদুর্ভাব তা স্থির হল। এরূপ হলে স্বভাবতঃই তাদৃশ প্রেমাস্পদত্ব এবং পূর্ব যুক্তিতে শ্রীব্রজবাসিদের ভিতরে তার আধিক্য যুক্তিযুক্তই বটে—ইহাই জ্ঞাপিত হল। অথবা, নিখিল জীবের মধ্যে শ্রীযশোদানন্দনকেই কেন সর্বাত্মা বলা হচ্ছে ? যদি ভগবৎরূপ বলেই তাকে সর্বাত্মা বলা হয়, তবে তো শ্রীভগবানের আরও অনেক রূপ আছে, এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কায় বলা হচ্ছে—বস্তু তো ইতি। পূর্ব শ্লোকের 'স্থাস্নু' সহস্র শীর্ষাদি 'চরিষ্ণু' সেই সেই অবতারাদি সেই সেই অখিল ভগবৎরূপ 'ইহ' এই শ্রীকৃষ্ণেই অবস্থিত। আরও, নিখিল বস্তু অর্থাৎ পদার্থের মধ্যে **ভাবার্থো**—'ভাবঃ' প্রেমা, তদ্রূপ **অর্থঃ**—পুরুষার্থই **স্থিতঃ**—পর্যবসিত হয়, অর্থাৎ তাৎপর্য পর্যাবসান বিষয় হয়। **তস্যাপি**—সেই প্রেমেরও পরিণামি কারণ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। স্বরূপভূত শ্রীদামাদিতে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব বিলক্ষণ বেণু-মাধুর্যাদি গুণের এবং রূপের অভাব থাকলেও ঐসকল মূর্তি সর্বতো ভাবেই পূর্ণপরমানন্দস্বরূপ ছিল, কারণ তা না হলে তাঁর নিজেরই গৌরব হানি। অতএব কৃষ্ণ ছাড়া অন্য বস্তু নিরূপণ কর না একবার দেখি, যা প্রেমযোগ্য হতে পারে। সুতরাং এরূপেও পূর্ববৎ স্বাভাবিক প্রেমাস্পদত্ব রূপে বৎসবালকদের স্থাপিত করা হল ॥ জী০ ৫৭ ॥

**৫৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** কুত ইতি তদাহ—সর্ব্বেষামপি স্থাবরজঙ্গমানাং ভাবঃ। ভবন্ত্যস্মাদিতি ভাবঃ কারণং প্রধানং তদ্রূপোঽর্থ স্থিতঃ স্থিরো ভবতি তস্যাপি ভাবস্য ভাবঃ কারণং কৃষ্ণ এব অতঃ

৫৮। সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং পদং পদং যদ্বিপদাং ন যেষাম্॥
৫৯। এতৎ তেসর্ব্বমাখ্যাতং যৎ পৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া।
তৎ কৌমারে হরিকৃতং পৌগণ্ডে পরিকীর্ত্তিতম্॥

**৫৮। অন্বয়ঃ** যে পুণ্যযশোমুরারেঃ মহৎপদং ( মহদাশ্রয়ং ) পদপল্লবং ( পাদপদ্মতরণিং ) সমাশ্রিতাঃ তেষাং ভবাম্বুধিঃ ( ভবসমুদ্রঃ ) বৎসপদং ( গোবৎসপদতুল্যঃ সুখোত্তার্যঃ ভবতি ) [ তেষাং ] বিপদাং ( অশুভানাং ) যৎ পদং ন পরং পদং ( শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্যং স্থানং গতিঃ ভবতি )।

**৫৯। অন্বয়ঃ** [ হে রাজন্ ] কৌমারে যৎ হরিকৃতং পৌগণ্ডে ( ষষ্ঠ বর্ষে বালৈঃ ) পরিকীর্তিতম্ ইহ ত্বয়া অহং যৎ পৃষ্টঃ এতৎ সর্বং তে (তব সমীপে) আখ্যাতং।

**৫৮। মূলানুবাদঃ** মনোহর যশোমণ্ডিত, মহৎগণের আশ্রয় মুরারির পদপল্লবরূপ নৌকা যাঁরা একান্তভাবে আশ্রয় করে,তাঁদের নিকট ভবাম্বুধি গোষ্পদতুল্য তুচ্ছ হয়ে যায়। নিত্যধাম শ্রীবৃন্দাবন বৈকুণ্ঠাদি তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ বাসস্থান। তাঁদের কখনও-ই দুর্বিষয় হয় না।

**৫৯। মূলানুবাদঃ** হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ পাঁচ বৎসর বয়সে অঘ-নাশনাদি যে লীলা করেছিল সখাগণ, তাই কেন তাঁর ছয় বৎসর বয়সে ব্রজে বলে বেড়াতে লাগলেন, এই যে প্রশ্ন তুমি করেছিলে, সে বিষয়ে সব কিছু তোমাকে খুলে বললাম।

---

কিং অতৎ শ্রীকৃষ্ণব্যতিরিক্তং বস্তু রূপ্যতাম্। যদ্বা, বস্তূনাং বুদ্ধীন্দ্রিয়ানাং ভাবার্থো ব্যঙ্গ্যোঽর্থঃ আত্মা স্থিরো ভবতি তস্যাপ্যংশত্বাত্তদ্ব্যঙ্গ্যো অংশী শ্রীকৃষ্ণঃ। অতঃ কিং অতৎ তদ্ভিন্নং বস্তু কিং কিমর্থং রূপ্যতাং স এব কেবলং সেব্য ইত্যর্থঃ॥ বি॰ ৫৭॥

**৫৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** কি করে? এরই উত্তরে—সর্বেষামপি **ভাবঃ**—এর থেকে জাত হয়, এইরূপে 'ভাব' পদের অর্থ আসে 'কারণ'। স্থাবর জঙ্গম সকলেরই 'ভাবঃ' অর্থাৎ কারণ হল প্রধান—তদ্রূপ অর্থই নির্ধারিত; **তস্যাপি**—সেই ভাবেরও অর্থাৎ প্রধানেরও 'ভাবঃ' কারণ কৃষ্ণই। অতএব **কিমতৎ**—কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত কি বস্তু নিরূপণ করা যায়? অথবা, **বস্তূনাং**—বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির **ভাবার্থো**—তাৎপর্যার্থ 'আত্মা' নিশ্চিত হয়—এও অংশ হওয়া হেতু এর তাৎপর্য অংশী শ্রীকৃষ্ণ। অতএব **কিং অতৎ**—তদ্ভিন্ন বস্তু **কিং**—কি প্রয়োজন। **রূপ্যতাম্**—তিনিই কেবল সেব্য, এরূপ অর্থ। বি॰ ৫৭॥

**৫৮-৫৯। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ** তদেবং প্রেমদস্বভাবাদপি শ্রীকৃষ্ণাদঘাসুরাদি বৎ অঘযুক্তানামেব মোক্ষমাত্রং পরমং ফলং তস্মাদেবান্যেষাং তত্তন্মাধুর্য্যজ্ঞানেন মোচকতামাত্রং গুণমুপাদায়াপি তৎপদমাশ্রয়তাং শ্রীব্রহ্মাদিবৎ পরমপ্রেম্ণা তদুচিত-পরমতৎপদ প্রাপ্তিরেব ফলং, মোক্ষস্তু ভাবী ভবন্ ভূতো বেতি তদাশ্রয়ামোদেন নানুসন্ধাতুং শক্যঃ স্যাদিতি সর্ব্বপ্রকরণার্থমুপসংহরতি—সমাশ্রিতা ইতি। পুণ্যং

তদ্ধেতুশ্চারু বা যশো যস্য, তাদৃশতয়া মদ্বিধ-বর্ণ্যমানগুণো য ইত্যর্থঃ। যশ্চ নরকাসুরসেনাপতের্মুরস্য হন্তা, অঘনরকসদৃশানেকমোক্ষদাতেত্যর্থঃ; তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পদমেব পল্লবঃ সৌকুমার্য্যাদিগুণৈঃ স্বতঃ পরমসুখদ ইত্যর্থঃ, স এব পরমঃ তাদৃশ সুখদত্বাজ্ঞানেন তত্তরণোপায়মাত্রতয়া জ্ঞাত ইত্যর্থঃ। অত্র পল্লবপদেন তেষাং ক্রূরত্বাদিকং, পদস্য মহৌষধিপল্লববন্মহাপ্রভাবত্বঞ্চ সূচিতম্। তাদৃশং তৎ তথা যে সমাশ্রিতাস্তেষামপি বস্তু-স্বভাবতঃ সুখোদয়েন ভবাম্বুধির্বৎসপদং ভবতি, তর্ত্তব্যস্তীর্ণো বেত্যপি ন জ্ঞায়েত, তস্য ন তৎ ফলমিত্যর্থঃ। কিন্তু পরং পদং তন্নিত্যধামৈব নিজপ্রেমানুসারেণ পদং স্থানং ভবতি, বিপদাং যৎ পদং জগৎ তত্তু ন, যতো মহতাং তন্নিত্যপার্ষদানাং পদমিতি। যদিত্যেব প্রপঞ্চয়তি—যদিতি॥ জী০ ৫৮ ৫৯॥

**৫৮-৫৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** এইরূপে প্রেমদ স্বভাব হেতুই শ্রীকৃষ্ণ থেকে অঘাসুরাদিবৎ মোক্ষমাত্র পরম ফল পাওয়া গেলেও সেই একই প্রেমদস্বভাব হেতু অন্যদের ক্ষেত্রে সেই সেই মাধুর্য জ্ঞানে মোচকতা মাত্র গুণ স্বভাবসিদ্ধরূপে পাওয়া গেলেও শ্রীকৃষ্ণপদাশ্রয়ী জনদের শ্রীব্রহ্মাদিবৎ পরমপ্রেমে তদুচিত পরম কৃষ্ণচরণ প্রাপ্তিই পরমফল; কিন্তু মোক্ষ, সে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান যেরূপই হোক, সেই আশ্রয় আনন্দে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতেও সমর্থ হয় না—এইরূপে সর্বপ্রকরণের অর্থ উপসংহার করা হচ্ছে—সমাশ্রিতা ইতি। **পুণ্যযশোমুরারেঃ**—'পুণ্যং' পবিত্র, বা সেই হেতু চারু, চারু যশোমণ্ডিত মুরারির—অর্থাৎ তাদৃশ হওয়া হেতু যাঁর গুণ মদ্বিধ কবিগণ কর্তৃক কীর্তিত হয়। 'মুরারেঃ' এবং যিনি নরকাসুর-সেনাপতি মুরের হননকারী। অঘাসুর-নরকসদৃশ অনেকের মোক্ষ দাতা তাই নাম মুরারি। সেই শ্রীকৃষ্ণের পদরূপ পল্লব, এই শব্দের ধ্বনি—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ সৌকুমার্যাদি গুণে স্বতঃ পরম সুখদ। এই শ্রীচরণ চরমবস্তু—কিন্তু তাদৃশ সুখদত্ব-অজ্ঞানে ভবসাগর পার হওয়ার উপায় মাত্র বলে জ্ঞাত। এখানে পল্লব পদে অঘনরকাদির ক্রূরতা প্রভৃতি এবং শ্রীচরণের মহৌষধিলতার পল্লববৎ মহাপ্রভাবত্ব সূচিত হল। তথা তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণকে যারা একান্তভাবে আশ্রয় করে তাদের নিকট বস্তু ও স্বভাবেই সুখোদয়ে **ভবাম্বুধির্বৎসপদং**—ভবসাগর বৎসপদ তুল্য হয়—পার হওয়া উচিত বা উত্তীর্ণ—এও জানে না তারা। অর্থাৎ শ্রীচরণ আশ্রয়ের এ ফল নয়। কিন্তু এর ফল **পরং পদং**—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম—নিজ প্রেমানুসারে **পদং**—নিত্যধাম প্রাপ্তি হয়ে যায়। **বিপদাং যৎপদং ন**—এই স্থান কিন্তু 'বিপদাং ন' এই জগৎ নয়, যেহেতু, **মহৎপদং**—উহা কৃষ্ণের নিত্য পার্ষদগণের 'পদম্' বাসস্থান॥ জী০ ৫৮-৫৯॥

**৫৮ ৫৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তদেবং সাধিতং শ্রীকৃষ্ণস্যৈব প্রেমাস্পদত্বং তচ্চরণাশ্রয়ণৈক-হেতুকান্নায়াতরণাদেবানুভবগোচরীভবতীতি তচ্চরণশ্রয়িণামেব সর্ব্বোৎকর্ষমভিব্যঞ্জয়তি—সমাশ্রিতা ইতি। পুণ্যং চারু মনোহরং যশো যস্য তস্য মুরারেঃ পদপল্লব এব প্লবস্তং যে সম্যক্ কৈবল্যেনাশ্রিতাঃ। কীদৃশং মহতাং পদমাশ্রয়ম্। তেষাং ভবাম্বুধির্বৎসপদং তীর্ণতর্ত্তব্যবস্তুভানানাস্পদং ভবতি, পরম্ পদং নিত্যধাম শ্রীবৃন্দাবন বৈকুণ্ঠাদি তেষাং পরমাস্পদং বিপদাং যৎ পদং দুর্বিষয়ং তৎ খলু তেষাং কদাচিদপি ন ভবতীতি তেষাং মতিস্ততোঽন্যত্র নাসজ্জতে ইত্যর্থঃ॥ বি০ ৫৮-৫৯॥

**৬০। এতৎসুহৃদ্ভিশ্চরিতং মুরারেরঘার্দ্দনং শাদ্বলজেমনঞ্চ।**
**ব্যক্তেতরদ্রূপমজোর্ব্বভিষ্টবং শৃণ্বন্ গৃণন্নেতি নরোঽখিলার্থান্॥**

**৬০। অন্বয়ঃ** মুরারেঃ (কৃষ্ণস্য) সুহৃদ্ভিঃ চরিতং অঘার্দনং শাদ্বলজেমনং (তৃনোপরি ভোজনং) ব্যক্তেতরং (প্রপঞ্চাতীতং) রূপং অজোর্বভিষ্টবং (ব্রহ্মণাকৃতঃ মহান্ স্তবঃ তং) শৃণ্বন্ গৃণন্ নরঃ অখিলার্থান্ এতি (প্রাপ্নোতি)।

**৬০। মূলানুবাদঃ** মুরারির সখা সঙ্গে এই খেলারঙ্গ, এই অঘনাশন লীলা, শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত বনপ্রদেশে এই ভোজন কৌতুক, এই প্রপঞ্চাতীত রূপ, ব্রহ্মার এই উচ্ছসিত স্তব শ্রবণে-কীর্তনে জীবের সর্বাভীষ্ট লাভ হয়।

---

**৫৮-৫৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** এইরূপে প্রেমাস্পদত্ব প্রমাণিত হল। একমাত্র তাঁর চরণ- আশ্রয়রূপ কারণ থেকেই মায়া-মুক্তি হয়, আর অতঃপরই ইহা অনুভব-গোচর হয়। শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয়ী ভক্তদেরই যে সর্বোৎকর্ষতা তাই অভিব্যক্ত করা হচ্ছে—সমশ্রিতা ইতি। **পুণ্যং**—চারু, মনোহর কীর্তি যাঁর, সেই মুরারির পদপল্লবরূপ **প্লবং**—নৌকা—তাকে যে জন **সমাশ্রিতা**—'সম্যক্ একান্তভাবে আশ্রয় করে। এই নৌকাটি কিরূপ? **মহৎপদং**—মহৎগণের 'পদ' আশ্রয়। এই আশ্রিত ভক্তদের ভবাম্বুধি **র্বৎসপদং**—উত্তরণ-কর্ম সম্পন্ন, কি সম্পন্ন করা উচিত, এরূপ জ্ঞান থাকে না, **পরং পদং** - নিত্যধাম শ্রীবৃন্দাবন বৈকুণ্ঠাদি তাঁদের পরমাস্পদ অর্থাৎ চরম বাসস্থান। **বিপদাং যৎ পদং**—দুর্বিষয়, ইহা তাঁদের কখনও-ই হয় না, এইরূপে তাঁদের মতি শ্রীকৃষ্ণচরণ ভিন্ন অন্যত্র আসক্ত হয় না॥ বি০ ৫৮-৫৯॥

**৬০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** শ্রীব্রহ্মণস্তৎপ্রার্থিতং সেৎস্যতি ন বেতি সন্দিহানং প্রতি কৈমুত্যেনাহ—এতদিতি। ব্যক্তেতরং ব্যক্তাদিতরৎ প্রপঞ্চাতীতমিত্যর্থঃ। সর্ব্বত্রাপ্যন্বিতম্ ইদম্, অঘার্দ্দনা-দীনাং সর্ব্বেষাং শ্রীভগবৎস্বরূপশক্তি-বিলাসত্বাৎ। অকারান্তত্বমার্ষং, শৃণ্বন্ গৃণন্ তত্তৎপ্রবৃত্তিমাত্রেণৈবেত্যর্থঃ, তদৈব সূক্ষ্মতয়া ফলোৎপত্তেশ্চ। নর ইতি চাধিকারানপেক্ষত্বমুক্তম্॥ জী০ ৬০॥

**৬০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** ব্রহ্মার সেই বাঞ্ছিত বস্তু (ব্রজে তৃণগুল্মলতা জন্ম) প্রাপ্তি হবে কি হবে না, এইরূপ সন্দিহান জনদের প্রতি কৈমুতিক ন্যায়ে বলা হচ্ছে—এতদিতি। **ব্যক্তেতরং**—ব্যক্ত এই জড় প্রপঞ্চ থেকে ভিন্ন, অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত। **এতৎ**—'ইদম্' 'এই' এই পদটি সর্বত্রই অন্বিত হবে, যথা—এই সখা সঙ্গে খেলা, এই অঘবধ ইত্যাদি।— কারণ অঘবধাদি সকল লীলাই শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তির বিলাস। **শৃণ্বন্ গৃণন্**—শ্রবণ কীর্তন করলেই অর্থাৎ শ্রবণ কীর্তনের প্রবৃত্তি মাত্রেই সর্বাভীষ্ট পূর্ণ হয়। এইরূপে সূক্ষ্মভাবে ফলোৎপত্তি হেতু। এবং **নর**—এইপদের ধ্বনিতে অধিকারের নিরপেক্ষতা বলা হল॥ জী০ ৬০॥

**৬০। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকাঃ** সুহৃদ্ভিশ্চরিতং "মুঞ্চন্তোঽন্যোন্যশিক্যাদী" নিত্যাদিনোক্তম্। ব্যক্তাৎ প্রপঞ্চাদিতরৎ। অকারান্তত্বমার্ষম্। অজস্য উরুর্মহাদ্ অভি সর্ব্বতোভাবেন স্তবস্তম্॥ বি০ ৬০॥

**৬১। এবং বিহারৈঃ কৌমারৈঃ কৌমারং জহতুর্ব্রজে।**
**নিলায়নৈঃ সেতুবন্ধৈর্মর্কটোৎপ্লবনাদিভিঃ॥**
**ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং**
**দশমস্কন্ধে ব্রহ্মস্তুতির্নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।**

**৬১। অন্বয়ঃ** ব্রজে এবং নিলায়নৈঃ, সেতুবন্ধৈঃ মর্কটোৎপ্লবনাদিভিঃ বিহার কৌমারৈঃ (বাল্য-লীলাভিঃ) কৌমারং জহতুঃ (অতিবাহয়ামাসতুঃ)।

**৬১। মূলানুবাদঃ** এইরূপে রামকৃষ্ণ দুভাই ব্রজে লুকোচুরি, সেতুবন্ধন, বানর-লাফালাফি প্রভৃতি বালখেলারঙ্গে বাল্যকাল একেবারে ভরিয়ে দিলেন।

---

**৬০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** সুহৃদ্ভিশ্চরিতং—কৃষ্ণের সখাগণ সঙ্গে খেলা রঙ্গ বলা হয়েছে "পরস্পর ছিকাদি চুরি চুরি খেলা"—(শ্রীভা০ ১০।১২।৫) ইত্যাদি শ্লোকে। **ব্যক্ত্যাৎ**—প্রপঞ্চ থেকে **ইতরৎ** ভিন্ন অর্থাৎ অপ্রপঞ্চ—ইতরত স্থানে ইতরৎ অকার অন্তত্ব আর্ষ প্রয়োগ। **উরু** মহান্ **অভিষ্টবং**—'অভি' সর্বতোভাবে তাকে স্তব। বি০ ৬০॥

**৬১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** কৌমারলীলামুপসংহরতি—এবমিতি; এবমেতদুপলক্ষণ-কৈরিত্যর্থঃ। জহতুঃ সংবৃতবন্তৌ, ব্রজ ইতি কদাচিদপ্যন্যত্র কৌমারলীলাসম্বন্ধো নাস্তীতি সর্ব্বতো ব্রজ-স্যোৎকর্ষং সূচয়তি। নিলায়নং নাম কশ্চিৎ কুত্রাপি, নিলীয় স্থিতোঽন্যেন পরিমৃগ্য দৃশ্যত ইত্যেবং, মর্কটোৎ-প্লবনমাদিঃ প্রথমং যেষাং তৈঃ সেতুবন্ধৈরিতি—শ্রীরঘুনাথলীলানুকরণং খল্বিদম্। বহুত্বং পৌনঃপুন্যাৎ। এবং চাল্যমান যন্ত্রমন্ত্রবারণাদিভির্যুদ্ধমুদ্রাদ্যনুকরণমপি গম্যম্॥

**৬১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** কৌমারলীলা উপসংহার করা হচ্ছে—এবম্ ইতি **এবম্**—এই রূপ বিহারে, এখানে 'এবম্' পদটি উপলক্ষণে বলা হয়েছে অর্থাৎ বিহার যতটুকু বর্ণন করা হয়েছে ইহাই শুধু নয় আরও অনেক—অনন্ত কৃষ্ণের বালখেলা অনন্ত, সামান্য কিছু নমুনা স্বরূপে বলা হয়েছে মাত্র। **জহতুঃ**—(রামকৃষ্ণ লীলা) সংগোপন করলেন। **ব্রজে**—এই পদের ধ্বনি, কখনও-ই অন্যত্র কৌমার-লীলার সম্বন্ধ হয় নি, এইরূপে ব্রজের উৎকর্ষ সূচিত হল। **নিলায়নঃ**—লুকোচুরি খেলা, কেউ কোথাও লুকিয়ে থেকে অন্যের দ্বারা খুঁজে বের করানো। **মর্কটোৎপ্লবনমাদিভিঃ**—বানরের মতো লাফ-ঝাপ যেসব লীলার প্রথমে, সেই সেতুবন্ধন প্রভৃতি লীলা—ইহা শ্রীরঘুনাথ-লীলানুকরণ, বহু বচন প্রয়োগে এই সব লীলার বার বার অনুষ্ঠান বুঝা যাচ্ছে। এই রূপে চাল্যমান যন্ত্রমন্ত্র বারণাদি দ্বারা যুদ্ধ-মুদ্রাদি অনুকরণই করা হচ্ছিল, এরূপ বুঝতে হবে। জী০॥ ৬১॥

**৬১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** "ব্রহ্মন্ কালান্তরকৃতং তৎকালীনং কথং ভবেদি"তি রাজপ্রশ্নোত্তরং সমাপ্য পুনস্তাং কথাসেবামবলম্বমান আহ—এবমিতি। জহতুঃ সংবৃতবন্তৌ। নিলায়নৈঃ নিলীয়স্থিতি-

তদন্বেষণাদ্যৈঃ সেতুবন্ধ লঙ্কাপ্রয়াণক্ষীরাব্ধিমথনাদিভিরবতারান্তরচরিতৈঃ ॥৬১॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
চতুর্দ্দশোঽয়ং দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

**৬১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** "হে ব্রহ্মণ কৃষ্ণের কৌমারে কৃত লীলা আজই যেন হয়েছে-এরূপভাবে ঘোষণা কৃষ্ণের পৌগণ্ডে কি করে করা হল" (শ্রীভা০ ১০।১২।৪১)— রাজার এই প্রশ্নের উত্তর শেষ করে পুনরায় লীলা কথায় ফিরে এসে শ্রীশুকদেব বলছেন—এবম্ ইতি। **জহতুঃ**— (লীলা) সংগোপন করলেন রামকৃষ্ণ। **নিলায়নৈঃ**— লুকিয়ে থেকে অন্যের অন্বেষণ প্রভৃতি খেলায়—সেতুবন্ধন, লঙ্কাপ্রয়াণ, ক্ষীরসমুদ্র মন্থন প্রভৃতি অন্য অবতারের লীলাবলী দ্বারা ॥ বি০ ৬১ ॥

শ্রীরাধাচরণ নূপুরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাদনেচ্ছু
দীনমণিকৃত দশমে চতুর্দশ অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ
সমাপ্ত ।